বাংলা শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক সরকারী ও সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত উচ্চ
প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে লাইব্রেরীর ও প্রাইজ-বই-এর জন্য অনুমোদিত—
(বেঙ্গল এডুকেশনাল গেজেট, জুলাই ১৯৪৫ দ্রষ্টব্য)

বাংলা বর্ষলিপি

১৩৫৭

(সপ্তম বর্ষ)

সম্পাদক

শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী বি, এ,

সহযোগী সম্পাদক

সুনীলচন্দ্র বিশী এম্, এস্-সি,

অমিতকুমার রায় বি. এস্-সি ; এম্. এ.,

প্রকাশক ঃ সংস্কৃতি বৈঠকের পক্ষে
শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী

সংস্কৃতি বৈঠক ঃ ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস
বালিগঞ্জ, কলিকাতা ২৯

প্রচ্ছদপট ঃ ব্রজেন চৌধুরী

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ঃ টাওয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস

পুস্তক মুদ্রণ ঃ হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১৬০, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঁধাই ঃ নিউ ইণ্ডিয়া বাইণ্ডিং য়্যাণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৫, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সংস্কৃতি বৈঠক
১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

প্রথমেই আমরা আমাদের সুধী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, বিজ্ঞাপনদাতা শুভাকাঙ্ক্ষীদের অভিবাদন জানাই। তাঁহাদের শুভেচ্ছায় বর্ষপঞ্জী সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল।

বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা-সমূহ এই গ্রন্থের প্রশং করিয়া আমাদের যে উৎসাহিত করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদে নিকট কৃতজ্ঞ।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দপ্তর, বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী প্রচা বিভাগ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন, জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, আলিপুর আবহবিজ্ঞানাগার প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠা ও দেবেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী স্মৃতি-গ্রন্থাগার হইতে আমরা তথ্য সংগ্র সাহায্য পাইয়াছি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও সংবাদপত্রসমূহ হইতেও আম সাহায্য পাইয়াছি। এ সাহায্যের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই 'ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীই প্রথম—'অধ্যায়ের জন্য শ্রীযুক্তা হিমাংশুবা ভাদুড়ীকে আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি

আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট হইতে পুস্তকের উন্নতি মতামত আহ্বান করিতেছি। নমস্কার। ইতি। বৈশাখ ১৩৫৭।

ভবদীয়
সম্পাদকমণ্ডলী

বিষয় সূচী

"পূর্ব ও পশ্চিম-বাঙলার বৈশিষ্ট্য একত্রে প্রকাশ করিয়া বর্ষলিপিখানি আপনার ধারা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

"...বাংলা দেশের, ভারতবর্ষের খুঁটিনাটি অনেক সংবাদ ও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত অনেক সংবাদ ইহাতে রহিয়াছে।"

—সংগঠন

"...The editors have left no avenues unexplored to make the current issue as useful as possible."

—Amrita Bazar Patrika

"হাতের কাছে এইরূপ একখানি নির্ভরযোগ্য পুস্তক থাকিলে অনেক সুবিধা হয়।"

—ভারত

"...পুস্তকখানি সর্বত্র সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি। ছাপা ও সন্নিবেশ এবং প্রচ্ছদপট সুরুচি সম্পন্ন।"

—বাঁকুড়া দর্পণ

"...The publication is a laudable effort and fills a distinct need in the statistical literature in Bengali Vernacular."

—Joint-Stock Journal.

"...হাতের কাছে সব সময় এরূপ একটি সঙ্কলন থাকা প্রয়োজন।"

—কৃষক

"—ইহার সম্পাদক মণ্ডলী বাঙ্গালীদের নিকট ধন্যবাদার্হ। পুস্তকখানির বহুল প্রচারে বাঙ্গালী মাত্রই বিশেষ উপকৃত হইবেন।"

—খুলনাবাসী

"—আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।"

—যুগান্তর

"বাংলা বর্ষলিপি অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা ও গৃহস্থ উভয়ের বিশেষ উপকার আসিবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।'

—স্বরাজ

'সহজ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বাংলা ও সমগ্র ভারতের প্রায় সকল জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ তথ্যে ইহা পূর্ণ। বাংলার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একখানি করিয়া রাখা উচিত।'

—শিক্ষক

"—বর্ষলিপির দিক হইতেই শুধু নহে, নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের ভাণ্ডাররূপে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।"

—অরণি

"...যেরূপ নিপুণভাবে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, তাতে প্রতিটি অধ্যায় অনুসন্ধিৎসু মনের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করবে।"

—দীপায়ন

বিষয় সমূহ

"...বাংলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য বর্ষলিপির যে অভাব ছিলো, 'বাংলা বর্ষলিপি' নিঃসন্দেহে তা পূরণ করবে বলেই আশা করা যায়।..."

—সত্যযুগ

'...আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।'

—সাপ্তাহিক বিশ্ববার্ত্তা

'...ইহা সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক পাঠিকারই বিশেষ কাজে আসিবে।'

—বঙ্গীয় গ্রন্থপ্রচার সমিতি

'...বাঙ্গলা ভাষায় ইহা একটি প্রয়োজনীয় বই।'

—বঙ্গলক্ষ্মী

'...এরূপ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ পুস্তক সকল শ্রেণীর লোকের নিকট সমাদৃত হইবার আশা করা যায়।'

—নীহার

সংশোধন, সংযোজন, শেষ সংবাদ

পৃঃ ২৯—

হইবে—	আয়তন	লোকসংখ্যা
ভারতবর্ষ (যুক্তরাষ্ট্র)	১২,২০,০৯৯ বর্গমাইল	৩৩ কোটি ৬৩ লক্ষ
পাকিস্থান	৩,৫৭,৬৮৩	৭ " ৬১

পৃঃ ১০১—

খেলাধুলা—রণজি প্রতিযোগিতা—

১৯৪৯-৫০—বিজেতা—বরোদা।

পৃঃ ১১০—

আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতা—

১৯৫০—বিজেতা—কাষ্টম্‌স।

পৃঃ ১১১—

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা—

বিজেতা—১৯৪৯—পূর্ব-পাঞ্জাব ; ১৯৫০—পাঞ্জাব।

কলিকাতা হকি লীগ—১৯৫০— বিজেতা কাষ্টম্‌স।

পৃঃ ১৩২—

ভারতে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত—ডাঃ সুদর্শন।

পৃঃ ১৫১—

পাঞ্জাবের (ভারত) নূতন মন্ত্রী—ক্যাপ্টেন রণজিৎ সিং (পূর্ত ও বিদ্যুৎ)।

পৃঃ ২৩৪—

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—

নূতন গভর্ণর—লেঃ কর্ণেল সাহেব জাদা মহম্মদ খুরশীদ।

পৃঃ ২৫৩—

হিন্দুমহাসভা—

১৯৪৯ খৃঃ ৯ মে তারিখে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার কার্যকরী সমিতি পুনরায় মহাসভার রাজনীতিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাংলা বর্ষলিপি

'বাংলায় বর্ষলিপি প্রকাশ করার পথিকৃৎ আলোচ্য পুস্তকের প্রকাশকমণ্ডলী।

—ফাল্গুনী

"বশেষ ইহার ভাষা সরল, বিষয় সন্নিবেশ হৃদয়গ্রাহী এবং ছাপাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর হওয়ায় গুণের তুলনায় মূল্য অল্পই হইয়াছে।"

—প্রদীপ

"প্রত্যেক বাঙ্গালী এই গ্রন্থটীকে সমাদরে গৃহে স্থান দিন এই আমরা চাই।"

—সাপ্তাহিক কংগ্রেস

"আধুনিক দিনের অনেক জ্ঞাতব্য পুস্তকখানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।"

—আর্য্য

"এইরূপ প্রয়োজনীয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া সংস্কৃতি বৈঠক বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

—ইউনিয়ন বোর্ড

"ইহাতে জানিবার ও শিখিবার অনেক কিছুই রহিয়াছে।"

—মুর্শিদাবাদ হিতৈষী

"ইহার ভাষা সরল, গতি সহজ, পরিধি ব্যাপক। বাংলা বর্ষলিপির সম্পাদকমণ্ডলী আজ সারা বাংলার কাছেই ধন্যবাদার্হ।"

—মহাজাতি

'আমরা অনুসন্ধিৎ বাঙ্গালী পাঠকমহলে এই পুস্তকটির বহুল প্রচলন কামনা করি।'

—আর্থিক জগৎ

"...The editor has done a valuable service to the nation'

—Nation

'বাংলার ঘরে ঘরে এর প্রচলন দেখলে খুসী হব।'

—রামধনু

'বইটির পাতায় পাতায় এত পড়বার, জানবার জিনিস আছে যে বাজারে প্রকাশিত অনেক নাটক নভেলের চেয়ে অনেক বেশী সুখপাঠ্য।'

—শ্রীমতী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধ
করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে
হইতেছে। কিন্তু, বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি না
যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভি
বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতি
ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণে
হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরে
অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহা
কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে
বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলি
যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাহাদের নিকট রুদ্ধ। আ
যাঁহারা ইংরেজী জানেন, স্বভাবতঃই তাঁহারা ইংরেজি ভাষা
দ্বারস্থ হন বলিয়া, বাংলাসাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লা
করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমা
যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলাসাহিত্যকেও এই কর্তব
পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগে
মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১ বৈশাখ ১৩৫০ হইতে এই গ্রন্থমালা নিয়মিত প্রকাশি
হইতেছে।

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

। তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

বিজ্ঞাপনদাতাগণের নাম

কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ
কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন
পি. বি, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী
বিশ্বভারতী
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
গোপাল সোপ ওয়ার্কস
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
ক্যালকাটা ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস লিঃ
বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড
ক্যালকাটা ক্যাবিনেট কোং
ঢোলকো কেমিকেল ওয়ার্কস
ভারত অয়েল মিল
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ডট্রাষ্ট লিঃ
লুম্বিনি কানন
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স লিঃ
জিওয়ানলাল লিমিটেড্‌
ডাঃ এস. শ্যারম্যান্‌
মনোহর সার্ভিস ষ্টেশন
ইণ্ডিয়া ষ্টাফ এণ্ড মার্কেন্টাইল কোং
শিক্ষক
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
মেটাল সিমার্স য়্যাণ্ড প্রিন্টার্স লিঃ

দৈবমন্ত্র কার্য্যালয়
ওরিয়েণ্ট প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস
ক্যালকাটা ড্রাগ হাউস
নেদারল্যাণ্ড লিমিটেড
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক
সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল ডেয়ারী ফার্ম লিঃ
সোমরাজ
ঢোল এণ্ড কোং
কণ্ডুদাবানল
স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
কৃষ্ণ মিত্র এণ্ড কোং
ন্যাশনাল ইকনমিক প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স
কুঁচের তৈল
তিলক আয়ুর্বেদিক ফার্মেসী লিঃ
ভাগ্যলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিঃ
প্যালেডিয়াম য়্যাস্যুরেন্স কোং লিঃ

বাংলা বর্ষলিপি

সপ্তম বর্ষ ১৩৫৭

হে ভারত,....ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমরা ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জনগণমন—

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥
পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথ পরিচায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥
ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥
রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয় গিরি ভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন রস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

—রবীন্দ্রনাথ

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাম্ মাতরম্।

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীম্ সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃত খর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীম্ নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীম্ মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্
সুজলাম্ সুফলাম্ মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।

শ্যামলাম্ সরলাম্ সুস্মিতাম্ ভূষিতাম্
ধরণীম্ ভরণীম্ মাতরম্
বন্দে মাতরম্।

—বঙ্কিমচন্দ্র

"ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
—দ্বিজেন্দ্রলাল

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের ইতিহাস এক সুপ্রাচীন সভ্যতার অবদান ও অগ্রগতির কাহিনী। এই সভ্যতার পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষসাধনের বিভিন্ন ধারা দেখা যায়। বিভিন্ন ধারাকে রূপদান করিয়াছে ভারতের চিন্তা ও মননশীলতা, তাহার ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনা। জাতিগত সংমিশ্রণ, ভূ-পরিবেশ ইত্যাদি ইহার উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতের সভ্যতা যুগ-যুগান্তকালের হইলেও অন্যান্য দেশের মতই এখানে একটি "প্রাক্‌ঐতিহাসিক যুগের" অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। "আদি-প্রস্তরযুগের" ভারতবাসী ব্যবহার করিত পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র ও দৈনিক প্রয়োজনীয় ব্যবহার-দ্রব্য। কৃষির প্রচলন, অগ্নির ব্যবহার এবং মৃৎ অথবা ধাতুশিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োগ তখন ছিল না। ইহার পর "নব্য-প্রস্তরযুগ" আসিল সভ্যতার প্রথম পরিচয় লইয়া। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এখন অগ্নির ব্যবহার শিখিয়াছে। ইহার কিছু পরেই তামা ও লোহা প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল "ধাতু-যুগ"। এই নব্য-প্রস্তরযুগ হইতে ধাতু-যুগের বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করিতে পারি-নিম্ন সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার মধ্যে। এই সভ্যতাকে ভারতের সর্বপ্রাচীন সভ্যতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় ও মেসোপটেমিয় সভ্যতার মিল খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে এই সভ্যতার তারিখ নির্দেশ করা হইয়াছে খৃঃ পূঃ তিন হাজার থেকে চার হাজার বছরের মধ্যে। এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে দেখা যায় এক পরিপূর্ণ নাগরিক জীবনের বিকাশ। মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপ হইতে যে অবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নাগরিক জীবনের সুবিধার সমস্ত রকমই বন্দোবস্ত দেখা যায়। এখানকার লোকদের ধর্ম বিশ্বাসের যেটুকু নিদর্শন

আমরা পাই তাহাতে হিন্দুধর্মের কিছু ভাব যথা—শিব-উপাসনা ও সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনা দেখা যায়। এখানকার সভ্যতাকে দ্রাবিড় সভ্যতা বলিয়া মনে করা হয়। ইহার পর আমরা পরিচিত হই ঋক্‌বেদের যুগের আর্যসভ্যতার সঙ্গে। আর্যসভ্যতার প্রাথমিক বিকাশের তারিখ এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই এবং তাহার ফলে এই সভ্যতার সঙ্গে নিম্ন-সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্ক নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। গ্রামীন্ ঋক্-বেদীয় সভ্যতা শেষোক্ত সভ্যতা হইতে ভিন্ন ধরণের ছিল। 'গ্রামকে' কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন আর্য গোষ্ঠী এখনকার আফগানিস্থান ও পাঞ্জাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। প্রকৃতি-উপাসনা ছিল নবাগত কৃষি-জীবি আর্যদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী বৈদিকযুগে দেখা যায় আর্যরা পাঞ্জাবের সীমা অতিক্রম করিয়া গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। এদেশে স্থায়ীভাবে স্থিতি পাওয়ায় এখন তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আসিল। সমাজের বিভিন্ন ধরণের কাজের প্রয়োজনে ও নিজেদের থেকে বিজিত দস্যু-দিগকে পৃথক বা হীন মনে করার জন্য জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল। সমাজ আচার অনুষ্ঠানের নিগড়ে বাঁধা পড়িল—যাগ যজ্ঞের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় জীবন যখন অনেকটা স্থিতি-শীল হইল তখন আর্যগণ জীবনের অর্থ অনুসন্ধানের অবকাশ পাইল। তাহারই অভিব্যক্তি পাওয়া যায় উপনিষদের দর্শনে। কিন্তু সাধারণ লোকের গভীর প্রশ্ন লইয়া আলোচনার অবসর ছিল না—তাহাদের সামাজিক দায়িত্বই ছিল বেশী। এদিকে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে ইতিহাসের পরিচিত রাজনৈতিক জীবনের সুরু। উত্তর ভারতে প্রায় ষোলটি 'জনপদ' বা রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল না। এই রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইয়া উঠে মগধ। এই ধারার আমরা চরম পরিণতি দেখি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায়। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য পশ্চিমে আফগানি-

স্থান হইতে পূর্বে বাংলা দেশে ও উত্তরে কাশ্মীর নেপাল হইতে দক্ষিণে মহীশূরের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের কথা বলিতে গেলে ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্ম-জীবনের বিপ্লবের কথা বলা অপরিহার্য। সামাজিক অবিচার ও অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন মহাবীর গৌতম ও বুদ্ধ। বৈদিক ধর্ম ও পুঁথিকে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা জনসাধারণের সম্মুখে এক নৈতিক জীবনের আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন। বৌদ্ধধর্ম কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের না হইয়া সর্বজনীন ধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। সম্রাট অশোকের সময় মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায়, ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অর্থাৎ গ্রীসে, উত্তর আফ্রিকায় ও মিশরে, সিংহল ও ব্রহ্মে বুদ্ধের বাণী পৌঁছিল। জৈনধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে আবদ্ধ রহিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আমরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে (খৃঃ চতুর্থ শতকে) রাজনৈতিক বিবর্তনের আর এক পরিচয় পাই। কিন্তু আমাদের নিকট এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তীকালীন ইতিহাস কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের সভ্যতা এই সময়ে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নানা জাতির অবদানে। মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে পারসিক ও গ্রীক্ আক্রমণের দ্বারা বিদেশীদের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঞ্জাব ও সিন্ধু পারস্যের প্রদেশরূপে পরিগণিত হইত। তাহার পর খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ঘটে। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের ঐক্যবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। উত্তর পশ্চিম ভারতে ও আফগানিস্থানে আগমন হইল ব্যাকট্রিয়ান, পার্থিয়ান, শক ও কুষাণদের। নব নব জাতির সভ্যতার সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হইল ভারতবর্ষ। খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্ক রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার সময়ে কুষাণ রাজ্যের সীমানা মধ্য এশিয়া হইতে ভারতের মধ্যে গঙ্গা-যমুনা অঞ্চল অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন আসিয়াছিল স্বাভাবিক

ভাবে। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রান্তে ও মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিমের গান্ধার অঞ্চলে একটি বিশেষ শিল্প গড়িয়া উঠে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রীক পদ্ধতিতে ভাস্কর্যের মধ্যে ভারতীয় ভাবধারা পরিস্ফুটন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মও 'হীনযান' ও 'মহাযান' রূপ পরিগ্রহণ করে। দেবতারূপে কল্পনা করিয়া বুদ্ধের উপাসনা আরম্ভ হয় 'মহাযান' মতাবলম্বীদের মধ্যে।

মৌর্য রাজবংশের পতনের পর মগধে সুঙ্গ ও কান্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় ও দক্ষিণ ভারতে অভ্যুত্থান হয় অন্ধ্র বা শতবাহন পরিবারের। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল শকরাজ্য-সমূহ। গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠার ফলে ভারতে পুনরায় ঐক্যবন্ধন গড়িয়া উঠিল। সমুদ্রগুপ্তের সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদ আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় এই সাম্রাজ্যের চরম ব্যাপ্তি ঘটে। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট ও পাঞ্জাব হইতে পূর্বে বাংলা দেশ পর্যন্ত ও দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশ লইয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল। গত বিভিন্ন শতাব্দীর সংস্কৃতির সঞ্চয়ের এক পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় গুপ্ত আমলের "সুবর্ণযুগে"। হিন্দু ধর্ম রাষ্ট্র ধর্ম হইলেও ধর্ম প্রতিভা বিকাশের প্রতিপন্থী হইয়া উঠে নাই। শিল্প, চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইল। সুশাসিত রাজ্যে জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের মানও ছিল খুব উঁচু। ভারতবাসীর বিজ্ঞানী মনের পরিচায়ক হিসাবে এই সময়ে জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

বৈদেশিক হূণদের আক্রমণে ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগে গুপ্ত সাম্রাজ্য খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তারপর থানেশ্বর ও কনৌজের রাজা খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতকে কিছু ঐক্যবদ্ধ করিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে আরম্ভ হইল ছোট ছোট রাজ-বংশের ইতিহাস। উত্তর ভারতের গুর্জর প্রতিহার ও পাল রাজবংশ

এবং দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূট এই ত্রিশক্তির মধ্যে প্রাধান্যের জন্য সংগ্রাম ইতিহাসের গতি পরিচালনা করিল। কনৌজে যখন গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন উঃ পঃ ভারতে উন্দ বা উদভাণ্ডপুরে হিন্দু শাহী রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। এদিকে গুর্জর প্রতিহার রাজগণের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া গুজরাট, মালব, রাজপুতানা ও মধ্যভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যখন ভারতবর্ষের এইরকম রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তখন ভারতবর্ষে গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদের আগমন হইল। তাহার পূর্বে সিন্ধুদেশ আরবদিগের দ্বারা বিজিত হইয়াছিল; কিন্তু ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক তখন বিশেষভাবে স্থাপিত হয় নাই। সুলতান মাহ্‌মুদের ভারত আক্রমণও ভারতের আর্থিক সম্পদহানি ছাড়া বিশেষ কিছু ঘটাইতে পারে নাই। তবে উঃ পঃ সীমান্ত এলাকা ও পাঞ্জাব গজনীর অধীন হইল। একাদশ শতকের প্রারম্ভে সুলতান মাহ্‌মুদের আক্রমণ হইয়াছিল এবং তাহার দ্বারা ভারতের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকট' হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নূতন আক্রমণ হইল 'ঘোর রাজ্যের শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর দ্বারা। ভারতবর্ষে এখন মুসলমান আধিপত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। সুলতান আলাউদ্দিন খিল্‌জির সময় (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনায়) উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারত বিজয় আরম্ভ হইল। হিন্দু রাজ্যগুলি আলাউদ্দিনের আনুগত্য স্বীকার করিল। কিন্তু ভারতের ইতিহাসের কেন্দ্রাতিগ গতি দেখা দিল তুঘলক রাজবংশের দুর্বলতায় তৈমুরের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্ত্তী সৈয়দ ও লোদীবংশীয় রাজগণ এই গতি রোধ করিতে পারেন নাই। উত্তর ভারতে গুজরাট মালব, মেবার, বাংলাদেশ, জৌনপুর ইত্যাদি স্বাধীন রাজ্যের এবং দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর ও বাহমানী রাজ্যদ্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতে আর একজন নূতন আক্রমণকারী আসিলেন

বাবর। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। আকবরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল এবং আওরংজেবের কালে সাম্রাজ্যের পরিসর সর্বাধিক বৃদ্ধি পাইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশে আগমন হইল ইউরোপীয়দের। বাণিজ্য-সম্পদ আহরণের জন্য সমসাময়িক রাজনীতি সাম্রাজ্যলিপ্সু হইয়া উঠার সুযোগ দিল। তাহারই পরিণতি দেখা যায় উন্নততর শিল্পজীবনের দীক্ষায় দীক্ষিত ইংরাজদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়।

ভারতবর্ষের জীবনে মুসলমান সভ্যতার প্রভাব জানা না থাকিলে প্রাক্-ইউরোপীয় ইতিহাসের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। বিজয়ী শাসকরূপে তুর্ক আফগান ও মোগলেরা এদেশে আসিয়াছিলেন এবং ঐস্লামিক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি এত বেশী ছিল যে পূর্বের মত হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে তাহার অবলুপ্তি ঘটে নাই। তবে ভারতবর্ষে যে একটা হিন্দু-ঐস্লামিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যে, স্থাপত্যশিল্পে, চিত্রকলায়, দর্শনে, এমন কি ধর্মে এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। উচ্চতর রাজনীতি মানুষের জীবনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাই জনসাধারণের মধ্যে খুব বেশী বুঝাপড়ার অভাব ছিল না। রাজপুত ভঙ্গিমার চিত্রকলা, উর্দু সাহিত্যের বিকাশ, সুফী দর্শন ও হিন্দুধর্মে "ভক্তি" মতবাদের প্রাবল্য ইহারই ফল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উৎপীড়ন ছিল না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

মোগল শাসনের শেষভাগে দেখা যায় শিল্প বাণিজ্যে অনবগ্রসরতা অন্তর্বিপ্লব, বহিঃআক্রমণ ও ক্ষুদ্র জাতীয়তাবোধ। এই দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজদের আগমন হয়। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চল অধিকারের পর তাহাদের মহীশূরের হায়দার আলি ও টিপুসুলতানের ও মারাঠাদের প্রতিপক্ষতার সম্মুখীন হইতে হয়। লর্ড ওয়েলেসলি

তাঁহার "অধীনতামূলক মিত্রতা" নীতি প্রয়োগ করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ইংরেজ প্রভাব বিস্তার করিলেন। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হওয়ায় সাম্রাজ্যের বিস্তার অনেক বাড়িল। তাঁহার "রাজ্যেগ্রাসকরণ" নীতির ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ইংরাজদের পদানত হইল। ইংরাজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম মতবাদ দেখা দিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে। তাহারই পরিণতি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ। ইংলণ্ডের রাণী হইলেন ভারতের সাম্রাজ্ঞী। দেশীয় রাজ্যগুলির উপর তাঁহার সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইংরাজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে দেখা দিল জাতীয়তার উন্মেষ। পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেমের নবজাগরণ হইল। সামাজিক জীবনেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই নূতন পথের প্রথম পথিক রাজা রামমোহন রায়। সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক সচেতনতার তিনি হইলেন অগ্রদূত। ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয়েরা এই আন্দোলনে অগ্রণী হইলেন। ইহার পর মুসলমান জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব করিলেন স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা। তৎপরে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠিত হইল মুসলীম লীগ। ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের ইতিহাস জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস—যাহার পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাহারই পরিসমাপ্তি। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র রূপে ঘোষিত হইল।

ভারতের ভাস্কর্য ও ঐতিহ্যের নিদর্শন

• **অজন্তা**—হায়দ্রাবাদ রাজ্যে অবস্থিত গিরিগুহাগুলির প্রাচীরচিত্র-সমূহ প্রাচীন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন।

ইলোরা—হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় অবস্থিত গিরি-গুহাগুলি প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের শিল্পনৈপুণ্য বহন করিতেছে।

• **কোনারকের সূর্যমন্দির**—উড়িষ্যায় পুরী হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই বিরাট প্রস্তর মন্দিরের কিয়দংশ নষ্ট হইলেও ইহা এখনও প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের চরম নিদর্শন। ইহা বিদেশীর নিকট "ব্ল্যাক প্যাগোডা" নামে পরিচিত।

হস্তী-গুহা—বোম্বাই শহরের অনতিদূরে এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বরের মন্দির—উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দিরগুলিতে উচ্চাঙ্গের শিল্পচাতুর্য লক্ষিত হয়।

স্বর্ণমন্দির—পূর্বপাঞ্জাবের অমৃতসরে অবস্থিত শিখদের ধর্মমন্দির।

সীমাচলম্ মন্দির—মাদ্রাজে ওয়ালটেয়র হইতে ৮ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বরাহ নরসিংহের মন্দির।

মিনাক্ষীদেবীর মন্দির—দক্ষিণভারতের মাদুরায় অবস্থিত শিব ও মিনাক্ষীদেবীর মন্দির প্রাচীন দ্রাবিড়-সংস্কৃতির নিদর্শন।

বিষ্ণুমন্দির—মাদ্রাজের ত্রিচিনপল্লীতে অবস্থিত এই বিরাট মন্দিরে এক হাজার থাম আছে।

রামেশ্বরের মন্দির—দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরে অবস্থিত এই বিরাট মন্দিরটির সূক্ষ্ম ভাস্কর্য ভারতের পুরাতন শিল্পনৈপুণ্যের উৎকর্ষতার পরিচায়ক।

বিজয়-স্তম্ভ—রাজপুতানার চিতোরে অবস্থিত ১২২ ফিট উচ্চ স্তম্ভ।

সাঁচী-স্তূপ—ভূপাল রাজ্যে সাঁচীতে একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ৫৬ ফিট উচ্চ এই স্তূপটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন।

• **বুদ্ধগয়ার মন্দির**—২০০ফিট উচ্চ এই মন্দিরটি বিহারে গয়ায়

সন্নিকটে অবস্থিত। গৌতম-বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের স্থানকে স্মরণীয় করার জন্য এই মন্দিরটি রাজা অশোক কর্তৃক নির্মিত হয়।

সারনাথের স্তূপ—কাশীর সন্নিকটে সারনাথ নামক স্থানে অবস্থিত ১০৪ ফিট উচ্চ স্তূপ। এখানে বুদ্ধদেব তাঁহার নির্বাণের বাণী প্রথম প্রচার করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় বৌদ্ধযুগের বহু প্রাচীন নিদর্শন ভূগর্ভ খনন করিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে।

• **তাজমহল**—যুক্ত-প্রদেশের আগ্রায় যমুনানদীর তীরে সম্রাট শাজাহান কর্তৃক তাঁহার মহিষী মমতাজমহলের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত শ্বেত-মর্মর সৌধ। ২৩০ ফিট উচ্চ এই সৌধটি মোগল-ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কুতুবমিনার—দিল্লীর অনতিদূরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত ২৮০ ফিট উচ্চ এই মিনারটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ মিনার।

মহেঞ্জোদারো—উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইষ্টক নির্মিত গৃহাদি ও জলনিকাসন ব্যবস্থা, অলঙ্কার, শিল্পকার্যখচিত মৃৎপাত্র প্রভৃতি পুরাতন যুগের উন্নত সভ্যতার পরিচয় দিতেছে। ইহা বর্তমানে পাকিস্থানে অবস্থিত।

গোলগম্বুজ—বিজাপুরে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম গম্বুজ।

আগ্রা ও দিল্লীর দুর্গ—আগ্রা ও দিল্লীর দুর্গ দুইটি মোগল যুগের স্থাপত্য ও শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন।

• **নালান্দা**—বিহারে বক্তিয়ারপুরের অনতিদূরে নালান্দায় বৌদ্ধ-যুগের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার নিদর্শন বহন করিতেছে।

তক্ষশীলা—রাওলপিণ্ডির ২০ মাইল দূরে অবস্থিত বৌদ্ধযুগের খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত হাজার বছরের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে পাকিস্থানে অবস্থিত।

ভারতের শৈলাবাস

শৈলাবাস	উচ্চতা (ফিট)	শৈলাবাস	উচ্চতা (ফিট)
অমরনাথ (কাশ্মীর)	১৩,০০০	ল্যান্সডাউন (যুক্তপ্রদেশ)	৬,০৬০
ডালহৌসী (যুক্তপ্রদেশ)	৭,৮৬৭	আলমোড়া (ঐ)	৫,৫০০
উটকামণ্ড (মাদ্রাজ)	৭,৪৯০	শ্রীনগর (কাশ্মীর)	৫,২৫০
কোদাইকানাল (ঐ)	৭,০০০	শিলং (আসাম)	৪,৯৮৭
সিমলা (পূর্ব পাঞ্জাব)	৭,০৫৭	কার্সিয়ং (পশ্চিমবঙ্গ)	৪,৮৬৪
দার্জিলিং (পশ্চিমবঙ্গ)	৬,৮১২	কুলুভ্যালী (পূর্ব পাঞ্জাব)	৪,৭০০
কুন্নুর (মাদ্রাজ)	৬,৭৪০	পাঁচমারী (মধ্যপ্রদেশ)	৪,৫০০
মুসৌরী (যুক্তপ্রদেশ)	৬,৬০০	মহাবালেশ্বর (বোম্বাই)	৪,৫০০
নৈনীতাল (ঐ)	৬,৪০০	কালিম্পং (পশ্চিমবঙ্গ)	৩,৯৩৩
কসৌলী (পূর্ব পাঞ্জাব)	৬,২০০	মাউণ্ট আবু (রাজপুতানা)	৩,৮০০

বাংলা

শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রাজা রামমোহন, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ প্রখ্যাতনামা মনীষীদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের উত্তরে গিরিরাজ হিমালয়, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি ও রাজমহল পাহাড়, দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যার পাহাড়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়শ্রেণী। এত অধিক সংখ্যক নদনদী ভারতের আর কোথাও নাই। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এই তিনটি নদীর সহিত বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত।

পাহাড়পুর, গৌড় প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। কুটির শিল্পে বাংলার স্থান যে কত উচ্চে ছিল তাহা ঢাকার মস্‌লীন বস্ত্রের উৎকর্ষতা হইতে ভালভাবে অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই সমাদৃত হইত। এখনও ঢাকা, টাঙ্গাইল, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিষ্ণুপুরের রেশমীবস্ত্র, ঢাকার শাঁখা ও কৃষ্ণনগরের মৃতশিল্প এই উৎকর্ষতার নিদর্শন বহন করিয়া আসিতেছে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের পাট জগতের সমস্ত স্থানের চাহিদা পূরণ করিয়া আসিতেছে। রাণীগঞ্জ আসানসোল প্রভৃতি স্থানের খনিজ সম্পদ শিল্পপ্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ভাষা এই বাংলাভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের দ্বারা পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী সাহিত্য।

সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, আচার-ব্যবহারে বাংলার বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করেন। ভারতের আর্য অনার্য সভ্যতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশ বহন করিয়া আসিতেছে। সমস্ত দিক হইতে দেখিলে বাংলাদেশকে সর্বাপেক্ষা প্রগতিসম্পন্ন বলিলে ভুল হয় না।

মৌর্যগণ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। মৌর্যযুগের পর গুপ্তবংশ, পালবংশ ও সেন বংশের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যায়।

বাংলাদেশ পাঠানগণের অধিকারে আসিলেও বাংলাদেশের প্রকৃত মালিক বাঙ্গালীরাই ছিল। সুলতানগণ দিল্লীর অনুমোদন সাপেক্ষ গৌড়ের রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলা শাসন অসম্ভব বুঝিতে পারায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় এবং তাহারা মিলিতভাবে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। পাঠানগণের দুইশত বৎসর রাজত্বের পরে বাংলাদেশ মোগলদের অধিকারে আসে। মোগলগণের আমলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রতাপাদিত্য ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি বার-ভূঁইয়া—যাঁহারা পাঠান আমলে সসম্মানে বাংলাদেশ শাসন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই মোগলের আমলে ক্ষমতাচ্যুত হইলেন।

ইহার পর সিরাজদ্দৌলার আমলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশে সুশাসন চলিতে লাগিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের সহিত যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হন এবং বাংলার শাসনভার বিদেশীগণের হস্তে চলিয়া গেল।

ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ভারতকে দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া ভবিষ্যতে ক্ষমতাশালী স্বাধীন ভারতের আধিপত্যের আশঙ্কাকে বিনষ্ট করিবার শেষ চেষ্টা করিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট বিভক্ত ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল। যে বাঙালী চিরকাল ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে, ভারতের বাহিরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগেও ছিল যে বাঙ্গালী বীর ইংরাজের বিভাগ নীতির ফলে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি স্বীকার করিল সেই বাঙ্গালী জাতি।

বাঙ্গালা বিভক্ত হইয়া পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা এই দুইটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হইল। পশ্চিম বাংলা ভারতীয় রাষ্ট্রের ও পূর্ব বাংলা পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হইল।

আদম সুমারী, ১৯৪১

অবিভক্ত ভারতবর্ষ (স্বাধীন রাজ্যসমূহ সহ)

(১৫,৮১,৪১০ বর্গমাইল)

বৎসর	লোকসংখ্যা	বৎসর	লোকসংখ্যা
১৮৯১	২৭,৯৪,৪৬ ২৪৮	১৯২১	৩০,৫৬,৯৩,০৬৩
১৯০১	২৮,৩৮,৭২ ৩৫৯	১৯৩১	৩৩ ৮১,১৯,১৫৪
১৯১১	৩০,৩০,১২,৫৯৮	১৯৪১	৩৮,৮৯ ৯৭,৯৫৫
১৯৪১—	সহরের সংখ্যা		২,৭০৩
	গ্রামের সংখ্যা		৬,৫৫ ৮৯২
	বসতবাড়ীর সংখ্যা		৭,৬০,৩৫,৩৪৫
	সহরের লোকসংখ্যা		৪,৯৬,৯৬,০৫৩
	গ্রামের লোকসংখ্যা		৩৩ ৯৩,০১.৯০২
	পুরুষের সংখ্যা		২০,১০,২৫,৭২৬
	স্ত্রীলোকের সংখ্যা		১৮,৭৯,৭২.২২৯

অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকসমূহের সংখ্যা

হিন্দু	২৫,৪৯,৩০,৫০৬	পার্শী	১,১৪,৮৯০
মুসলমান	৯,২০,৫৮,০৯৬	বৌদ্ধ	২,৩২,০০৩
খৃষ্টান	৬৩,১৬,৫৪৯	ইহুদী	২২,৪৮০
শিখ	৫৬,৯১,৪৪৭	পার্বত্যজাতি	২,৫৪,৪১,৪৮৯
জৈন	১৪,৪৯,২৮৬	অন্যান্য	৪,০৯,৮৭৭

[উঃ পঃ সীমান্ত রাজ্যের কতক অংশে গণনায় ধর্ম জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা ২৩,৩১,৩৩২]

বাঙলা বলুন, বাঙলায় লিখুন, অন্যকে বাঙলা শিখতে সুযোগ ও উৎসাহ দিন

অবিভক্ত ভারতের প্রদেশসমূহের লোকসংখ্যা (১৯৪১)

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	হিন্দু শতকরা	মুসলমান শতকরা
বাংলা	৬,০৩,০৬,৫২৫	২,৫০,৫৯,০২৭	৩,৩০,০৫,৪৩৪	২২,৪২,০৬৭	৪১.৫	৫৪.৭
যুক্তপ্রদেশ	৫,৫০,২০,৬১৭	৪,৫৮,১১,৬৬৯	৮৪,১৬,৩০৮	৭,৯২,৬৪০	৮৩.৩	১৫.২
মাদ্রাজ	৪,৯৩,৪১,৮১০	৪,২৭,৯৯,৮২২	৩৮,৯৬,৪৫২	২৬,৪৫,৫৩৬	৮৬.৭	৭.৮
বিহার	৩,৬৩,৪০,১৫১	২,৬৫,১৪ ২৬৯	৪৭,১৬,৩১৪	৫১,০৯,৫৬৮	৭২.৯	১১.৫
পাঞ্জাব	২,৮৪,১৮,৮১৯	৭৫,৫০,৩৭২	১,৬২,১৭,২৪২	৪৬,৫১,২০৫	২৬.৬	৫৭.১
বোম্বাই	২,০৮,৪৯,৮৪০	১,৬৫,৫৫,৩৯০	১৯,২০,৩৬৮	২৩,৭৪,০৮২	৭৯.৫	৯.২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,৬৮,১৩,৫৮৪	১,২৯,৩১,৯৯৬	৭.৮৩,৬৯৭	৩০,৯৭,৮৯১	৭৬.৯	৪.৬
আসাম	১,০২,০৫,৭৩৩	৪২,১৩,২২৩	৩৪,৪২,৪৭৯	২৫,৪৯,০৩১	৪১.৩	৩৩.৭
উড়িষ্যা	৮৭,২৮,৫৪৪	৬৮,৩২,[illegible]০৬	১,৪৬,৩০১	১৭,৪৯,৫৩৭	৭৮.৩	১.৬
সিন্ধু	৪৫,৩৫,০০৮	১২,২৯,৯২৬	৩২,০৮,৩২৫	৯৬,৭৫৭	২৭.১	৭০.৭
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩০,৩৮,০৬৭	১,৮০,৩২১	২৭,৮৮,৭৯৭	৬৮,৯৪৯	৫.৯	৯১.৮
দিল্লী	৯,১৭,৯৩৯	৫,৬৭,২২৫	৩,০৪,৯৭১	৪৫,৭৪৩	৬১.৭	৩৩.২
বেলুচিস্থান	৫,০১,৬৩১	৪৪,৬২৩	৪,৩৮,৯৩০	১৮,০৭৮	৮.৯	৮৭.৫
আজমীঢ় মাড়োয়ার	৫,৮৩,৬৯৩	৩,৭৬,৪৮১	৮৯,৮৯৯	১,১৭,৩১৩	৬৪.৪	১৫.৭
কুর্গ	১,৬৮,৭২৬	১,৩০,৭৫৩	১৪,৭৩০	২৩,২৪৩	৭৭.৫	৮.৯
আন্দামান নিকোবর	৩৩,৭৬৮	৮,৪২৭	৮,০০৫	১৭,৩৩৬	২৪.৯	২৩.৭
পান্থ পিপলোদা	৫,২৬৭	৪,৭২৬	২৫১	২৯০	৮৯.৭	৪.৮
মোট	২৯,৫৮,০৮,৭২২	১৯,০৪,১০,৯৫৩	৭,৯৩,৯৮,৫০৩	২,৫৫,৯৯,২৬৬	৬৪.৫	২৬.৮

দুইলক্ষাধিক জনাকীর্ণ অবিভক্ত ভারতের সহরসমূহ

(১৯৪১)

সহর	লোকসংখ্যা	সহর	লোকসংখ্যা
কলিকাতা	২১,০৮,৯৮১	নাগপুর	৩,০১,৯৫৭
বোম্বাই	১৪,৮৯,৮৮৩	আগ্রা	২,৮৪,১৫৯
		ইন্দোর	২,৭০,৬৯৫
মাদ্রাজ	৭,৭৭,৪৮১	বেনারস	২,৬৩,১০০
হায়দ্রাবাদ	৭,৩৯,১৫৯	এলাহাবাদ	২,৬০,৬৩০
লাহোর	৬,৭১,৬৫৯	পুণা	২,৫৮,১৯৭
আমেদাবাদ	৫,৯১,২৬৭	বাঙ্গালোর	২,৪৮,৩৩৪
দিল্লী	৫,২১,৮৪৯	মাদুরা	২,৩৯,১৪৪
কানপুর	৪,৮৭,৩২৪	ঢাকা	২,১৩,২১৮
অমৃতসর	৩,৯১,০১০	শোলাপুর	২,১২,৬২০
লক্ষ্ণৌ	৩,৮৭,১৭৭	শ্রীনগর	২,০৭,৭৮৭
হাওড়া	৩,৭৯,২৯২	করাচী	৩,৭৯,৪৯২

কলিকাতা (৩৩.৭ বর্গমাইল) ১৯৪১—

বৎসর	লোকসংখ্যা		
১৮৯১	৭,৪৭,২৪৯	পুরুষ	১৪,৫২,৩৬২
১৯০১	৯,২১,৩৮০	স্ত্রীলোক	৬,৫৬,৫২৯
১৯১১	১০,১৩,১৪৩	হিন্দু	১৫,৩১,৫১২
১৯২১	১০,৪৬,৩০০	মুসলমান	৪,৯৭,৫৩৫
১৯৩১	১১,৬৩,৭৭১	ভারতীয় খ্রীষ্টান	১৬,৪৩১
১৯৪১	২১,০৮,৮৯১	শিখ	৮,৪৫৬
		জৈন	৬,৬৮৯
		অন্যান্য	৪৮,২৬৮

বাংলাদেশ (৮২,৮৭৬ বর্গমাইল)

বৎসর	লোকসংখ্যা	বৎসর	লোকসংখ্যা
১৮৯১	৩,৯০,১৩,১৩৩	১৯২১	৪,৭৬,০০,৬২৮
১৯০১	৪,২৮,৮৯,৪৫৩	১৯৩১	৫,১০,৭৮,৮৮৪
১৯১১	৪,৬৩,১৩,৬২১	১৯৪১	৬,১৪,৬০,৩৭৭

অবিভক্ত বাংলার সহরবাসী ও গ্রামবাসী

স্থান	আয়তন (বর্গমাইল)	সহর	গ্রাম	বসত বাড়ীর সংখ্যা		
				সহরে	গ্রামে	মোট
বাংলাদেশ	৮২,৮৭৬	১৫৬	৯০,০০০	১১,১৭,৯৩৮	১,০২,৩৭,৯১৬	১,১৩,৫৫,৮৫৪
বৃটিশ অধিকৃত	৭৭,৪৪২	১৪৯	৮৪,২১৩	১১,১০,০৮৮	১,০০,৩০,৯৯২	১,১১,৪১,০৮০
দেশীয় রাজ্য	৫,৪৩৪	৭	৫,৭৮৭	৭,৮৫০	২,০৬,৯২৪	২,১৪,৭৭৪

স্থান	লোকসংখ্যা			পুরুষ
	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে
বাংলাদেশ	৫৯,৮৩,২৯০	৫,৫৪,৭৭,০৮৭	৬,১৪,৬০,৩৭৭	৩৭,৯১,৫৪৫
বৃটিশ অধিকৃত	৫৯,৩৮,৭৭৬	৫,৪৩,৬৭,৭৪৯	৬,০৩,০৬,৫২৫	৩৭,৬৪,৭৭৬
দেশীয় রাজ্য	৪৪,৫১৪	১১,০৯,৩৩৮	১১,৫৩,৮৫২	২৬,৭৬৯

স্থান	পুরুষ		স্ত্রীলোক		
	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে	মোট
বাংলাদেশ	২,৮৫,৬৮,৮৫৬	৩,২৩,৬০,৪০১	২১,৯১,৭৪৫	২,৬৯,০৮,২৩১	২,৯০,৯৯,৯৭৬
বৃটিশ অধিকৃত	২,৭৯,৮২,৬১৯	৩,১৭,৪৭,৩৯৫	২১,৭৪,০০০	২,৬৩,৮৫,১৩০	২,৮৫,৫৯,১৩০
দেশীয় রাজ্য	৫,৮৬,২৩৭	৬ ১৩,০০৬	১৭,৭৪৫	৫,২৩,১০১	৫,৭০,৮৪৬

অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা

স্থান	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	১৬,৪০২	১,২৮,১৭,০৮৭	৭১,০৫,৯.১	৫৭,১১,১৭৬
জেলা কলিকাতা	৩৪	২১,০৮,৮৯১	১৪,৫২,৩৬২	৬,৫৬,৫২৯
২৪ পরগণা	৩,৬৯৬	৩৫,৩৬,৩৮৬	১৯,৪৩,৩৬৫	১৫,৯৩,০২১
নদীয়া	২,৮১৯	১৭,৫৯,৮৪৬	৯,০৯,১৩৩	৮,৫০,৭১৩
মুর্শিদাবাদ	২,০৬৩	১৬,৪০,৫৩০	৮,২৭,৪৮৩	৮,১৬,০৪৭
যশোহর	২,৯২৫	১৮,২৮,২১৬	৯,৫৭,৮৭৬	৮,৭০,৩৪০
খুলনা	৪,৮০৫	১৯,৪৩,২১৮	১০,১৮,৬৯২	৯,২৪,৫২৬
বর্ধমান বিভাগ	১৪,১৩৫	১,০২,৮৭,৩৬৯	৫৩,৭৮,৮৮৮	৪৯,০৮,৪৮১
জেলা বর্ধমান	২,৭০৫	১৮,৯০,৭৩২	৯,৯৮,৮২৫	৮,৯১,৯০৭
বীরভূম	১,৭৪৩	১০,৪৮,৩১৭	৫,২৪,৫১৭	৫,২৩,৮০০
বাঁকুড়া	২,৬৪৬	১২,৮৯,৬৪০	৬,৫[illegible],৮৮১	৬,৩৭,৭৫৯
মেদিনীপুর	৫,২৭৪	৩১,৯০,৬৪৭	১৬,৩১,৬৭৩	১৫,৫৮,৯৭৪
হুগলী	১,২০৬	১[illegible],৭৭,৭২৯	৭,৩৮,৫৬১	৬,৩২,১৬৮
হাওড়া	৫৬১	১৪,৯০,৩০৪	৮,৩৩,৪৩১	৬,৫৬,৮৭৩
রাজসাহী বিভাগ	১৯,৮৪২	১,২০,৪০,৪৬৫	৬২,৮৩,৩৩৯	৫৭,৫৭,১২৬৯
জেলা রাজসাহী	২,৫২৬	১৫,৭১,৭৫০	৮,২১,১১৩	৭,৫০,৬৩৭
দিনাজপুর	৩,৯৫৩	১৯,২৬,৮৩৩	১০,১৮,৫০৯	৯,০৮,৩২৪
জলপাইগুড়ি	৩,০৫০	১০,৮৯,৫১৩	৫,৯১,২৯৪	৪,৯৮,২১৯
দার্জিলিং	১,১৯২	৩,৭৬,৩৬৯	১,৯০,৮৯১	১,৭৬,৪৭৮
রংপুর	৩,৬০৬	২৮,৭৮,৮৪৭	১৫,০৯,৪৩৭	১৩,৬৮,৪১০
বগুড়া	১,৪৭৫	১২,৬০,৪৬৩	৬,৪৮, ৯৯	৬,১২,১৬৪
পাবনা	১,৮৩৬	১৭,০৫,০৭২	৮,৭৫,৫২৪	৮,২৯,৫৪৮
মালদহ	২,০০৪	১২,৩২,৬১৮	৬,১৯,২৭২	৬,১৩,৩৪৬

সমূহের লোকসংখ্যা

হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	হিন্দু	মুসলমান
			শতকরা	
৬৮,৮৩,২১৭	৫৭,১১,৩৫৪	২,২২,৫১৬	৫৩·৭	৪৪·৬
১৫,৩১,৫১২	৪,৯৭,৫৩৫	৭৯,৮৪৪	৭২·৬	২৩·৬
২৩,০৯,২৯৬	১১,৪৮,১৮০	৭৮,২১০	৬৫·৩	৩২·৫
৬,৫৭,৯৫০	১০,৭৮,০০৭	২৩,৮৮৯	৩৭·৪	৬১·৩
৬,৮৬,৯৮৭	৯,২৭,৭৪৭	২৭,৭৯৬	৪১·৭	৫৬·৬
৭,২১,০৭৯	১১,০০,৭১৩	৬,৪২৪	৩৯·৪	৬০·২
৯,৭৭,৬৯৩	৯,৫৯,১৭২	৬,৩৫৩	৫০·৩	৪৯·৪
৮১,২৫,১৮৫	১৪,২৯,৫০০	৭,৩২,৬৪৮	৭৯·০	১৪·৯
১[illegible],৯৩,৮২০	৩,৩৬,৬৬৫	১,৬০,২৪৭	৭৩·৭	১৭·৮
৬,৭৬,৪৩৬	২,৮৭,৩১০	৭৪,৫৭১	৬৫·৫	২৭·৪
১০,৭৮,৫৫৯	৫৫,৫৬৪	১,৫৫,৫১৭	৮৩·৮	৪·৩
২৬,৮১,৯৬৩	২,৪৬,৫৫৯	২,৬২,১২৫	৮৪·১	৭·৭
১০,৯৯,৫৪৪	২,০৭,০৭৭	৭১,১০৮	৭৯·৮	১৫·০
১১,৮৪,৮৬১	২,৯৬,৩২৫	৯,১১৬	৭৯·৭	১৯·৬
৩৬,৭৩,৮০৯	৭৫,২৮,১১৭	৮,৩৮,৫৩৯	৩০·৫	৬২·৫
৩,২৯,২৩০	১১,৭৩,২৮৫	৬৯,২৩৫	২০·৯	৭৪·৬
৭,৭৪,৬২২	৯,৬৭,[illegible]৩৬	১,৮৪,৯৬৫	৪০·২	৫০·২
৫,৫১,৬৪৭	২,৫১,৪৬০	২,০৬,৪০৬	৫০·৬	২৩·০
১,৭৮,৪৯৬	৯,১২৫	১,৮৮,৭৪৮	৪৫·৭	২·৪
৮,০২,৮৪৯	২০,৫৫,১৮৬	১৯,৮১২	২৭·৯	৭১·৪
১,৮৭,৫৩২	১০,৫৭,৯০২	১৫,০২৯	১৪·৯	৮৩·৯
৩,৮৩,৭৫৫	১৩,১৩,৯৬৮	৭,৩৪১	২২·৫	৭৭·০
৪,৬৫,৬৭৮	৬,৯৯,৯৭৫	৬৬,৯৯৫	৩৭·৮	৫৬·৮

স্থান	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
ঢাকা বিভাগ	১৫,৪৯৮	১,৬৬,৮৩,৭১৪	৮৬,১১,৮৫২	৮০,৭১,৮৬২
জেলা ঢাকা	২,৭৩৮	৪২,২২,১৪৩	২২,৬১,৭১৮	২০,৬০,৪২৫
ময়মনসিংহ	৬,১৫৬	৬০,২৩,৭৫৮	৩১,৩৭,৫৭১	২৮,৮৬,১৮৭
ফরিদপুর	২,৮২১	২৮,৮৮.৮০৩	১৪,৮১,০৮১	১৪,০৭,৭২২
বাখরগঞ্জ	৩,৭৮৩	৩৫,৪৯,০১০	১৮,৩১,৪৮২	১৭,১৭,৫২৮
চট্টগ্রাম বিভাগ	১১,৭৬৫	৮৪,৭৭,৮৯০	৪৩,৬৭,৪০৫	৪১,১০,৪৮৫
জেলা চট্টগ্রাম	২,৫৬৯	২১,৫৩,২৯৬	১০,৯৩,৯৬২	১০,৫৯,৩৩৪
নোয়াখালি	১,৬৫৮	২২,১৭,৪০২	১১,৪৩,১৭৭	১০,৭৭,২২৮
ত্রিপুরা	২,৫৩১	৩৮,৬০,১৩৯	১৯,৯৯,৪৪৭	১৮,৬০, ৯২
পার্বত্যচট্টগ্রাম	৫,০০৭	২,৪৭,০৫৩	১,৩০ ৮২২	১,১৬,২৩১
মোট	৭৭,৪৪২	৬,০৩,০৬,৫২৫	৩,১৭,৪৭,৩৯৫	২,৮৬,৫৯, ৩০
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,১১৬	৫,১৩,৩০৫		
কুচবিহার রাজ্য	১,৩১৮	৬,৩৯,৮৯৮		

বাংলাদেশে প্রতি দশ হাজারে হিন্দু মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত।

	১ ৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
হিন্দু	৪,১৯৮	৪.৩৪৮	৪,৬৭২	৪,৫২৩	৪,৭০০
মুসলমান	৫,৪৩০	৫,৪৪৪	৫,৩৫৫	৫.২৩৪	৫,১১৯

"কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, এইবার তাহাকে সংগ্রামের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক মুক্তি অর্জন করিতে হইবে। রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম অপেক্ষা ভবিষ্যতের এই সংগ্রাম আরও কঠিন।"

মহাত্মা গান্ধী।

হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	হিন্দু	মুসলমান
			শতকরা	
৪৬ ২১,৬৩৭	১,১৯,৪৭,১৭২	১,১৭,৯০৫	২৭'৬	৭১'৬
১৩,৬০,১৩২	২৮,৪১,২৬১	২০,৭৫০	৩২'২	৬৭'৩
১২,৯৬,৬৩৮	৪৬,৬৪,৫৪৮	৬২,৫৭২	২১'৫	৭৭'৪
১০,০৬,২৩৮	৮,৭১,৩৩৬	১১,২২৯	৩৪'৮	৬৪'৭
৯,৫৮,৬৩৯	২৫,৬৭,০২৭	২৩,৩৫৪	২৬'৯	৭২'৩
১৭,৫৫ ১৭৬	৬৩,৯২,২৯১	৩,৩০,৪২৩	২০'৭	৭৫'৪
৪ ৫৮,০৭৪	১৬ ০৫,১৮৩	৯০,০৩৯	২১'২	৭৪'৬
৪,১২,২৬১	১৮,০৩,৯৩৭	১,২০৪	১৮'৫	৮১'৪
৮,৭৯.৯৬০	২৯,৭৫,৯০১	৪,২৭৮	২২ ৭	৭৭'০
৪,৮৮১	০,২৭০	২ ৩৪,৯০২	১'৯	২'৯
২,৫০,৫৯,০২৪	৩,৩০,০৫,৭৩৪	২২,৪২,০৬৭	৪১'৪	৫৪'৭
৫,৪৭,৭৫২	১,২৩,৫৭০	৪১,৯৮৩	৬৭'৬	২৩ ৯
৩,৯৪,৯৪৮	২,৪২,৬৮৪	২,২৬৬	৬১'৬	৩৭'৮

শতকরা হারে হিন্দু মুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

১৯৩১—৪১	১৯২১—৩১	১৯১১—২১	১৯০১—১১
+১৬ ১	+৬'৭	—০'৭	+ ৩'৯
+২০'১	+৯'১	+৫'২	+১০'৪

"স্বাধীনতা বলিতে ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা বুঝায়। বর্তমানে যাহারা জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব করিতেছে তাহাদের নহে। আজ জনসাধারণ শাসকদের পদতলে; এই জনসাধারণের ইচ্ছা ও সমর্থনের উপরই স্বাধীন ভারতের শাসকদের অস্তিত্ব নির্ভর করিবে।"

—মহাত্মা গান্ধী

পশ্চিম-বঙ্গের থানা, সহর, গ্রাম এবং সহরবাসী, গ্রামবাসী,

লোক-

জেলার নাম	থানার নাম	সহরের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	সহরবাসী	গ্রামবাসী
বর্ধমান	২৩	১০	২.৭০৩	২,২৩,১৫৪	১৬,৬৭ ৫৭৮
বীরভূম	১৪	৫	২,২১১	৬০ ৩৪৪	৯,৮৭ ৯৭৩
বাঁকুড়া	১৯	৪	৩,৫২২	৯১,৯৭৬	১১,৯৭,৬৬৪
মেদিনীপুর	৩৩	৯	১০,৭১১	১,৮৮,০৪৭	৩০,০২,৬০০
হাওড়া	১৩	২	৮২৮	৪,২৯,৬৮৯	১০,৬০,৮১৫
হুগলী	১৮	১০	১,৯০৮	২,৮২,৯০২	১০,৯৪,৮২৭
২৪ পরগণা	৪০	২৯	৪,০২৫	৮,৭২,০৬১	২৭,৯৭ ৪২৯
কলিকাতা	৩৫	১	—	২১,০৮,৮৯১	—
নদীয়া	১৩	৬	১,২২৮	১,১৬,২৮৬	৭,২৪,০১৭
মুর্শিদাবাদ	২০	৭	১,৮৯৭	১,২০,৪৪৯	১৫,২০,০৮১
পশ্চিম দিনাজপুর	১০	১	২,৩৩৪	৬,৯৫২	৫,৭৬,৫৩২
মালদহ	১০	২	১,৪১৫	২৭,১৭৯	৮,১৭,১৩৬
জলপাইগুড়ি	১২	১	৮৮৯	২৭,৭৬৬	৮,১৭,৯৩৬
দার্জিলিং	১২	৬	৫৭৮	৫৮,১৬৪	৩,১৮,২০৫
পশ্চিমবঙ্গ মোট (কুচবিহার ব্যতীত)	২৭২	৯৩	৩৪,২৪৯	৪৬,১৩,৮৬০	১,৬৫,৮২,৫৯৩

বাংলায় লিখুন

বাংলায় কথা বলুন

আরও বেশী বাংলা বই পড়ুন

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা (১৯৪১-এর গণনা অনুসারে)

সংখ্যা			লোকসংখ্যার শতকরা অনুপাত			
মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	সহরবাসী	গ্রামবাসী	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১৮,২০,৭৩২	৯,৯৮,৮২৫	৮,২১,৯০৭	১১'৮	৮৮'২	৫২'৮	৪৭'
১০,৪৮,৩১৭	৫,২৪,৫১৭	৫,২৩,৮০০	৫'৮	৯৪'২	৫ '০	৫০'
১১,৮৯,৬৪০	৬,৫১,৮৮১	৬,৩৭,৭৫৯	৭'১	৯২'৯	৫০'৫	৪৯'
৩১,৯০,৬৪৭	১৬,৩১,৬৭৩	১৫,৫৮,৯৭৪	৫'৯	৯৪'১	৫১ ১	৪৮'
১৪,৯০,৩০৪	৮,৩৩,৪৩১	৬,৫৬,৮৭৩	২৮ ৮	৭১'২	৫৫'৯	৪৪'
১৩,৭৭ ৭২৯	৭,৩৮,৫৬১	৬,৩৯,১৬৮	২০'৫	৭৯'৫	৫৩'৬	৪৬'
৩৬,৬৯,৪৯০	২০,১৩,৯৮৩	১৬ ৫৫,৫০৭	২৩ ৮	৭৬ ২	৫৪ ৯	৪৫'
২১,০৮ ৮৯১	১৪,৫২,৩৬২	৬,৫৬,৫২৯	১০০'০	—	৬৮'৯	৩১'
৮,৪০ ৬০৩	৪,৪১,৯২৩	৪,০৮,৩৮০	১৩ ৮	৮৬'২	৫১ ৪	৪৮'
১৬,৪০,৫৩০	৮,২৪,৪৮৩	৮,১৭,০৪৭	৭ ৩	৯২ ৭	৫০ ৩	৪৯'
৫,৮৭,৪৮৪	৩,০৫,৪০৩	২,৭৮,০৮১	১'২	৯৮ ৮	৫২'৩	৪৭
৮ ৪৪,৩১৫	৪,২৫,৮৩২	৪,১৮,৪৮৩	৩ ২	৯৬'৮	৫০'৪	৪৯
৮,৪৫,৭০২	৪,৬০,৯৪০	৩,৮৫,১৬২	৩'৩	৯৬'৭	৭৪'৫	৪৫
৩,৭৬,৩৬৯	,৯৯,৮৯১	১,৭৫,৪৭৮০	৫'৫	৮৪'৫	৫৩'১	৪৬
২,১১,৯৬,৪৫৩	১,১৪,৯৩,৩০৫	৯৭,০৩,১৪৮	২১'৮	৭৮'২	৫৪'২	৪৫'

পশ্চিম বঙ্গের জেলাসমূহের

লোকসংখ্যা

	মোট লোকসংখ্যা	বর্ণ হিন্দু	হিন্দু-তপশীলভুক্ত	মুসলমান
র্ধমান	১৮,৯০,১৩২	৯,৬৩,৫২০	৪,৩০,৩০০	৩,৩৬,৬৬৫
ীরভূম	১০,৪৮,৩১৭	৪,০৬,১৮২	২,৮০,২৫৪	২,৮৭,৩১০
াকুড়া	১২,৮৯,৬৪০	৭,২৩,২৬৯	৩,৫৫,২৯০	৫৫,৭৬৪
মদিনীপুর	৩১,৯০,৬৪৭	২৩,৪২,৮৯৭	৩,৩৯,০৬৬	৭,৪৬,৫৫৯
াওড়া	১৪,৯০,৩০৪	১০,০০,৫৪২	১,৮৪,৩১৮	২,৯৬,৩২৫
গলী	১৩,৭৭,৭২৯	৮,৫৩,৭৩৪	২,৪৫,৮১০	২,০৭,০৭৭
৪-পরগণা	৩৬,৬৯,৪৯০	১৬,০৩,০৭৭	৭,৬০,৫৭৩	১২,২৫,২৮২
লিকাতা	২১,০৮,৮৯১	১৪,৭৬ ২৮৪	৫৫ ২২৮	৪,৯৭,৫৩৫
দীয়া	৮,৪০,৩০৩	৩,০৭ ৪৬৬	৮৪,৮৪১	৪,৩০,৭০৪
শিদাবাদ	১৬,৪০,৫৩০	৫,১৭,৮০৩	১,৬৭,১০৪	৯,২৭,৭৪৭
শ্চিম দিনাজপুর	৫,৮৩,৪৮৪	১,৫২,৬২০	১,০৬ ২৬৮	২,২৪,৭৭০
ালদহ	৮,৪৪,৩১৫	৩,২৬,০৬১	৫২,২৮০	৪,১৪,০৩১
লপাইগুড়ি	৮,৪৫,৭০২	১,৯৪,২৪৫	২,২৩,৩১৭	১,৪৩,০৩২
র্জিলিং	৩,৭৬,৩৬৯	১,৪৯,৫৭৪	২৮,৯২২	৯,১২৫
মোট	২,১১,৯৬,৭৫৩	১,১০,১৭,২৭৯	৩৩,১৩,৬৫১	৫৩,০১,৬৯৭
চবিহার	৬ ৩৯,৮৯৮	৩,৯৪,৯৪৮	—	২,৪২,৬ ৪
শ্চমবঙ্গ মোট	২,১৮,৩৬,৩৫১	১,১৪,১২,২২৭	৩৩,১৩,৬৫১	৫৫ ৪৪,৩৮১

লোকসংখ্যা (১৯৪১-এর গণনা অনুযায়ী)

লোকসংখ্যার শতকরা অনুপাত

[illegible]	বর্ণ-হিন্দু	হিন্দু-তপশীলভুক্ত	মুসলমান	[illegible]
১,৬০,৩৪৭	৫১'০	২২'৭	১৭'৮	৮'৫
৭৪,৫৭১	৩৮'৮	২৬'৭	২৭'৪	৭'১
১,৫৫,৫১৭	৫৬'১	২৭'৫	৪'৩	১২'১
২,৬২,১২৫	৭৩'৪	১০'৬	৭'৭	৮'৩
৯,১১৬	৬৭'১	১২'৪	১৯'৯	০'৬
৭১,১০৮	৬২'০	১৭'৮	১৫'০	৫'২
৮০,৫৫৮	৪৩'৭	২০'৭	৩৩'৪	২'২
৭৯,৮৪৪	৭০'০	২'৬	২৩'৬	৩'৮
১৭,১৯২	৩৬'৬	১০'১	৫১'৩	২'০
২৭,৭৯৬	৩১'৬	১০'২	৫৬'৫	১'৭
৯৯,৮৫৬	২৬'২	১৮'২	৫৮'৫	১৭'১
৫১,৯৪১	৩৮'৬	৬'২	৪৯'০	৬'২
২,৮৫,১০৮	২৩'০	২৬'৪	১৬'৯	৩৩'৭
১,৮৮,৭৪৮	৩৯'৭	৭'৭	২'৪	৫০'২
১৫,৬১,৯২৭	৫২'০	১৫'৬	২৫'০	৭'৪
২,২৬৬	৬১'৬	—	৩৭'৮	০'৬
১৫,৬৮,১২৩	৫২'২	১৫'৬	২৪'৩	—

বাংলার বাহিরে বিভিন্ন

স্থানের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট লোকসংখ্যা	বাঙ্গালী
১। মানভূম জেলার			
সদর মহকুমা	৩৩৪৪	১২,৮৯,৭৯৮	১০,৪৬,৬৫৩
ধানবাদ মহকুমা	৮০৩	৫,২১,০৯২	১,৭৬,০২৬
২। সিংভূম জেলার			
ধলভূম মহকুমা (জামসেদপুর সহ)	১১৬০	৩,৯৪,৫৯৫	১,৪১,১০৫
জামসেদপুর সহর		৮৩,৭৩৮	১৭,৭৬৮
৩। সাঁওতাল পরগণা জেলার			
জামতাড়া মহকুমা	৬৯৩	২,৪৩,৮৫৪	৭৩,৭৯১
দুমকা মহকুমা	১৪৬৩	৪,৬৬,১৫৭	৪৬,০৭৮
পাকুড় মহকুমা	৭০০	২,৭৫,৫৭৪	৬৮,৭৯২
রাজমহল মহকুমা	৭৪০	৩,৩১,১৩৬	৪২,৯৩৭
৪। পূর্ণিয়া জেলা			
সদর মহকুমা	২৫৭৫	১১,১১,৭৯৯	৮৬,৬৯১
কিষণগঞ্জ মহকুমা	১৩৪৬	৫,৬০,৫৭৭	২৯,৩৯৮

"ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহনযোগে দ্বীপান্তরিত হয়েছে সে-কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণা-শক্তি বীর্যাভিমান নয়, সে হচ্ছে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই। রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানসিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধন-লোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না।" —রবীন্দ্রনাথ

স্থানের বাংলাভাষী লোকসংখ্যা

হিন্দী	উড়িয়া	সাঁওতালী	ভূমিজ	হো	ওরাও ও অন্যান্য
৬ ,২৬৯	—	১,৬৮,৭১৪	২,৮১৭	—	—
২,৫৯,৪২১	—	৭৩,৩৭৭	—	—	—
৪৯,৬২৪	৪৪,৬৪০	৯৭,১১৯	২২,৮২৮	৯৪৬৭	—
৩৬,৭২২	৮,৭৯১	৫৬৪	৩০৭	২৬১৬	—
৭০,৩৬২	—	৯৯,১১৭	—	—	–
১.৭৯,৪৩৪	—	২,২৬,২৬৮	—	—	৭ ০১২
৪২,৪৫৫	—	১,৪৫,৬২৬	—	—	১৪,২৲০
১,২২,৬০১	—	১,৩০,৬৪৪	—	—	২৭,৮৬১
৯,৭৪,৩৭৯	—	৩৪ ৯০৪	—	—	১২,৬৭১
৪,৯৪,২০২	—	৪,৬৮৩	—	—	১,৩৩৪

"বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।"

—রবীন্দ্রনাথ

পূর্ব বঙ্গের মুসলমান-প্রধান জেলাসমূহের প্রধান সহরে জনসংখ্যা (১৯৪১)

সহর	অমুসলমান	মুসলমান	অমুসলমানের শতকরা হার
ঢাকা	১,৩০,৫২৫	৮২,৬৯৩	৬১'২২
ময়মনসিংহ	৪১,৪৭৫	১১.৪৬৫	৭৮ ৬৯
বরিশাল	৪৩,৯৯৬	১৮,২১০	৭০'২৮
ফরিদপুর	১৭,৫৬৫	৮,১০৬	৬৮'৪২
কুমিল্লা	২৪,১৩৩	২৪,২২০	১০'০০
নোয়াখালি	৫,০৬২	১৩,২১৩	২৫'২৫
চট্টগ্রাম	৪৪,৬২৭	৪৭,৬৭৪	৪৮'৩৫
রাজসাহী	২৪,'৩৩	১৬,০৪৫	৬০'৬৫
দিনাজপুর	২০,৪১১	৭,৭৭৯	৭২'৪০
রংপুর	২৬,৫৮৭	৭,৪৫২	৭৮'১১
বগুড়া	১২,২০৩	৯,৪৭৮	৫৬'২৮
পাবনা	১৭,৯৩১	১৪,৩৬৮	৫৫'৫৯
মালদহ	২,৮২০	১,০৩৫	৭৩ ০৮
যশোহর	১৪,১৯৩	৪,২১৭	৭৭'০৯

বিভক্ত ভারত ও পাকিস্থানের কয়েকটী প্রদেশের লোকসংখ্যা (১৯৪১)

আসাম	৭২,০৪,০৫৪	পূর্ববঙ্গ	৪,১৮,৪২,৬৪১
পূর্ব-পাঞ্জাব	১,২১,৭২,১১৯	পশ্চিম-পাঞ্জাব	১,৬২,৩৫,৯০০

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

দেশের নাম	রাজধানী	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
এসিয়া			
ভারতবর্ষ	নূতন দিল্লী	১৫,৮১,৪১০	৩৮,৮৯,৯৭,৯৫০ *
পাকিস্থান	করাচী	৩,৬১,২১৮	৭১,০০,০০
আফগানিস্থান	কাবুল	২,৫০,০০০	১,০০,০০,০০০
ইরাক		১,১৬,০০০	৪৬,১,২৫০
ইরাণ	তেহেরাণ	৬,১৮,০০	১,৫০,০০,০০০
আরব		১২,০০,০০০	১,০০,০০,০০০
তুরস্ক	আনকারা	২,৯০,১০৭	১,৮৮,৬০,২২২
প্যালেষ্টাইন	জেরুজালায়	১০,৪৬০	১৮,৪,৯০০
সিরিয়া	লেবানন	৭৬,০০০	৩৭,৫০ ০০০
সিংহল	কলম্বো	২৫,৩৩২	৬৬,৫৯,০০০
ব্রহ্মদেশ	রেঙ্গুণ	২,৬১,৬১০	১,৪৬,৬৭,০০০
ইন্দোচীন	সাইগন	২,৮৬,০০০	২,৩৭,০০,০০০
ফিলিপাইন	ম্যানিলা	১,১৫,৬০০	১,৬৯,৭১,১০০
ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ		৭,৩৫,০০০	৭,০০,০০,০০০
মালয়	সিঙ্গাপুর	২৭,৫৪০	২২,১২,০০
শ্যাম	ব্যাঙ্কক্	২,০০,১৪৮	১,৫৭,১৮,০০
নেপাল	কাটামুণ্ডু	৫৪,০০০	৫৬,০০,০০
চীন	নানকিং	৩৯,৮০,৬৯২	৪৫.৭৩,৯০,০০
জাপান (কোরিয়া ও ফর্মোসা সহ)	টোকিও	২,৬০,৬৬২	১০,৫২,২৬,০০

* জন্ম ও মৃত্যুর হারের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতের (দেশীয় রাজ্য ব্যতীত জনসংখ্যা ৩৩ কোটি ১৭ লক্ষ ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের জনসং ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে সর্দার প্যাটেলের উক্তি

দেশের নাম	রাজধানী	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
ট্রান্স জর্ডান		৩৪,৭৪০	৪০ ০০০
ইউরোপ			
গ্রেটবৃটেন	লণ্ডন	৮৮,২০৮	৪,৬৪,৫০,৫০০
আয়ার	ডাবলিন	২৬,৬৯২	৩০,০০,০০০
ফ্রান্স	প্যারী	২,১২,৬৫৯	৪,০৮,৩৯,.৬৫
স্পেন	মাদ্রিদ্	১,৯৫,৫০৪	২,৭২,৮৫,৪৮৯
পোর্টুগ্যাল	লিসবন	৩৫,৪৯০	৮১,২৩,৯৪২
বেলজিয়াম	ব্রাসেল্‌স	১১,৭৭৫	৮৩,৩২,৫৩৪
নরওয়ে	ওস্‌লো	১,২৪,৫০০	৩১,২৩,৮৮৩
ডেনমার্ক	কোপেনহাগেন	১৬,৫৭০	৪০,৪৫,২৩২
ডানজিগ্	—	৭৪৫	১,১৭,৬১৬
জার্মানি	বার্লিন	১,৮১,৬৩০	৬,৯৬,২২,০০০
পোল্যাণ্ড	ওয়ার্স	১,১৯,৭০৩	২,৩৯,১১,১৭২
ফিনল্যাণ্ড	হেলসিংফর্স	১,৩০,১৬৫	৩৮,৮৭,২১৭
বুলগেরিয়া	সোফিয়া	৩৯,৮২৫	৬৭,০০,০০০
রুমানিয়া	বুখারেস্ট	৯১,৬৭১	১,৬৪,০৯,৩৬৭
যুগোশ্লাভিয়া	বেলগ্রেড	৯৬,১৩৫	১,৬০,০০,০০০
চেকোশ্লোভাকিয়া	প্রেগ	৪৯,৩৭৩	১,৩৪,৫২,০০০
অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	৩২,০০০	৭০,০০,০০০
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	বার্ণ	১৫,৯৪৪	৪২,৬৫,৭০৩
সুইডেন	স্টক্‌হলম্	১,৭৩,৪০৫	৬৬,৭৩,৯৫৬
ইটালী	রোম	১.১৯.৭৩৩	৪.১৬.৮১.০০০
গ্রীস	এথেন্স	৫০,১৪৭	৭৩,৩৫,৬২৫
সোভিয়েট রাশিয়া	মস্কো	৭,০৮,০৭০	১[illegible],৩২,০০,০০০

দেশের নাম	রাজধানী	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
হাঙ্গেরি	বুডাপেষ্ট	৩৫,৮৭৫	৯৩,১৯,৯৯২
আমেরিকা			
যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন	৩৭,৩৫,২২৩	১৪,১২,৮৮,৬৯৩
ক্যানাডা	অটোয়া	৩৬,৯০,৪১০	১,১৫,০৬,৬৫৫
আর্জেন্টিনা	বুয়েনস্ এয়ারিস	১০,৭৯,৯৬৫	১,৪ ,৩০,৮৭১
ইকুয়েডর	কুইটো	১,৭৫,৮৫৫	৩২,০০,০০০
মেক্সিকো	মেক্সিকো	৭,৬৪,০.০	১,৯৫,৫৩,৫৫২
ব্রেজিল	রাও-ডি-জেনিরো	৩২,৭৫,৫১০	৪,৬২,০০,০০০
বৃটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ		১০,৮৫০	১৮,৩১,০০০
আফ্রিকা			
মিশর	কাইরো	৩,৮৬,০০০	১,৭৬,২৫,৬১৫
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন	কেপটাউন ও প্রিটোরিয়া	৪,৭২,৪৯৪	১,২২,৯৮,০০০
ইথিওপিয়া		৩,৪৭,০০০	৫,৫০,০০০
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	২৯,৭৪,৫৮১	৪৪,৭৮,৬০১

"বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ বোধ হয় এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে; কিন্তু এই অভাবের জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেন-না কেরানি-তৈরীর কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল।"

—রবীন্দ্রনাথ

পশ্চিম বঙ্গের জেলা ও মহকুমা

জেলা　　　　　　　　　　মহকুমা

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

কলিকাতা—　　　　　　(পশ্চিম-বঙ্গের রাজধানী)

২৪ পরগণা—আলিপুর, বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁ ও ডায়মণ্ডহারবার।

নদীয়া—কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট।

মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গীপুর, ও কাঁদি।

জলপাইগুড়ি—জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার।

পশ্চিম দিনাজপুর—বালুরঘাট।

মালদহ—ইংরাজবাজার।

কুচবিহার—কুচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ মেকলিগঞ্জ।

বর্ধমান বিভাগ

বীরভূম—সিউড়ি ও রামপুরহাট।

বর্ধমান—বর্ধমান, আসানসোল, কালনা ও কাটোয়া।

বাঁকুড়া—বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর।

মেদিনীপুর—মেদিনীপুর, তমলুক, ঘাঁটাল, কাঁথি ও ঝাড়গ্রাম।

হুগলী—হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ।

হাওড়া—হাওড়া ও উলুবেড়িয়া।

পশ্চিম-বঙ্গের সংলগ্ন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ

বাংলাদেশ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট বিভক্ত হওয়ার পূর্বে বাংলা দেশে অমুসলমানের সংখ্যা ছিল ২,৭৩,০১,০৯১। বঙ্গ বিভাগের পরে পশ্চিম-বঙ্গের অমুসলমানের সংখ্যা হইয়াছে ১,৫৮,৯৫,৫৭৩। অবিভক্ত বাংলার আয়তন ছিল ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল, বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের আয়তন ২৮,০৩৩ বর্গমাইল। বাংলা বিভক্ত হইবার পরে

বহুসংখ্যক হিন্দু পূর্ব-বঙ্গ হইতে বাস্তু ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। এ ক্ষেত্রে লোক-সংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে যে জমি আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে বাঙ্গালী হিন্দুর বাঁচিবার কোন আশা নাই। সেইজন্য পশ্চিম-বঙ্গের বাহিরে যে বাংলা-ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহ আছে এবং যাহার উপর ন্যায্য দাবী শুধু বাঙ্গালীরই হওয়া উচিত, সেগুলি অবিলম্বে ফেরত পাওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে বিহার সরকার মানভূম প্রভৃতি বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলের বাঙ্গালীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল ঘোষের নেতৃত্বে বাঙ্গালীগণ মানভূমে ৬ এপ্রিল হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অহিংস সত্যাগ্রহীদিগের উপর অত্যাচারের নমুনায় ইহাই পরিস্ফুট হইয়াছে যে এই অঞ্চল সমূহ পশ্চিম-বঙ্গের সহিত যুক্ত না হইলে এখানকার বাঙ্গালীর ভাষা, মর্য্যাদা ও সংস্কৃতি লোপ পাইবার বিলম্ব নাই। কেন্দ্রীয় সরকার বা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদাসীন—পশ্চিম-বঙ্গ সরকারও এ বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট আছেন বলিয়া মনে হয় না।

১৯৫০ সালে লর্ড কার্জনের আমলে বাঙ্গালীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। বাংলায় তীব্র আন্দোলন দেখা দেয় এবং ইহার ফলে ১৯১১ সালে এই বিভাগের আদেশ বাতিল করা হয়।

১৯১১ সালে তিনটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করা হয়—বিহার ও উড়িষ্যা, বাংলা এবং আসাম। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসের দরবারে ভারত সম্রাট ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমা নির্ধারণের আশ্বাস দেন। ঐ সময়েই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিহার হইতে বাংলা-ভাষী অঞ্চলসমূহ বাঙ্গলাদেশকে প্রত্যার্পণের সুপারিশ করে।

১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সুপারিশ সমর্থন করেন। তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন যে মানভূম জেলা, সিংভূম জেলার ধলভূম পরগণা এবং সাঁওতাল পরগণার বাংলা-ভাষী অঞ্চল বাঙ্গলাদেশের সহিত যুক্ত হওয়া উচিত। ঐ সময়ে ভারত সভার সম্পাদক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের নিকট ভাষা অনুসারে বাঙ্গলা পুনর্গঠনের প্রস্তাবকে কার্যকরী করার দাবী করেন। ইহার উত্তরে বাঙ্গালা সরকার জানান যে সীমানা পুনর্গঠনের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাব বলা হয় যে বাংলা ভাষী অঞ্চলসমূহ বাঙ্গলার বাহির হইতে ফিরাইয়া আনিয়া বাঙ্গলা সরকারের অধীনে শাসিত হওয়া আশু প্রয়োজন।

১৯১৭ সালে ভারত সভার পক্ষ হইতে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ডের নিকট দাবী করা হয় যে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য একই ভাষা ভাষী অঞ্চলসমূহ একই প্রাদেশিক সরকারের অধীনে থাকা উচিত। বাঙ্গলার বাহিরে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাঙ্গালাদেশের সহিত যুক্ত হওয়া আশু প্রয়োজন।

১৯২০ সালে প্রকাশিত নেহেরু রিপোর্টে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। সাইমন কমিশনের রিপোর্টেও উল্লিখিত হয় যে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠনের নিমিত্ত অবিলম্বে একজন নিরপেক্ষ সভাপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা উচিত।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বিভিন্ন সময়ে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয় যে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগুলি গঠন করিতে হইবে।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গণ-পরিষদের অধিবেশনের ভাষা ও

সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগুলি গঠন করার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার জন্য ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে দার কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি বর্তমান অবস্থায় ভাষাগত প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন স্থগিত রাখিবার পরামর্শ দেন। দার কমিটির বিবরণী প্রকাশিত হইলে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে, বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য কংগ্রেস সভাপতি, সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুকে লইয়া একটি নূতন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির বিবরণীতে কয়েক বৎসর ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশ সম্পর্কে বিবেচনার পূর্বে অন্ধ্র প্রদেশের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের ৫ এপ্রিল কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই রিপোর্ট গৃহীত হয়।

নব-বঙ্গ সমিতি বাংলা ভাষা ভাষী যে অঞ্চলগুলি ফেরত পাইবার জন্য দাবী করেন ও তাহার মূলে যুক্তিগুলি নিম্নে দেওয়া হইল—

মানভূম জেলা সম্পূর্ণ :—

মানভূম জেলা ১৯১২ সালের পূর্বে বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। মানভূম জেলায় বাংলাদেশের ন্যায় দায়ভাগ আইন এখনও প্রচলিত। মানভূম জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যাই সর্বাধিক। বাংলা ভাষাই সবচেয়ে অধিক সংখ্যক লোকে ব্যবহার করে। এখানকার সাঁওতালেরা বাংলাতেই কথাবার্তা বলে। মানভূমের মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৮০ জন বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

শুধু ধানবাদ মহকুমায় আদমসুমারী অনুযায়ী হিন্দুস্থানীর সংখ্যা অধিক। ধানবাদ মহকুমার আলোচনা একটু স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইবে। এখানে শতকরা ৫০ জন হিন্দুস্থানী, ৩৪ জন বাঙ্গালী ও ১৪ জন সাঁওতাল। হিন্দুস্থানীদের অধিকাংশই ঝরিয়া ও ধানবাদ এলাকায় কয়লাখনিগুলিতে কাজ করে। ইহারা এখানকার বাসিন্দা

নহে। কার্য উপলক্ষে ইহারা এখানে আসে। যেহেতু আদমসুমারীতে তাহাদের সংখ্যা ধানবাদ মহকুমাতে গণনা করা হইয়াছে তাহার জন্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের সময় তাহাদের স্থানীয় অধিবাসীরূপে পরিগণিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেইজন্য ধানবাদ জেলার সম্পূর্ণ অংশে পশ্চিম বাংলার ন্যায্য দাবী।

২। ধলভূম (সিংভূমের মহকুমা)

ধলভূম ১৯১২ সালের পূর্বে বিহারের অন্তর্গত ছিল না। বঙ্গভঙ্গ রদ করার ফলে ইহাকে বিহারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ধলভূমের সমস্ত লোকই বাঙ্গালী। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার আচার ব্যবহার এখানে প্রচলিত। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় সকলেই বাংলাভাষায় কথাবার্তা বলে।

জামসেদপুরে শুধু হিন্দুস্থানীর সংখ্যা বেশী। এখনকার অবস্থাও ধানবাদের মত। সুতরাং সমস্ত বিষয় যুক্তিপূর্ণভাবে বিবেচনা করিলে সমগ্র ধলভূম মহকুমাও পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত হওয়া উচিত।

৩। সোরাইকেল্লা—

সোরাইকেল্লার লোকসংখ্যা শতকরা ৩০ জন বাঙ্গালী, ২৫জন উড়িয়া, ৩জন হিন্দুস্থানী ও অবশিষ্ট হইল উপজাতীয় শ্রেণীর লোক। উপজাতীয়দেব অধিকাংশই বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। সুতরাং সেরাইকেল্লার উপর পশ্চিম বাংলার দাবী সর্বাগ্রে বিবেচিত হওয়া উচিত।

৪। রাঁচি জেলার ৪টি পরগণা, হাজারীবাগ জেলার তিনটি থানা, এবং হাজারীবাগের সংলগ্ন সাঁওতাল পরগণা জেলার পশ্চিমপ্রান্ত—

এ সমস্ত স্থানে বাংলা ভাষাই বেশী সংখ্যক লোক ব্যবহার করে। আচার-ব্যবহারও পশ্চিম বাংলারই অনুরূপ। সাঁওতাল পরগণা জেলার জামতাড়া, দুমকা, পাকুড় ও রাজমহল মহকুমা পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত হওয়া উচিত। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সাঁওতাল পরগণার কতক অংশ ভাগলপুর এবং কতক অংশ বীরভূমের ভিতর ছিল।

পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশ—

এই অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যাই বেশী। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের বিভাগের ফলে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির সহিত পশ্চিম-বাংলার সরাসরি কোন যোগ নাই। এই যোগ স্থাপন করিতে হইলে পূর্ণিয়া পশ্চিমবাংলার সহিত যুক্ত হওয়া একান্ত যুক্তিযুক্ত।

পৃথিবীর মৌলিক পদার্থগুলির নাম

(১) হাইড্রোজেন (২) হিলিয়াম (৩) লিথিয়াম (৪) বেরিলিয়াম (৫) বোরন (৬) কার্বন (৭) নাইট্রোজেন (৮) অক্সিজেন (৯) ফ্লোরিন (১০) নিয়ন (১১) সোডিয়াম (১২) ম্যাগনেসিয়াম (১৩) এলুমিনিয়াম (১৪) সিলিকন (১৫) ফস্‌ফরাস (১৬) সাল্‌ফার (১৭) ক্লোরিন (১৮) আরগন (১৯) পটাস্থিয়াম (২০) ক্যালসিয়াম (২১) স্ক্যানডিয়াম (২২) টাইটেনিয়াম (২৩) ভ্যালেডিয়াম (২৪) ক্রোমিয়াম (২৫) ম্যাঙ্গানিজ (২৬) আয়রণ (২৭) কোবাল্ট (২৮) নিকেল (২৯) কপার (৩০) জিঙ্ক (৩১) গ্যালিয়াম (৩২) জারমেনিয়াম (৩৩) আরসেনিক (৩৪) সেলেনিয়াম (৩৫) ব্রোমিন (৩৬) ক্রিপ্‌টন (৩৭) রুবিডিয়াম (৩৮) ষ্ট্রন্‌সিয়াম (৩৯) ইট্রিয়াম (৪০) জেরিকোমিয়াম (৪১) কলাম্বিয়াম (৪২) মলিব্‌ডেনাম (৪৩) ম্যাস্থরিয়াম (৪৪) রুদেনিয়াম (৪৫) রোডিয়াম (৪৬) সিলভার (৪৭) ক্যাডমিয়াম (৪৮) ইণ্ডিয়াম (৪৯) টিন (৫০) য়্যান্টিমণি (৫১) টেলু-রিয়াম (৫২) আইওডিন (৫৩) জেনন্ (৫৪) কেসিয়াম (৫৫) বেরিয়াম (৫৬) ল্যান্থানাম (৫৭) সিরিয়াম (৫৮) প্রাসিওডিমিয়াম (৫৯) নিও-ডিমিয়াম (৬০) প্যালেডিয়াম (৬১) ইলিয়াম (৬২) স্যামেরিয়াম (৬৩) ইউরোপিয়াম (৬৪) গ্যাডোলিনিয়াম (৬৫) টারবিয়াস্ (৬৬) ডিস্‌প্রোসি-য়াম (৬৭) হোলমিয়াম (৬৮) আরবিয়াম (৬৯) থুলিয়াম (৭০) ইটার-বিয়াম (৭১) লুটেসিয়াম (৭২) হাফনিয়ান (৭৩) টান্‌টালাস (৭৪) টাংষ্ট্রিম (৭৫) রেনিয়াম (৭৬) অস্‌মিয়াম (৭৭) ইরিডিয়াম (৭৮) প্লাটিনাম (৭৯) গোল্ড (৮০) মার্কারি (৮১) থ্যালিয়াম (৮২) লেড্ (৮৩) বিসমাথ (৮৪) পোলোনিয়াম (৮৫) নিটন্ বা রেডন্ (৮৬) রেডিয়াম (৮৭) য়্যাক্‌টিনিয়াম (৮৮) থেরিয়াম (৮৯) প্রোটোয়্যাক্‌টি-নিয়াম (৯০) ইউরেনিয়াম (৯১)......(৯২)...

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ

এভারেস্ট	২৯,১৪১	ফিট
গডউইন অস্টেন	২৮,২৭৮	„
ইলাম্পু	২৫,২৪৮	„
ম্যাকিনলে	২০,৪৬৪	„
কোটোপাক্সি	১৯,৬১৩	„
মাউণ্ট লোগান	১৯,৫৩৯	„
মাউণ্ট ইলিয়স	১৯,৫০০	„

পৃথিবীর দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ

পূর্ব-ফিঞ্চলে হইতে মর্ডেন	১৭ মাইল
গোল্ডার্স গ্রীণ „ পঃ উইম্‌ব্‌লডন	১৬ „
বেন নেভিস	১৫ „
টান্‌না	১৩ „
সিম্‌প্লন্‌	১২ „
ফ্লোরেন্স হইতে বোলন	১১ „
ল'য়টস বার্গ	৯ „

পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা

সোভিয়েট প্রাসাদ, মস্কো	১,৩০০	ফিট
এম্পায়ার স্টেট, নিউ ইয়র্ক	১,২৪৭	„
ক্রাইস্‌লার „	১,০৪৬	„
ইফেল টাউয়ার, প্যারিস	৯৮৪	„
মানহাট্টান ব্যাঙ্ক, নিউ ইয়র্ক	৯২৫	„
উলওয়ার্থ „	৭৯২	„
মেট্রপলিটান লাইফ „	৭০০	„
লিস্কন „	৬৩৮	„

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী

খৃষ্টান	৬৯,১০,০০,০০০
কনফিউসিয়ান	৩৫,০০,০০,০০০
হিন্দু	২৩,০০,০০,০০০
মুসলমান	২০,৯০,০০,০০০
বৌদ্ধ	১৫,০০,০০,০০০
এনিমিস্ট	১৩,৫০,০০,০০০
সিণ্টোইস্ট	২,৫০,০০,০০
ইহুদী	১,৬০,০০,০০
অন্যান্য	৫,০০,০০,০

পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগরসমূহ

মহাসাগর	বর্গমাইল
প্রশান্ত	৬,৩৯,৮৬,০০০
আতলান্তিক	৩,০০,০০,০০০
	২,৮৩,৫০,০০০

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপসমূহ

গ্রীণল্যাণ্ড	৮,৩০,০০০ বর্গমাই
নিউগিনি	৩.৩০.০০০ „
ম্যাডাগ্যাস্কর	২,৯০,০০০
বোর্ণিও	২,১০,০০০
	১,[illegible]০,০০০

পৃথিবীর বৃহত্তম নগরসমূহ ও জনসংখ্যা

নগর	জনসংখ্যা
লণ্ডন	৮৬,৫০,০০০
নিউইয়র্ক	৭৯,৯০,০০০
টোকিও	৬৫,৮০,০০০
কলিকাতা	* ৫০,০০,০০০
বার্লিন	৪৩,০০,০০০
মস্কো	৪১,৪০,০০০
সাংহাই	৩৫,৭০,০০০
ওসাকা	৩৩,৯০,০০০
চিকাগো	৩৩,৮০,০০০
লেনিনগ্রাড	৩১,৯০,০০০
প্যারিস	৩০,০০,০০০
বুয়েনস্ এরিয়স	২৩,৬০,০০০
ফিলাডেলফিয়া	১৯,৫০,০০০
ভিয়েনা	১৮,৯০,০০০

পৃথিবীর বিখ্যাত ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎগার

স্থান	সাল
পম্পেয়ি	৭৯ খৃঃ
ক্রাকাটোয়া	১৮৮৩ "
মার্টিনিক	১৯০২ "
সান-ফ্রান্সিসকো	১৯০৬ "
মেশিনা	১৯০৮ "
ইটালি	১৯২০ "
জাপান	১৯২৩ "
নেপিয়ার	১৯৩১ "
কালিফোর্ণিয়া	১০৩৩ "
বিহাব	১৯৩৪ "
কোয়েটা	১৯৩৫ "
চিলি	১৯৩৯ "
তুরস্ক	১৯৩৯ "

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম, দীর্ঘতম প্রভৃতি

বৃহত্তম নগর	লণ্ডন	বৃহত্তম অন্তরীপ	ভারতবর্ষ
„ অট্টালিকা	মিশরের পিরামিড	„ দেশ	ব্রেজিল
„ মহাদেশ	এশিয়া	„ দ্বীপ	গ্রীণল্যাণ্ড
„ পর্বত	হিমালয়	সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ	এভারেস্ট
„ ঘণ্টা	মস্কোর ঘণ্টা	„ মূর্তি	স্বাধীনতার মূর্তি, নিউইয়র্ক
„ প্রাসাদ	ভ্যাটিকান, রোম		
„ হ্রদ	কাসপিয়ান সাগর	„ মিনার	ইফেল টাউয়ার প্যারিস
„ স্বচ্ছহ্রদ	সুপিরিয়র হ্রদ		
„ জাহাজ	কুইন এলিজাবেথ	দীর্ঘতম খাল	গোটা ক্যানাল

* [illegible]

বৃহত্তম নদী	আমাজান, দক্ষিণ আমেরিকা
দীর্ঘতম "	মিসিসিপি মিসোরী, উত্তর "
বৃহত্তম মিউজিয়ম	বৃটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন
সর্বোচ্চ অট্টালিকা	সোভিয়েট প্যালেস, মস্কো
দীর্ঘতম রেলওয়ে প্লাটফর্ম	শোনপুর স্টেশন, বিহার
বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন	গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাল, নিউইয়র্ক
" রাজপ্রাসাদ	মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদ
" আগ্নেয়গিরি	মনা লোয়া, হাওয়াই
" ও গভীরতম মহাসাগর	প্রশান্ত মহাসাগর
বৃহত্তম সেতু	স্যান ফ্রানসিস্‌কোর ওক্‌ল্যাণ্ড সেতু
" গীর্জা	সেণ্ট পিটার গীর্জা, রোম
" গ্রন্থালয়	ন্যাশনাল লাইব্রেরী রাশিয়া
" রেলপথ	ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ
" আর্চ-ওয়ে সেতু	সিডনি হারবারসেতু, অস্ট্রেলিয়া
" জলাধার	টালার ট্যাঙ্ক, কলিকাতা
" জলপ্রপাত	ভেনিজুয়েলা, দক্ষিণ আমেরিকা
" সুড়ঙ্গপথ	পূর্ব ফিঞ্চলে হইতে মর্ডেন
" দূরবীণযন্ত্র	২০০″ ব্যাস-বিশিষ্ট রিফ্লেক্টর, কালিফোর্ণিয়া
" গম্বুজ	গোল গম্বুজ, বিজাপুর (১৪৪´ ব্যাস)
দীর্ঘতম বারান্দা	দক্ষিণ-ভারতের রামেশ্বর মন্দিরে
" রেলদৌড়	রিগা হইতে ভ্লাডিভস্টক, রাশিয়া (৬,০০০ মাইল)
সর্বোচ্চ বাঁধ	বোল্ডার ড্যাম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
" বৃক্ষ	কালিফোর্ণিয়ার হ্যামবোল্ট পার্কে (৩৬৪´)
" নগর	ফারি, তিব্বত (১৪,৩০০ ফিট উচ্চে)
" গীর্জা	আম ক্যাথিড্রাল, জার্মানি
সর্বাপেক্ষা বেশী বৃষ্টিপাত	চেরাপুঞ্জি, আসাম

দীর্ঘতম প্রাচীর	চীনের প্রাচীর	বৃহত্তম মুক্তা	বেরেসফোর্ড হোম
বৃহত্তম বাঁধ	লয়েড বাঁধ	" মসজিদ	জুম্মা মসজিদ দিল্লী
" মরুভূমি	সাহারা	" যুদ্ধ জাহাজ	ষষ্ঠজর্জ, বৃটেন
" হীরক	কুলিনান	" ব-দ্বীপ	সুন্দরবন

ভারতে বৃহত্তম, দীর্ঘতম প্রভৃতি—

বৃহত্তম নগর	কলিকাতা	সর্বোচ্চ মূর্তি	গোমতেশ্বর, মহীশূর
" প্রদেশ	মাদ্রাজ		
দেশীয় রাজ্য	কাশ্মীর	বৃহত্তম গিরিগুহা	ইলোরা
" হ্রদ	উলার হ্রদ	দীর্ঘতম রাজপথ	গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড
সর্বোচ্চ জলপ্রপাত	গারসোপ্পা জলপ্রপাত, মহীশূর	বৃহত্তম তোরণ	বুলন্দ দরজা, ফতেপুর সিক্রী
" ধ্বজা	কুতুবমিনার	" মেলা	শোনপুর মেলা

ভারতের সুদীর্ঘ সেতুসমূহ

শোন সেতু	১০,০৫২ ফিট
গোদাবরী "	৯,০৯৬ ফিট
মহানদী "	৬,৯০২ "
উইলিংডন "	২,৬১০ "
হাওড়া "	২,১৫০ "

নূতন হাওড়া সেতু

৬ বৎসর ৩ মাসে নির্মিত হয়। ট্রাম-চলাচল আরম্ভ হয় ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩। যাত্রী ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল সুরু হয় ২২ ফেব্রুয়ারী। লৌহ লাগিয়াছে ২৬হাজার টন। মোট ব্যয় হয় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। বার্ষিক রক্ষণবেক্ষণ ব্যয় দেড় লক্ষ টাকা। দৈর্ঘ ২১৫০ ফিট; উচ্চতা প্রায় ৩০০ ফিট।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রদিগের নাম

১৯২৪	চিত্তরঞ্জন দাশ	১৯৩৮	এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া
১৯২৫	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	১৯৩৯	নিশীথচন্দ্র সেন
১৯২৮	বি, কে, বসু	১৯৪০	আবদুর রহমান সিদ্দিকী
১৯২৯	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	১৯৪১	হেমচন্দ্র নস্কর
১৯৩০	সুভাষচন্দ্র বসু	১৯৪২	ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
১৯৩১	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	১৯৪৩	সৈয়দ বদরুদ্দুজা
১৯৩৩	সন্তোষ কুমার বসু	১৯৪৪	আনন্দীলাল পোদ্দার
১৯৩৪	নলিনী রঞ্জন সরকার	১৯৪৫	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯৩৫	এ, কে, ফজলুল হক	১৯৪৬	মহম্মদ ওসমান
১৯৩৬	স্যার হরিশঙ্কর পাল	১৯৪৭	সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী
১৯৩৭	সনৎ কুমার রায়চৌধুরী	১৯৫২ -	

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারদের নাম

১৮৯০	স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯২১	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৮৯৩	জোনস্ কোয়েল পিগট্	১৯২৩	ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৮৯৩	স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট	১৯২৪	স্যার ডব্লিউ, ই, গ্রীভস
১৮৯৭	ই, জে, ট্রেভেলিয়ান	১৯২৬	স্যার যদুনাথ সরকার
১৮৯৮	স্যার এফ, ডব্লিউ, ম্যাক্‌লিন	১৯২৮	ডাঃ ডব্লিউ, এস, আর্কোহার্ট
১৯০০	স্যার টমাস র্যালে	১৯৩০	স্যার হাসান সুরাবর্দী
১৯০৪	স্যার এ, পেডলার	১৯৩৪	ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১৯০৬	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৯৩৮	স্যার মহম্মদ আজিজুল হক্
১৯১৪	স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী	১৯৪২	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
১৯১৮	স্যার লার্ণসলট স্যাণ্ডারসন	১৯৪৪	ডাঃ রাধা বিনোদ পাল
১৯১৯	স্যার নীলরতন সরকার	১৯৪৬	প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
		১৯৪৯	চারুচন্দ্র বিশ্বাস

ভারতীয়দের মধ্যে বাঙ্গালীই প্রথম—

হাইকোর্টের বিচারপতি	রমাপ্রসাদ রায়
" প্রধান বিচরাপতি	স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র
" আই-সি-এস (অস্থায়ী) বিচারপতি	বিহারীলাল গুপ্ত
এরোপ্লেনে উঠেন প্রথম রমণী	রাণী মৃণালিণী দেবী
হাইকোর্টের আই-সি-এস (স্থায়ী) বিচারপতি	স্যার বসন্ত কুমার মল্লিক
"নাইট" উপাধি পান	রাধাকান্ত দেব বাহাদুর
ডিভিসনাল কমিশনার	রমেশচন্দ্র দত্ত
সার্জেন জেনারেল (অস্থায়ী)	কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী
মুন্সেফ হইতে হাইকোর্টের বিচারপতি	স্যার প্রমদারঞ্জন ব্যানার্জি
পোষ্ট য়্যাণ্ড টেলিগ্রাফের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার জেনারেল	রায় রাধিকা মোহন লাহিড়ী বাহাদুর
য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল	মন্মথনাথ ভট্টাচার্য
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য	স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত
য়্যাডভোকেট জেনারেল	স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র
স্বরাজ্য নীতির প্রবর্তক	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট	স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
ইংরাজী কবিতায় যশস্বিনী মহিলা	তরু দত্ত
পদার্থ বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করেন	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
বিলাতে লর্ড সভার সদস্য	লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করেন	মধুসূদন গুপ্ত
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মহিলা সদস্য	স্বর্ণকুমারী দেবী
মিলিটারী ফাইনান্সিয়াল য়্যাডভাইসর	স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র
ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ	পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী
ভারতের বাহিরে হিন্দুধর্ম প্রচারক	স্বামী বিবেকানন্দ
ভারতে ইংরাজী শিক্ষার সমর্থক	রাজা রামমোহন রায়

স্যানিটারী কমিশনার	কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন	নৃপেন্দ্র নাথ সরকার
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার	স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি
কিংস্ কাউন্সেল	স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
সসম্মানে আই-সি-এস্ পদ ত্যাগ করেন	সুভাষ চন্দ্র বসু
বহির্ভারতে পাশ্চাত্য চিত্রকলায় কৃতিত্ব লাভ	শশিকান্ত হেষ
বহির্ভারতে সৈনিক বিভাগে কৃতিত্ব লাভ	কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস
ভারতের বাহিরের প্রাচ্য গীতবাদ্যে সুখ্যাতি অর্জন করেন—প্রথম মহিলা	সত্যবালা দেবী
আধুনিক প্রাচ্য চিত্রকলার প্রবর্তক	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গভর্ণর	লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
নোবেল পুরস্কার পান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বেলুনে উঠেন	রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যারিষ্টারী পাশ করেন	জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর
বড়লাটের একজিকিটিভ কাউন্সিলের সদস্য	স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
আই, সি, এস্ পরীক্ষায় পাশ করেন	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আই, সি, এস্ পরীক্ষায় প্রথম হন	স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি
কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার	আনন্দ মোহন বসু
বিশিষ্ট বিলাত যাত্রী	রাজা রামমোহন রায়
গ্র্যাজুয়েট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	যদুনাথ বসু
কর্পোরেশনের মেয়র	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
ইঞ্জিনিয়ার	নীলমণি মিত্র
বিলাতে ভারতের হাই-কমিশনার	স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি
বৃটিশসাম্রাজ্য বন্দুকছোড়া প্রতিযোগিতায়প্রথম	দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী
ভারত সরকারের একাউন্ট্যান্ট জেনারেল	উপেন্দ্রলাল মজুমদার

রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য	স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত
ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল	স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন	আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
কেম্ব্রিজে স্মিথ্ প্রাইজ পান	ভূপতি মোহন সেন
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস-সি	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী	সরোজিনী নাইডু
বৃটিশ কেবিনেটের সদস্য	লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
চীফ-ইঞ্জিনিয়ার	রাজেশ্বর মিত্র
চীফ সেক্রেটারী	স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি
পোষ্ট য়্যাণ্ড টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর জেনাঃ	জ্ঞানেন্দ্রপ্রসন্ন রায়
ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে 'নাইট' উপাধি পান	বসন্ত কুমার মল্লিক
ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের কর্ণেল	কে, জি, গুপ্ত
তিব্বত ভ্রমণকারী	রাজা রামমোহন রায়

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	আবিষ্কারক
ডিনামাইট	নোবেল (সুইডেন)
সেলাইয়ের কল	থিমনিয়ার (ফ্রান্স)
বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ	মোর্স (আমেরিকা)
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	গ্যালিলিও (ইটালী)
ফাউণ্টেন পেন	ওয়াটারম্যান (আমেরিকা)
জেপেলিন	কাউণ্ট জেপেলিন (জার্মানি)
এরোপ্লেন	রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (আমেরিকা)
সেফটি রেজর	জিলেট (আমেরিকা)
বায়ুচাপমান যন্ত্র	টরিসেলি (ইটালী)
লিনোটাইপ	মার্জেন থেলার (আমেরিকা)

টেলিফোন	বেল (আমেরিকা)	ষ্টিম এঞ্জিন	ওয়াট (ইংলণ্ড)
রিভলবার	কোল্‌ট "	রেল এঞ্জিন	ষ্টিভেন্‌সন "
ফনোগ্রাফ	এডিসন "	টেলিভিসন	বেয়ার্ড "
ষ্টেথিসকোপ	লেনেক (ফ্রান্স)	সামরিক ট্যাঙ্ক	সুইণ্টন "
দিয়াশলাই	সোরিয়া "	পেনিসিলিন	ফ্লেমিং "
থার্মোমিটার	ফারেনহিট "	মেসিনগান	গ্যাটেলিন ও লুই
বেলুন	মন্‌গলফিয়ার "	মাইক্রোফোন	এমিল বার্লিনার (আমেরিকা)
রেডিয়ম	মেরী কুরী (আমেরিকা)	টাইপ্রাইটার	সোল্‌স্‌
মোটরগাড়ী	বেঞ্জ	বেতার	মার্কনি (ইটালী)
রঞ্জন রশ্মি যন্ত্র	রঞ্জন (জার্মেনি)	তারযোগে ছবি প্রেরণ	করুন (আমেরিকা)
আনবিক বোমা	হ্যান ও মিটনার (আমেরিকা)	চলচ্চিত্র যন্ত্র	এডিসন "
		ফটো ফিল্‌ম	ইষ্টম্যান "
সাইকেল	ম্যাকমিলন (স্কটল্যাণ্ড)		

রয়েল সোসাইটির ভারতীয় সদস্যবৃন্দ

আর্দেশির কুরশেঠজি (১৮৪১—ইঞ্জিনিয়ারিং); রামানুজন্ (১৯১৮—গণিত); স্যার জগদীশচন্দ্র বসু (১৯২০—জৈব পদার্থ বিজ্ঞান); স্যার চন্দ্রশেখর ভেনকাটা রমণ (১৯২৪—পদার্থ বিজ্ঞান); ডাঃ মেঘনাদ সাহা (১৯২৭—পদার্থ বিজ্ঞান); ডাঃ বীরবল সাহানী ১৯৩৬—উদ্ভিদ বিজ্ঞান); স্যার কে, এস, কৃষ্ণান্ (১৯৪০—পদার্থ বিজ্ঞান); ডাঃ এইচ, জে, ভাবা (১৯৪১—পদার্থ বিজ্ঞান); স্যার শান্তি স্বরূপ ভাটনগর (১৯৪৩—রসায়ন); সুব্রাহ্মণিয়া চন্দ্রশেখর (১৯৪৪—পদার্থ বিজ্ঞান; অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (১৯৪৫—পরি সংখ্যাণ)।

বৃটিশ য়্যাকাডেমীর ভারতীয় সদস্য

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ মিলিত হইয়া যাহাতে নানারূপ বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের স্থাপনা হয়। ১৯১৪ সালে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় উপরোক্ত এসিয়াটিক সোসাইটিভবনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। বিজ্ঞানের মাত্র ছয়টি বিভিন্ন শাখার আলোচনা এই অধিবেশনের অন্তর্গত ছিল কিন্তু বর্ধিত হইয়া এখন ১৩টি শাখা ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। বাৎসরিক অধিবেশনের স্থান ভারতের প্রসিদ্ধ সহরগুলিতে চক্রাকারে নির্নীত হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৯৩৮ সালে বৃটিশ এসো-সিয়েসন ফর্ দি কালটিভেশন অব সায়েন্স ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মিলিত অধিবেশন কলিকাতায় স্যার জেম্স জীন্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় একত্র মিলিত হইবার সুযোগ পান। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের সভাপতিত্বে পুণায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭ তম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। বৃটেন, রাশিয়া, আমেরিকা, জার্মেনী ও ফ্রান্স হইতে ২২ জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এই অধিবেশনে যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে রবার্ট রবিনসন, ফ্রেডারিক জোলিও, ইরিণ কুরি, জে, ডি, বার্ণাল, ডক্টর কগুপ, ডক্টর হারম্যান মার্ক, ডক্টর বম্পটন ও অধ্যাপক এঙ্গেল হার্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান বৎসরের বিভিন্ন শাখায় সভাপতিত্ব করেন—

পদার্থ বিদ্যা—ডক্টর আর এন ঘোষ (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)

রসায়ন „ জে কে চৌধুরী (বসুবিজ্ঞান মন্দির)

গণিত ডক্টর নলিনী মোহন বসু (আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়)
পরিসংখ্যাণ „ পি ভি সুখাত্মা (আওয়া বিশ্ববিদ্যালয়)
কৃষি রামলাল শেঠী (ভারত সরকার)
শারীর বৃত্ত কালিদাস মিত্র (ভারত সরকার)
প্রাণি বিজ্ঞান ডক্টর বি পি বসু
নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব সি ফুরার হাইমেন ডফ (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়)
উদ্ভিদ বিজ্ঞান ডক্টর পি মহেশ্বরী (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)
মনোবিদ্যা কালীপ্রসাদ (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)
ভূতত্ত্ব জে ফোটস
পূর্ত ও ধাতুবিজ্ঞান—ডক্টর ডি আর মালাহাদ্র (ভারত সরকার)
ভেষজ ও পশুচিকিৎসা—ডক্টর এম ভি রাধাকৃষ্ণ রাও
(বোম্বাই সরকার)

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতিদের তালিকা

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১৯১৪	কলিকাতা	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯১৫	মাদ্রাজ	মেজর-জেনারেল ডব্লিউ, ব্যানারম্যান
১৯১৬	লক্ষ্ণৌ	স্যার সিডনি বারার্ড "
১৯১৭	ব্যাঙ্গালোর	স্যার ম্যালক্রেড গীবস বোর্ণ
১৯১৮	লাহোর	ডক্টর গীলবার্ট টি ওয়াকার
১৯১৯	বোম্বাই	লেঃ-কর্ণেল স্যার লিওনার্ড রজার্স
১৯২০	নাগপুর	স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
১৯২১	কলিকাতা	স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯ ২	মাদ্রাজ	সি, এস, মিড্ল মিস
১৯২৩	লক্ষ্ণৌ	স্যার এম, বিশ্বেশ্বরাজ্য
১৯২৪	ব্যাঙ্গালোর	ডক্টর টমাস নেলসন আনানডেল
১৯২৫	বেনারস	ডক্টর এম, ও, ফরষ্টার

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১৯২৬	বোম্বাই	য়্যালবার্ট হাওয়ার্ড
১৯২৭	লাহোর	স্যার জগদীশচন্দ্র বসু
১৯২৮	কলিকাতা	ডক্টর জে, এল, সিমন্‌সেন
১৯২৯	মাদ্রাজ	স্যার সি, ভি, রমণ
১৯৩০	এলাহাবাদ	কর্ণেল এস, আর, ক্রিস্টোফার
১৯৩১	নাগপুর	লেঃ কর্ণেল আর, বি, সেমুরসিউয়েল
১৯৩২	বাঙ্গালোর	রায় বাহাদুর লালা শিবরাম কাশ্যপ
১৯৩৩	পাটনা	ডক্টর লুই এল, ফারমোর
১৯৩৪	বোম্বাই	ডক্টর মেঘনাদ সাহা
১৯৩৫	কলিকাতা	ডক্টর জে, এইচ, হাটন
১৯৩৬	ইন্দোর	স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
১৯৩৭	হায়দ্রাবাদ	স্যার সি, এস, ভেন্‌কাটা রমণ
১৯৩৮	কলিকাতা	স্যার জেম্‌স জীন্স
১৯৩৯	লাহোর	স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
১৯৪০	মাদ্রাজ	ডক্টর বীরবল সাহানী
১৯৪১	বেনারস	স্যার আর্দেশির দালাল
১৯৪২	বরোদা	স্যার ডি, এন, ওয়াদিয়া
১৯৪৩	কলিকাতা	স্যার ডি, এন, ওয়াদিয়া
১৯৪৪	দিল্লী	অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু
১৯৪৫	নাগপুর	স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর
১৯৪৬	বাঙ্গালোর	ডক্টর আফজল হোসেন
১৯৪৭	দিল্লী	পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
১৯৪৮	পাটনা	ডক্টর রামনাথ চোপরা
১৯৪৯	এলাহাবাদ	স্যার কে, এস, কৃষ্ণাণ
১৯৫০	পুণা	অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

নোবেল পুরস্কার

সুইডেনের বিখ্যাত রাসায়নিক য়্যাল্‌ফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেলের প্রদত্ত ১৭ লক্ষ পাউণ্ডের সুদ হইতে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। জাতি-ধর্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পাঁচটি বিষয়ে সুধী ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি বিষয়ে ৮,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয়। বিষয়গুলি—রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান অথবা ভেষজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি প্রচেষ্টা। ১৯০১ সাল হইতে পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয়। এ পর্যন্ত মাত্র দুইজন ভারতীয় এই পুরস্কার লাভের সম্মান অর্জন করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" পুস্তকের জন্য সাহিত্যে এবং ১৯৩০ সালে স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কাটা রমণ পদার্থ-বিজ্ঞানে এই পুরস্কার লাভ করেন।

বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত

বৎসর	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন
১৯০১	ডব্লিউ, সি, রঞ্জন (জার্মেনি)	জে, এইচ, হফ (হল্যাণ্ড)
১৯০২	এইচ, এ, লরেঞ্জ ও পি, জিম্যান (ডেনমার্ক)	এমিল ফিসার (জার্মেনি)
১৯০৩	এ, এইচ, বিকোয়েরেল ও পিয়েরে ও মেরী কুরী (ফ্রান্স)	এস, এ, আরহেনিয়াস্ (সুইডেন)
১৯০৪	লর্ড র‍্যালে (ইংলণ্ড)	স্যার ডব্লিউ র‍্যামসে (ইংলণ্ড)
১৯০৫	ফিলিপ লেণার্ড (জার্মেনি)	এ, ভন, বেয়ার (জার্মেনি)
১৯০৬	জে, জে টমসন্ (ইংলণ্ড)	অধ্যাপক এইচ ময়সঁ্যা (ফ্রান্স)
১৯০৭	এ, এ, মিচেলসন (আমেরিকা)	ই, বুচনার (জার্মেনি)
১৯০৮	জি, লিপম্যান্ (ফ্রান্স)	অধ্যাপক ই, রাদারফোর্ড (ইংলণ্ড)
১৯০৯	জি, মার্কনি (ইটালী) ও এফ, ব্রন্ (জার্মেনি)	অধ্যাপক ডব্লিউ অসোয়াল্ড, (জার্মেনি)
১৯১০	জে ডি, ভ্যান-ডার-ওয়ালস (হল্যাণ্ড)	অটো ওয়ালাচ্ (জার্মেনি)
১৯১১	অধ্যাপক ডব্লিউ ইয়েন (জার্মেনি)	মেরি কুরি (ফ্রান্স)

ব্যক্তিগণের নাম

ভেষজ বিজ্ঞান বা শারীর বিদ্যা	সাহিত্য	শান্তি প্রচেষ্টা
এডল্‌ফ ভন বেরিং (জার্মেনি)	আর, সালিপ্রুধোমি (ফ্রান্স)	হেনী ডুন্যান্ট (সুইটজারল্যাণ্ড) ও ফ্রেড্রিক প্যাসি (ফ্রান্স)
স্যার রোনাল্ড রস (ইংলণ্ড)	টি, মমসেন (জার্মেনি)	ই, ডুকোমান ও এ, গোবার্ট (বেলজিয়াম)
এন, আর, ফিনসেন (ডেনমার্ক)	বি, জর্নসন (নরওয়ে)	ডব্লিউ, আর ক্রেমার (ইংলণ্ড)
আই, পি, পাওলাও (রাশিয়া)	এইচ, এফ, মিবট্র্যাল (ফ্রান্স) ও জোল্ এটিগ্যারে (স্পেন)	ইন্‌স্টিট্যুট্ অব ইণ্টারন্যাশনাল ল (বেলজিয়াম)
আর, কক্ (জার্মেনি)	এইচ সিঙ্কিউইজ (পোল্যাণ্ড)	বার্থা বি-ভন স্যুনার অস্ট্রিয়া)
অধ্যাপক র‍্যামনি ক্যাজাল (স্পেন) ও ক্যামিল্লো গলগি (ইটালি)	জি, কার্ডুইসি (ইটালি)	টি, রুজভেল্ট (আমেরিকা)
সি, এল, এ ল্যাভার্ণ (ফ্রান্স)	আর, কিপ্লিং (ইংলণ্ড)	ই, টি, মনেটা (ইটালি) ও লুই রেনল্ট (ফ্রান্স)
ডাঃ পল এরলিচ (জার্মেনি)	আর, ইউকেন (জার্মেনি)	কে, পি, আর্ণল্ডসন (সুইডেন) ও ফ্রেড্রিক বেজার (ডেনমার্ক)
টি, কচার (জার্মেনি)	সেলমা ল্যাগারলফ (সুইডেন)	ব্যারণ ডি কনস্ট্যান্ট (ফ্রান্স) ও এম, বিরন্তার্ট (বেলজিয়াম)
এ, কসেল (জার্মেনি)	পল হেসে (জার্মেনি)	ইণ্টারন্যাশনাল পার্মানেণ্ট পিস্ বিউরো (সুইটজারল্যাণ্ড)
এ, গালস্ট্র্যাণ্ড (সুইডেন)	এম, মেটারলিঙ্ক (বেলজিয়াম)	অধ্যাপক টি, এম, সি, য়্যাসের (হল্যাণ্ড) ও এ, ফ্রিয়েড (অস্ট্রিয়া)

বৎসর	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন
১৯১২	গুস্টাফ ড্যালেন (সুইডেন)	অধ্যাপক গ্রিগনার্ড ও অধ্যাপক পি, স্যাবাটিয়ার (ফ্রান্স)
১৯১৩	অধ্যাপক ক্যামারলিং ওনেস (ডেনমার্ক)	এলফ্রেড ওয়ার্ণার (সুইটজারল্যাণ্ড)
১৯১৪	অধ্যাপক এম, ভন-লওই (জার্মেনি)	টি, ডব্লিউ, রিচার্ডস্ (আমেরিকা)
১৯১৫	অধ্যাপক ডব্লিউ, এইচ, ব্রাগ ও ডব্লিউ, এল, ব্র্যাগ (ইংলণ্ড)	আর উইলস্ট্যাটার (জার্মেনি)
১৯১৬	—	—
১৯১৭	সি, জি, বার্কলা (ইংলণ্ড)	—
১৯১৮	ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (জার্মেনি)	ফ্রিজ হার্বার (জার্মেনি)
১৯১৯	অধ্যাপক জে, ষ্টার্ক (জার্মেনি)	—
১৯২০	অধ্যাপক সি, ই, গিলমি (সুইটজারল্যাণ্ড)	ওয়াল্টার নার্নষ্ট (জার্মেনি)
১৬২১	ডাঃ এলবার্ট আইনষ্টাইন (জার্মেনি)	অধ্যাপক এফ, সডি (ইংলণ্ড)
১৯২২	নিয়েলস্ বোর (ডেনমার্ক)	এফ, ডব্লিউ য়্যাসটন (ইংলণ্ড)
১৯২৩	আর, এ, মিলিক্যান (আমেরিকা)	ফ্রিজ প্রেগ্‌ল্ (অস্ট্রিয়া)

ভেষজ বিজ্ঞান বা শারীর বিদ্যা	সাহিত্য	শান্তি প্রচেষ্টা
ডাঃ এ, ক্যারেল (আমেরিকা)	জি, হপম্যান (জার্মেনি)	এলিউ রুট (আমেরিকা)
সি, রিচেট (ফ্রান্স)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতবর্ষ)	এইচ, লা ফোন্টেন (বেলজিয়াম
ডাঃ আর, ব্যারানি (অস্ট্রিয়া)	—	—
—	রমঁ্যা রলঁ্যা (ফ্রান্স)	—
—	ভি, হিডেনস্টাম (সুইডেন)	—
—	কার্ল জেলেরাপ ও এইচ পণ্টপ্পিড্যান (ডেনমার্ক)	ইণ্টারন্যাশানাল রেড ক্রস্ (জেনেভা)
—	—	—
ডাঃ জে, বর্ডেট (বেলজিয়াম)	সি, স্পিটেলার (সুইটজারল্যাণ্ড)	উড্রো উইলসন (আমেরিকা)
অধ্যাপক এ, ক্রফ (ডেনমার্ক)	ন্যুট হামসন (নরওয়ে)	লিওঁ বুর্জিয় (ফ্রান্স)
—	আনাতোল ফ্রাঁস (ফ্রান্স)	কে, এইচ, ব্র্যান্টিং (সুইডেন ক্রিশ্চিয়ান এল, ল্যাঙ্গ (নরও
অধ্যাপক এ, হিল (ইংলণ্ড) ও অধ্যাপক মেয়ারহফ (জার্মেনি)	জে, বেনাভেন্তে (স্পেন)	এফ, নানসেন (নরওয়ে)
ডাঃ এফ, জি, ব্যান্টিং ও ডাঃ জে, জে, আর ম্যাকলয়েড (ক্যানাডা)	উইলিয়াম বি, ইয়েট্স (আয়ারল্যাণ্ড)	—

ৎসর	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন
২৪	কে, এম, জি, সিযব্যান (সুইডেন) ও ডাঃ গুস্টাভ হার্ট (জার্মেনি)	—
২৫	ডাঃ জেমস্ ফ্র্যাঙ্ক (জার্মেনি)	আর, জিগমণ্ডি (জার্মেনি)
২৬	জিন, বি, পেরিন (ফ্রান্স)	ডাঃ টি,, ভেডমার্ক (সুইডেন)
২৭	অধ্যাপক আর্থার কম্‌টন (আমেরিকা) ও সি, টি, আর, উইলসন (ইংলণ্ড)	অধ্যাপক এইচ, উইল্যাণ্ড(জার্মেনি)
২৮	অধ্যাপক ও ডব্লিউ রিকার্ডসন (ইংলণ্ড)	ডাঃ এ, উইন্‌ডস (জার্মেনি)
২৯	এল, ভি, ডি-ব্রগাইল (ফ্রান্স)	ডাঃ এ, হার্ডেন (ইংলণ্ড) ও অধ্যাপক এইচ, ভন ইউলার-চেপলিন (সুইডেন)
৩০	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ (ভারতবর্ষ)	হ্যান্স ফিসার (জার্মেনি)
৩১	—	অধ্যাপক কার্ল বস্ ও অধ্যাপক এফ বার্জিয়াস্ (জার্মেনি)
৩২	ডব্লিউ হাইসেনবার্গ (জার্মেনি)	আই, ল্যাংমুইর (আমেরিকা)
	পি, এ, এম, ডিরাক (ইংলণ্ড)	

ভেষজ বিজ্ঞান বা শারীর বিদ্যা	সাহিত্য	শান্তি প্রচেষ্টা
ডব্লিউ, আইন্থোভেন (হল্যাণ্ড)	ডব্লিউ, এস, রেমণ্ট (স্পেন)	
	জর্জ বার্ণার্ড শ (ইংলণ্ড)	জেনারেল ডয়েস (আমেরিকা) ও স্যার অস্টেন চেম্বারলিন (ইংলণ্ড)
অধ্যাপক জে, ফিবিগার (ডেনমার্ক)	গ্রেজিয়া ডি লেড্ডা (ইটালি)	এ, ব্রিয়াণ্ড (ফ্রান্স) ও জি স্ট্রেসিম্যান (জার্মনি)
জুলিয়াস ডব্লিউ জরেগ (অস্ট্রিয়া)	হেনরী বার্গসঁ (ফ্রান্স)	এফ, বুইসঁ (ফ্রান্স) ও লাডউইগ কুইড (জার্মেনি)
চার্লস নিকলে (ফ্রান্স)	এস, উণ্ডসেট (নরওয়ে)	
ডাঃ এফ, জি, হপকিন্স (ইংলণ্ড) ও ডাঃ ই, একম্যান (হল্যাণ্ড)	টি, ম্যান (জার্মেনি)	এফ, বি, কেলগ (আমেরিকা)
কার্ল ল্যাণ্ডস্টেনার (আমেরিকা)	সিনক্লেয়ার লিউইস (আমেরিকা)	ডাঃ এন, সডারব্লম (সুইডেন)
অটো এইচ, ওয়ারবার্ফ (জার্মেনি)	ই, এ, কার্লফেল্ড (সুইডেন)	জেন য়্যাডাম্স ও ডাঃ এন, এম বাটলার (আমেরিকা)
স্যার চার্লস শেরিংটন ও অধ্যাপক ই, ডি, এড্রিয়ান (ইংলণ্ড)	জে, গল্সওয়ার্দি (ইংলণ্ড)	
টি, এইচ, মর্গান (আমেরিকা)	ইভান বুনিন (রাশিয়া)	নরম্যান য়্যাঞ্জেল (ইংলণ্ড)

বৎসর	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন
১৯৩৪	—	ডাঃ এইচ, সি, উরে (আমেরিকা)
১৯৩৫	জেম্‌স চ্যাডউইক (ইংলণ্ড)	অধ্যাপক জলিয়ট ও মিসেস্ জলিয়ট (ফ্রান্স)
১৯৩৬	অধ্যাপক ভি, হেস (জার্মেনি) ও সি, এণ্ডারসন্ (আমেরিকা)	অধ্যাপক ডে, বাই (জার্মেনি)
১৯৩৭	সি, জে ডেভিসন (আমেরিকা ও জি, পি, টমসন (ইংলণ্ড)	অধ্যাপক ডব্লিউ, এন, হাওয়ার্থ (ইংলণ্ড) ও অধ্যাপক পল কেরার (সুইটজারল্যাণ্ড)
১৯৩৮	ই, ফার্মি (ইটালি)	অধ্যাপক আর, খান (জার্মেনি)
১৯:৯	অধ্যাপক ই, ও, লরেন্স (আমেরিকা)	অধ্যাপক বটেনানড (জার্মেনি) ও " রুজিকা (সুইটজারল্যাণ্ড)
১৯৪০-১৯৪২	—	—
১৯৪৩	অটো স্টার্ণ (আমেরিকা)	অধ্যাপক জি, হেভেসী (হাঙ্গেরী)
১৯৪৪	অধ্যাপক ইসিডর র‍্যাবি (আমেরিকা)	—

ভেষজ বিজ্ঞান বা শারীর বিদ্যা	সাহিত্য	শান্তি প্রচেষ্টা
ডাঃ জি, মিনট, ডাঃ ডব্লিউ পি, মার্ফি ও ডাঃ জি, এইচ, হুইপ্‌ল (আমেরিকা)	এল, পিরাণদেল্লো (ইটালি)	এ, হেণ্ডারসন (ইংলণ্ড)
ডাঃ এইচ স্পেম্যান্‌ (জার্মেনি)	—	কার্ল ভন ওসিটস্‌গি (জার্মে
স্যার এইচ, এইচ, ডেল (ইংলণ্ড) ও অধ্যাপক অটো লো (অস্ট্রিয়া)	ই, ও, নিল (আমেরিকা)	সি, এস, ল্যামাস (আর্জেন্টা
অধ্যাপক এ, ভি, জেন্‌জিয়র্গি (হাঙ্গেরী)	রজার মার্টিন ডুগার্ড (ফ্রান্স)	ভাইকাউণ্ট সিসিল (ইংল
অধ্যাপক সি, হেম্যান্‌স (বেলজিয়াম)	মিসেস পার্ল বাক্‌ (আমেরিকা)	দি নানসেন অফিস (জেনেভ
অধ্যাপক জি, ডোম্যাগ (জার্মেনি)	এমিল সিলান পা (ফিনল্যাণ্ড)	—
—	—	—
অধ্যাপক হেনরিক দাম (ডেনমার্ক) ও অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডয়সি (আমেরিকা)		—
অধ্যাপক জোসেফ এরল্যাঙার (আমেরিকা) ও অধ্যাপক হার্বার্ট গ্যাসার (আমেরিকা)	ডাঃ জে, ভি, জেনসেন (ডেনমার্ক)	ইণ্টারন্যাশনাল রেডক্রশ (জেনেভা)

ৎসর	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন
৯৪৫	অধ্যাপক ডব্লিউ পার্কলি (অস্ট্রিয়া)	অধ্যাপক অটো হান (জার্মেনি) ও " এ, উইর্তানেন (ফিনল্যাণ্ড)
৯৪৬	অধ্যাপক পার্সি উইলিয়ম ব্রিজম্যান (আমেরিকা)	ডাঃ জেম্‌স বি. সামার (আমেরিকা) ডাঃ ওয়েণ্ডেল এম, স্ট্যানলি („) ডাঃ জন এইচ, নর্থরপ („)
১৪৭	স্যার এডওয়ার্ড ভিক্টর অ্যাপ্‌লটন (ইংলণ্ড)	স্যার রবার্ট রবিনসন (ইংলণ্ড)
১৪৮	অধ্যাপক পি, এম, এস ব্ল্যাকেট (বৃটেন)	অধ্যাপক আর্ণ টিসে
১৪৯	হিডেকি ইয়োকাওয়া (জাপান)	উইলিয়াম গিয়াকি (আমেরিকা)

স্যার এ, ফ্লেমিং (ইংলণ্ড)	সেনোরিতা এল, জি,	কর্ণেল হাল (আমেরিকা)
„ এইচ ফ্লোরী „ ও	একায়াগা (চিলি)	
ডাঃ ই, বি, চেন „		
ডাঃ হার্মান জে, মুলার	হার্মান হেসি	ডাঃ আর, মট (আমেরিক
(আমেরিকা)	(সুইট্জারল্যাণ্ড)	অধ্যাপক এমিলি গ্রীন বল্
ডাঃ কার্ল এবং টেরেসো	আঁদ্রে জিদ (ফ্রান্স)	সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস্ (ই
কোরী (আমেরিকা) ও		(আমেরিকা শাখ
অধ্যাপক বার্নাডো		
হুসসে (আর্জেন্টিনা)		
ডাঃ পল মুলার	টি, এস, ইলিয়ট	
(সুইট্জারল্যাণ্ড)	(বৃটেন)	
ওয়াল্টার রুডলফ হেস		
(সুইট্জারল্যাণ্ড)		
ও ইগাস ননিজ		
পর্টুগ্যাল)		

শিল্প ও বাণিজ্য

বস্ত্রশিল্প—

ভারতে প্রথম কাপড়ের মিল স্থাপিত হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। ৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই এ দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৭। ১৯১৪ ১৮ খৃষ্টাব্দের াহাসময়ে বিলাতী ও জাপানী কাপড়ের আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া াওয়ায় এই সময়ে ভারতে বস্ত্রশিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে। ারে যুদ্ধোত্তর কালে জাপানী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে এই শিল্পের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য বস্ত্র শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হয়। বিলাতী দ্রব্য কিন্তু শতকরা ৫ হইতে ৬½ টাকা শুল্ক সুবিধা াইতে থাকে। অটোয়া চুক্তি (১৯৩২), মোদি ঋণ চুক্তি (১৯৩৫) াবা বিলাতী দ্রব্যসম্ভার আমদানির সুযোগ আরও বাড়াইয়া দেওয়া য়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সুযোগে ভারতে বস্ত্রশিল্প বশেষ উন্নতি লাভ করে কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির অভাব, যানবাহনাদির অসুবিধা, কয়লার অনটন, শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি কারণে আমাদের কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্রোৎপাদন প্রভূত পরিমাণে কমিয়া যায়। ভারতের কলগুলিতে ১৯৩৮-৩৯, ১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ৪২৭, ৪৬৫ ও ৩৮৬ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে ৪৩ কোটি গজ ও ১৯৪৯ সালে ৩৯২ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ বৎসরে যথাক্রমে ১৪৪ কোটি ও ১৩৬ কোটি পাউণ্ড সুতা ভারতের মিলগুলিতে প্রস্তুত হয়। ১৯৩৮ ৩৯ ও ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে কলের ও তাঁতের কাপড়ের মোট যোগান ছিল যথাক্রমে ৬৬২ ও ৬৩ কোটি গজ। যুদ্ধ-পূর্বকালে ভারতবাসীরা মাথাপিছু প্রায় ১৬ গজ কাপড় পাইত কিন্তু ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ খ্রীঃ-এ তাহার পরিমাণ দাঁড়ায়

যথাক্রমে ১৩ ও ১৪ গজ; ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে মাথাপিছু কাপড়ের পরিমাণ ১১ গজেরও কম বলিয়া অনুমান করা হয়।

বর্তমানে ভারতে ৪২১টি কাপড়ের কল আছে। আরও ৩২টি কল স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় কলগুলির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক ৬০০ কোটি গজ। কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধোত্তর বস্ত্র পরিকল্পনা সমিতির পরামর্শ অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে নূতন কল স্থাপনের জন্য তাঁত (looms) ও মাকুর পরিমাণ ভাগ করিয়া দিয়াছেন। বৃটেনে প্রেরিত "ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প প্রতিনিধিদলের" প্রচেষ্টায় বৃটেনের যন্ত্র বিষয়ক সাহায্য ও সহযোগিতায় 'ন্যাশানাল ম্যানুফ্যাকচারার্স' নামে একটি কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার কারখানা ভারতে স্থাপিত হইবার আয়োজন করা হইয়াছে। এই কারখানায় প্রতি মাসে ২০,০০০ মাকু তৈয়ার হইবে। বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করিতেছেন—কলগুলির উৎপাদনের সুব্যবস্থা, কাপড়ের মূল্য নির্ণয় ও কলগুলিকে দিবারাত্র চালু রাখিবার আর যেখানে তাহা সম্ভবপর নহে সেখানে শ্রমিকদের দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাজ করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৪০০ কোটি গজ মিলের কাপড় ও ১২০ কোটি গজ তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪৯-৫০ সালে মোট ৩৯০ কোটি গজ কাপড় এদেশে প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ সময়ে শুধু পাকিস্থানেই ৩ কোটি ২ লক্ষ গজের উপর কাপড় চালান দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের প্রথম ১০ মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতে ৫ কোটি গজ কাপড় আমদানি কর হইয়াছে। কাপড়ের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি শুল্ক পরামর্শ-দাতা সমিতি (Tariff Board) বিবেচনা করিতেছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, আমাদের বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষণের আর প্রয়োজন নাই বলিয়া ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিল হইতে সংরক্ষণ-সুবিধা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৮ সালে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি করা হইয়াছে। ২৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের

যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। ৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের ২,১৪৫টি তাঁত আমদানি করা হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে ১,১১,০০৬টি মাকু বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। ভারত সরকার এইগুলি নিম্নলিখিত প্রদেশগুলিকে বণ্টন করেন—বোম্বাই—২,৬৮,০০২ পশ্চিম-বঙ্গ—৩৯,৩.৬ মাদ্রাজ—২৩,৯৬০, হায়দ্রাবাদ—১৬,২৫২, মধ্যভারত—৮০৮, দিল্লী—৩,২০০, মহীশূর—১৭,০০০, যুক্তপ্রদেশ—২২,৯২৮, বিহার—৫,০০০, উড়িষ্যা—১৪,৫৪০। ইহা ব্যতীত ১০,০০০ তাঁতও আমদানি করা হয়।

১৯৪৯ সালে ভারতবর্ষে ৩৯২ পাউণ্ড ওজনের ২৪ হইতে ২৬ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপাদন হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের মিলগুলিতে ৪৬ লক্ষ গাঁইট তুলার প্রয়োজনহয়। আমাদের দেশে তুলার ঘাটতি পূরণ হইবে পূর্ব-আফ্রিকা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল, সুদান, মিশর ও পাকিস্থান হইতে আমদানির দ্বারা। ১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্থান হইতে মোট ১,৩৮,২১৪ গাঁইট তুলা আম করা হয়।

১৯৪৯ সালে ভারতে কাপড়ের কলগুলিতে লম্বা আঁশের তুলা হইতে ১,১৪,৩৮,৩৬,০০০ গজ মিহি কাপড় ও ১৮,২৪,৩৩,০০০ গজ মিহি সূতা প্রস্তুত হয়।

চিনি শিল্প—

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সংরক্ষণ-সুবিধা পাইয়া চিনি-শিল্প আমাদের দেশে দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে ভারতে গড়পড়তা ১০ লক্ষ টন চিনি বিদেশ হইতে আমদানি হইত। ইহার মূল্য ছিল প্রায় ১৬ কোটি টাকা। ১৯২০ হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০টি চিনির কল এদেশে স্থাপিত হয়। তাহার পর ১৯৩১ সালের ১ এপ্রিল হন্দর প্রতি ৭ টাকা ও ১৯৩৫ সালের ১ মার্চ হইতে হন্দর প্রতি ৯ টাকা ১ আনা বিদেশী চিনির উপর আমদানি শুল্ক ধার্য হওয়ায় চিনি শিল্প যে সংরক্ষণ সুবিধা পাইল তাহাতে চিনির কলের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে বর্তমানে ১৮৬টি-তে

আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় ৩৩ কোটি টাকা মূলধন চিনি শিল্পে নিয়োজিত আছে। এই শিল্পে শিক্ষিত কারিগর ও শ্রমিকের সংখ্যা হইবে যথাক্রমে ৩ হাজার ও ১ লক্ষ ২০ হাজার। শতকরা ৫০টি কারখানা উত্তর প্রদেশে ও শতকরা ২৫টি বিহারে অবস্থিত। ১৯৪৫-৪৬ সালে বাঙ্গলায় মাত্র ৭টি কারখানা ছিল এবং ২২,৬০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে যে পরিমাণ চিনির প্রয়োজন তাহার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ আসে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হইতে। সমগ্র ভারতে ১৯৪৩ সালে প্রায় ১২.২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু গত কয়েক বছরে শ্রমিক অসন্তোষ, যানবাহনাদি, কয়লা প্রভৃতির অসুবিধা, গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক চিনির মূল্য নির্দ্ধারণ প্রভৃতি কারণে উৎপাদন বহুলাংশে কমিয়া যায়। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে—

	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৬-৪৭
গভর্ণমেণ্টের পূর্বাভাষ (টন)	১১,০০,০০০	১১,১৪,০০০	১০,৫০,০০০
প্রকৃত উৎপাদন (টন)	৯,৫১,৮৫২	৯,৪৫,১৮৯	৯,২১,১৭৭

উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় কারখানাগুলির খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। এদিকে গত কয়েক বছরে ইক্ষু ক্রয় বাবদ ব্যয়ও দ্বিগুণ হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে আবকারি কর ছাড়া চিনির মূল্যের শতকরা ৭৯ ভাগ ইক্ষুর মূল্য ছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতে জন প্রতি গড়ে ৭ পাউণ্ড চিনি ও ২০ পাউণ্ড গুড় ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইংলণ্ড আমেরিকা ও হল্যাণ্ডে ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ যথাক্রমে ১০৬, ৯৭ ও ১১৬ পাউণ্ড। ১৯৪৮-৪৯ সালের শেষ ৫ মাসে ভারতে চিনির কলগুলিতে মোট ২,২৮,২৫,০০০ মণ চিনি উৎপন্ন হয়।

বর্ত্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্টের 'চিনি-শিল্প উন্নয়ন সমিতি' ভারতবর্ষের আরও ৪৫টি চিনির কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ভারতবর্ষে বাৎসরিক ১৮,৫০,০০০ টন

চিনি উৎপন্ন হইবে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য ৩,৪০ লক্ষ টন।

লবণ শিল্প—

ভারতবর্ষের লবণের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত বৎসরে ১ কোটি মণ বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। ভারতবর্ষে ১৯৪৬ সালে ৪৭৯ লক্ষ মণ, ১৯৪৭ সালে ৫১৬ লক্ষ মণ, ১৯৪৮ সালে ৬১৩ লক্ষ মণ ও ১৯৪৯ সালে ৬০১ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছে। পাকিস্থান ভারতবর্ষ হইতে ১৯৪৮ সালে ১৬ লক্ষ মণ লবণ আমদানি করিয়াছে। বর্তমানে ভারতে লবণের চাহিদা বৎসরে ৬৪৮ লক্ষ মণ। ১৯৭৮ সালে ভারতকে বিদেশ হইতে ১ কোটি মণ লবণ আমদানি করিতে হয়।

কাগজ শিল্প –

ভারতের প্রথম কাগজের কল "রয়েল পেপার মিল" ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী নদীর তীরে বালীতে স্থাপিত হয়। তাহার পর পুণা, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, টিটাগড়, কাঁকিনাড়া ও রাণীগঞ্জে কতকগুলি কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতে কাগজের মিলের সংখ্যা ১৬টি। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার ৮টি নূতন কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছেন। এই নূতন কারখানাগুলিতে বৎসরে ৭৫,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইবে। কাগজ-শিল্পে বাঁশের তৈয়ারী কাগজ সংরক্ষণ সুবিধা পায় ১৯২৫ সাল হইতে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে কাগজের কারখানাগুলিতে ১১,৮৬,০০০ হন্দর কাগজ উৎপন্ন হয় এবং বিদেশ হইতে ৪৩,০০,০০ হন্দর কাগজ ও বোর্ড আমদানি হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় এ দেশে গড়ে বৎসরে ১,০৭,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইত কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব ও অন্যান্য কারণে কাগজের উৎপাদন বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। ১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৬-৪৭ সালে যথাক্রমে ৯৬,০০০ ও ৮০,০০০ টন কাগজ এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে এই উৎপাদন ৯৮ হাজার ও ১৯৪৯ সালে ১,০৩,১৬৩ টন হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে ভারতে ১

লক্ষ ৫০ হাজার টন কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে কাগজ ও বোর্ড উৎপাদনের লক্ষ্য ১,১০,০০০ টন। আমাদের কাগজ-শিল্প আর শৈশব অবস্থায় নাই। এইজন্য ১৯৪৭ সালের ১ এপ্রিল হইতে বিদেশী কাগজের উপর সংরক্ষণ শুল্ক ভারত সরকার টেরিফ বোর্ডের পরামর্শক্রমে তুলিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে দেশী কাগজের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার জন্য কাগজের কারখানার মালিকগণ ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভারতে মাথা-পিছু কাগজের ব্যবহার গড়ে বৎসরে ১ পাউণ্ড, বৃটেনে ৮১ পাউণ্ড, আমেরিকায় ১৫২ পাউণ্ড, বেলজিয়ামে ৫০ পাউণ্ড ও জার্মানিতে ৪৮ পাউণ্ড। ভারতের "বনজ সম্পদ গবেষণা বিভাগ" অন্নব্যয়ে ভারতে কাগজ-প্রস্তুত প্রণালী করিবার উদ্দেশ্যে বাঁশ-জাতীয় বৃক্ষাদি লইয়া গবেষণা করিতেছেন।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ২,৯৭ লক্ষ টাকা মূল্যের সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানি করা হয়।

রসায়ন-শিল্প —

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে রসায়ন শিল্পের জন্ম হয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু "ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেড্" প্রমুখ শক্তিশালী বিদেশী কোম্পানীর প্রতিযোগিতার ফলে এই শিল্পটির উন্নতি হইতেছে না। অবশ্য ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত শিল্পটিকে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর শিল্পটির পক্ষে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখে বাঁচিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়িল। ১৯৩৯ সালে 'ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফ্যাক্টরীজ্ য়্যাক্টসের' এলাকাধীন মাত্র ৩৪টি কারখানা ছিল আর শ্রমিকের সংখ্যা ৪,৭৫০ ছিল। ১৯৪৩ সালে কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬ এবং শ্রমিকের সংখ্যা ১৭,৫৪৮। গত মহাযুদ্ধেই শিল্পটির অশেষ উন্নয়ন হয়। শিল্পটি পশ্চিম-বঙ্গ ও বরোদাতেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ; এই শিল্পের শ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশ পশ্চিম-বঙ্গ ও বরোদায় অবস্থিত কারখানাগুলিতে কাজ করে। বর্তমানে

প্রায় ২০ কোটি টাকা মূলধন এই শিল্পে নিয়োজিত আছে। রসায়ন শিল্প সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ১৯৪৫ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক যে দুইটি কমিটি নিযুক্ত হয় তাহার যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী কয়েক বছরের মধ্যে রসায়ন শিল্পের উৎপাদন বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করেন।

নিম্নে ভারতের উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল—

	১৯৪৮	১৯৪৯
সালফিউরিক য়্যাসিড	৮০,০০০ টন	৮৯,০০০ টন
সুপার-ফসফেট্	২১,৩৫০ "	৪৩,২৫০
কস্টিক সোডা	৪,৩৮০ "	৬,২০০ "

সূক্ষ্ম রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংক্রান্ত শিল্প সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কমিটি এই দেশে বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ আগামী ১৫ বছরে বর্তমানের ১ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ২০ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত বাড়াইবার পরামর্শ দিয়াছেন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃত্রিম সার উৎপাদনের প্রসার বিশেষ কিছু হয় নাই। কৃত্রিম সারের চাহিদা বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টন কিন্তু ১৯৪৭ সালে মাত্র ৭৬,০০০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়রী হইয়াছিল। সিন্ধ্রিতে বাৎসরিক ৩,৫০,০০০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়ারী করার জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই একটি কারখানা স্থাপন করেন। ৮০,০০০ টন সালফিউরিক অ্যাসিড ও ২,৫০০ টন সোডা অ্যাস ১৯৪৭ সালে উৎপন্ন হইয়াছে। ঔষধ প্রস্তুত শিল্পে ভারতবর্ষ এখনও বহু পিছনে। ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রায় ৯,৬৮,০০,০০০ টাকার ঔষধ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে অন্তর্বর্তী শুল্ক পরামর্শদাতার সুপারিশক্রমে ভারত-সরকার বাইক্রোমেট, ক্যালসিয়াম, ক্লোরাইড প্রমুখ ৭টি শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দিয়াছেন।

কুইনিন শিল্প—

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষে ৩ লক্ষ পাউণ্ড কুইনিন ব্যবহৃত হইয়াছে, [illegible] ১ লক্ষ পাউণ্ড ভারতে প্রস্তুত এবং অবশিষ্ট অংশ বিদেশ হইতে

আমদানি করা হয়। এই আমদানি-কৃত কুইনিনের মূল্য পাউণ্ড প্রতি ৪১ হইতে ৬২ টাকা পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে কুইনিন প্রস্তুত করিতে পাউণ্ড প্রতি ২৯ টাকা খরচ হয়।

পাট শিল্প—

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম পাটের কল ভারতে স্থাপিত হয়। ১৮৯৬ হইতে ১৯০০ সালকে পাটশিল্পের উন্নতির যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যেই প্রায় ১০০টি পাটের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে পাটকলের সংখ্যা হইতেছে ১১২ তন্মধ্যে ১০০টি পশ্চিম-বঙ্গে অবস্থিত। ভারত তাহার পাটজাত দ্রব্যের শতকরা ২৫ ভাগের বেশী ব্যবহার করে না বাকী সমস্ত বিদেশে রপ্তানী হয়।

১৯৩৮-৩৯, ১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৬-৪৭ সালে পাটজাত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২,২২,০০০ টন, ৯,৭৩,০০০ টন ও ১০,৪২, ০০০ টন, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়া যাইবার কারণ কাঁচা পাটের অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ, কয়লা ও যানবাহানাদির অভাব। ১৯৪৫-৪৬ সালে কাঁচা পাটের যোগান ছিল ৭১ লক্ষ ৬৭ হাজার গাঁইট, ১৯৪৬-৪৭ সালে ছিল ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট। কাঁচা পাটের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পাটচাষের জমির পরিমাণ কমানো আর খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের বৃদ্ধি পাওয়াতে কৃষকদের অন্য ফসল চাষ করিবার দিকে ঝোঁক। ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে কাজের সময় সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টা নামিয়া যাওয়া ও ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাটের উপর মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার হওয়াতে কাঁচা মালের রপ্তানি বাড়িয়া যায় এবং কারখানাগুলিকে বাধ্য হইয়া ১৯৪৬-৪৭ সালে কম পাট ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তাহা ব্যতীত পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক পশ্চিম বঙ্গে পাটের কলগুলিতে পাট পাঠান ব্যাপারে অসহযোগের মনোভাব ও শেষ পর্যন্ত পাট শুল্ক প্রবর্তন করার ফলে পাটের যোগান কমিয়া গিয়াছে।

১৯৪৬-৪৭ সালে পাটের চাষ ও উৎপাদন

	পাটের জমি (একর)	পাটের উৎপাদন (গাঁইট)
মুর্শিদাবাদ	২৬,৬৫০	৮৫,২৮০
২৪ পরগণা	২৪,০৭৫	৭৭,০৪০
জলপাইগুড়ি	১৮,৩১১	৫০,৪০২
হুগলী	১৮,০৬৫	৬১,০১০
মালদহ	১০,৬৮১	৫৮,৫১৭
নদীয়া	১৫,৭৩৬	৫০,২০৯
দার্জিলিং	১,২৭০	৪,১৯০
দিনাজপুর	১০,৮৭৫	৩২,৬২৬
মেদিনীপুর	৮,৭১৫	২১,৪৯০
যশোহর	৫,৯২৭	১৮,২৬১
বর্ধমান	৩,২৪০	১১,৩৪০
হাওড়া	৩,৩৩৫	১০,৬৯০
বাঁকুড়া	২০০	৬৪০
বীরভূম	৬৫	২১০
পশ্চিমবঙ্গ (মোট)	১,৫৪,১২৫	৪,৭৯,৮৭৫
কুচবিহার	২৫,৮২৫	৫৫,৫৫৫
ত্রিপুরা রাজ্য	১০,০০০	২২,০০০
পশ্চিমবঙ্গ (দেশীয়রাজ্য সহ)	১,৯০,৯৫০	৫,৫৮,৪৩০
বিহার	১,৪৪,৯০০	২,৫০,৭০০
উড়িষ্যা	২৩,৮০০	৫৮,০২০
আসাম	১,৬১,৫০০	৪,০৭,৩০০
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র	৫,২১,১৫০	১২,৭৪,৪৫০
নেপাল	[illegible]	২,০০,০০০

১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতবর্ষে ৬,৫১,৭৮৫ একর জমিতে ও ১৯৪৮-৪৯ সালে ৭,৬৫,৬০৫ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ১৯৪৮ সালে ১৯,৮০,০০০ গাঁইট ও ১৯৪৯ সালে ২৭,৭০,০০০ গাঁইট।

খনিজ শিল্প—

ভারতের খনিজ সম্পদ প্রচুর কিন্তু এই সম্পদের সু-নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এতদিন ছিল না। ১৯১৭ সালে জানুয়ারী মাসে 'মিনারেল পলিসি কন্‌ফারেন্স' সিদ্ধান্ত করেন যে গভর্ণমেণ্ট সমস্ত খনিজ-সম্পদের অধিকারী হইবেন। ইহা ব্যতীত ১৯৪৭ সালের মে মাসে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া' পুনর্গঠন ও তাহার কার্যের পরিধি বাড়াইবার জন্য একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী 'মিনারেল ইন্‌ফর্মেশন বোর্ড' ইতিমধ্যেই শিল্পপতিগণকে লইয়া ধাতু সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। খনিজ-শিল্প সম্প্রসারণের প্রধান বাধা শিক্ষিত ও উপযুক্ত ইন্‌জিনিয়ার ও কারিগরের অভাব। এইজন্য ভারত-সরকার ধানবাদের 'ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মাইন্‌'সকে 'লণ্ডন স্কুল অব্ মাইন্‌সের' আদর্শে গঠিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। মৌলিক শিল্পের উন্নতির মূলে ধাতু-বিদ্যার বিশেষ স্থান। কেন্দ্রীয় শিল্প বিভাগ ধাতু-শিল্পের উন্নতিকল্পে ১৯৪৭ সালে একটি গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত ভারত-সরকার আনবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য একটি পরিষদ গঠন করিয়াছেন।

কয়লা শিল্প—

১৯৪৬ সালের শেষভাগে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান কোলফিল্ডস্ কমিটি'র বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান বিবরণীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারত সরকার ঐ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। মূল সুপারিশগুলি হইতেছে এইরূপ—(১) ভারত সরকার খনিজ-

সম্পদের মালিক হইবেন। (২) কয়লার উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। ১৯৪৬ সালের মধ্যে প্রতি বৎসর ৪২০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করিবার লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। (৩) কয়লা সংরক্ষণ করিবার জন্য পরিকল্পনা করিতে হইবে। (৪) একটি য়্যাড-হক্ কমিটি রেল-গাড়ীতে কয়লা পাঠাইবার প্রশ্ন বিবেচনা ও বিভিন্ন স্থানে ও শিল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী কয়লা বণ্টন করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য ৩.০ লক্ষ টন।

১৯৪৮ সালের ভারতের কয়লা খনিগুলি হইতে ৩০৩ লক্ষ টন কয়লা তোলা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে ২৫০ লক্ষ টন বাহিরে রপ্তানি করা হইয়াছে। পাকিস্থানে প্রতি মাসে ১,৭০,০০০ টন কয়লা এবং ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ৮৫,০০০ টন কয়লা রপ্তানি করা হয়। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর হইতে পাকিস্থানে কয়লা রপ্তানি বন্ধ করা হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—

এদেশে প্রথম লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। ইহার নাম ছিল "বারাকপুর আয়রণ্ কোম্পানি"। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হস্তান্তরিত হইয়া ইহার নাম হয়—"বারাকপুর আয়রণ্ এণ্ড ষ্টীল্ কোম্পানী"। দুই বৎসর পরে আবার কোম্পানী হস্তান্তরিত হয় এবং "বেঙ্গল আয়রণ এণ্ড কোম্পানী" নামে অভিহিত হয়। অবশেষে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। ১৯০৭ সালে জামসেদজী টাটার উদ্যোগে "টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী" স্থাপিত হওয়ায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে টাটার ন্যায় কোন কারখানা নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আমাদের দেশে দ্রুত উন্নতি লাভ করে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটি কঠোর বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এইজন্য ১৯২৪ সালে গভর্ণমেণ্ট কোম্পানিকে সংরক্ষণ সুবিধা দান করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

সময় এই শিল্প এত উন্নীত হয় যে এই শিল্পের উপর হইতে ১৯৪৭ সালের ১০ এপ্রিল হইতে সংরক্ষণ সুবিধা তুলিয়া লওয়া হয়। বর্তমানে এই শিল্পের মোট মূলধন প্রায় ২৫ কোটি টাকা এবং এই শিল্পে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করিতেছে। যুদ্ধোত্তরকালে কিন্তু যানবাহনাদির অসুবিধা, কয়লার অভাব, শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি কারণে উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। কেবলমাত্র "ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল"এ ধর্মঘটের ফলে ১৯৪৬-৪৭ সালে ১ লক্ষ টন ইস্পাত কম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ১০ লক্ষ টন। নিম্নে গত কয়েক বৎসরের উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল।

(নিম্নের অঙ্কগুলি হাজার টনে দেওয়া হইল)

		লৌহ-পিণ্ড (Pig-iron)	ইস্পাত	উচ্চাঙ্গের ইস্পাত
১৯৩৮-৩৯	—	১,৫৭,৫৬	৯৭,৭৪	৯৩,৫০
১৯৪২-৪৩	—	১,৮০,৪২	১ ২৯,৯১	১,২৫,১৫
১৯৪৩-৪৪	—	১,৬৮,৬৪	১,৩৬,৫৫	১,৩৫,২৮
১৯৪৪-৪৫	—	১,৩০,০৪	১,২৫,৩৯	১,২৬,৮০
১৯৪৫-৪৬	—	১,৪০,৬২	১,২৯,৯৯	১,৩৮,৮৪
১৯৪৬-৪৭	—	১,৩৬,৪৩	১,১৯,৯৩	১,১৬,০২

উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় লৌহ ও ইস্পাতের রপ্তানি বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাবে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

(হাজার টন হিসাবে)

	১৯৩৮-৩৯	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬
লৌহ	৫১৪'৫	২৪২'১	১৮৬'৩	১৫৯'০	২৭'৫
ইস্পাত	৮৪'৬	৬'১	২'১	৩'১	১'

সম্প্রতি গভর্ণমেন্ট ৪৫ কোটি টাকা খরচে দুইটি ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্যেকটি কারখানা হইতে ৫ লক্ষ টন ধাতুপিণ্ড উৎপন্ন হইবে।

সীসা, তামা, এল্যুমিনিয়ম শিল্প—

বর্তমানে ভারতবর্ষে সীসার বাৎসরিক চাহিদা ৯,০০০ টন। ভারতবর্ষে বর্তমানে বৎসরে মাত্র ৫০০ টন সীসা উৎপাদন হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ১১৭ লক্ষ টাকা মূল্যে আমদানি করিতে হয়।

ভারতবর্ষে বাৎসরিক তামার প্রয়োজন ৫০ হাজার টন তন্মধ্যে ৬ হাজার টন ভারতবর্ষে উৎপাদন হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ৭,৫০ লক্ষ টাকা মূল্যে বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়।

ভারতবর্ষে ১৯৪৮ সালে ৩,৩৬২ টন ও ১৯৪৯ সালে ৩,৪৮৬ টন এল্যুমিনিয়ম উৎপাদন হয়। বৎসরে প্রায় ৯,০০০ টন (ইহার মূল্য ২৬০ লক্ষ টাকা) বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের উৎপাদনের লক্ষ্য ৩,৫০০ টন।

সিমেণ্ট শিল্প—

ভারতের সিমেণ্ট শিল্পে "এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানি", ডালমিয়ার 'সোনভ্যালি সিমেণ্ট কোম্পানি', "আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট' প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কয়েক বছরের উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল—

বৎসর	উৎপাদন (টন)	বৎসর	উৎপাদন (টন)
১৯৩৭-৩৮	১৩,০০,০০০	১৯৪৩-৪৪	২১,১২,০০০
১৯৪১-৪২	২৩,০০,০০০	১৯৪৪-৪৫	২০,৪৮,৫৪৩
১৯৪২-৪৩	২১,৮৩,০০০	১৯৪৫-৪৬	২০,১৬,০০০

ভারতে বর্তমানে ২১টি সিমেণ্টের কারখানা আছে। এই সব কারখানাগুলির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক ২৮,০০,০০০ টন।

১৯৪৭ সালে ভারতে ১৪,৪১,৩৩৫ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের উৎপাদনের পরিমাণ ১৫,৫২,৯০৭ টন ও ১৯৪৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসের উৎপাদন ১৮,৬১,৮৯০ টন।

প্লাস্টিক শিল্প—

১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে গড়ে জন প্রতি প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ '০০৩ পাউণ্ড; জার্মানি; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের ব্যবহারের পরিমাণ গড়ে জনপ্রতি যথাক্রমে ১'৫, ১'৪ ও ১'০ পাউণ্ড। কৃত্রিম উপায়ে প্লাস্টিক প্রস্তুতের সম্পদ ভারতে রহিয়াছে। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সমিতি প্লাস্টিক শিল্পের উন্নতি বিধানের নানাবিধ মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছেন। বর্তমানে ভারতে অনেকগুলি প্লাস্টিক প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ও সেখানে নানাবিধ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

কাঁচা ফিল্ম শিল্প—

ভারতের নানাবিধ শিল্পের মধ্যে ফিলম্ শিল্প একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ৮ কোটি বর্গফুট কাঁচা ফিল্ম আমদানি হইত। ভারত সরকারের এই শিল্প সম্বন্ধে গঠিত একটি কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন একটি কারখানা স্থাপন করা উচিত, যেখানে সকল রকমের ৫ কোটি বর্গফুট কাঁচা ফিল্ম উৎপাদন করা যাইবে।

১৯৪৮-৪৯ সালে ৭৬,৯৬,৪১৬ টাকা মূল্যের কাঁচা ফিল্ম ও ৩ ৫২,০৪২ টাকা মূল্যের তৈরী ছবির ফিল্ম ভারতে আমদানি করা হয়।

কৃত্রিম রেশম শিল্প—

যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে গড়ে প্রতিদিন ৬০ হইতে ৭০ টনের মত কৃত্রিম রেশমের চাহিদা ছিল। ভারতবর্ষে ইহা মোটেই উৎপাদন হয় না এবং ১৯৩৯-৪০ সালে চাহিদার বৃহদংশ অর্থাৎ ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার কৃত্রিম রেশম জাপান হইতে আসিত। এই সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত সমিতি প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম রেশম এদেশে উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক বিবরণী পেশ করেন। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষে ৬৭টি কারখানা যেখানে

প্রতিদিন প্রত্যেকটিতে ১০ টনের মত কৃত্রিম রেশম উৎপাদন হইতে পারে, তাহা এখনই স্থাপন করা যাইতে পারে এবং পরে আরও ৪।৫টি কারখানা স্থাপনের অবকাশ আছে।

কাঁচ শিল্প—

ভারত বিভাগের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রায় ৮০টি কাঁচের কারখানার মধ্যে ৩০টি বাঙ্গলায় অবস্থিত ছিল। বেশীর ভাগ কারখানাই ছোট-খাটো। ভারতবর্ষে কাঁচের চুড়ী, গেলাস, বাটি প্রভৃতি, শিশিবোতল কাঁচের শিট, বৈজ্ঞানিক কার্যের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। কাঁচ শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি বহু মূল্যবান তথ্যাদি পেশ করিয়াছেন এবং একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ৭০ হাজার টন। ১৯৫০-৫১ সালে উৎপাদনের লক্ষ্য ১ লক্ষ টন। ১৯৪৯ সালে ভারতে ৭,৩৬,৬২০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে।

চীনামাটি শিল্প—

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে মোট ৪৯টি কারখানা ছিল। নিম্নে উৎপাদনের একটি হিসাব দেওয়া হইল—

	১৯৩৯	১৯৪৫
বাসন-পত্র	২,০০০টন	৫,৬৪০টন
ইনসুলেটার	২,২০০ "	৮,৩০০ "
কড়ির জিনিসপত্র	৪,৫০০ "	৫,৪০০ "

এই শিল্পের জন্য ভারত সরকারের নিযুক্ত কমিটি উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২০, ১৫ ও ২০ ভাগ বৃদ্ধি করার জন্য একটি সুপারিশ পেশ করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে ভারতে উৎপাদনের পরিমাণ ২৪ হাজার টন।

সাবান শিল্প—

ভারতবর্ষে রেজিষ্ট্রীকৃত প্রায় ৭০টি সাবানের কারখানা আছে। ১৯৪৮ সালে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন সাবান ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়, কিন্তু

এই কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ২ লক্ষ টনের অধিক। ভারতবর্ষে জনপ্রতি গড়ে বৎসরে প্রায় দেড় পোয়া সাবান ব্যবহৃত হয়। এই পরিমাণ অতি সামান্য। ভারত-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এই শিল্প সম্বন্ধীয় কমিটি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া প্রায় ৩ লক্ষ টন করার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে ১৮৩ টন সাবান বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়।

রং ও বার্ণিশ—

ভারতবর্ষে ৩৮টি রংএর কারখানা আছে, তন্মধ্যে ১৫টি বেশ বড়। ৩৫টী গুঁড়া-রং তৈয়ারীর কারখানা আছে। এই শিল্প সম্বন্ধে অনু-সন্ধানের জন্য নিযুক্ত কমিটি সুপারিশ করেন যে আরও ৫০,০০০ টন রং উৎপাদন করা প্রয়োজন।

পশম-শিল্প—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভে ভারতবর্ষে মোট ১৫টি পশমের মিল ছিল এবং এই শিল্পে ১৯৩৯ সালে ২।৩ কোটী টাকা নিয়োজিত ছিল। এই শিল্পে বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণের একটি মোটামুটি হিসাব নিম্নের তালিকা হইতে পাওয়া যায়—

মাকু সংখ্যা	—	৮৭,৫০০
শক্তি চালিত তাঁতের সংখ্যা	—	২,৩০০
হস্ত চালিত তাঁতের সংখ্যা	—	৫০০

ভারতবর্ষে ৮ কোটি পাউণ্ডের মত পশম উৎপাদিত হয় এবং ৩ কোটি ৩০ লক্ষাধিক পাউণ্ড বিদেশী পশম আমদানি করা হয়। মোট

মূল্যবান পাথর ও অলঙ্কার—

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষে ৭৮ লক্ষ টাকার মূল্যবান পাথর ও ১,৩৪ লক্ষ টাকার অলঙ্কার বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় এবং ৪৬৫ লক্ষ টাকার মূল্যবান পাথর ও ১২৮ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

পশমের শতকরা ৬৩ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ভারতবর্ষের নিজের কাজে লাগে প্রায় আড়াই কোটি পাউণ্ড।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর এই ৭ মাসে ২১৫ লক্ষ টাকার কাঁচা পশম এবং ১৫৪ লক্ষ টাকার পশম-জাত বস্ত্র ভারতবর্ষে আমদানি করা হয়।

লাক্ষা শিল্প—

গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুত করিবার জন্য লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। ২ কোটি হইতে ১০ কোটী টাকার লাক্ষা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এই শিল্পে প্রায় ৩০,০০০ শ্রমিক ভারতবর্ষে নিযুক্ত আছে।

রেশম শিল্প—

ভারতবর্ষে বার্ষিক ৪০ লক্ষ পাউণ্ড কাঁচা রেশম ব্যয় হইয়া থাকে। এদেশে প্রায় ২২ লক্ষ পাউণ্ড রেশম উৎপাদন হইয়া থাকে, অবশিষ্ট রেশম বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ১,৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম বিদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে।

রজ্জু শিল্প—

যুদ্ধের পূর্বে নারিকেলের ছোবড়া ও ছোবড়াজাত দড়ির উৎপাদনের পরিমাণ ১,২২,৩২৬ টন। যুদ্ধের পরে এই পরিমাণকে বাড়াইয়া ২ ২৯,১২৫ টনে পরিণত করিবার জন্য ভারত সরকারের নিযুক্ত কমিটি এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন।

গেঞ্জি শিল্প—

গেঞ্জি শিল্প সাধারণতঃ বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, বোম্বাই এবং মাদ্রাজেই সীমাবদ্ধ। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ খুব সামান্যই ছিল। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এই সম্পর্কীয় কমিটি উৎপাদনের পরিমাণ নির্-

লিখিত ভাবে বাড়াইতে একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন—

প্রকার	১৯৫১ সালের শেষে বাৎসরিক উৎপাদনের লক্ষ্য
আণ্ডার ওয়ার	৬০ কোটি খণ্ড
গেঞ্জি প্রভৃতি	১০ "
মোজা	"

চামড়া শিল্প—

ব্যবহার্য বিভিন্ন রকমের চামড়ার পরিমাণ—

	মোট কাঁচা চামড়ার পরিমাণ	ভারতে কৃত পাকা চামড়ার পরিমাণ	বিদেশে রপ্তানি-কৃত কাঁচা চামড়ার পরিমাণ
মহিষের চামড়া	৬১ লক্ষ খণ্ড	৫৫'৮ লক্ষ খণ্ড	৬'২ লক্ষ খণ্ড
গরুর "	২০৫ " "	১৫৮'৯ " "	৪৬'১ " "
ছাগলের "	৩০০	৬০'৬	২৩৯'৪ " "
ভেড়ার "	২০০ " "	১৮৬'৮	১৩'২ " "

যুদ্ধের পূর্বে উৎপাদন এবং যুদ্ধাবসানে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি নির্ধারিত উৎপাদন লক্ষ্য—

	যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদন	যুদ্ধোত্তর লক্ষ্য
(১) পাকা চামড়া	৯১ লক্ষ খণ্ড	৯৫'৫ লক্ষ খণ্ড
(২) অর্ধপাকা "	৮৬ " "	৮৬ " "
(৩) ছাগল ও ভেড়ার চামড়া	১৯০ " "	২৭২ " "
(৪) মোটা "	৬ " "	৪২ " "
(৫) বাক্স প্রভৃতির "	৭৩০ " "	১৪০ " "

পাদুকা

দেশী ধরণের জুতা	৭০ কোটি জোড়া	১৫০ কোটি জোড়া
বিদেশী " "	৩ " "	৪'৫ " "

রবার শিল্প—

বর্তমানে ভারতবর্ষে বৎসরে ২১,০০০ টন রবার ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ১৬,০০০ টন এদেশে উৎপন্ন হয়। ১৯৫০-৫১ সালে সাইকেলের টায়ার ও টিউব উৎপাদনের লক্ষ্য ৬০ লক্ষ জোড়া ও মোটরের টায়ার টিউব উৎপাদনের লক্ষ্য ১০ লক্ষ জোড়া।

বনস্পতি শিল্প—

১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে ৩৮ হাজার টন বনস্পতি ব্যবহৃত হইত। ইহা বাড়িয়া ১৯৪১ সালে ৮২ হাজার টন ব্যবহৃত হয়। এই শিল্পের উন্নতিকল্পে ভারত সরকারের নিযুক্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে ১৯৫০ সালে ৪ লক্ষ টন বনস্পতি প্রস্তুত হওয়া উচিত। বর্তমানে যে সব বনস্পতির কারখানা আছে এবং যে সমস্ত বনস্পতির কারখানা প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে মোট ৩,৭০,০০০ টন বনস্পতি উৎপাদন হইতে পারিবে। বনস্পতি শিল্পে সাধারণতঃ চীনা বাদামের তৈল, তিল তৈল এবং তুলার বীজ হইতে নিষ্কাষিত তৈল ব্যবহৃত হয় এবং কমিটির মতে তুলার বীজের ব্যবহার আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।

১৯৪৮ সালে ভারতবর্ষে ১,২৯,৬৯১ টন বনস্পতি উৎপাদিত হইয়াছে।

ঘৃত, মাখন ও তৈল—

ভারতবর্ষে বৎসরে আনুমানিক ১১৪ লক্ষ মণ ঘৃত ও ২৮ লক্ষ মণ মাখন উৎপাদন হয়।

ভারতবর্ষে ৬০০টি তেলের কল আছে এবং এইগুলিতে বৎসরে ২৭,৭৩,০০০ টন তৈল বীজ পেষণ করা যাইতে পারে। গ্রামে ঘানিতে বৎসরে ৬,৬৩,০০০ টন তৈলবীজ পেষণ করা হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৯,৩০০ টন তৈল ও ৯৫,৩০০ টন তৈলবীজ ডলার এলাকায় রপ্তানি করা হয় এবং ৫৫,৭০০ টন তৈল ও ৯১,৩০০ টন তৈলবীজ ষ্টার্লিং এলাকায় রপ্তানি করা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে ১,৭০০ টন তৈল ও ১৬,১০০ টন তৈলবীজ ডলার এলাকায় ও ৬৭,০০০ টন

তৈলবীজ ষ্টার্লিং এলাকায় রপ্তানি হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ডলার এলাকা হইতে ১,১০০ টন তৈলবীজ ও ষ্টার্লিং এলাকা হইতে ৭,৬০০ টন তৈল ও ৩১,২০০ টন তৈলবীজ ভারতবর্ষে আমদানি করা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে ডলার এলাকা হইতে ২০০ টন তৈলবীজ ও ষ্টার্লিং এলাকা হইতে ২৮,৫০০ টন তৈল ও ১৯,৯০০ টন তৈলবীজ আমদানি করা হয়।

দিয়াশালাই শিল্প—

অবিভক্ত ভারতে ২০০ দিয়াশালাইয়ের কারখানা ছিল। ঐ কারখানাগুলির মধ্যে ৫টি সম্পূর্ণ যন্ত্রচালিত, ২৫টি আংশিকভাবে যন্ত্র-চালিত ও অপরগুলি কুটীর হিসাবে কাজ করিতেছিল। ভারত বিভক্ত হইলে ১টি বড় ও ৬টি ছোট কারখানা পাকিস্থানের অন্তর্ভূক্ত হইল। ১৯৪৮ সালে ভারতে ৩,১৯,৯৪,৫৫০ গ্রোস দিয়াশালাই প্রস্তুত হয়।

বিবিধ শিল্প—

১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে যথাক্রমে বাই-সাইকেল ৬৪,৭৪০ ও ৭১,২৯০টি, ইলেকট্রিক বাল্‌ব ৯২,৪৬,০০০ ও ১,৩৫,৬৫,০০০টি ও ইলেকট্রিক মোটর ৬০,০০০ ও ৬৯,৫৪৭ অশ্বশক্তি ভারতে উৎপাদন করা হয়। ১৯৪৮ সালে ২১,৮২,৪৬,২০,০০০ সিগারেট, ৯,৭৮,৮০০ হ্যারিক্যান লণ্ঠন ও ২০,০০০ সেলাইয়ের কল প্রস্তুত হয়। ভারতে ৪টি প্রতিষ্ঠান বেতার যন্ত্র (রেডিও) প্রস্তুত করে এবং বৎসরে মোট ২৫,০০০টি যন্ত্র এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরবরাহ করে।

ভারতে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন

দ্রব্য		১৯৩৮-৩৯	১৯৪৫-৪৬ *	১৯৪৬-৪৭ *
কার্পাসজাত দ্রব্য	—	৪২৬ কোটি ৯০ লক্ষ গজ	৪৬৫ কোটি ১ লক্ষ গজ	৩৮৬ কোটি ৩ লক্ষ গজ
পাটজাত "	—	১২ লক্ষ ২২ হাজার টন	৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টন	১০ লক্ষ ৬২ হাজার টন
লৌহ ও ইস্পাত				
লোহপিণ্ড (Pig iron)	—	১৫ " ৭৬ " "	১৪ " ৬ " "	১৩ " ৬৪ " "
ইস্পাত	—	৯ " ৭৭ " "	১৩ " টন	১১ " ৯৯ " "
উচ্চাঙ্গের ইস্পাত	—	৯ " ৩৫ " "	১৩ " ৩৮ " "	১১ " ৬০ " "
চিনি	—	১ কোটি ৩৪ লক্ষ হন্দর	১ কোটি ৬৯ লক্ষ হন্দর	—
রাসায়নিক দ্রব্যাদি—				
সালফিউরিক এসিড	—	৫ লক্ষ ১২ হাজার "	৪ লক্ষ ৮০ হাজার "	৫ " ৯৭ " হন্দর
এমোনিয়াম সালফেট	—	১৫ " টন	২১ " টন	২১ " টন
দিয়াশলাই	—	৫ লক্ষ ৭৭ " গ্রোস	৯ লক্ষ ৭৬ " গ্রোস	—
কাগজ	—	১১ লক্ষ ৮৪ হাজার হন্দর	১৬ " ৮২ " হন্দর †	১২ " ৪৫ " হন্দর †
সিমেণ্ট	—	১৫ " ১২ " টন	২১ " ৪৬ " টন	২০ " ১৬ " টন
গমজাত দ্রব্য	—	১ কোটি ৬৫ লক্ষ মণ	১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ	৬৪ " মণ §
কয়লা	—	২ " ৪৮ " টন	২ " ৬৫ " টন	২ কোটি ৬২ লক্ষ টন
পেট্রোল	—	১ " ৯৮ " গ্যালন	২ " ৩০ " গ্যালন	২ " ১০ " গ্যালন
কেরোসিন তৈল	—	৩ " ৮৭ " "	১ " ২৯ " "	১ " ৩০ " "

* আনুমানিক † এপ্রিল হইতে জানুয়ারী—১০ মাস § এপ্রিল হইতে ফেব্রুয়ারী—১১ মাস

১৯৪৮ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই ৯ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৩১৩,৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে এবং ৩৫৫,৮৩ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি হইয়াছে—

(নিম্নে টাকার অঙ্কগুলি লক্ষে দেওয়া হইল)

রপ্তানি—		আমদানি	
কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য	১৩১,৮৯	কলকব্জা	৫৬,৬২
		ময়দা	৪৮,৩৭
চা	৪১,৮০	তুলা	৩৮,৭০
কার্পাসজাত সূতা ও বস্ত্রাদি	৩১,৫৯	খনিজ তৈল	২৭,৩০
		ধাতু	২৩,৮১
		গাড়ী	২৩,৫০
তুলা	১৪,৪৯	ঔষধ	২১,৫৫
বনস্পতি প্রভৃতি উদ্ভিদ তৈল	৯,২৩	রং	১২.২১
চামড়া	৮,৮৪	ছুরি কাঁচি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি	১০,৩১
গঁদ, লাক্ষা, রঞ্জন	৭,৩৯		
তামাক প্রভৃতি	৬,৫৯		
বীজ	৫,৩০		

ভারত হইতে যে কয়েকটি প্রধান দেশে রপ্তানি করা হয় তাহাদের দ্রব্যাদির মূল্য—

বৃটিশ যুক্তরাজ্য	৭০,৭৪	অষ্ট্রেলিয়া	১৫,৪৯
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫৩,৭৪	আর্জেন্টিনা	১১,১৪
পাকিস্থান	৩৬,৩৫		

অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন পরিকল্পনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ১,২৪,৪৯০টি কূপ খনন করা হইয়াছে—ইহাতে ব্যয় হইয়াছে ৩৭৭ লক্ষ টাকা। এই কূপগুলি হইতে ২,৯০,০০০ একর জমিতে জলসেচ হইতেছে এবং ৭৬,০০০ টন শস্যের উৎপাদন হইতেছে।

বিদেশ হইতে আমদানি দ্রব্যাদির মূল্য—

বৃটিশ যুক্তরাজ্য	১০২,১৫	ইটালি	১৪,৮৯
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৭৬,৯৩	পাকিস্থান	১১,৩০
মিশর	১৯,৭০	কেনায়া	৮,৯২
অষ্ট্রেলিয়া	১৬,৮১	ষ্ট্রেট-সেট্‌লমেণ্ট	৫,২৪
ইরাণ	১৫,৭২	ক্যানাডা	৫,২৩
ব্রহ্মদেশ	১৪,৯৬		

ভারতের যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা

ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী কতকগুলি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। বেসরকারী পরিকল্পনাগুলির মধ্যে টাটা, বিড়লা প্রমুখ রচিত বোম্বাই পরিকল্পনা, গান্ধী পরিকল্পনা ও বিশ্বেশ্বরায়ার "যুদ্ধোত্তর ভারতে পুনর্গঠন পরিকল্পনা" বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। স্যার আর্দেশির দালালের আমলে ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর ভারতের বিভিন্ন শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য অনেকগুলি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত কমিটি ভারতের শিল্প সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত বিবরণী প্রকাশ করেন। কয়েকটি দেশীয় রাজ্যও নিজ নিজ আর্থিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির আদর্শে ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প প্রসারের জন্য একটি পরামর্শ দাতা বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ডের কৃষি শিল্প সম্বন্ধে ব্যাপক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত বিভাগের পূর্ব্বে ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন খাতে ব্যয় ও কেন্দ্রীয় সরকার হইতে তাহারা যে সাহায্য পাইবে স্থির হয়, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ভারতবর্ষ ১৯৪৯ সালে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২৫০ লক্ষ বুসেল গম ও ৭৫ লক্ষ বুসেল ময়দা ক্রয় করিবে।

[লক্ষ টাকা হিসাবে]

প্রদেশ	মোট ব্যয়	কৃষি	সেচ	শিল্প	শিক্ষা	স্বাস্থ্য	রাস্তাঘাট	কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য
বাঙ্গলা	১৫৯,০০	৩৭,০৫	৩৫,৯২	৩,৭৪	৯,৪৪	২২,৫৮	২৩,৩৪	৬৯,০০
আসাম	২৬,৫০	৫,১৮	—	৭৫	১,০৯	৭,৫১	৫,৩২	১১,৫৩
উড়িষ্যা	৩৪,০০	৭,৬৫	১,৩৩	২,১০	৪,৮৬	২,০৯	৪,০০	১০,০০
বিহার	৭৬,০০	১১,৯৯	১১,৭২	২,৭৪	৯,০৫	৯,৫৫	১৩,৬০	৩১,০০
মাদ্রাজ	১২৯,০০	১২,৬০	২১,৮০	২,৪৪	৩০,৬৭	১৪,০৮	২০,৭৭	৪২,০০
মধ্য-প্রদেশ ও বেরার	৩১,০০	৪,০৬	—	৭	১১,৬৪	৪,৪৯	৭,০০	১৪,০০
যুক্তপ্রদেশ	১০৮,০০	১৩,৬৬	৩,৮১	২,৮৬	১২,৬৯	১৮,৩২	৩০,৭২	৪৭,০০
পাঞ্জাব	১১৬,০০	১১,৪২	৪০,৩১	৫,০০	১০,০০	১১,৯৯	১২ ৫৯	২৪,০০
সিন্ধু	৪৪,০০	১১,১২	১৬,২৪	২৭	৪৫	৪,১৫	৮,৮৫	৩,৯০
বোম্বাই	৫৩,০০	৮,১৫	৫,৭৫	৬৭	৩,৩৯	৪,৬২	২০,৮০	১৭,৭৫

"আমি পুনর্জন্ম চাহি না—তবে যদি আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে যেন অস্পৃশ্য হইয়াই জন্ম লাভ করি। অস্পৃশ্যদের দুঃখ বেদনা ও তাহাদের উপর যে অপমান বর্ষিত হয় তাহার অংশ লইতে পারি—নিজের ও তাহাদের শোচনীয় অবস্থার মুক্তির জন্য সচেষ্ট হইতে পারি।"

—মহাত্মা গান্ধী

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের অর্থ নৈতিক অবস্থা

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ও পাকিস্থানের ধন-সম্পদের বনিয়াদ মূলতঃ স্বতন্ত্র। পাকিস্থান কৃষিপ্রধান আর ভারত শিল্প প্রধান। ভারত বিভাগের পরে ভারত ও পাকিস্থানের খনিজ ও শিল্প সম্পদের একটি মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল।

উৎপাদনের পরিমাণ

কৃষিজাত	ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র	পাকিস্থান
চাউল	১,৭১,২৯,০০০ টন	৫৩,৭৬,০০০ টন
গম	২৬,৩১,০০০ "	২৭,৮৫,২৬০ "
চিনি	২৬,৩১,০০০ "	৫,১৭,৩০০ "
চা উৎপাদন	শতকরা ৮৫ ভাগ	শতকরা ১৫ ভাগ
কফি "	" ১০০ "	—
চিনাবাদাম "	" ১০০ "	—
কয়লা	২৭০ লক্ষ টন	১০ লক্ষ টন
লৌহ ধাতুপিণ্ড	২৫ " "	—
পেট্রোল	৬৬০ " গ্যালন	২১০ লক্ষ গ্যাঃ
ক্রোমাইট	৫,১৬৪ টন	২১,৮৯২ টন
তাম্র ধাতুপিণ্ড	৩ লক্ষ টন	—
ম্যাঙ্গানিজ "	৭,০০,০০০ "	—
অভ্র	১,০৯,০০০ "	—
চা-চাষের ভূমি	৬,৫০,০০০ একর	১,৫০,০০০ একর
তুলা " "	১,৩৭,০০,০০০ "	২৭,০০,০০০ "

১৯৪৮ সালে বৃটেন হইতে ভারতবর্ষে ১২,৯২১টি মোটর গাড়ী ও ট্যাক্সি এবং ৩,৫৭৪টি ট্রাক আমদানি করা হইয়াছে।

কারখানার সংখ্যা

লৌহ ও ইস্পাত কারখানা	১৮	—
কাপড়ের কল	৩৮৯	১০
পাটের কল	১০৮	—
চিনির কল	১৫৬	১০
কাগজের কল	১৫	১
সিমেণ্টের কারখানা	১৬	৩
কাঁচের কারখানা	৭৭	২

বাংলার শিল্প

বাংলার শিল্প প্রচেষ্টাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, যে শিল্প শিল্পকারের ঘরেই তাহার স্থান নিরূপণ করিয়া লয় তাহাকে কুটীর শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। আর দ্বিতীয় ধরণের শিল্প প্রচেষ্টা বিশেষ কর্মশালায় পরিবর্ধিত হয়। এই সব কর্মশালার উৎপন্ন দ্রব্য দেশের বাহিরে পর্যন্ত চালান যায় যেমন পাট শিল্প চা শিল্প প্রভৃতি। কুটীর শিল্পের প্রতিপত্তি গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্য নহে। তাহা হইলেও কখনও কখনও স্থানীয় শিল্প এতদূর অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ায় যে দেশের ও দশের মধ্যে বিনা চেষ্টায় তাহার প্রসার হইয়া পড়ে। কৃষিপ্রধান দেশে কুটীর-শিল্প কৃষিকার্যের প্রায় সহগামী, বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান—সেজন্য কুটীর-শিল্প বাংলায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গণনামূলক তথ্যের অভাবে বাংলার কুটীর শিল্পের বর্তমান ব্যবস্থা সম্যকভাবে বর্ণন করা সম্ভবপর নহে।

যুদ্ধ সুরু হওয়ার প্রারম্ভে বাংলা প্রদেশে প্রায় ৬৫টি সরকারী সাহায্য পরিপুষ্ট প্রতিষ্ঠান কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। সাধারণ যে

সব প্রতিষ্ঠান কর্মরত ছিল তাহার মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা
কাপড়ের কল	৬৭	২৬,৯৬৩
পাটের কল	১০১	১,৮৪,৯২৩
কাঁচের কারখানা	৩৩	৪,৬৪৯
চামড়ার "	৮	৩,৫০০
চিনির কল	৭	৩,৮৩১
কাঠের বড় কারখানা	৫০	৭,১০০
কলকব্জা (ইঞ্জিনিয়ারিং)	২৬৬	৭৮,২০০
খাদ্য সামগ্রী, পানীয় ও তামাকের কারখানা	৩৯১	২৩,৭০০
রাসায়নিক দ্রব্যাদির কারখানা	১০১	১৬,৪০০
কাগজের কল ও বড় ছাপাখানা	১১৬	১৬,৯০০
খনিজ দ্রব্যের প্রতিষ্ঠান	১২	১৭,৫০০

বঙ্গবিভাগের ফলে বাংলায় সারা বৎসর চালু থাকে এরূপ ২,০১১টি কারখানার মধ্যে ১,৭৫৫টি কারখানা পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৬,০২,৯৯৩।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯১টি নূতন কারখানা রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। রেজিষ্ট্রীকৃত কারখানাসমূহের সংখ্যা ২,০৫০-এর উপর দাঁড়াইয়াছে।

বাংলার শিল্পকে—কি ধরণের শিল্প এই হিসাবে—প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম যে সব শিল্প কৃষিকার্যের সহিত সংযুক্ত, যেমন চাউলের কল তেলের কল ইত্যাদি। এই প্রদেশে প্রায় চারিশত চাউলের কল দিবারাত্র কাজ করিয়া চলিয়াছে। তেলের কল, ময়দা বা আটার কল এদিকে ওদিকে অনেক ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পর চা-শিল্পের কথা বলিতে হয়। বাংলায় ৪১২টি

বেশ বড় বড় চা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। পাটের গাঁইট বাঁধিবার কল আছে প্রায় চল্লিশটি। বাংলার গুড়ের কারখানাতেও বছরে বেশ মোটা পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে বাংলায় ৭টি কারখানাতে ২০,৬০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে।

বাংলায় দ্বিতীয় ধরণের শিল্প হইতেছে—খনিজ দ্রব্যের শিল্প। রাণীগঞ্জে কয়লার খনিগুলি হইতে বছরে দুই কোটি মণের উপর কয়লা তোলা হয়। লোহার কাজও হিরাপুর, কুলটিতে বেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

বাংলায় প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে তৃতীয় ধরণের শিল্পের পর্যায়ে পড়ে সেই সব শিল্প, যেগুলি এমন কোন সামগ্রী তৈয়ার করে যাহা কাঁচা মাল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রায় ১০১টি পাটের কল হুগলী নদীর দুই তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। গড়ে প্রায় ২ লক্ষ ৮৫ হাজার লোক প্রত্যহ এখানে কাজ করিতেছে। প্রায় ২৩ কোটি টাকা এই সব ব্যবসাতে খাটিতেছে। ১৯৩৭ সালে মোট ৭০,০৪,০০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হয় এবং তন্মধ্যে ১৮,০০,০০০ গাঁইট বিদেশে রপ্তানি হয়। পাট শিল্পের পরেই বাংলার বস্ত্র শিল্পের স্থান। বাংলাদেশ চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩৭; উহাদের তাঁত ও টাকুর সংখ্যার যথাক্রমে ১১,২৬৭ ও ৪ ৭৬,৪৩২; ঐ সকল মিলে দৈনিক গড়ে ২৬,৯৮৩ কর্মী কাজ করে। ১৪টি নূতন কল প্রতিষ্ঠার কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে প্রায় ২০ কোটি গজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছে। বাংলার কাগজ-শিল্প সারা ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি (কলিকাতার নিকটবর্তী তিনটি স্থান) ও রাণীগঞ্জ—এই চারিটি স্থানে চারিটি কাগজের কল রহিয়াছে। নৈহাটিতে কাগজের মণ্ড তৈয়ারী হয়। উহা ব্যতীত তিনটি বেশ বড় রকমের কার্ডবোর্ড (মোটা কাগজ) প্রস্তুত করিবার কারখানা রহিয়াছে। রবারের জুতা তৈয়ারীর জন্য ষোলটি কারখানা কাজ করিয়া যাইতেছে। হুগলীর সাহাগঞ্জে ডানলপ

রবার কোম্পানীর কারখানায় মোটর ও সাইকেলের টায়ার ও টিউব তৈয়ারী হইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণে বজ্‌বজ্‌ লাইনে মুড়িতে বাটা কোম্পানীর জুতা তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। জুতা তৈয়ারীর এরূপ বিস্তৃত ব্যবস্থা ভারতে এই প্রথম। আসানসোলে ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ওয়াগন্ কোম্পানী রেলগাড়ীর কামরা তৈয়ারীর কাজ করে। কলিকাতার সন্নিকটে বেলুড়ে ন্যাশন্যাল আইরণ ও ষ্টিল কোম্পানী লোহার নানা প্রকার জিনিষ তৈয়ারী করিতেছে। বেলুড়ে এ্যালুমিনিয়মের বাসন তৈয়ারীর কারখানাও রহিয়াছে। সেলুলয়েডের জিনিস যশোহরের এক কারখানায়, রবারের নানা জিনিস বেঙ্গল ও ক্যালকাটা ওয়াটার প্রুফ্ কোম্পানীর কারখানায় বৈদ্যুতিক জিনিষ-পত্র বেঙ্গল বালব, ক্যালকাটা ইলেট্রিক্যাল ওয়ার্কস প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট বড় কারখানাতে যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে। তারপর দিয়াশালাই, কাঁচের জিনিস, চিনামাটির বাসন, সাবান প্রসাধন দ্রব্য, রাসয়নিক দ্রব্যাদি হোসিয়ারীর জিনিস অনেক ছোট বড় প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তুত হইতেছে। অন্যান্য যে সব শিল্প বাংলায় বেশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম এইরূপ করা যাইতে পারে—ইন্‌জিনিয়ারিং, বেকারী অর্থাৎ রুটি-বিস্কুট তৈয়ারীর কারখানা, কাঠ কাটার কল, ময়দার কল, গান-বাজনার যন্ত্র, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা, তৈজসপত্র, কাঁচের বাসন, ষ্ট্যামপুল, কার্ডবোর্ডের বাক্স তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠান এবং ঢালাইয়ের কারখানা।

বাংলার শিল্প-প্রসারের মূলে বাঙালীর নিজস্ব কৃতিত্ব বড় বেশী নয়, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাটশিল্পে প্রায় পনের আনাই বিদেশী অথবা ভিন্ন-প্রদেশীয়রাই অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তবে বস্ত্র-শিল্পে বাঙালীর চেষ্টা বেশ ভালভাবে দেখা গিয়াছে।

বাংলাদেশের বস্ত্র-শিল্পের মোটামুটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বৎসরে	কলের সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা	মাকুর সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (টাকা)
১৯৩৭	২৬	—	—	২৭,৪৮৪	
১৯৩৯-৪০	৩০	৯,৯৯৮	৪,১৫,৮৭৬	২১,৮৫৯	২ কোটি ২০ লক্ষ
৩১-৮-৪৩	৩৪	১০,৮৫৫	৪,৭১,১৪০	২৮,০৪২	৩ „ ২৩ „
৩১-০-৪৪	৩৪	১০,৬৮৩	৪,৮১,২০৬	২৯,১৮৩	৩,৬১,৪৮,৯১৭

১৯৪৩ সালের ৩১ আগষ্ট যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরে বাংলার কাপড়ের কলগুলি মোট ১,৫৯,২৪৬ গাঁইট তূলা বস্ত্র বয়নে ব্যবহার করিয়াছে। ঐ সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ৫৮,৯০,২৮৮ গাঁইট তূলা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বাংলায় গড়ে বৎসরে মোট উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ২২,০০০ লক্ষ গজ

জনপ্রতি বৎসরে ১৬½ গজ হিঃ বাংলার মোট বস্ত্রের চাহিদা ১,০৭,০০ লক্ষ গজ

অন্য প্রদেশ হইতে আমদানি বস্ত্রের পরিমাণ ৪০,০০ লক্ষ গজ

১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি বস্ত্রের পরিমাণ ৬০,০০ লক্ষ গজ

বাংলার শ্রমিক বিরোধ

	বৎসর	ধর্মঘটের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা	মজুরী নষ্ট দিন
	১৯৪৬	৩৯৩	৪,৮৬,৩৭৮	৪৬,৮২,১৪৬
পশ্চিম বঙ্গ	১৯৪৭	৩৭৬	৪,১২,৪৩২	৫৯,৮৪,৭৪২
পশ্চিম বঙ্গ	১৯৪৮ (নভেম্বর পর্যন্ত)	২০০	১,৩৮,৮৫৮	২২,৯২,৭৮২

ব্যাঙ্কিং ও ইনস্যুরেন্স

শিল্প প্রচেষ্টার পর ব্যাঙ্কিং ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর কথা বলা যাইতে পারে। গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলায় ব্যাঙ্কিং (টাকা লেনদেনের ব্যবসা) বেশ কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। ১৯০৫-৬ সালে বাংলায় রেজেস্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭ টি, ১৯১০-১১ সালে ১৫টি, ১৯১৫-১৬ সালে ২০২টি, ১৯২০-২১ সালে ১০১টি (এই সময় বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে পতন দেখা যায়) ১৯২৫-২৬ সালে ১৯০ টি ১৯৩০-৩১ সালে ৮০১টি, ১৯৩৫-৩৬ সালে ১১৮০টি। রেজেস্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কিং ব্যবসার মোটামুটি ইতিহাস এই সংখ্যাপাতের উপর নির্ভর করিয়া আছে, বলা যাইতে পারে। বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসাগুলি সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার আগে বলিতে হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি লোন কোম্পানী অর্থাৎ মহাজনী কারবারের অন্তর্ভুক্ত। এইসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই গ্রাম অঞ্চলে টাকা ধার দেওয়ার কাজ করিয়া আসিতেছে। আর এই সব প্রতিষ্ঠান প্রায়ই অবস্থার ফলে অকাল মৃত্যুর কবলে পড়িয়া আসিতেছে।

ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে বীমার কাজের বেশ একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

ভারতবর্ষে আধুনিক প্রথায় পরিচালিত পুরাতন কোম্পানীর ভিতর লাহোরের ক্রিশ্চিয়ান মিউচ্যুয়াল এস্যুরেন্স কোম্পানী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলধন লইয়া গঠিত এবং সম্পূর্ণ নূতন ও আধুনিক প্রথায় পরিচালিত সর্বপ্রথম জীবন বীমা কোম্পানী হইতেছে ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ য়্যাস্যুরেন্স কোম্পানী। ইহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে স্থাপিত হয়। মূলধন ছাড়া সম্পূর্ণ আধুনিক ও নূতন প্রথায় প্রচলিত মিউচ্যুয়াল কোম্পানী হইতেছে বোম্বে মিউচ্যুয়াল লাইফ এস্যুরেন্স কোম্পানী।

বাংলাদেশের প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী বলিতে গেলে হিন্দু

মিউচ্যুয়াল লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকেই বুঝায়। ইহা ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে পুণ্যাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ফ্যামিলি পেন্সন ফাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু ইহা বিদেশী কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে কতকগুলি কোম্পানীর কর্মীদের পরিবারের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকায়, জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয় নাই। দেশভক্ত বাঙালীদের প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ, ন্যাশন্যাল, ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি কয়েকটি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া অতি সহজেই বাংলাদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। শ্রীযুক্ত অম্বিকা উকিল, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাজেন্দ্র-নাথ মুখার্জি এই তিনটি জীবন বীমা কোম্পানীর ভিতর দিয়া বাঙালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিলেন।

	বীমা কোম্পানীর সংখ্যা				নূতন জীবন বীমার পরিমাণ	
বৎসর	ভারতীয়	বিদেশী	মোট	মাথা পিছু গড় জীবন বীমা টাকা	ভারতীয় কোম্পানীর অংশ টাকা	বিদেশী কোম্পানীর অংশ টাকা
১৯৩৭	২১৯	১৪৯	৩৬৮	—	৩৯,০০ লক্ষ	৯,৬৫ লক্ষ
১৯৩৯	১৯৭	৯৮	২৯৫	৭·২	৪২,৫১ "	৪,০৯ "
১৯৪১	২০৯	৯৩	৩০২	৭·৫	৪,৩১৪ "	৫,৩৭ "
১৯৪৩	২২০	৯৪	৩১৪	৯·২	৬৫,২৪ "	৯,১৮ "
১৯৪৪	২২৮	৯৫	৩২৩	১১·৮	৯৫,২০ "	১১,০০ "
১৯৪৫	২৩৪	৯৬	৩৩০	১৩·৮	১,২২,৭৮ "	১২,৬০ "
১৯৪৬	২৩৯	১০১	৩৪০	—	১,৩১,৪৩ "	১১,৮৪ "
১৯৪৭	২৩২	১০৭	৩৩৯	—	১,১৪,০৬ "	১২,৩৪ "

বৎসর	প্রিমিয়াম আয়		চল্‌তি বীমার পরিমাণ	
	ভারতীয় কোম্পানী টাকা (লক্ষে)	বিদেশী কোম্পানী টাকা (লক্ষে)	ভারতীয় কোম্পানী টাকা (লক্ষে)	বিদেশী কোম্পানী টাকা (লক্ষে)
১৯৪০	১০,৬৯	৩,৩০	২২৫,৫১	৬০,১২
১৯৪১	১১,২৭	৩,২৪	২২৭,২৪	৫৪,৪১
১৯৪২	১২,৬৬	৩,৯৯	২৬৬,৬০	৭২,২৬
১৯৪৩	১৫,১৯	৪,২৩	৩১০,৯৫	৭৪,৬২
১৯৪৪	১৯,৩১	৪,৫৯	৩৬৬,১৫	৭৬,৯৮
১৯৪৫	২২,৮১	৫,৪৩	৪৫৯,৪৪	৯১,৮৫
১৯৪৬	২৫,৫৯	৫.৬২	৫১৪,৫০	১০০,৮৫
১৯৪৭	২৬,৯৮	৫,৮৩	৫১৭,১৭	১০১,৯০

খেলা-ধুলা

আমাদের দেশের খেলা-ধুলার সময়কে মোটামুটি এইরূপে ভাগ করা যাইতে পারে—

ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাসের প্রথমদিক পর্যন্ত—হকি। মে হইতে আগষ্টের শেষভাগ পর্যন্ত—ফুটবল। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর—রাগ্‌বি। অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারী—ক্রিকেট। নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী—টেনিস। অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারী—ব্যাড্‌মিণ্টন। ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী—য়্যাথ্‌লেটিক্‌স। মে হইতে আগষ্ট—সাঁতার।

ফুটবল—

সন্তোষ মেমোরিয়াল কাপ

আই, এফ, এ-র ভূতপুর্ব সভাপতি পরলোকগত সন্তোষের মহারাজার স্মৃতিরক্ষার্থে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার জন্য আই এফ এ কর্তৃক এই কাপ প্রদত্ত হয়। বিজেতাদের নাম—

১৯৪১	বাংলা	১৯৪৫	বাংলা
১৯৪২	খেলা হয় নাই	১৯৪৬	মহীশূর
১৯৪৩	খেলা হয় নাই	১৯৪৭	বাংলা
১৯৪৪	দিল্লী	১৯৪৮	দিল্লী
		১৯৪৯	পশ্চিম-বঙ্গ

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ শীল্ড প্রতি বৎসর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার স্থানীয় দলগুলির প্রধান প্রতিযোগিতা ফুটবল লীগ।

আই, এফ, এ শীল্ড

১৮৯৩-৯৪	রয়েল আইরিশ	১৮৯৬	ক্যালকাটা
১৮৯৫	রয়েল ওয়েল্‌স	১৮৯৭	ডালহৌসি
	ফুজিলিয়ার্স	১৮৯৮	গ্লসেষ্টার রেজিমেণ্ট

১৮৯৯	সাউথ ল্যাঙ্কাসায়ার রেজিমেণ্ট	১৯২২-২৪	ক্যালকাটা
		১৯২৫	রয়েল স্কট ফুজিলিয়াস
১৯০০	ক্যালকাটা	১৯২৬-২৮	শেরউড ফরেষ্টার্স
১৯০১	রয়েল আইরিশ রাইফল্স	১৯২৯	রয়েল আলস্টার্স
		১৯৩০	সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০২	৯৩নং হাইল্যাণ্ডার্স	১৯৩১	এইচ, এল, আই
১৯০৩-০৪	ক্যালকাটা	১৯৩২	এসেক্স রেজিমেণ্ট
১৯০৫	ডালহৌসি	১৯৩৩	ডি, সি, এল, আই
১৯০৬	ক্যালকাটা	১৯৩৪	পরিত্যক্ত
১৯০৭	এইচ, এল, আই	১৯৩৫	ইষ্ট ইয়র্কস
১৯০৮-১০	গর্ডন্স	১৯৩৬	মহমেডান স্পোর্টিং
১৯১১	মোহনবাগান	১৯৩৭	ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড
১৯১২-১৩	রয়েল আইরিশ রাইফলস	১৯৩৮	ইষ্ট ইয়র্কস
		১৯৩৯	পুলিস
১৯১৪	কিংস ওন রেজিমেণ্ট	১৯৪০	এরিয়ান্স
১৯১৫	ক্যালকাটা	১৯৪১-৪২	মহমেডান স্পোর্টিং
১৯১৬	২য় নর্থ ষ্টাফোর্ডস	১৯৪৩	ইষ্ট বেঙ্গল
১৯১৭	১০ নং মিডিলসেক্স	১৯৪৪	বি য়্যাণ্ড এ রেলওয়ে
১৯১৮	ট্রেনিং রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন	১৯৪৫	ইষ্ট বেঙ্গল
		১৯৪৬	খেলা হয় নাই
১৯১৯	ব্রেকনকশায়ার	১৯৪৭-৪৮	মোহনবাগান
১৯২০	ব্ল্যাক ওয়াচ	১৯৪৯	ইষ্ট বেঙ্গল
১৯২১	উঃচেষ্টারশায়ার রেজিমেণ্ট		

কলিকাতা ফুটবল লীগ (প্রথম বিভাগ)

১৮৯৮	প্রথম গ্নসস্টার্স	১৯০০-০১	রয়েল আইরিশ রাইফল্স
১৮৯৯	ক্যালকাটা		

১৯০২	কিংস ওন স্কটিশ	১৯২০	ক্যালকাটা
১৯০৩	৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স	১৯২১	ডালহৌসী
১৯০৪-০৫	কিংস ওন্ ল্যাঙ্কাস্টার	১৯২২-২৩	ক্যালকাটা
১৯০৬	এইচ, এল, আই	১৯২৪	ক্যামেরণ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৭	ক্যালকাটা	১৯২৫	ক্যালকাটা
১৯০৮-০৯	২য় গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স	১৯২৬-২৭	১ম নর্থ ষ্ট্যাফোর্ডস
১৯১০	ডালহৌসী	১৯২৮-২৯	ডালহৌসী
১৯১১	৭০ কোং আর, জি এ	১৯৩০	২য় রয়েল রেজিমেণ্ট
১৯১২-১৩	ব্ল্যাক ওয়াচ	১৯৩১-৩৩	ডারহাম লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি
১৯১৪	৯১ নং হাইল্যাণ্ডার্স	১৯৩৪-৩৮	মহমেডান স্পোর্টিং
১৯১৫	দশম মিডলসেক্স	১৯৩৯	মোহনবাগান
১৯১৬	ক্যালকাটা	১৯৪০-৪১	মহমেডান স্পোর্টিং
১৯১৭	১ম লিংকলন্	১৯৪২	ইষ্ট বেঙ্গল
১৯১৮	ক্যালকাটা	১৯৪৩-৪৪	মোহনবাগান
১৯১৯	১২ নং স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটেলিয়ান	১৯৪৫-৪৭	ইষ্ট বেঙ্গল
		১৯৪৮	মহমেডান স্পোর্টিং
		১৯৪৯	ইষ্ট বেঙ্গল

"আমরা মৃত্তিকার দেবদেবীর মধ্যে শ্রীভগবানকে দেখিতে পাই কিন্তু যে জীবন্ত দেবতারা আমাদের মধ্যে বাস করিয়া আমাদের ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া যান, তাঁহাদের প্রতি আমাদের সমাদরের একান্ত অভাব। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা তাঁহাদের নির্যাতন করিতে কুণ্ঠিত হই না, এবং স্বদেশপ্রীতি ও পবিত্র ধর্মের নামে স্বীয় বিদ্বেষ গোপন করিতে চেষ্টা করি।"

—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

রোভার্স কাপ (বোম্বাই)

১৮৯১-৯২	১ম উরচেষ্টার
১৮৯৩	২য় ফুজিলিয়ার্স
১৮৯৪	প্রথম রয়েল স্কট
১৮৯৫	২য় রয়েল স্কট
১৮৯৬	২য় ডারহাম্‌স
১৮৯৭	২য় মিডল্ সেক্স
১৮৯৮	হাইল্যাণ্ড এল, আই
১৮৯৯	২য় আইরিস্ ফুজিলিয়ার্স
১৯০০	৪২ রয়েল হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০১	২য় রয়েল আইরিস্
১৯০২-০৪	১ম চেসায়ার রেজিঃ
১৯০৫	১ম সীফোর্থ হাইল্যাণ্ড
১৯০৬	২য় স্কট ফুজিলিয়র্স
১৯০৭	২য় ইষ্ট ল্যাঙ্কস্
১৯০৮	২য় উরচেষ্টার রেজিঃ
১৯০৯-১০	২য় লিসেসটারসায়ার
১৯১১	১ম ওয়ারউইকসায়ার
১৯১২	২য় ডরসেট রেজিঃ
১৯১৩	১ম স্কট ফুজিলিয়ার্স
১৯১৪-২০	খেলা হয় নাই
১৯২১	১ম কে, ও, এল, আই
১৯২২-২৩	২য় ডারহাম এল আই
১৯২৪-২৬	২য় মিড্‌ল সেক্স রেজিঃ
১৯২৭	১ম চেসায়ার রেজিঃ
১৯২৮-২৯	১ম ওয়ারউইকসায়ার
১৯৩০	কে, ও, এস্, বি
১৯৩১	রয়েল কেণ্ট
১৯৩২	রয়েল আইরিস্ ফুজিলিয়র্স
১৯৩৩	কিংস লিভারপুল রেজিঃ
১৯৩৪	সেরউড ফরেষ্টার্স
১৯৩৫-৩৬	কিংস লিভারপুল রেজিঃ
১৯৩৭-৩৮	বাঙ্গালোর মুসলিম্
১৯৩৯	২৮ ফিল্ড বিগ্রেড
১৯৪০	মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪১	ওয়েলস্ রেজিঃ
১৯৪	বাটা স্পোর্টিং ক্লাব
১৯৪৩	আর, এ, এফ
১৯৪৪	বৃটিশ রি-ইন ফোর্সমেণ্ট ক্লাব
১৯৪৫	মিলিটারী পুলিশ
১৯৪৬	খেলা হয় নাই
১৯৪৭	মোহনবাগান-স্টাফোর্ড ফাইনাল খেলা পরিত্যক্ত
১৯৪৮	বাঙ্গালোর মুসলিম
১৯৪৯	ইষ্ট বেঙ্গল

"বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ক্রিকেট—

আন্তঃ-প্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিং-এর স্মৃতিরক্ষার্থে আন্তঃ প্রাদেশিক খেলার জন্য পাতিয়ালার মহারাজা একটি সুরম্য সুবর্ণ 'কাপ' প্রদান করেন এবং ১৯৩৪ সাল হইতে খেলা আরম্ভ হয়। বিজেতাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	১৯৪২-৪৩	বরোদা
১৯৩৫-৩৬	বোম্বাই	১৯৪৩-৪৪	পশ্চিম ভারত রাজ্য
১৯৩৬-৩৭	নওনগর	১৯৪৪-৪৫	বোম্বাই
১৯৩৭-৩৮	হায়দ্রাবাদ	১৯৪৫-৪৬	হোলকার
১৯৩৮-৩৯	বাংলা	১৯৪৬-৪৭	বরোদা
১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র	১৯৪৭-৪৮	হোলকার
১৯৪০-৪১	মহারাষ্ট্র	১৯৪৮-৪৯	বোম্বাই
১৯৪১-৪২	বোম্বাই		

রণজি প্রতিযোগিতায় কয়েকটি রেকর্ড

এক ইনিংসের সর্বোচ্চ রাণ ৯১২ (৮ উঃ) হোলকারের (বনাম মহীশূর) ১৯৪৫-৪৬

সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ ৪৪৩ (নট আউট) বি, বি, নিম্বলকার (মহারাষ্ট্র) (বনাম পশ্চিম ভারত রাজ্য) ১৯৪৮-৪৯

এক ইনিংসে উভয়দলের মিলিত সর্বোচ্চ রাণ ১৩২৫ মহারাষ্ট্র বনাম বোম্বাই ১৯৪০-৪১ পুণা

প্রথম ইনিংসে খেলার দীর্ঘতম সময় ৫ দিন বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র ১৯৪০-৪১ পুণা

প্রথম দ্বিশতাধিক রাণ ২০৩ জে, নাওমল (সিন্ধু) (বনাম নওনগর) ১৯৩৮-৩৯ নওনগর

প্রথম তিন শতাধিক রাণ ৩১৬ (নট আউট) বিজয় হাজারে

(মহারাষ্ট্র) (বনাম বরোদা) ১৯৩৯-৪০

উপর্য্যুপরি শতাধিক রাণ—আর, এস, মোদী

(বোম্বাই) ১৯৪৪-৪৫ বোম্বাই

দুই ইনিংসে উভয় দলের মিলিত সর্বোচ্চ রাণ ২৩৭৬ (৩৭ উঃ)

বোম্বাই বনাম হোলকার ১৯৪৮-৪৯ (পৃথিবীর রেকর্ড)

এক ইনিংসে সর্বাধিক ব্যক্তিগত শতাধিক রাণ—৬ জন (হোলকার)

(বনাম মহারাষ্ট্র) ১৯৪৫-৪৬ (পৃথিবীর রেকর্ড)

এক বৎসরে সহস্রাধিক রাণ—আর, এস, মোদী (বোম্বাই) ১৯৪৪-৪৫

এক (চতুর্থ) উইকেটে ৫৭৭ রাণ—গুলমহম্মদ ও হাজারী (বরোদা)

(বনাম হোলকার) ১৯৪৬-৪৭ বরোদা (পৃথিবীর রেকর্ড)

একটি খেলায় ৯ জনের শতাধিক রাণ—(হোলকার বনাম

বোম্বাই ১৯৪৮-৪৯

একটি খেলার দীর্ঘতম সময় ৭ দিন বোম্বাই বনাম হোলকার ১৯৪৮-৪৯

ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (টেষ্ট ম্যাচ)

১৯৩২—লর্ডস ময়দানে

ইংলণ্ড—২৫৯ ও ২৭৫ (৮ উইকেট) ভারতবর্ষ—১৮৯ ও ১৮৭	ইংলণ্ড ১৫৮ রাণে জয়ী

১৯৩৩-৩৪—

(১) বোম্বাইতে—ইংলণ্ড—৪৩৮ ও ৪০ (১ উইকেট) ভারতবর্ষ—২১৯ ও ২৫৮	ইংলণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী
(২) কলিকাতায়—ইংলণ্ড—৪০৩ ও ৭ (২ উইকেট) ভারতবর্ষ—২৪৭ ও ২৩৭	অমীমাংসিত

(৩) মাদ্রাজে—ইংলণ্ড—৩৩৫ ও ২৬১ (৭ উইকেট) ভারতবর্ষ—১৪৫ ও ২৪৯	ইংলণ্ড ২০২ রাণে জয়ী

১৯৩৬—

(১) লর্ডস ময়দানে—ইংলণ্ড—১৩৪ ও ১০৮ (১ উইকেট) ভারতবর্ষ—১৪৭ ও ৯৩	ইংলণ্ড ৯ উঃ জয়ী
(২) ম্যানচেষ্টারে—ইংলণ্ড—৫৭১ (৮ উইকেট) ভারতবর্ষ—২০৩ ও ৩৯০ (৫ „)	অমীমাংসিত
(৩) ওভাল ময়দানে—ইংলণ্ড—৪৭১ (৮ উঃ) ও ৬৪ (১ উঃ) ভারতবর্ষ—২২২ ও ৩১২	ইংলণ্ড ৯ উঃ জয়ী

১৯৪৬—

(১) লর্ডস ময়দানে—ভারতবর্ষ—২০০ ও ২৭৫ ইংলণ্ড—৪২৮ ও ৪৮ (কেহ আউট না হইয়া)	ইংলণ্ড ১০ উইকেটে জয়ী
(২) ম্যানচেষ্টারে—ইংলণ্ড—২৯৪ ও ১৫৩ (৫ উঃ) ভারতবর্ষ—১৭০ ও ১৫২ (৯ উঃ)	অমীমাংসিত
(৩) ওভাল ময়দানে—ভারতবর্ষ ৩৩১ ইংলণ্ড ৯৫ (৩ উইকেট)	পরিত্যক্ত

ইংলণ্ডের পক্ষে শতাধিক রাণ—

ভালেণ্টাইন ১৩৬ (১৯৩৩-৩৪), ওয়াল্টার্স ১০২ (১৯৩৩-৩৪)
হ্যামণ্ড ১৬৭ (১৯৩৬) ও ২১৭ (১৯৩৬), ওয়ার্দিংটন ১২৮ (১৯৩৬),
হার্ডস্টাফ ২০৫ (১৯৪৬)।

ভারতবর্ষের পক্ষে শতাধিক রাণ—

অমরনাথ ১১৮ (১৯৩৩-৩৪), বিজয় মার্চেণ্ট ১১৪ (১৯৩৬) ও ১২৮(১৯৪৬)
মুস্তাক আলি ১১৮ (১৯৩৬)

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (টেষ্ট ম্যাচ)

(অস্ট্রেলিয়া, ১৯৪৭-৪৮)

খেলা	ফলাফল
প্রথম :—অস্ট্রেলিয়া : ৮ উইকেটে ৩৮২ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড) ভারতবর্ষ : ১ম ইনিংস ৫৮ ও ২য় ইনিংস ৯৮ রাণ	অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ২২৬ রাণে জয়ী
দ্বিতীয় :—ভারতবর্ষ : প্রথম ইনিংস ১৮৮ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংস ৬১ রাণ (৭ উইকেট) অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস ১০৭ রাণ	খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ
তৃতীয় :—অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস ৩৯৪ ও দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৫ রাণ (৪ উইকেট) ভারতবর্ষ : প্রথম ইনিংস ২৯১ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংস ১২৫ রাণ	অস্ট্রেলিয়া ২৩৩ রাণে জয়ী
চতুর্থ :—অস্ট্রেলিয়া : ৬৭৪ রাণ ভারতবর্ষ : প্রথন ইনিংস ৩৮১ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংস ১২৫ রাণ	অস্ট্রেলিয়া ১ ইংনিস ও ১৬ রাণে জয়ী
পঞ্চম :—অস্ট্রেলিয়া : ৮ উইকেট ৫৭৫ রাণ ভারতবর্ষ : প্রথম ইনিংস ৩৩১ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংস ৬৭ রাণ	অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ১৭৭ রাণে জয়ী

ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ বনাম ভারত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (টেস্ট ম্যাচ)

১৯৪৮-৪৯

প্রথম টেষ্ট (দিল্লী)—

খেলা	ফলাফল
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস ৬৩১ ভারত ১ম ইনিংস ৪৫৪ ও ২য় ইনিংস ২২০ (৬ উইকেট)	খেলা অমীমাং-সিতভাবে শেষ।

[শতাধিক রাণ—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সি, ওয়ালকট ১৫২, জি, গোমেজ ১০১, এভারটন্ উইক্স ১২৮, আর, ক্রিশ্চিয়ানি ১০৭, ভারতের পক্ষে—এইচ. আর. অধিকারী ১১৪ (আউট না হইয়া)]

দ্বিতীয় টেষ্ট (বোম্বাই)—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ৬২৯ (৬ উইকেট)
ভারত—১ম ইংনিস ২৭৩ ; ২য় ইনিংস ৩৩৩ (৩ উইকেট)
} খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ।

[শতাধিক রাণ—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে—এ, রে ১০৪, উইক্স ১৯৪ ; ভারতের পক্ষে আর, এস, মোদী ১১২, বিজয় হাজারে ১৩৪ (আউট না হইয়া)]

তৃতীয় টেষ্ট (কলিকাতা)—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ৩৬৬ ; ২য় ইনিংস ৩৩৬ ; (৯ উইকেট)
ভারত—১ম ইনিংস ২৭২ ; ২য় ইনিংস ৩২৫ (৩ উইকেট)
} খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ।

[শতাধিক রাণ—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে—উইক্স ১৬২ ও ১০১, ওয়ালকট ১০৮ ; ভারতের পক্ষে—মুস্তাক আলি ১০৬,]

চতুর্থ টেষ্ট (মাদ্রাজ)—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ৫৮২ ;
ভারত—১ম ইনিংস ২৪৫ ; ২য় ইনিংস ১৪৪
} ভারত পরাজিত

পঞ্চম টেষ্ট (বোম্বাই)—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ২৮৬ ; ২য় ইনিংস ২৬৭
ভারত—১ম ইনিংস ১৯৩ ; ২য় ইনিংস ৩৫৫ (৮ উইকেট)
} খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ

"সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে রাজকোষে টাকা নেই—কেন নেই। তার প্রধান কারণ, প্রভূত পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করে চলে যায়—এ হ'ল লোভের টাকা, যাতে ক'রে আপন টাকা ষোল আনাই পর হয়ে যায়। অর্থাৎ জল উবে যায় এপারের জলাশয়ে আর মেঘ হয়ে তার বর্ষণ হতে থাকে ওপারের দেশে —

—রবীন্দ্রনাথ

কমনওয়েল্‌থ ক্রিকেটদলের ভারত সফর (১৯৪৯-৫০)

কমনওয়েল্‌থ ক্রিকেট দল ১৯৪৯ সালের শেষ ভাগে ভারত সফরে আসেন ও প্রায় পাঁচ মাস যাবত ভারতে বিভিন্ন খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে দুইটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়, একটিতে কমনওয়েল্‌থ দল জয়লাভ করেন ও ভাবতীয় দল দুইটি খেলায় বিজয়ী হন। নিম্নে ভারত বনাম কমনওয়েলথ টেস্ট খেলাগুলির বিবরণ দেওয়া হইল -

প্রথম টেষ্ট (দিল্লী)—

কমনওয়েল্‌থ—৬০৮ (৮ উঃ) ওল্ডফিল্ড ১৫১, লিভিংস্টোন ১২৩, ফ্রিয়ার ৫১, ওরেল ৫৮, পেটিফোর্ড ৬৫ †, ফাদকার ১৬৯ রাণে ৩ উঃ, নাইডু ১২৪ রাণে ৩ উঃ)

ভাবত —২৯১ (ফাদকাব ১১০, অধিকারী ৭৪, পিপার ৫৭ রাণে ৪ উঃ)

ভাবত —৩২৭ (মন্ত্রী ৫৪, উম্রিগড ৫৫, হাজারে ১৪০, পিপাব ১৩৪ রাণে ৩ উঃ, ট্রাইব ৬৫ বাণে ৪ উঃ)

কমনওয়েল্‌থ —১২ (১ উঃ)

[কমনওয়েল্‌থ দল বিজয়ী]

দ্বিতীয় টেষ্ট (বোম্বাই)

কমনওয়েল্‌থ —৪৪৮ (ওল্ডফিল্ড ১১০, ওরেল ৭৮, পেটিফোর্ড ৩১, ফ্রিয়ার ১৩২, ফাদকার ১০৫ রাণে ৩ উঃ, মোদি ৫০ রাণে ৩ উঃ)

ভারত —২৮৯ (মার্চেণ্ট ৭৩, মোদি ৫৮, ফাদকার ৭৮, ল্যাম্বার্ট ৭৬ রাণে ৪ উঃ, ফ্রিয়ার ৮৯ রাণে ৪ উঃ)

ভারত —৪৩০ (৮ উঃ) (মার্চেণ্ট ৯৪, মোদি ৫১, হাজারে ৬৪, অধিকারী ৯৩, উম্রিগড় ৬৭, ট্রাইব ১৫৬ রাণে ৪ উঃ)

কমনওয়েলথ —১১০ (৩ উঃ) (এ্যালে ৫১ +)

[খেলা অমীমাংসিত]

তৃতীয় টেষ্ট (কলিকাতা)

ভারত —৪২২ (মানকড় ৯১, হাজারে +, ট্রাইব ১৪৪ রাণে ৫ উঃ)

কমনওয়েলথ —১৯০ (চৌধুরী ৫৬ রাণে ৪ উঃ, ফাদকার ৫০ রাণে ৩ উঃ)

কমনওয়েলথ —৩৪৮ (ওল্ডফিল্ড ১৫৮, লিভিংস্টোন ৫৯ ; নাইডু ৫৯ রাণে ৫ উঃ)

ভারত —১১৭ (৩ উঃ)

[ভারতীয় দল বিজয়ী]

চতুর্থ টেষ্ট (কাণপুর)

কমনওয়েলথ —৪৪৮ (ওরেল ২২৩ +, লিভিংস্টোন ৮০)

ভারত —৩৮৬ (মুস্তাক আলি ১২৯, ফাদকার ৬৪, অধিকারী ৬১, ট্রাইব ১২২ রাণে ৫ উঃ)

কমনওয়েলথ —২৩৭ (৩ উঃ) (লিভিংস্টোন ৮১, ওরেল ৮৩ +)

ভারত — ৮৪ (৪ উঃ)

[খেলা অমীমাংসিত]

পঞ্চম টেষ্ট (মাদ্রাজ)

কমনওয়েলথ —৩২৪ (ওরেল ১৬১, ফাদকার ৮৯ রাণে ৪ উঃ)

ভারত —৩১৩ (কিষেণচাঁদ ৭২, হাজারে ৭৭, মরিস ৪০ রাণে ৩ উঃ, ট্রাইব ৯০ রাণে ৪ উঃ)

কমনওয়েলথ —২৪৭ (হোল্ট ৮৪ +, ফাদকার ২৮ রাণে ৩ উঃ, চৌধুরী ৭০ রাণে ৩ উঃ)

ভারত —২৬১ (৭ উঃ) (উম্রিগড় ৫৯, হাজারে ৮৪)

[ভারতীয় দল বিজয়ী]

+ =আউট না হইয়া

ভারত বনাম কমনওয়েলথ টেষ্ট খেলার খেলোয়াড়গণ

ভারত—বিজয় মার্চেণ্ট (১, ২ অধিনায়ক); বিজয় হাজারে * (অধিনায়ক—৩, ৪, ৫); রুসি মোদী * ; ডাটু ফাদকার * ; হিমু অধিকারী * ; পলি উম্রিগড় * ; ভিনু মানকড় (২, ৩, ৪, ৫); এস, মুস্তাক আলি (৩, ৪, ৫); এম, কে, মন্ত্রী (১, ২, ৩ ৪); সি, এস, নাইডু (১, ২, ৩, ৫); এন, চৌধুরী (৩, ৫); জি, কিষেণচাঁদ (৩, ৪, ৫); এইচ, গাইকোবাড় (১, ৪); পি, জি, যোশী (৫); গুলাম মহম্মদ (৪); উদয় মার্চেণ্ট (১); সি, টি, সারভাতে (১); সি, আর, রঙ্গচারী (২); বি, নিম্বলকার (২)।

কমনওয়েলথ—জক লিভিংষ্টোন * (অধিনায়ক); ফ্রাঙ্ক ওরেল * বিল য়্যালে * ; হ্যারি ল্যাম্বার্ট * ; জর্জ ট্রাইব * ; ফ্রেড ফ্রিয়ার * ; নরম্যান ওল্ডফিল্ড * ; কে, কে, হোল্ট (১, ২, ৩, ৫) রে, স্মিথ (১, ২, ৩, ৫); ওয়লি ল্যাংডেন (২, ৩, ৪); জ্যাক পেটিফোর্ড (১, ২, ৩); ডক্স (৫); সেসিল পেপার (১); জর্জ পোপ (৪); ফিট্জ মরিস (৪, ৫) উইনস্টন প্লেস (৪)।

হকি—

কলিকাতায় স্থানীয় দলের মধ্যে কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতা হয়। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বাইটন্ কাপ প্রতিযোগিতাকে ভারতের প্রধান প্রতিযোগিতা বলা চলে।

বাইটন কাপ

১৮৯৫-৯৬	নেভাল ভলাণ্টিয়ার্স	১৯০০	সেণ্ট জেমস্ স্কুল
১৮৯৭-৯৮	এস্, পি, জি, মিশন	১৯০১-০২	রয়েল আইরিস রাইফেলস্
১৮৯৯	রেঞ্জার্স	১৯০৩	এস, পি, জি, মিশন

* চিহ্নিত খেলোয়াড়গণ পাঁচটী খেলাতেই অংশ গ্রহণ করেন। অন্যান্য খেলোয়াড়গণ যে সকল টেষ্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেন তাহা বন্ধনীতে দেখান হইয়াছে।

১৯০৪	হর্ণেট এ, সি	১৯২৮	টেলিগ্রাফ রিক্রিয়েশ
১৯০৫	শিবপুর কলেজ	১৯২৯	ই, আই, আর
১৯০৬-০৭	এস, পি, জি, মিশন	১৯৩০-৩২	কাষ্টমস্
১৯০৮	কাষ্টমস্	১৯৩৩	ঝাঁসী হিরোজ
১৯০৯	—	১৯৩৪	রেঞ্জার্স
১৯১০	কাষ্টমস্	১৯৩৫	কাষ্টমস
১৯১১	রেঞ্জার্স	১৯৩৬	বোম্বাই কাষ্টমস
১৯১২	কাষ্টমস	১৯৩৭	বি, এন, আর
১৯১৩	রেঞ্জার্স	১৯৩৮	কাষ্টমস
১৯১৪	এম, এ, ও, কলেজ	১৯৩৯	বি, এন, আর
১৯১৫	রেঞ্জার্স	১৯৪০	ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স
১৯১৬	বি ওয়াই, এসোঃ	১৯৪১	ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স
১৯১৭	রেঞ্জার্স		ও ভগবন্ত ক্লাব (সম
১৯১৮	বি, ওয়াই, এসোঃ		সমান খেলা)
১৯১৯	জ্যাভেরিয়ান্স	১৯৪২	রেঞ্জার্স
১৯২০	আসানসোল আর, ক্লাব	১৯৪৩-৪৫	বি, এন, আর
১৯২১	শিবপুর কলেজ	১৯৪৬	পোর্ট কমিশনার্স
১৯২২	ই, বি, রেলওয়ে	১৯৪৭	পরিত্যক্ত
১৯২৩	লক্ষ্ণৌ ওয়াই, এম, এ	১৯৪৮	পোর্ট কমিশনার্স
১৯২৪	ক্যালকাটা এফ, সি		যুক্তপ্রদেশ (সমান
১৯২৫-২৬	কাস্টমস্		খেলা)
১৯২৭	জ্যাভেরিয়ান্স	১৯৪৯	টাটা স্পোর্টিং

কলিকাতায় হকি লীগ

১৯০৫-০৬	শিবপুর কলেজ	১৯০৯-১০	কাষ্টমস
১৯০৭	ক্যালকাটা	১৯১১	শিবপুর কলেজ
১৯০৮	শিবপুর কলেজ	১৯১২-১৩	কাষ্টমস

১৯১৪-১৭	রেঞ্জার্স	১৯৩৫	মোহনবাগান
১৯১৮	মিলিটারী মেডিকেল	১৯৩৬-৩৯	কাষ্টমস্
১৯১৯	গ্রীয়ার স্পোর্টিং	১৯৪০	বি, জি, প্রেস
১৯২০	শিবপুর কলেজ	১৯৪১	কলিকাতা পুলিশ
১৯২১-২২	কাষ্টমস্	১৯৪২	পোর্ট কমিশনার্স
১৯২৩	গ্রীয়ার স্পোর্টিং	১৯৪৩	রেঞ্জার্স
১৯২৪-২৫	জ্যাভেরিয়ানস্	১৯৪৪	পোর্ট কমিশনার্স
১৯২৬-২৭	কাষ্টমস্	১৯৪৫	মহমডান স্পোর্টিং
১৯২৮-২৯	রেঞ্জার্স	১৯৪৬	খেলা হয় নাই
১৯৩০-৩৩	কাষ্টমস্	১৯৪৭	পরিত্যক্ত
১৯৩৪	রেঞ্জার্স	১৯৪৮	পোর্ট কমিশনার্স
		১৯৪৯	পোর্ট কমিশনার্স

আগা খাঁ প্রতিযোগিতা

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতা ভারতের অন্যতম প্রধান খেলা। গত ১৫ বৎসরের বিজয়ীদের তালিকা দেওয়া হইল—

১৯৩৪-৩৬	বোম্বাই কাষ্টমস্	১৯৪৩	জি, আই, পি রেলওয়ে
১৯৩৭	লাহোর ওয়াই, এম, সি, এ	১৯৪৪	লুসিট্যানিয়ান্স
		১৯৪৫	কমলা ক্লাব (কানপুর)
১৯৩৮	ভগবন্ত ক্লাব	১৯৪৬	কল্যাণমল মিল্‌স (ইন্দোর)
১৯৩৯	ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স	১৯৪৭	স্পার্টান্স হকি ক্লাব
১৯৪০	বি, বি, সি, আই রেলওয়ে	১৯৪৮	রাওয়ালপিণ্ডি
১৯৪১	ভগবন্ত ক্লাব	১৯৪৯	ইষ্ট পাঞ্জাব পুলিশ
১৯৪২	খেলা হয় নাই		

আন্তঃ-প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা

১৯২৮	যুক্তপ্রদেশ	১৯৩২	পাঞ্জাব
১৯৩০	নিখিল ভারত রেলওয়ে	১৯৩৪	খেলা হয় নাই

১৯৩৬	বোম্বাই
১৯৩৮	বাংলা
১৯৪০	বোম্বাই
১৯৪২	দিল্লী
১৯৪৪	বোম্বাই
১৯৪৫	ভুপাল
১৯৪৬-৪৭	পাঞ্জাব
১৯৪৮	ভুপাল
১৯৪৯	

টেনিস—

নিখিল ভারত লন্-টেনিস প্রতিযোগিতা

(পুরুষ সিঙ্গ্‌ল)

১৯১০	এট্‌কিনসন্
১৯১১-১২	এইচ, ডেভিস্
১৯১৩-১৪	ই, এটকিনসন্
১৯১৯	নাগু
১৯২০	এস, জ্যাকব
১৯২১	এস, বব্
১৯২২	এম, স্লিম
১৯২৩	এস, কে, মুখার্জি
১৯২৪-২৫	ই, এনড্রি
১৯২৬-২৭	ই, ভি, বব্
১৯২৮	অমীমাংসিত
১৯২৯	পি, এল, মেটা
১৯৩০	ই, ভি, বব্
১৯৩১-৩২	ডি, এন কাপুর
১৯৩৩	ই, ভি, বব্
১৯৩৪	সোহন লাল
১৯৩৫	জে, পাল্লাদা
১৯৩৬	আর, মেঞ্জেল
১৯৩৭	ই, ভি, বব
১৯৩৮	ডি, এন, কাপুর
১৯৩৯	গউস মহম্মদ
১৯৪০	এস, পুনসেক
১৯৪১	গউস্ মহম্মদ
১৯৪২	এস্, এল্, সোহনী
১৯৪৩	গউস মহম্মদ
১৯৪৪	হল্ সারফেস
১৯৪৫	সুমন্ত মিশ্র
১৯৪৬	গউস মহম্মদ
১৯৪৭	সুমন্ত মিশ্র
১৯৪৮	এল, বার্জলীন
১৯৪৯	দিলীপ বসু
১৯৫০	এফ, এ্যাম্পন

(মহিলা সিঙ্গ্‌ল)

১৯১০	মিসেস কেণ্ডাল	১৯২৮	অমীমাংসিত
১৯১১	মিস্ ওয়ার বার্টন	১৯২৯-৩০	মিস্ স্ঠানডিসন
১৯১২	মিসেস্ এডাম্‌স	১৯৩১	মিস্ লীলা রাও
১৯১৩	মিসেস্ লেসলি জোন্স	১৯৩২-৩৫	মিস্ স্ঠানডিসন
১৯১৯	মিসেস্ ডিকেন্‌স	১৯৩৬-৩৮	মিস্‌ লীলা রাও
১৯২০	মিসেস্‌ কেলি	১৯৩৯	মিস এ, জি কার্টিস
১৯২১	মিসেস ক্যাম্বেল্	১৯৪০-৪১	মিস লীলা রাও
১৯২২	মিসেস কোভেল	১৯৪২	মিস ম্যাসী
১৯২৩	মিসেস্ কিজ	১৯৪৩	মিস্ লীলা রাও
১৯২৪	মিসেস গাউ	১৯৪৪-৪৫	মিস উডব্রিজ
১৯২৫-২৬	মিসেস ম্যাক্‌কেনা	১৯৪৬	মিস ম্যানসোনী
১৯২৭	মিস স্ঠানডিসন্	১৯৪৭-৪৯	মিসেস কে, সিং
		১৯৫০	মিসেস পি, টড

(পুরুষ ডব্‌ল)

১৯৩৪	সোহনী ও এম, ভাণ্ডারী	১৯৪১	গউস মহম্মদ ও ওয়াই, সিং
১৯৩৫	কুকুলজেভিক ও শাকের	১৯৪২	ইর্সাদ ও ইফতেকার আমেদ
১৯৩৬	আর মেঞ্জল ও হেক্‌ট	১৯৪৩	ইন্দ্রলকর ও জে, আর, কাউল
১৯৩৭	ডি, এন, কাপুর ও ওয়াই, সিং	১৯৪৪	গউস মহম্মদ ও ইর্সাদ
১৯৩৮	ওয়াই সিং ও জে, এম, মেটা	১৯৪৫	জানকী রামিয়া ও এস, ভি, রাও
১৯৩৯	জে, এম, মেটা ও ওয়াই সাভুর	১৯৪৬	জে, এম, মেটা ও সুমন্ত মিশ্র
১৯৪০	এফ, পুনসেক ও ডি মিটিক	১৯৪৮	বাজ'লীন ও জোহানসন
		১৯৪৯	দিলীপ বসু ও নরেন্দ্র নাথ
		১৯৫০	এফ, এম্মান ও সি, কার্মোনা

(মহিলা ডবল্‌স)

১৯৩৪-৩৫ মিস্ জেনি স্যাণ্ডিসন	১৯৪১ মিস কে, হাজি ও
" হার্ভে জনষ্টন	ডি, স্যানসোনী
১৯৩৬ মিস্ গিবসন ও	১৯৪২ " কে, হাজি ও মিসেস ম্যাসী
" হার্ভে জনষ্টন	১৯৪৩ মিস্ ডুবাস ও মিস্ লীলা রাও
১৯৩৭ " ডুবাস ও লীলা রাও	১৯৪৪ মিস্ উডব্রিজ ও মিসেস রমানা
১৯৩৮ খেলা হয় নাই	১৯৪৫ মিস উডব্রিজ ও
১৯৩৯-৪০ মিসেস ফুটিট্ ও	মিসেস কে, সিং
মিস্ উডব্রিজ	১৯৪৮ " পি খান্না, ও মিসেস কে সিং
	১৯৫০ মিসেস পি, টড ও
	মিস জি, মরান

মিক্সড (ডবল্‌স)

১৯৩৫ কৃষ্ণস্বামী ও মিস স্যাণ্ডিসন	১৯৪২ সাহনী ও মিস কে, হাজী
১৯৩৬ হজেস ও মিস গিবসন	১৯৪৩ অসমাপ্ত
১৯৩৭ এইচ, এল, মার্শাল ও	১৯৪৪ ইফতিকার আমেদ ও
মিসেস লোক্‌ম্যান	মিস উডব্রিজ
১৯৩৮ জে, এম, মেটা ও	১৯৪৫ সুমন্ত মিশ্র ও মিসেস সিং
মিসেস ফুটিট	১৯৪৬ জে, এম, মেটা ও
১৯৩৯ জে, এম, মেটা ও	মিসেস্ সি, কার্গিন
মিসেস্ ফুটিট	১৯৪৭ ঐ
১৯৪০ ইফতিকার আমেদ ও	১৯৪৮ টি, জোহানসন ও মিসেস্
মিসেস্ উডব্রিজ	কে, সিং
১৯৪১ গউস মহম্মদ ও মিস্ ডুবাস	১৯৪৯ সুমন্ত মিশ্র ও মিসেস্ মোদি
	১৯৫০ ডি, মিটিক ও মিসেস পি, টড

"শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।"

—রবীন্দ্রনাথ

এশিয়া টেনিস প্রতিযোগিতা (১৯৪৯-৫০)

কলিকাতার উডবার্ণ পার্কে ১৯৪৯ খৃঃ ২২ ডিসেম্বর প্রথম এশিয়া লন্-টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স বৃটেন, ভারবর্ষ, পারস্য, ফিলিপাইন, পাকিস্থান, স্পেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও যুগোশ্লাভিয়ার বিখ্যাত খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। নিম্নে বিজেতাগণের নাম দেওয়া হইল।

পুরুষ (সিঙ্গল্স)—দিলীপ বসু (ভারত)

পুরুষ (ডবল্স)—দিলীপ বসু ও সুমন্ত মিশ্র (ভারত)

মহিলা (সিঙ্গল্স)—মিসেস্ প্যাট টড (আমেরিকা)

মহিলা (ডবল্স)—মিসেস্ পি, সি, টড ও মিস্ জি মরান (আমেরিকা)

মিক্সড (ডবল্স)—পি, ওয়াসার (বেলজিয়াম) ও মিস্ জি মরান (আমেরিকা)

চতুর্দশ বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতা, ১৯৪৮।

লণ্ডনের কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত ওয়েমব্লী স্টেডিয়ামে ৮০০০০ দর্শকের সম্মুখে ১৯৪৮ সালের ২৯ জুলাই চতুর্দশ বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আরম্ভ হয়। ১৭ দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ৫৮টি দেশের প্রায় ৬ হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেন। ১৮৯৬ সালে এথেন্সের ভগ্নাবশেষ স্টেডিয়ামে ফরাসী দার্শনিক ব্যারন কুবার্তা এই বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। এই অনুষ্ঠানের সকল পয়েন্ট একত্র করিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে এই অনুষ্ঠানে পরিচালক ও প্রতিনিধি লইয়া মোট ১০৫ জন প্রেরিত হন। মাত্র ৬ পয়েন্ট পাইয়া ভারত ২৯টি দেশের নীচে স্থান লাভ করে—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পায় ৪৮০ পয়েন্ট।

য়্যাথ্‌লেটিক্‌স

(১) ১০০ মিটার দৌড়—এইচ, ডিলার্ড (আ *) ১০·৩ সেঃ। (২) ২০০ মিটার দৌড়—এম, ই, প্যাটন (আ) ২১·১ সেঃ। (৩) ৪০০ মিটার দৌড়—এস, উইণ্ট (জামাইকা) ৪৬·২ সেঃ। (৪) ৮০০ মিটার দৌড়—এম, জি, হুইট্‌ফিল্ড (আ) ১ মিঃ ৪৯·২ সেঃ। (৫) ১৫০০ মিটার দৌড়—এইচ, এরিকসন (সুইডেন) ৩ মিঃ ৪৯·৮ সেঃ। (৬) ৫০০০ মিটার দৌড়—জি, রিফ (বেলজিয়াম) ১৪ মিঃ ১৭·৬ সেঃ। (৭) ১০০০০ মিটার দৌড়—ই, জ্যাটোপেক্‌ (চেকোশ্লোভাকিয়া) ২৯ মিঃ ৫৯·৬ সেঃ।

(৮) ৪০০ মিটার রীলে—এইচ, এন, ইউয়েল, এল, সি, রাইট; এইচ, বিলার্ড; এম, ই, প্যাটন (আ) ৪০·৬ সেঃ। (৯) ১৬০০ মিটার রিলে—এ, এইচ, হামডেন; সি, এফ, বারল্যাণ্ড; আর, বি, কচর‍্যান; এম, জি, হুইটফিল্ড (আ) ৩ মিঃ ১০·৪ সেঃ। (১০) ১০০০০ মিটার হাঁটা—জে, এফ, মিকেলসন (সুইডেন) ৪৫ মিঃ ১৩২ সেঃ। (১১) ৫০০০০ মিটার রাস্তায় হাঁটা—জে, এ আংগ্রেণ (সুইডেন) ৪ ঘঃ ৮১ মিঃ ৫২ সেঃ। (১২) ম্যারাথন দৌড়—ডি, ক্যাব্রেরা (আর্জেন্টিনা) ২ ঘঃ ৩৪ মিঃ ৫১·৬ সেঃ। (১৩) ১১০ মিটার হার্ডল্‌স—ডব্লিউ এফ, পোর্টার (আ) ১৩·৯ সেঃ। (১৪) ৪০০ মিটার হার্ডল্‌স—আর, বি, কচর‍্যান (আ) ৫১·১ সেঃ। (১৫) ৩০০০ মিটার স্টিপল-চেজ—টি, জোয়েস্ট্রাণ্ড (সুইডেন) ৯ মিঃ ৪·৬ সেঃ।

(১৬) হাই জাম্প—জে, এল, উইণ্টার (অস্ট্রেলিয়া) ৬ ফি ৬ ইঞ্চি। (১৭) লং জাম্প—ডব্লিউ, এস, স্টীলে (আ) ২৫ ফি ৮ ইঞ্চি। (১৮) পোল-ভল্ট—ও; জি, স্মিথ (আ) ১৪ ফি ১½ ইঞ্চি। (১৯) হপ্‌-স্টেপ য়্যাণ্ড-জাম্প—এ, আমান (সুইডেন) ৫০ ফি ৬¼ ইঞ্চি (২০) পুটিং দি-সট্‌—ডব্লিউ, এম, টমসন (আমেরিকা) ৫৬ ফি ২ ইঞ্চি। (২১) ডিসকাস-থ্রো—এ, কন্‌সোলিনী (ইটালী)

* আ—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

১৭৩ ফি ২ ইঞ্চি। (২২) জ্যাভেলিন-থ্রো—কে, টি, রটাভারা (ফিনল্যাণ্ড) ২২৮ ফি ১০½ ইঞ্চি। (২৩) হ্যামার থ্রো—আই, নিমেথ (হাঙ্গারী) ১৮৩ ফি ১১½ ইঞ্চি। (২৪) ডিকাথলন—আর, বি, ম্যাথিয়াস (আ) ৭১৩৯ পয়েণ্ট।

(২৫) ১০০ মিটার দৌড় (মহিলা)—এ, পি, ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন (হল্যাণ্ড) ১১.৯ সেঃ। ২০০ মিটার দৌড় (মহিলা)—এ, পি, ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন (হল্যাণ্ড) ২৪.৪ সেঃ। (২৬) ৮০ মিটার হার্ডল্‌স (মহিলা)—এ, পি, ব্ল্যাকার্স কোয়েন (হল্যাণ্ড) ১১.২ সেঃ। (২৭) ৪০০ মিটার রীলে (মহিলা)—স্ট্যাড-ডিজং; জে, জে, এম উইট-জারটিমার; জি. জে, এম, ভ্যান্ ডার কেড; এ, পি, ব্ল্যাকার্স কোয়েন (হল্যাণ্ড) ৪৭.৫ সেঃ। (২৮) হাই-জাম্প (মহিলা)—এ, কোচ্‌ম্যান (আ) ৫ ফিট ৬¼ ইঞ্চি। (২৯) লং-জাম্প (মহিলা) ভি, ও, গেয়ারমাটি (হাঙ্গারী)।

(৩০) পুটিং-দি সট্‌ (মহিলা)—এম, ও, এম, অস্টারমেয়ার (ফ্রান্স) ৪৫ ফি ১½ ইঞ্চি। (৩১) জ্যাভেলিন থ্রো (মহিলা)—এইচ বত্তেমা (অস্ট্রিয়া) ১৪৯ ফি ৬ ইঞ্চি। (৩২) ডিস্‌কাস থ্রো (মহিলা) এম, ও, এম, অস্টারমেয়ার (ফ্রান্স) ১৩৭ ফি ৬½ ইঞ্চি। (৩৩) মডার্ণ পেণ্টাথ্‌লন—ক্যাপ্টেন ডব্লিউ, ও, জি, গ্রুট (সুইডেন)।

সাঁতার—

(১) ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল—ডব্লিউ, রীস (আ) ৫৭.৩ সেঃ। (২) ১০০ মিটার ব্যাক্-স্ট্রোক্—এ, স্টেক্ (আ) ১ মি ৬.৪ সেঃ। (৩) ২০০ মিটার ব্রেস্ট-স্ট্রোক্—জে, ভাঁডিওর (আ) ২ মি ৩৯.৩ সেঃ। (৪) ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল—ডব্লিউ, স্মিথ (আ) ৪ মি ৪১ সেঃ। (৫) ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল—জে, পি, ম্যাকলেন (আ) ১৯ মি ১৮.৫ সেঃ। (৬) ৮০০ মিটার রীলে—ডব্লিউ, রীস; ডব্লিউ, উল্‌ফ; জে, ম্যাক্‌লেন; ডব্লিউ, স্মিথ (আ) ৮ মি ৪৬ সেঃ। (৭) হাই ডাইভিং—এস, লি (আ)। (৮) স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং—সি, আই, এফ, হার্‌লন (আ)। (৯) ১০০

মিটার ফ্রি স্টাইল (মহিলা)—জি, এণ্ডারসন (ডেনমার্ক) ১মি ৬'৩ সেঃ। (১০) ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক (মহিলা)—কে, এম, হারাপ (ডেনমার্ক) ১ মি ১৪'৪ সেঃ। (১১) ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক (মহিলা)—পি, ভ্যান, ভিয়েট (হল্যাণ্ড) ২ মি ৫৭'২ সেঃ। (১২) ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (মহিলা)—এ, কার্টিস ৫ মি ১৬'৮ সেঃ। (১২) ৪০০ মিটার রীলে (মহিলা)—এম, এল, করিডন ; বি, এম হেলস্যার ; টি, এম, কালানা , এ, কার্টিস (আ) ৪ মি ২৯'২ সেঃ। (১৪) হাই ডাইভিং (মহিলা)—ভি, এম, ড্র্যাভেস (আ)। (১৫) স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং (মহিলা)—ভি, এম, ড্র্যাভেস্ (আ)। (১৬) ওয়াটার পোলো—ইটালী।

রোইং—

(১) কক্স্‌ড ফোরস—আমেরিকা। (২) কক্স ওয়েনলেস্ পেয়ার্স—গ্রেট বৃটেন। (৩) সিথলে স্কাল্স—এম, টি উড (অস্ট্রেলিয়া)। ৪) কক্সড পেয়ারস—ডেনমার্ক। (৫) কক্স ওয়েনলেস ফোর্স—ইটালী। (৬) ডব্‌ল স্কাল্স—গ্রেট বৃটেন (৭) এইট্স—আমেরিকা।

ইয়াটিং—

(১) ইণ্টারন্যাশনাল ৬ মিটার—আমেরিকা। (২) ড্রাগন—নরওয়ে। (৩) ইণ্টারন্যাশনাল স্টার—আমেরিকা। (৪) সোয়ালো—গ্রেট বৃটেন। (৫) ফায়ার ফ্লাই—ডেনমার্ক।

সাইক্লিং—

(১) ১০০০ মিটার স্ক্রাচ—এম, ঘেলা (ইটালি)। (২) ১০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল—জে, ডুপণ্ড (ফ্রান্স) ১ মি ১৩'৫ সেঃ। (৩) ২০০০ মিটার ট্যাণ্ডেম—ইটালী। (৪) ৪০০০ মিটার টিম পারস্যুট—ফ্রান্স। (৫) রোড-রেস্—১২০ মাইল ৯১৪ গজ—জে, বেয়ার্ট (ফ্রান্স) ৫ ঘ ১৮ মি ১২'৬ সেঃ।

মুষ্টিযুদ্ধ—

ফ্লাই ওয়েট—পি, পেরেজ (আর্জেনটাইন)। (২) ব্যাণ্টাম ওয়েট্—টি, সিক্ (হাঙ্গেরী)। (৩) ফেদার ওয়েট—ই, ফার্মেন্টি (ইটালি)। (৪) লাইট ওয়েট—জি, ড্রেয়ার (দক্ষিণ আফ্রিকা)। (৫) ওয়েল্টার ওয়েট—জে, টর্মা (চেকো-শ্লোভাকিয়া)। (৬) মিড্ল ওয়েট—এল, প্যাপ (হাঙ্গেরী)। (৭) লাইট হেভি ওয়েট—জি, হাণ্টার (দক্ষিণ আফ্রিকা)। (৮) হেভি ওয়েট—আর, ইংলিসিয়াস (আর্জেণ্টাইন)।

সুটিং—

(১) পিস্তল—৫০ মিটারে ৭০ সট্—ই, ভি, ক্যাম (পেরু)। (২) ফ্রি রাইফল্—৫০ মিটার—এ, কুক্ (আ)। (৩) র‍্যাপিড্ ফায়ার (পিস্তল)—৫২ মিটার—কে, টেকাক্স (হাঙ্গেরী)। (৪) ফ্রি রাইফ্ল—(ফুল বোর)— ই, গ্রুনিগ (সুইটজারল্যাণ্ড)।

কুস্তি—

ফ্রি স্টাইল—(১) ফ্লাই ওয়েট—ভি, এল, ভিটলা (ফিনল্যাণ্ড)। (২) ব্যাণ্টাম ওয়েট—এন, আকার (তুরস্ক)। (৩) ফেদার ওয়েট—জি, বিলগে (তুরস্ক)। (৪) লাইট ওয়েট—সি, আটিক (তুরস্ক)। (৫) ওয়েল্টার ওয়েট—ওয়াই ডোগু (তুরস্ক)। (৬) মিড্ল ওয়েট—জি, গ্রাণ্ড (আ)। (৭) লাইট হেভি ওয়েট—এইচ, হুইটেনবার্গ (আ)। (৮) হেভি ওয়েট—জি, বাবিস্ (হাঙ্গেরী)।

গ্রীসো-রোমান ষ্টাইল—(১) ফ্লাই ওয়েট—পি, লোম্বার্ডি (ইটালী)। (২) ব্যাণ্টাম ওয়েট—কে, এ, পিটার্সেন (সুইডেন)। (৩) ফেদার ওয়েট—এম অক্ট্যাভ (তুরস্ক)। (৪) লাইট ওয়েট—কে, জি, ফ্রে (সুইডেন)। (৫) ওয়েল্টার ওয়েট—ই, জি, এণ্ডারসন (সুইডেন)। (৬) মিড্ল ওয়েট—আর, গ্রনবার্গ (সুইডেন)। (৭) লাইট হেভি ওয়েট—এন, ই, নেলসন (সুইডেন)। (৮) হেভি ওয়েট—এ, কিরেসি (তুরস্ক)।

ভারোত্তলন—

(১) ব্যাণ্টাম-ওয়েট—জে, এ, পিষেট্রো (আ)—৬৭০ পাউণ্ড * (২) ফেদার ওয়েট—এম, ফায়াদ (মিশর) ৭৩২ ১/২ পাঃ (৩) লাইট ওয়েট—আই, শাম্‌স (মিশর) ৭৯৩ ১/৪ পাঃ (৪) মিড ল ওয়েট—এফ, স্পেলম্যান (আ) ৮৫৯ ১/২ পাঃ। (৫) লাইট-হেভি ওয়েট—এস, এস, ষ্ট্যাসজিক্ (আ) ৯২০ পাঃ। (৬) হেভি ওয়েট—জে, ডেভিস (আ) ৯৯৭ ১/৪ পাঃ।

ফেন্সিং—

(১) ফয়েল্‌স (পুরুষ)—দল—ফ্রান্স। (২) ফয়েল্‌স (মহিলা) —একক—আই, ইলেক (হাঙ্গেরী)। (৩) ফয়েল্‌স (পুরুষ)—একক—জে, বুহাঁন্ (ফ্রান্স)। (৪) এপি—দল—ফ্রান্স। (৫) এপি—একক—এল, ক্যান্টীন (ইটালী)। (৬) স্যাব্রি—টিম—হাঙ্গেরী। (৭) স্যাব্রি—একক—এ, গেরিভিচ (হাঙ্গেরী)।

ক্যানোইং—

(১) ৫০০ মিটার—ক্যায়াক—একক (মহিলা)—কে, হফ্ (ডেনমার্ক) ২ মি ৩১·৯ সে। (২) ১০০০ মিটার ক্যায়ক—একক—জি, ফ্রেড্রিক্ সন (সুইডেন) ৪ মি ৫১·৯ সেঃ। (৩) ১০০০ মিটার ক্যায়াক্—দল—সুইডেন ; ৪ মি ৭·৩ সেঃ। (৪) ১০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান—একক—জে, হলেক (চেকোস্লোভাকিয়া) ৫ মিঃ ৪২ সেঃ। (৫) ১০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান—দল—চেকোস্লোভাকিয়া—৫ মি ৭·৯ সেঃ (৬) ১০০০ মিটার ক্যায়াক—দল—সুইডেন ৪ মি ৫৫·৪ সেঃ (৭) ১০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান—দল—আমেরিকা ৫৫ মি ৫৫·৪ সেঃ (৮) ১০০০০ মিটার ক্যায়াক—একক—জি, ফ্রেড্রিকসন (সুইডেন) ৫০ মি ৪৭·৭ সেঃ। (৯) ১০০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান—একক—(চেকোস্লোভাকিয়া) ১ ঘ ২ মি ৬·২ সেঃ।

---

* প্রেস্, স্ন্যাচ ও জার্ক-এর মোট ভার

জিম্‌নাষ্টীক্‌স্‌—

পুরুষ—দল—ফিনল্যাণ্ড ১৩৫৮·৩ পয়েণ্ট। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন—ভি, এ, হটেন্সান (এনল্যাণ্ড)। একক এপ্যারেটাস এক্সারসাইজ—(১) পমেল্‌ড হর্স-কে জে, লেট্যানান্‌ (ফিনল্যাণ্ড) (২) লং হর্স—পি, জে, এণ্টোনেন (ফিনল্যাণ্ড)। (৩) হরাইজণ্টাল বার্‌স্‌—জে, ষ্টেল্‌ডার (সুইটজারল্যাণ্ড) (৪) রিংস্‌—কে, ফ্রি (সুইটজারল্যাণ্ড)। (৫) প্যারালাল বার—এম, রুশ (সুইট্‌জারল্যাণ্ড)। (৬) ষ্টাণ্ডিং এক্সারসাইজ—এভ, প্যাটাকী (হাঙ্গেরী)। (৭) মহিলা—দল—চেকোশ্লোভাকিয়া—৪৩৭·৪৫ পয়েণ্ট।

বাস্কেট বল—

বিজয়ী—আমেরিকা; প্রতিদ্বন্দ্বী—ফ্রান্স

হকি—

বিজয়ী—ভারতবর্ষ; প্রতিদ্বন্দ্বী—গ্রেট বৃটেন

ফুটবল—

বিজয়ী—সুইডেন; প্রতিদ্বন্দ্বী—যুগোশ্লাভিয়া

ছায়াচিত্র

১৯৪৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছায়াচিত্র

১। মন্ত্রমুগ্ধ (নিউ থিয়েটার্স); ২। কবি (চিত্রমায়া); ৩। সতেরো বছর পরে (দেবশ্রী চিত্রপীঠ); ৪। রাঙ্গামাটি (এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স); ৫। নিশির ডাক (রাজশ্রী কথাচিত্র); ৬। কামনা (কীর্তি পিকচার্স); ৭। বন্ধুর পথ (অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন); ৮। সন্দীপন পাঠশালা (ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও); ৯। বহুব্রীহি (কল্পরূপায়নী); ১০। অনন্যা (শ্রীমতী পিকচার্স); ১১। বিদুষী ভার্যা (এম, পি, প্রোডাকশন); ১২। দেবী চৌধুরাণী (রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান), ১৩। হের ফের (চিত্র প্রতিষ্ঠান); ১৪। দাসীপুত্র (ভারতী চিত্রপীঠ); ১৫। নিরুদ্দেশ (ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স); ১৬। অভিমান (নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স); ১৭। অনুরাধা (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল টকীজ); ১৮। যা হয় না (ইউ, সি, এ, ফিল্মস্); ১৯। স্বামিজী (অমর মল্লিক প্রোডাকশান), ২০। আভিজাত্য (এম, পি, প্রোডাকশান); ২১। কার্টুন (অজন্তা আর্ট পিকচার্স); ২২। দ'খনে বাঘ (সুধীরবন্ধু প্রোডাকশান); ২৩। পুতুল নাচের ইতিকথা (কে, কে, প্রোডাকশান); ২৪। তিলোত্তমা (মায়াপুরী পিকচার্স); ২৫। বিষের ধোঁয়া (লীলাময়ী পিকচার্স); ২৬। দিনের পর দিন (লোকবাণী চিত্র); ২৭। মহাদান (রাধা ফিল্ম কোং); ২৮। প্রতিরোধ (সুধা প্রোডাকসন্স); ২৯। কর্মফল (শ্রীগুরু পিকচার্স); ৩০। সিংহদ্বার (এস, বি, প্রোডাকসন্স); ৩১। স্বামী (কমলালক্ষ্মী চিত্রমন্দির); ৩২। কৃষ্ণা-কাবেরী (শঙ্কর কথাচিত্র); ৩৩। যার যেথা ঘর (সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলী); ৩৪। মায়াজাল (এ, কে, ডি, প্রোডাকশান); ৩৫। সঙ্কল্প (এম, পি, প্রোডাকশান); ৩৬। বিষ্ণুপ্রিয়া (নিউ থিয়েটার্স); ৩৭। পরিবর্তন (ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ) ৩৮। সাক্ষী গোপাল (বিভা চিত্রণ); ৩৯। উল্টোরথ (বসুমিত্র লিঃ);

৪০। আশাবরী (রাধা ফিল্ম কোং); ৪১। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিও); ৪২। ভুলের বালুচরে (কল্পরূপায়ণী); ৪৩। পরশ পাথর (ইষ্টার্ণ টকীজ লিঃ) ; ৪৪। সমর্পণ (ডিল্যুক্স পিকচার্স) ; ৪৫। বামুনের মেয়ে (শ্রীমতী পিকচার্স), ৪৬। রবীন মাষ্টার (ভ্যারাইটি ফিল্মস্); ৪৭। কুয়াশা (মহাভারতী লিঃ)।

১৯৪৯ সালে সমগ্র ভারতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মোট ২৮৯ খানি ছবি সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায়। ২২ জন চিত্র নির্মাতা ৩০টি ষ্টুডিওতে এই ছবিগুলি তোলেন—বোম্বাইতে ১৭৪, কলিকাতায় ৮৩ এবং মাদ্রাজে ৩২। ভাষা অনুযায়ী হিন্দী ১৫৯, বাংলা ৬২, তামিল ২০, গুজরাটী ১৬, মারাঠী ১৫, তেলেগু ৭, কানাড়ী ৮, অসমীয়া ২, পাঞ্জাবী ১, উড়িয়া ১। ষ্টুডিওগুলির নিজেদের প্রযোজিত ছবির সংখ্যা ৬৩ এবং অবশিষ্ট ২২৬ খানি ছবি তুলেছেন ১৯৫ জন স্বতন্ত্র চিত্রনির্মাতা।

ভারতের ষ্টুডিও

স্থান	ষ্টুডিওর সংখ্যা	ষ্টেজের সংখ্যা	১৯৪৯-এ গৃহীত ছবির সংখ্যা
বোম্বাই			১৬৬
বোম্বাই	২৩	৫২	
পুণা	২	৭	
কোলাপুর	২	৮	
মাদ্রাজ			৪৫
মাদ্রাজ	১৩	২৫	
কোয়েম্বাটুর	২	৫	
সালেম	২	৪	
আল্লাপি	১	১	
পশ্চিমবঙ্গ			৮০
কলিকাতা	১৪	৩৪	

ভারতের ছায়াচিত্র প্রদর্শনী-গৃহ

স্থান	জনসংখ্যা (লক্ষে)	স্থায়ী প্রদর্শনী-গৃহ
বোম্বাই	৩২৮.৫	৫২৩
(সৌরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজ্যসহ)		
মধ্যপ্রদেশ	২৫৮.০	২৬০
(রাজস্থান, মধ্যভারত ও আজমীঢ়সহ)		
মাদ্রাজ	৪৯৮.০	৪৫০
(ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন সহ)		
পশ্চিমবঙ্গ	৩২১.০	২৭৭
আসাম	১০৯.২	৫৬
বিহার	৩৬৩.৪	১১৬
উড়িষ্যা	১১৭.৫	৩৮
দিল্লী	৯.২	১৪
উত্তর প্রদেশ	৫৫৯.৫	২০৫
পাঞ্জাব	১২৪.০	৫৮
কাশ্মীর	৪০.২	৮
মহীশূর	৭৩.৩	৯৭
হায়দ্রাবাদ	১৮৬.৪	৭৬

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৯০,১০০ সিনেমা-গৃহ আছে। এই সমস্ত প্রদর্শনী গৃহে মোট ৪,৮৭,৫০,০০০ জন দর্শক বসিতে পারে। অবিভক্ত ভারতে মোট চিত্র-গৃহের সংখ্যা ছিল ১,৭০৫ এবং আসনের সংখ্যা ছিল ৮,০২,৫০০। বর্তমানে ভারতে চিত্র-গৃহের সংখ্যা ২১৮৫টি এবং আসন সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজার নাম

আফগানিস্থান—মহম্মদ জাহির
আবিসিনিয়া—হাইলে সিলেসি
ইরাক—দ্বিতীয় ফৈজল
গ্রীস—প্রথম পল
জর্ডন—আবদুল্লা
জাপান—হিরোহিটো
ডেনমার্ক—নবম ফ্রেডারিক
নরওয়ে—সপ্তম হাকন
নেদারল্যাণ্ড—রাণী জুলিয়ানা
বৃটেন—ষষ্ঠ জর্জ
বেলজিয়াম—তৃতীয় লিওপোল্ড
মিশর—ফারুক
লুক্সেমবার্গ—গ্র্যাণ্ড ডাচেস সার্লোট
সুইডেন—পঞ্চম গুস্টেভাস্
সৌদি-আরব—আবদেল আজিজ

বিভিন্ন রাষ্ট্রের বড়লাট

অস্ট্রেলিয়া—ডব্লিউ, জে, ম্যাককেল
ক্যানাডা—ভাইকাউণ্ট আলেকজাণ্ডার
দক্ষিণ আফ্রিকা—গিডিয়ন
" রডেসিয়া—জন কেনেডি
নিউজিল্যাণ্ড—বার্ণার্ড ফ্রেবার্গ
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড—গর্ডন ম্যাকডো[illegible]
পাকিস্থান—খাজা নাজিমুদ্দিন

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভাপতি

অস্ট্রিয়া—ডাঃ কার্ল রেনার
আইসল্যাণ্ড—ডাঃ জর্নসন
আর্জেন্টিনা—জোয়ান পেরন
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—হ্যারি ট্রুম্যান
আয়ার—সিয়েন ওকেলি
ইন্দোনেশিয়া—ডাঃ আই, আর, সুকর্ণ
ইস্রেল—ডাঃ চেম উইজম্যান্
ইটালী—সিনর ইনউডি
কলম্বিয়া—এম, ও, পেরেজ
চিলি—গোঞ্জালেজ ভিডেলো
চীন (কমিউনিষ্ট)—মাও সে তুং
চেকোশ্লোভাকিয়া—ক্লিমেণ্ট গট্‌ও[illegible]
জর্জিয়া—মলোটোভ
জুগোশ্লাভিয়া—ইভান রিবার
তুরস্ক—জেনারেল ইসমত ইনমু
প্যারাগুয়ে—জে, এ, জনজেলার
পোর্টুগ্যাল—জেনারেল কারমোন
পোল্যাণ্ড—বোলেসল বিরাট
ফিনল্যাণ্ড—প্যাসিকিভি
ফ্রান্স—ভি, অরিয়ল
বুলগেরিয়া—মিকো নেচেভ
ব্রহ্মদেশ—সাও সে থায়েক

ব্রাজিল—জেনারেল ই, দুত্রা	হাঙ্গারী—এ, জ্যাকাসিট্স
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ	সুইট্জারল্যাণ্ড—ডাঃ ইট্টার
রাশিয়া—নিকোলাই সভারনিক	স্পেন—জেনারেল ফ্রাঙ্কো

বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী

অষ্ট্রেলিয়া—আর, জি, মেঞ্জিস	নেদারল্যাণ্ড—উইলিয়ম্ ড্রিজ্
আইসল্যাণ্ড—এস, জে, স্টিফান্সন	নেপাল—পদ্ম সামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা
আফগানিস্থান—শা মামুদ	পাকিস্থান—লিয়াকৎ আলি খান
আলবেনিয়া - এনভার হক্সহা	পোর্টুগ্যাল—ডাঃ এণ্টোনিও স্তালজার
ইস্রায়েল—জন কষ্টেলো	পোল্যাণ্ড—জে, শিরাণকিউইজ্
ইতালী—সিনর গ্যাসপেরি	ফিনল্যাণ্ড—ফেগারহোম
ইন্দোচীন - ডাঃ হো চি মিন	বুলগেরিয়া—ভ্যাসিল কোলারভ্
ইন্দোনেশিয়া—ডাঃ মহম্মদ হাট্টা	ফ্রান্স—এম, বিডণ্ট
ইরাক—মুজাহি আমিন এল, বাপচাচী	বৃটেন—ক্লিমেণ্ট য়্যাট্লী
ইরাণ—এম, সৈদ মারাঘি	বেলজিয়াম—জি, ইসকেন্স
আইর আয়ারল্যাণ্ড বেসিল ব্রুক	ব্রহ্মদেশ—থা কিন নু
অষ্ট্রিয়া—রেগুলো গায়তান	ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
কানাডা—সেণ্ট লরেণ্ট	মিশর—মুস্তাফা নাহাশ পাশা
গ্রীস—থেমিস্টক্লস সফোলিশ	যুগোশ্লোভিয়া—মার্শাল টিটো
চীন (কমিউনিষ্ট)—চু এন লাই	রাশিয়া—জোসেফ স্ট্যালিন
চেকোশ্লোভাকিয়া—এ, জ্যাপ্যেটোকি	রুমানিয়া—পেট্রু গ্রোজা
জাপান—শিগেরু যোশিদা	শ্যাম—খোয়াং আভাইয়ু
ডেনমার্ক—হ্যান্স হেড্টফ্ট	সিংহল—ডি, এস, সেনানায়ক
তুর্ক—এম, পেকার	সুইডেন—টেগ আরল্যাণ্ডার
দক্ষিণ আফ্রিকা—ডাঃ ডি. মালান	সুইট্জারল্যাণ্ড—এন, এডল্যাণ্ডার
দক্ষিণ রডেসিয়া—জি, এম, হাগিন্স	হাঙ্গারী—ইষ্টভেন ডোবি
নরওয়ে—ই, গারহার্ডসেন	
নিউজিল্যাণ্ড—পিটার ফ্রেজার	

ভারত সরকার

রাষ্ট্রপতি—ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

(মাসিক বেতন ১০,০০০৲)

মন্ত্রী-সভার সদস্যবর্গ

(মাসিক বেতন—৩,০০০৲, ভাতা ৫০০৲)

১। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—প্রধান মন্ত্রী (পররাষ্ট্র, কমনওয়েল্‌থ সম্পর্ক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা)

২। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল—অবর প্রধান মন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র, বেতার ও তথ্য) ১, আওরঙ্গজেব রোড, নূতন দিল্লী।

৩। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (শিক্ষা) ১৯, আকবর রোড, নূতন দিল্লী।

৪। ডাঃ জন মাথাই (অর্থ) ২, কিং এডওয়ার্ড রোড "

৫। সর্দার বলদেব সিং (দেশরক্ষা) ১৭, তোগলক রোড "

৬। জগজীবন রাম (শ্রম) ৩, কুইন ভিক্টোরিয়া রোড "

৭। রফি আমেদ কিদোয়াই (যোগাযোগ ব্যবস্থা) ৬, কিং এডওয়ার্ড রোড, নূতন দিল্লী।

৮। রাজকুমারী অমৃত কাউর (স্বাস্থ্য) ২, উইলিংডন ক্রেসেণ্ট "

৯। ডাঃ বি. আর আম্বেদকর (আইন) ১, হার্ডিঞ্জ এভেন্যু, "

১০। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (শিল্প ও সরবরাহ) ৪, কিং এডওয়ার্ড রোড, "

১১। এন, ভি, গ্যাডগিল (কারখানা, খনি ও বৈদ্যুতিক শক্তি) ২৬, ফিরোজ শাহ রোড "

১২। ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী (বাণিজ্য) ৫, হেস্টিংস রোড "

১৩। এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার (রেলপথ ও যানবাহন) ৫, কুইন ভিক্টোরিয়া রোড, নূতন দিল্লী

১৪। জয়রামদাস দৌলতরাম (খাদ্য ও কৃষি) ১, ইয়র্ক প্লেস, "

১৫। মোহনলাল সাক্সেনা (সাহায্য ও পুনর্বসতি) ১৮, আকবর রোড

রাষ্ট্রের মন্ত্রীবর্গ (মিনিস্টার্‌স অব স্টেট)

১৬। সত্যনারায়ণ সিংহ (আইন সভা সম্পর্কীয়)

১৭। কে, শাস্তনম্ (যানবাহন) ৬, হেস্টিংস রোড, নূতন দিল্লী।

১৮। আর, আর, দিবাকর (তথ্য ও বেতার)

রাষ্ট্রের অবর-মন্ত্রীবর্গ (ডেপুটি মিনিস্টার্‌স অব স্টেট্)

১৯। খুরসেদ্‌লাল (যোগাযোগ) ৬, ফিরোজ শাহ রোড, নূতন দিল্লী

২০। সত্যনারায়ণ সিংহ (পররাষ্ট্র) ৩৩, " " " "

বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিবর্গ

রাষ্ট্র	প্রতিনিধি	ঠিকানা
রাষ্ট্রদূত (য়্যামব্যাস্যাডর)		
রাশিয়া	ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্	মস্কো
নেদারল্যাণ্ডস্	মোহন সিংহ মেটা	দি হেগ্
ইরাণ	সৈয়দ আলি জাহির	তেহেরাণ
নেপাল	সি, পি, এন, সিংহ	কাটামুণ্ডু
ফ্রান্স	এইচ, এস, মালিক	প্যারী
ব্রহ্মদেশ	ডাঃ এম, এ, রাউফ	রেঙ্গুণ
আফগানিস্থান	উইং কম্যাণ্ডার রূপচাঁদ	কাবুল
মিশর	ডাঃ এ, এ, এ, ফাইজি	কাইরো
তুরস্ক	দেওয়ান চমনলাল	আনকারা
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত	ওয়াশিংটন
ব্রেজিল	এম, আর, মাসানি	রায়ো ডি জেনিরো
চেকোশ্লোভাকিয়া	এন, রাঘবন	প্রেগ
ইন্দোনেশিয়া	ডাঃ পি, সুব্বরায়ণ	বাকর্তা
আর্জেণ্টাইন	জে, বি, তেম্বুগত্র	বুয়েনস এরিস

রাষ্ট্র	প্রতিনিধি	ঠিকানা
ইটালী	বি, আর, সেন	রোম
'হাই-কমিশনার'		
পাকিস্থান	ডাঃ সীতারাম	করাচী
সিংহল	ভি, ভি, গিরি	কলম্বো
ক্যানাডা	এস, কে, কৃপালিনী	অটোয়া
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন	লণ্ডন
অস্ট্রেলিয়া	প্রিন্স দিলীপ সিংজী	ক্যানবেরা
'ডেপুটি হাই-কমিশনার'		
পাকিস্থান	এম, কে, কৃপালনী	করাচী
"	ওয়াই, কে, পুরী	লাহোর
"	সন্তোষ কুমার বসু	ঢাকা
'অতিরিক্ত এনভয়'		
শ্যাম	ভগবত দয়াল	ব্যাঙ্কক
সুইটজারল্যাণ্ড	ডি, বি. দেশাই	বার্ণ
সুইডেন	আর, কে, নেহেরু	স্টকহোল্‌ম
পর্টুগ্যাল	পি, এ, মেনন	লিসবন
'কমিশনার'		
পূর্ব-আফ্রিকা	আপা বি, পন্থ	নাইরোবি
মরিসাস	ধরম যশ দেব	পোর্ট লুইস
ফিজি	এস, এ, ওয়েজ	সুভা
বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	সত্য চরণ	ত্রিনিদাদ
'এজেন্ট'		
মালয়	টি, ভি, রামকৃষ্ণ রাও	কুয়ালালামপুর
সিংহল	আই, পি, এম, মেনন	কাণ্ডি
'লিয়েজন মিশনের প্রধান'		
জাপান	বি, এন, চক্রবর্তী	টোকিও

রাষ্ট্র	প্রতিনিধি	ঠিকানা
মিলিটারী মিশনের প্রধান		
জার্মেনি	মেজর জেনারেল খুবচাঁদ	বার্লিন
'পলিটিক্যাল অফিসার'		
সিকিম	এইচ, দয়াল	গ্যাংটক্
'চার্জ-ডি-য়্যাফেয়ার্স'		
বেলজিয়াম	বি, এফ, তায়েবজী	ব্রাসেল্‌স
ইটালী	আর, এস, মানি	রোম
ব্রেজিল	আফতাব রাই	রায়ো ডি জেনিরো
তুরস্ক	মহম্মদ ইউনুস খাঁ	আনকারা
'রিপ্রেজেনটেটিভ'		
মালয়	জে, এ, থিভি	সিঙ্গাপুর
'কন্সাল জেনারেল'		
ব্যাটাভিয়া	এস, সি আলাগাপ্পা	
নিউ ইয়র্ক	আর, আর, সাক্সেনা	
ফরাসী ভারত	এস, কে, ব্যানার্জী	পণ্ডিচেরী
খাসগড়	আর, ডি, সাথে	
'কন্সাল'		
সৌদি আরব	আবদুল মাজিদ খান	গোয়া
পর্তুগীজ ভারত	এ, এন, মেটা	জেড্ডা
দক্ষিণ শ্যাম	এস, আর আয়ার	ব্যাঙ্কক
ইন্দোচীন	এফ, এম, ডি-মেলো কামাথ	সাইগন

'ভাইস-কন্সাল'

ফিলিপাইন্‌স—(ম্যানিলা)-ডাঃ টি, কি, মেনন

জাহিদান—এ, টি, উইলসন সুমাত্রা (মেডান)—গোপালদাস শেঠ

আফগানিস্থান (জালালাবাদ) - নরীন্দ্রনাথ

" (কান্দাহার)—রামচাঁদ কালরা

ইন্দোনেশিয়া (মেদান)—সন্তোক সিং

বিদেশে ভারতের বাণিজ্যদূত

নিউইয়র্ক—এস, কে, কৃপালনী—630 Fifth Avenue, New York NY.

টরন্টো—এম, আর, আহুজা.—Royal Bank Building, Toronto, Canada

বুয়েনস এয়রিস—কে, আর, মুদি—Avenida Roque Saenz Pena 628, Buenos. Aires, Argentine

প্যারিস—এস, এস, বাজপাই—31, Rue dela Baume, Paris VIII, France

আলেকজান্দ্রিয়া—জৈ, রহিম—Al Bassir Building, No. 5 Rue Adib Bey Issac, Avenue de la Reine Nazli, Alexandria, Egypt

মোম্বাসা—সর্দার সাহেব সন্তু সিং—"Africa House", Kilindini Road, Post Box No. 614, Mombasa (Kenya Colony)

সিড্‌নি—আর, আর, সাক্সেনা—Prudential Building, Martin Palace, Sydney, Australia

কলম্বো—আর. কে, ট্যাণ্ডন—"Australia Building" Fort, Colombo, Ceylon.

তেহরাণ—মেজর এম, হাসান—Ghomshai Building, Avenue Ferdowsi, Tehran, Persia.

ভারতে বিদেশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ

রাষ্ট্র	প্রতিনিধি	ঠিকানা
রাষ্ট্রদূত (য়্যামব্যাসাডর)		
বেলজিয়াম	প্রিন্স ডি লিগনে	24 Harding Avenue, New Delhi
ফ্রান্স	ড্যানিয়েল লেভি	16 „ „ „ „
আফগানিস্থান	সর্দার নাজিবুল্লা খান	23 Aurangzeb Road, „ „
চেকোস্লোভাকিয়া	ডাঃ বহুস্লাভ ক্রাটোচিল	24 „ „ „ „
শ্যাম	লং ফ্রিনিট একসন	15 „ „ „ „
ইন্দোনেশিয়া		14 „ „ „ „
নেদারল্যাণ্ড	এ, টি. ল্যাম্পিং	10 „ „ „ „
তুরস্ক	এম, আলি তুর্কগেল্ডি	Maiden's Hotel, Delhi
মিশর	উসমাইল কামাল বে	„ „ „
পোর্টুগাল	ডাঃ ভাসো কারা গার্ম	„ „ „
ব্রহ্মদেশ	স্যার মং গী	40 Ratendane Rd, New Delhi
চীন	ডাঃ লো চিয়া লুয়েন	India House, Lytton Rd „
নরওয়ে	জেন্স শিভ	Cecil Hotel, Delhi
সুইডেন	গানার ভ্যালক্রিড আরিং	„ „ „
ইরাণ	মুসা নৌরী ইসিনডিয়ারি	4 Albuquerque Rd, New Delhi
নেপাল	স্যার সিং শামসের জং বাহাদুর রাণা	12 Barakhamba „ „ „
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	লয় হেণ্ডারসন	Bahawalpur House

রাষ্ট্র	প্রতিনিধি	ঠিকানা
রাশিয়া	কিরিল ভ্যাসিলেভিচ্ নভিকভ্	Travancore House, New Delhi
ইটালী	সিডনি প্রিনা রিকট্টি	17 York Road „ „
সুইট্জারল্যাণ্ড	ডাঃ আর্মিন ডেনিকার	Connaught Place „ „
ব্রেজিল	জোস কক্রেন ডি-য়্যালেঙ্কার	Imperial Hotel „ „
আর্জেন্টাইন	ডাঃ ওসকার ট্যাসেরেট	
চার্জ-ডি-য়্যাফেয়ার্স		
অষ্ট্রিয়া		Cecil Hotel, Delhi
চিলি	ডাঃ জোয়ান মারিন	Constitution House New Delhi
হাই-কমিশনার		
অষ্ট্রেলিয়া	এইচ, আর, গোলান	Connaught Place „ „
ক্যানাডা	ডব্লিউ, এফ, চ্যাপম্যান	4 Aurangzeb Rd, „ „
সিংহল	সি, কুমারস্বামী	Scindia House, Queen's „
পাকিস্থান	খান বাহাদুর মহম্মদ ইসমাইল	Sher Shah Rd Mess „ „
বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র	জেনারল স্যার আর্চিবল্ড নাই	6 Albuquerque Rd, „ „
মিনিষ্টার		
ইরাক	মহম্মদ সালিম আলি-বাধি	123 Imperial Hotel, „ „
ফিনল্যাণ্ড	হিউগো ভ্যালভ্যান	Maiden's Hotel, Deihi

ভারত সরকারের

বিভিন্ন বিভাগের সচিব বর্গ (সেক্রেটারী)

পররাষ্ট্র —গিরিজাশঙ্কর বাজপাই (সেক্রেটারী-জেনারেল)
কে, পি, এস, মেনন (সেক্রেটারী)

বৈজ্ঞানিক গবেষণা—ডাঃ এস, এস, ভাটনগর

স্বাস্থ্য --পি, মাধব, মেনন (জয়েণ্ট-সেক্রেটারী)

আইন—কে, ভি, কে, সুন্দরম্

শিল্প ও সরবরাহ—এস, এ, ভেঙ্কাটারমণ

কারখানা, খনি ও বিদ্যুৎ -বি, কে, গোখেল

বাণিজ্য— সি, সি, দেশাই

তথ্য ও বেতার—পি, সি, চৌধুরী

স্বরাষ্ট্র - এইচ, ভি আর আয়েঙ্গার

অর্থ—কে, আর, কে মেনন

যোগাযোগ—ভি, কে, আর, মেনন

যানবাহন—ওয়াই, এন, শুকুস্কর

কৃষি—কে, এল, পাঞ্জাবি

রাষ্ট্র—ভি, পি, মেনন

শিক্ষা—ডাঃ তারাচাঁদ

দেশরক্ষা—এইচ, এম, প্যাটেল

শ্রম—এস, লাল

খাদ্য—আর, এল, গুপ্ত

পুনর্বসতি—সি, এন, চন্দ্র

যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক সার্ভিস কমিশন

সভাপতি—আর, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় ; সদস্যবর্গ—যাবাদ হোসেন ; জি, সি, চট্টোপাধ্যায় ; ডাঃ জ্যাকেরিয়া ; ডাঃ আর, এম, রায় (সেক্রেটারী)

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ

প্রধান বিচারপতি—শ্রীহীরালাল কানিয়া

অন্যান্য বিচারপতিগণ—স্যার সৈয়দ ফজল আলী ; এম, পতঞ্জলি শাস্ত্রী ; মেহের চাঁদ মহাজন ; বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় ও সুধীরঞ্জন দাস।

ভারতীয় পার্লামেণ্ট

স্পিকার—জি, ভি, মবলঙ্কার

ডেপুটি স্পিকার—অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার

সদস্যবর্গ

পশ্চিমবঙ্গ—

ডাঃ মনোমোহন দাস; অরুণচন্দ্র গুহ; মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র; সতীশচন্দ্র সামন্ত; বসন্তকুমার দাস; সুরেশচন্দ্র মজুমদার; শ্রীমতী রেণুকা রায়; উপেন্দ্রনাথ বর্মণ; প্রভুদয়াল হিমৎসিংকা; ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়; সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ; ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; আর বাহাদুর গুরুং; আর, এ, ম্যাসি; ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, রাঘিব আসান; সৈয়দ নোসের আলি, নাজিরুদ্দিন আমেদ; আবদুল হামিদ; স্যার আবদুল হালিম গজনভী।

উত্তরপ্রদেশ—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু; স্যার সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ; আচার্য জে, বি, কৃপালনী; কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা; সর্দার যোগেন্দ্র সিং; শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী; মোহনলাল গৌতম; শ্রীমতী উমা নেহেরু; শ্রীমতী কমলা চৌধুরী; ধরম প্রকাশ; সুন্দর লাল, দামোদর স্বরূপ শেঠ; পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য, ডাঃ জন মাথাই; বালকৃষ্ণ শর্মা; মোহনলাল শকসেনা; দেবীদত্ত পন্থ; সোহনলাল; হরিহরনাথ শাস্ত্রী; শিব্বনলাল শকসেনা; অজিত প্রসাদ জৈন; ফিরোজ গান্ধী; ইন্দ্র বাচস্পতি; ডাঃ আর, এন, সিং; ডাঃ কে, কে ভট্টাচার্য; গোপিনাথ সিং; কিষণ চাঁদ; মুনেশ্বর দত্ত উপাধ্যায়; লক্ষ্মীশঙ্কর যাদব; বেণী সিং; শিউচরণ লাল; চৌধুরী মুক্তার সিং, সরযূপ্রসাদ মিশ্র; নেমিশরণ জৈন; কৃষ্ণচাঁদ রায়; ত্রিভুবন সিং; বলদেব সিং আর্য; নরদেও শাস্ত্রী; কানাইলাল বাল্মিকী; ডাঃ বি, ভি, কেশকার; পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু; খুরসেদ লাল; যশপৎ রায় কাপুর; মহাবীর ত্যাগী; স্যার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব,

স্যার পদমপত সিংহনিয়া ; সতীশ চন্দ্র ; কর্ণেল বি, এইচ, জহিদি ; নবাব মহম্মদ ইসমাইল খান ; আবুল কালাম আজাদ ; রফি আমেদ কিদোয়াই ; এম, কে, কাজমী ; ডাঃ জাকির হোসেন ; হাফিজর রহমান ; সাদিক আলি ।

বিহার

সত্যনারায়ণ সিংহ ; সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ; রামনারায়ণ সিংহ ; রামসুভগ সিং ; আধেশ্বরপ্রসাদ সিংহ ; বলিয়াম ভগত ; বিপিনবিহারী বর্মা ; ব্রজেশ্বর প্রসাদ ; বানোয়ারীলাল ঝুনঝুনওয়ালা ; সি. এইচ ভাবা ; ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ; অধ্যাপক কে, টি. শাহ ; ব্রজকিশোর প্রসাদ সিংহ ; খুদিরাম মাহাতো ; কৈলাসপতি সিংহ ; ডাঃ পি. কে. সেন ; মথুরাপ্রসাদ মিশ্র ; জগজীবন রাম ; ফণিগোপাল সেন ; শ্রীনারায়ণ দাস ; পি. সি. বড়ুয়া ; রামরাজ জাজারে ; শ্যামনন্দন মিশ্র ; শ্যামনন্দন সহায় ; টি. ভরাওন ; রাম সিংহ ; দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ স্যার কমলেশ্বর সিংহ ; জয়পাল সিং ; ভোলা রাউথ ; চন্দ্রিকারাম ; রামধনি দাস ; জ্ঞানিরাম ; হোসেন ইমাম ; তাজামল হোসেন, মহম্মদ ; ইব্রাহিম আনসারি ; খাজা এনায়েতুল্লা ; শেখ মহিউদ্দিন ।

মাদ্রাজ

আর. কে. সম্মুখম্ চেট্টি ; ডাঃ বি, পট্টভি সীতারামিয়া ; এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ; স্যার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার ; এম, অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার ; ববিবলীর রাজা ; শ্রীমতী অমু স্বামীনাথন ; রামনাথ গোয়েঙ্কা ; টি. টি. কৃষ্ণমাচারী ; ডাঃ পি. সুব্বানারায়ণ ; এন. জি. রঙ্গ ; এ. কে. মেনন ; এম. ভি, গঙ্গাধর শিব ; পি, বি, রেড্ডি ; কে. শান্তনম্ ; বি, শিবরাও ; এস. এইচ. প্রেটার ; ইউ, শ্রীনিবাস মাল্লায়া ; এম. সি. বীরবাহু পিল্লাই ; রেভারেণ্ড জে, ডি-সুজা ; শ্রীমতী দাক্ষায়ণী ভেলায়ুধন ; পি, রঙ্গ, রেড্ডি ; ভি. নাদিমুথু পিল্লাই ; ভি, এস, শিবপ্রকাশম্ ; ই, এম, মুলক্তি ; টি. এ. রামলিঙ্গম চেট্টিয়ার

ভি. সি. কেশবরাও ; সি. সুব্রাহ্মণ্যম্ ; ও. ভি. আলাগেসন ; এল. কৃষ্ণস্বামী ভারতী ; শ্রীমতী জি. দুর্গাবাঈ ; ডাঃ ভি. সুব্রাহ্মণ্যম্ ; এম. সত্যনারায়ণ ; এম. থিরুমল রাও ; এ, জোসেফ ; ডি, সঞ্জিভায় ; ভি, কে, রেড্ডি , ভি. জে, গুপ্ত ; পি, কোদণ্ড রামায়া ; শেখ গলিব সাহেব ; পি, এম, এ, নায়কর ; এস, রামস্বামী নাইডু ; আর, কনকাসাভাই ; টি, এম, কালিয়ন্নন ; আর, ভেঙ্কাটরমণ ; ভি, এম, ওবেদুল্লা ; এস, কে, আমেদ মিরাণ ; এ, এম, রঙ্গস্বামী ; ভি, রামাইয়া ।

উড়িষ্যা

পার্লাকিমেদির রাজা ; বিশ্বনাথ দাস , জগন্নাথ দাস ; জগন্নাথ মিশ্র ; বি. দাস ; নন্দকিশোর দাস ; রাজকৃষ্ণ বসু ; বিজয়কুমার পানি ; মতিলাল পণ্ডিত ; মহম্মদ হানিফ , মহেশ্বর নায়েক ; এন, মাধব রাও ; আর, বি, লালারাজ কানোয়ার ; শারঙ্গধর দাস ; যুধিষ্ঠির মিশ্র ।

আসাম

রোহিণীকুমার চৌধুরী, দেবকান্ত বড়ুয়া , কুলধর চালিহা , সুরেন্দ্রনাথ বরাগোহেন , মহেন্দ্র হাজারিকা , যোগেন্দ্র হাজারিকা , সৈয়দ আবদুর রৌফ , ফৈয়জ নুর আলি , ওয়াজেদ আলি ।

বোম্বাই

সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল , শঙ্কররাও দেও , মিনু মাসানি , কানাই লাল নানাভাই দেশাই , আর আর, দিবাকর , নারায় বিষ্ণু গ্যাডগিল , কে. এম. জেধ , জি. ভি. মবলঙ্কর, শ্রীমতী জয়শ্রী রাইজী , ডি, পি, কর্মকার , শ্রীমতী এস. নিজলিঙ্গাপ্পা . এস, কে, পাতিল , এইচ. জি. মুদগল , জোয়াচিম আলভা , এম, সি, শাহ , বি, এস হিরে , টি, আর দেওগিরিকর ; টি. এইচ. সোনাভানে ; রত্নাপ্পা কুম্ভর ; খান্দুভাই দেশাই কে. এম. মুন্সি, ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর, রসুল খান হোসেন খান পাঠান, এম, ওয়াই নুরী, দরবার গোপালদাস দেশাই, চুনলাল পি, শাহ বালসাহেব খারেকর ; শ্যামলাল দাস গান্ধী , এক, কোঠাবালী, বিনায়ক রাও, বৈদ্য, বি, এন, মুনিভ্রাবাল, গোকুল ভাই, দৌলতরাম ভাট ।

পাঞ্জাব

জয়রামদাস দৌলতরাম, লালা অচিন্তরাম, মাষ্টার নন্দলাল, ডাঃ বক্সী টেকচাঁদ, চৌধুরী রণবীর সিং, পণ্ডিত ঠাকুর দাস ভার্গব, অধ্যাপক যশোবন্ত রায়, বিক্রমলাল সোন্ধি, সর্দার বলদেব সিং গিয়ানী গুরমুগ সিং মুসাফির, সর্দার হুকুম সিং, সর্দার ভোপিন্দর সিং খান, সুফি আবদুল হামিদ খান, দাউদ গজতভি, চৌধুরী মহম্মদ হাসান. এস, এম, ইলাহি।

মধ্যপ্রদেশ

অম্বিকাচরণ শুকলা, বাবুলাল তেওয়ারী ডাঃ রঘুবীর, রাজকুমারী অমৃত কাউর, ভানু প্রতাপ সিং, এম, এস, কানোয়ার, শেঠ গোবিন্দ দাস, পি, এস, খাপার্দে, রেশমলাল জাঙ্গরে, এইচ, ভি, কামাথ, ব্রিজলাল এন, বিয়ানী, ডাঃ পি, এস, দেশমুখ, এল, এস, ভাটকর, ফ্রাঙ্ক এণ্টনী, আবুল হাসান শেখ গুলাব, আর, এল, মালব্য, কিশোরী মোহন ত্রিপাঠি, রমাপ্রসাদ পোতাই।

দিল্লী	কুর্গ	আজমীর মাড়বার
দেশবন্ধু গুপ্ত।	সি এম. পুনাচা।	মুকুট বিহারীলাল ভার্গব।

মহীশুর

এম, ভি, রমারাও, এইচ, এস, রুদ্রাপ্পা, জি, আর, ই, নাইডু, এম, শঙ্করিয়া, জি, এ, টি, গাওদা, কে, হনুমান থায়া ও টি, চান্নিয়া।

রাজস্থান

মাণিক্যলাল বর্মা, গোকুললাল আসভ, স্যার ভি, টি, কৃষ্ণমাচারী, পণ্ডিত হীরালাল শাস্ত্রী ও কেন্দ্রীয় রাজা সর্দার সিংজী বাহাদুর, পি, এস, রাও, জয়নারায়ণ ব্যাস, রাও বাহাদুর কানোয়ার যশোবন্ত সিংজী, বলবন্ত সিং মেটা, লেঃ কর্নেল কানোয়ার দালাল সিং।

সৌরাষ্ট্র

বলবন্ত রায় গোপালজী মেটা, জয়সুখলাল হাতী, অমৃতলাল ভিঠলদাস ঠক্কর, চিমনলাল চাকুভাই সাহ, জেনারল হিমতসিঞ্জি, নরেন্দ্র নাথানী।

মধ্য ভারত

ভি. এস. সারভাতে, লেঃ কর্নেল ব্রিজলাল নারায়ণ, গোপিকৃষ্ণ বিজয়ভার্গ্য, কালুরাম ভিরুলকর, রাধাবল্লভ বিজয় ভার্গ্য, সীতারাম এস, জাজু।

পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব

সর্দার রণদেব সিংহ।

(২ আসন শূন্য)

কচ্ছ

গুলাবশঙ্কর, ভবনজি অর্জন খিমজি।

বিন্ধ্য প্রদেশ

ক্যাপ্টেন অভদেশ প্রসাদ সিং, শম্ভুনাথ শুক্ল, পণ্ডিত রাম সহায় তেওয়ারী, মান্নুলালজী দ্বিবেদী।

সিকিম—হিম্মৎ সিং কে, মহেশ্বরী।

ত্রিপুরা-মণিপুর-খাসী—গিরিজাশঙ্কর গুহ।

হিমাচল প্রদেশ—ডাঃ ওয়াই, এস, পারমর।

অন্যান্য—ঠাকুর কৃষ্ণ সিং।

হায়দ্রাবাদ—(আসন শূন্য)

জম্মু ও কাশ্মীর

শেখ মহম্মদ আবদুল্লা; মির্জা মহম্মদ আফজল বেগ; মৌলানা মহম্মদ সৈয়দ মাসুদি; মোতিরাম বইগ্রা।

ত্রিবাঙ্কুর কোচিন

সি, আর, ইয়ুন্নি; এস, শিবন পিল্লাই; পি, কে, লক্ষণন্; আমেদ উন্নি; কে, এ, দামোদর মেনন; এন, আলেক্সাণ্ডার; আর, ভেলায়ধন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রসমূহ

২৮টি বিভিন্ন রাষ্ট্র লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। আয়তন ১২, ২০,০৯৯ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা---৩৫ কোটি ৬৩ লক্ষ। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য---ধান, গম জোয়ার, বাজরা, পাট, কার্পাস, চা, ভুট্টা, রবার তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সরিষা, কফি, লৌহ, ক্রোনিয়াম, তামা, অভ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, ম্যাঙ্গানিজ্, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি। রাজধানী – নূতন দিল্লী। ভারতের নূতন শাসন তন্ত্রে রাষ্ট্রগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে---

(ক) গভর্ণর-শাসিত রাষ্ট্র ; গভর্ণর মন্ত্রীমণ্ডলী ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে লইয়া শাসন কার্য চালিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বোম্বাই, বিহার, মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত

(খ) এক বা একাধিক দেশীয় রাজ্যের সম্মিলনে এই রাষ্ট্রগুলি গঠিত। গভর্ণরের স্থলে রাজপ্রমুখ, মন্ত্রী মণ্ডলী ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে লইয়া শাসন কার্য চালিত হইবে। হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব, মধ্যভারত, সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) পূর্বের চীফ্-কমিশনারের প্রদেশগুলি এবং এখন যে সকল দেশীয় রাজ্যের শাসনভার চীফ কমিশনারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে তাহা এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। চীফ কমিশনারের প্রতিনিধিত্বে যুক্ত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই সকল রাষ্ট্র শাসিত হইবে। বিন্ধ্যপ্রদেশ, আজমীড়, বিলাসপুর, ভুপাল, দিল্লী, কুর্গ, কচ্ছ হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা ও মণিপুর এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) পূর্বোক্ত পর্যায়গুলিতে উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকাগুলি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা-নুসারে চীফ-কমিশনার বা অন্য প্রতিনিধির দ্বারা এই রাষ্ট্রগুলি শাসিত হইবে। আন্দামান নিকোবর এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

১। পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান বিভাগের সমগ্র অংশ; ২৪ পরগণা; মুর্শিদাবাদ; দার্জিলিং; তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ এবং পাঠগ্রাম থানা ব্যতীত সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা, দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ, ইতাহার, বংশীহরি, কোসমান্দি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ থানা এবং রেল লাইনের পশ্চিমে বালুরঘাট থানার অংশ বিশেষ, গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ এবং ভুলাঘাট ব্যতীত সমগ্র মালদহ জেলা; খোকসা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, আমডাঙ্গা, ভেড়ামারা গাবনী, ধর্মদা, চুয়াডাঙ্গা জীবননগর, মেহেরপুর থানা এবং মাথাভাঙ্গা নদের পূর্ব দিক পর্যন্ত দৌলতপুর থানার অংশবিশেষ ব্যতীত নদীয়া জেলা, যশোহর জেলার বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা—ইহা লইয়াই ১৯৪৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠিত হইল।

দিনাজপুর জেলার যে দশটি থানা পশ্চিম বাংলার অংশীভূত হইল সেগুলি লইয়া পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠিত হইল এবং সদর মহকুমা হইল বালুরঘাট। নদীয়ার যে ১৩টি থানা পশ্চিম বাংলায় পড়িয়াছে উহা লইয়া নবদ্বীপ (বর্তমানে নদীয়া) জেলা গঠিত হইল—সদর মহকুমা রহিল কৃষ্ণনগর। যশোহর জেলার বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইল। মালদহ জেলার ১০টি থানা লইয়া নূতন মালদহ জেলা গঠিত হইল। ইহার সদর হইল ইংরাজবাজার।

১৯৫০ খৃঃ ১ জানুয়ারী হইতে কুচবিহার রাজ্য পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং শাসন ব্যবস্থায় ইহা একটি নূতন জেলারূপে গণ্য হইল। (জেলা ও মহকুমা—৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পশ্চিম বাংলার রাজধানী—কলিকাতা।

নবগঠিত পশ্চিম বাংলার আয়তন ২৯,৩৫১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২, ১৮, ৩৬, ৫৫১।

রাজ্য-পাল ঃ—ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু

মন্ত্রীমণ্ডলী ঃ—

১। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও শরণার্থী পুনর্বাসন) ৩৬ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা।

২। নলিন রঞ্জন সরকার (অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প) ২৩৭ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৩। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (শিক্ষা) মুন্সী হাউস, বরাহনগর।

৪। প্রফুল্লচন্দ্র সেন (খাদ্য, সমবায় ও ঋণ, সাহায্য ও পুনর্বাসন, কৃষি ও পশুচিকিৎসা) ২৩৪।৪ লোয়ার সার্কুলার রোড (৩য় তলা) কলিকাতা।

৫। যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা (স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন) ৮সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিমলচন্দ্র সিংহ (পূর্ত, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব) পাইকপাড়া রাজবাটী।

৭। নিকুঞ্জবিহারী মাইতি (সরবরাহ) পি-১৪ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (বিচার আইন) ৭ মে ফেয়ার রোড, কলিকাতা।

৯। কালীপদ মুখোপাধ্যায় (শ্রম) ১৬ গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০। ভুপতি মজুমদার (সেচ ও জলপথ) ২৩৪।৫ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১১। হেমচন্দ্র নস্কর (কৃষি, বন ও মৎস্য) ৭২ বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা।

১২। শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ (আবকারি) ১৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পরিষদ-সচিববর্গ—সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পুলিশ ও জেল); নিশাপতি মাঝি (খাদ্য, সমবায়, সাহায্য, পুনর্বাসন); রজনীকান্ত প্রামাণিক (কৃষি ও পশুচিকিৎসা); কানাইলাল দাস (স্থানীয় স্বায়ত্ত-

শাসন); কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল (বন ও মৎস্য); হরেন্দ্রনাথ দলুই (পূর্ত) বঙ্কুবিহারী মণ্ডল (শ্রম); অর্ধেন্দুশেখর নস্কর (বাণিজ্য ও শিল্প)।

চীফ্-হুইপ—ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ

সাধারণ আসন :—(১) হেমন্ত কুমার বসু (কলিকাতা উত্তর); (২) কালীপদ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা পূর্ব); (৩) ঈশ্বরদাস জালান (কলিকাতা পশ্চিম); (৪) বসন্তলাল মুরারকা (কলিকাতা মধ্য); (৫) জে, সি, গুপ্ত (দক্ষিণ কলিকাতা – মধ্য); (৬) পদ শূন্য (কলিকাতা দক্ষিণ); (৭) ভূপতি মজুমদার (হুগলী-হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি); (৮) নিকুঞ্জবিহারী মাইতি (বর্ধমান বিভাগ উত্তর মিউনিসিপ্যালিটি), (৯) বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী (২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যালিটি); (১০) সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (উত্তর জেলাসমূহ মিউনিসিপ্যালিটি); (১১) যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (বর্ধমান—মধ্য); (১২) অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল (বর্ধমান—উত্তর পশ্চিম); (১৩) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (বীরভূম); (১৪) কানাইলাল দে (বাঁকুড়া-পশ্চিম); (১৫) কমলকৃষ্ণ রায় (বাঁকুড়া-পূর্ব); (১৬) চারুচন্দ্র মহান্তি (মেদিনীপুর-মধ্য); (১৭) অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী (ঝাড়গ্রাম-ঘাঁটাল); (১৮) রজনীকান্ত প্রামাণিক (মেদিনীপুর পূর্ব ; (১৯) প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর-দক্ষিণ-পশ্চিম); (২০) ঈশ্বর চন্দ্র মাল (মেদিনীপুর-দক্ষিণ-পূর্ব); (২১) ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (হুগলী-উত্তর পূর্ব); (২২) সুকুমার দত্ত (হুগলী—দক্ষিণ-পশ্চিম); (২৩) সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া); (২৪) বিমলচন্দ্র সিংহ (২৪ পরগণা—দক্ষিণ-পূর্ব); (২৫) চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী (২৪ পরগণা—উত্তর পশ্চিম); (২৬) হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া); (২৭) শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (মুর্শিদাবাদ); (২৮) পদ শূন্য

(পশ্চিম-দিনাজপুর-মালদহ); (২৯) খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (জলপাইগুড়ি—শিলিগুড়ি), (৩০) শিওকুমার রায় (দার্জ্জিলিং);

সাধারণ আসন ঃ—(তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত)—(৩১) কানাইলাল দাস (বর্ধমান-মধ্য); (৩২) বঙ্কুবিহারী মণ্ডল (বর্ধমান—উত্তর-পশ্চিম); (৩৩) নিশাপতি মাঝি (বীরভূম); (৩৪) আশুতোষ মল্লিক (বাঁকুড়া পশ্চিম); (৩৫) কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল (মেদিনীপুর মধ্য); (৩৬) হরেন্দ্রনাথ দলুই (ঝাড়গ্রাম ঘাটাল); (৩৭) রাধানাথ দাস (হুগলী—উত্তর-পূর্ব). (৩৮) অরবিন্দ গায়েন (হাওড়া; (৩৯) হেমচন্দ্র নস্কর (২৪ পরগণা-দক্ষিণ-পূর্ব); (৪০) অর্ধেন্দুশেখর নস্কর (২৪ পরগণা—উত্তর-পশ্চিম); (৪১) কুবেরচাঁদ হালদার (মুর্শিদাবাদ), (৪২) শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ (পশ্চিম-দিনাজপুর-মালদহ), (৪৩) পদ শূন্য (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি); (৪৪) যজ্ঞেশ্বর রায় (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি)।

মুসলমান আসন—

(৪৫) শেখ মহম্মদ রফিক (কলিকাতা উত্তর); (৪৬) সামসুল হক (কলিকাতা দক্ষিণ); (৪৭) পদ শূন্য (হুগলী-হাওড়া মিউনিসিপ্যাল) (৪৮) মহম্মদ কুমরুদ্দিন (বারাকপুর মিউনিসিপ্যাল); (৪৯) এস, এম আবদুল্লা (২৪-পরগণা মিউনিসিপ্যাল); (৫০) আবদুল হাসেম (বর্ধমান); (৫১) মুদসির হোসেন; (৫২) ডাঃ সৈয়দ মহম্মদ সিদ্দিকী (বাঁকুড়া): (৫৩) সিরাজুদ্দিন আমেদ (মেদিনীপুর); (৫৪) আবদুল ওয়াহেদ সবকার (হুগলী); (৫৫) মহম্মদ ইদ্রিস (হাওড়া); (৫৬) জসিমুদ্দিন আমেদ (২৪ পরগণা দক্ষিণ); (৫৭) পদ শূন্য (২৪ পরগণা মধ্য); (৫৮) পদ শূন্য (২৪ পরগণা—দক্ষিণ পূর্ব); (৫৯) মোল্লা মহম্মদ আবদুল হালিম (নদীয়া); (৬০) মহম্মদ খুদা বক্স (বহরমপুর); (৬১) সাহেবজাদা কাওয়ান ঝা সৈদ কাজিম আলি মীর্জা (মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ পশ্চিম); (৬২) সৈয়দ বদরুদ্দুজা (জঙ্গীপুর); (৬৩) গোলাম

হামিদুর রহমান (পশ্চিম দিনাজপুর); (৬৪) মহম্মদ সৈয়দ মিঞা (মালদহ); (৬৫) মুশারফ হোসেন (জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং)।

মহিলা আসন—সাধারণ সহর (৬৬) শ্রীমতী বীণা ভৌমিক (কলিকাতা সাধারণ); মুসলমান সহর—(৬৭) হুসেনারা বেগম (কলিকাতা মুসলমান). য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান—(৬৮) মিসেস্ এড্‌না মে রিকেট্‌স (য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান)।

য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান আসন—(৬৯) এল, আর, পেণ্টনি; (৭০) আর, ই, প্ল্যাটেল; (৭১) জি, সি, ডি, উইল্‌কস।

ভারতীয় খৃস্টান আসন—

(৭২) ড্যানিয়েল গোমেস (কলিকাতা-প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

ব্যবসা ও শিল্প আসন—

(৭৩) জে, আর, ওয়াকার (বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স); (৭৪) সি ক্লার্ক (কলিকাতা ট্রেড্ য়্যাশোশিয়েশন, ইণ্ডিয়ান জুট মিল্‌স য়্যাশোশিয়েশন, ইণ্ডিয়ান টী য়্যাশোশিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান মাইনিং য়্যাশোশিয়েশন); (৭৫) এ, কে ঘোষ (বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স); (৭৬) বিমল কুমার ঘোষ (ঐ); (৭৭) পি, নলিনীরঞ্জন সরকার (ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স); (৭৮) আনন্দী লাল পোদ্দার (মাড়োয়ারী য়্যাশোশিয়েশন), (৭৯) আবদার রহমান সিদ্দিকী (মুসলিম চেম্বার অব্ কমার্স);

জমিদার আসন—

(৮০) মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহাতাপ (বর্ধমান); (৮১) শ্রীশচন্দ্র নন্দী (প্রেসিডেন্সি)।

শ্রমিক আসন—

ট্রেড ইউনিয়ন—(৮২) জ্যোতি বসু (রেলওয়ে); (৮৩) পদ শৃঙ্গ (জল-যানবাহন); কারখানা ও কয়লা খনি—(৮৪) ডাঃ সুরেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা ও সহরতলী) ; (৮৫) নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (বারাকপুর) ; (৮৬) শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া) ; (৮৭) এ, এম, এ, জামান (হুগলী-শ্রীরামপুর) ; (৮৮) দেবেন্দ্রনাথ সেন (কয়লা খনি, চা-বাগান ; (৮৯) রতনলাল ব্রাহ্মণ (দার্জিলিং সদর) ।

বিশ্ববিদ্যালয় আসন—

(৯০) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ।

কুচবিহার—(৯১) সতীশচন্দ্র সিংহ রায় সরকার ; (৯২) উমেশচন্দ্র মণ্ডল ।

পরিষদের স্পীকার—ঈশ্বরদাস জালান ।

পরিষদের ডেপুটি স্পীকার—আশুতোষ মল্লিক ।

২। আসাম

আয়তন ৫০,২১০ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৭৪,০৪,০৮৪ ; ব্যবহৃত ভাষা—বাঙলা, পাহাড়ী ও অসমীয়া। রাজধানী শিলং। অন্যান্য বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে গৌহাটি, ডিব্রুগড়, ধুবড়ি উল্লেখযোগ্য। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, চা, কেরোসিন তৈল, পেট্রোল।

জেলাসমূহ :—কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, নাগা পাহাড়, লুসিয়া পাহাড়, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারাং, নওগাঁ, শিবসাগর, লখিমপুর ও গারোপাহাড়।

রাজ্য-পাল :—শ্রীপ্রকাশ।

মন্ত্রীমণ্ডলী :—গোপীনাথ বরদলৈ (প্রধান মন্ত্রী—শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও পরিবহন); বিষ্ণুরাম মেধী (অর্থ, আইন, রাজস্ব, সাহায্য ও পুনর্বাসন) ; মহম্মদ আবদুল মতলিব মজুমদার (স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, কৃষি ও পশু চিকিৎসা) ; রেঃ জে, জে, এম, নিকলস রায় (পূর্ত) ; রামনাথ দাস (চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ) ; রূপনাথ ব্রহ্ম (বিচার, বন ও

রেজিস্ট্রেশন); অমিয়কুমার দাস (খাদ্য, শ্রম ও সরবরাহ); মৌলানা মহম্মদ তায়েবুল্লা (আবকারি, প্রচার ও কারা)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—দবেশ্বর শর্মা।

৩। বিহার

আয়তন ৭০৩৬৮ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৩,৭৭,৪১,০০০; ব্যবহৃত ভাষা—হিন্দী ও বাংলা। রাজধানী—পাটনা। অন্যান্য বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে ভাগলপুর, রাঁচি, জামসেদপুর, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, গয়া উল্লেখযোগ্য। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, যব, ধান, তামাক, ইক্ষু। ভারতের শতকরা নব্বুই ভাগ কয়লা বিহারের মধ্যে পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর অর্ধেকভাগ অভ্র বিহার সরবরাহ করে। ভারতের সর্ববৃহৎ লৌহ-কারখানা জামসেদপুরে অবস্থিত।

জেলাসমূহ:—পাটনা, গয়া, শাহাবাদ, সারন, চম্পারণ, মজাফফরপুর দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, হাজারীবাগ, রাঁচি, পালামৌ, মানভূম, এবং সিংভূম।

সেরাইকেল্লা ও খারসোয়ান এই দুইটি রাজ্যকে এই রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রদেশপাল:—মাধব শ্রীহরি অ্যানে।

মন্ত্রীমণ্ডলী:—শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (প্রধান মন্ত্রী - রাজনৈতিক, নিয়োগ ও বিচার); অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ (অর্থ, শ্রম ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ); ডাঃ সৈয়দ মামুদ (উন্নয়ন ও যানবাহন); জগলাল চৌধুরী (জনস্বাস্থ্য); রামচরিত্র সিংহ (সেচ, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য-পূর্ত ও আইন); কৃষ্ণবল্লভ সহায় (রাজস্ব, বন, আবকারি ও জনহিত); বদ্রিনাথ বর্মা (শিক্ষা ও সংবাদ); বিনোদানন্দ ঝা (স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ও চিকিৎসা); আবদুল কায়াম আনসারী (পূর্ত ও কুটির শিল্প)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার— বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ বর্মা।

ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি—শ্যামাপ্রসাদ সিংহ।

৪। বোম্বাই—

আয়তন ১,১৫,৬২৬ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ১,৯৫,০৬,৯৬৮। ব্যবহৃত ভাষা—গুজরাটি, মারাঠি ও কানাড়ি। রাজধানী—বোম্বাই। বোম্বাই ভারতের প্রধান সমুদ্র বন্দর ও দ্বিতীয় (কলিকাতার পরে) বাণিজ্য শহর। অন্যান্য বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে আমেদাবাদ, পুণা, মহাবালেশ্বর, নাসিক, সুরাট ও শোলপুর উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই শহরের নিকটবর্তী 'এলিফ্যাণ্টা' দ্বীপের গুহাগুলি প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন বহন করিতেছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—তুলা, নারিকেল, গম, কার্পাস, বজরা, ইক্ষু। আকালকোট, ভোর, জামখান্দি, জাঠ, কুরুন্দোয়াড়, মুধোর, রামদুর্গ, সাংলি, জাঞ্জিরা, ফল্টন, সাওয়ান্তর, শবন্তদি, ওয়াদি, জাগির, মিরাজ, বালাসিনর, বাঁশদা, কাম্বে, ছোটউদয়পুর, ধরমপুর, জহর, লুনাআদা, রাজপিপলা, রধনপুর, বিজয়নগর, পালানপুর, জম্বেগোদা প্রমুখ অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

জেলাসমূহ—বনকণ্ঠ, সবরকণ্ঠ, মেহশনা, আম্রোলি, বরোদা, দাংস, আমেদাবাদ, কায়রা, পাঁচমহল, ব্রোচ, সুরাট, বোম্বাই শহরতলী, আমেদনগর, পূর্বখান্দেশ, পশ্চিমখান্দেশ, নাসিক, পুনা, সাতারা (উত্তর), উত্তরশোলাপুর, কোলাবা, বেলগাম, বিজাপুর, ধাবোয়াব, কানাড়া, রত্নগিরি, সাতারা (দক্ষিণ) ও কোলাপুর।

রাজ্যপাল :—রাজা স্যার মহারাজা সিং।

মন্ত্রীমণ্ডলী :—বালগঙ্গাধর খের (প্রধান মন্ত্রী—রাজনৈতিক, চাকুরী এবং শিক্ষা) ; মোরারজি আর, দেশাই (স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব) ; দিনকররাও এন, দেশাই (জন সংভরণ ও আইন) ; ডাঃ এম, ডি, ডি, গিলডার (স্বাস্থ্য) ; এল, এম পাতিল (পুনর্গঠন ও আবকারি) ; ভি, এল, মেটা (অর্থ) ; গুলজারি লাল নন্দ (শ্রম ও বসতি) ; এম, পি, পাতিল (কৃষি ও বন) ; জি, ডি, ভর্তক (স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন) ; জি, ডি, তাপাসে (পুনর্বাসন, মৎস্য ও অনুন্নত সম্প্রদায়) ; এম, এম, নায়েক নিম্বলকার (উন্নয়ন) ; ডাঃ জীবরাজ এন, মেটা (পূর্ত)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—কে, এস, ফিরোদিয়া

ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট—রামচন্দ্র গণেশ সোমান

৫। মধ্যপ্রদেশ—

আয়তন ১,৩০,৩২৩ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২,০৫,৯১,০০০। ব্যবহৃত ভাষা—হিন্দী ও মারাঠী। রাজধানী—নাগপুর। অন্যান্য বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে জব্বলপুর, অমরাবতী, রায়পুর, ওয়ার্ধা উল্লেখযোগ্য। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—কার্পাস, তিসি, জোয়ার, ছোলা, ধান, গম, ম্যাঙ্গানিজ্, কয়লা, শ্বেত পাথর।

রাজ্যপাল—মঙ্গল দাস মঞ্চরাম পাক্‌ভাসা।

মন্ত্রীমণ্ডলী—পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল (প্রধানমন্ত্রী—সাধারণ শাসন, উন্নয়ন ও শ্রম), পণ্ডিত ডি, পি, মিশ্র (স্বরাষ্ট্র, প্রচার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, ও গণ শিক্ষা); ডি, কে, মেহ্‌তা (বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থ); এস, ভি, গোখেল (শিক্ষা ও রাজস্ব); গোপাল রাও কালে (খাদ্য, জল সংভরণ, কৃষি ও সমবায়), ডাঃ ডব্লিউ, এস, বালিঙ্গে (পূর্ত); আর, অগ্নি-ভোজ (পূর্ত, বাস্তুহারা ও পুনর্বাসন); পি, কে, দেশমুখ (আইন, বিচার, রেজিষ্ট্রেশন ও বন), এ, এম, কাকাডে (আবকারি, গ্রামোন্নয়ন, অনুন্নত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—ঘনশ্যাম সিং গুপ্ত।

৬। মাদ্রাজ—

আয়তন ১,২৭,৭৬৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫,৩৩,৮৪,০০০; বঙ্গনপল্লী, পুদুকোট্টাই ও সন্দুর দেশীয় রাজ্য এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রস্তাবিত পৃথক অন্ধ্ররাষ্ট্র গঠিত হইলে এই রাষ্ট্রের আয়তন প্রায় ৭ হাজার বর্গমাইল কমিয়া যাইবে। ব্যবহৃত ভাষা—তামিল, তেলেগু ও মালয়। রাজধানী মাদ্রাজ। অন্যান্য বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে কালিকট ম্যাঙ্গালোর, ভিজাগাপট্টম কোকোনদ, পণ্ডিচেরী, তাঞ্জোর, মাদুরা,

ত্রিচীনপল্লী, উটাকামণ্ড ও ওয়ালটিয়র উল্লেখযোগ্য। তাঞ্জোর ও মাদুরার মন্দিরগুলি ভারত বিখ্যাত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—তুলা, চিনাবাদাম, ধান, নারিকেল।

জেলাসমূহ :—ভিজাগাপট্টম, পূর্ব গোদবরী, পশ্চিম গোদাবরী, কৃষ্ণা, গাস্তার, নেলোর, কুদ্দাপা, কারানুল, বেলারী, অনন্তপুর, মাদ্রাজ, চিঙ্গলিপট্, চিতুর, উত্তর আরকট, সালেম, কোয়েম্বাটুর, দক্ষিণ আরকট, তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা, রামনাদ, তিনভেলী, নীলগিরি, মালাবার, এবং দক্ষিণ কানাড়া।

রাজ্যপাল—ভবনগরের মহারাজা।

মন্ত্রীমণ্ডলী—পি, এস, কুমারস্বামী রাজা (প্রধান মন্ত্রী—জনসাধারণ ও পুলিশ); এম, ভক্ত বৎসলম্ (পূর্ত ও তথ্য); ডাঃ টি, এস, এস, রাজন্ (খাদ্য, দেবোত্তর সম্পত্তি); বি, গোপাল রেড্ডি (অর্থ, ব্যবসা কর, নির্বাচন, পরিবহন ও রেজিষ্ট্রেশন); এন, এস, রেড্ডি (মাদক দ্রব্য বর্জন ও বসতি), এইচ, সীতারাম রেড্ডি (শিল্প, শ্রম ও রাজস্ব); কে, চন্দ্রমৌলি (স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও সমবায়); কে, মাধব মেনন (কারা, বিচারালয়, আইন, কৃষি ও বন); এ, ভি, সেথী (জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা); বি, পরমেশ্বরণ (হরিজন উন্নয়ন, খাদি, কুটীর শিল্প, মৎস্য, সিনকোনা ও পল্লী উন্নয়ন); জে, এল, পি, রচি-ভিক্টোরিয়া (খাদ্য ও মৎস্য)।

৭। উড়িষ্যা—

আয়তন ৫৯,৮৬৯ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ১,৩৮,৭৪,০০০; ব্যবহৃত ভাষা—উড়িয়া। নূতন রাজধানী—ভুবনেশ্বর। আটগড়, আনমালিক, বামরা, বারাম্বা, বৌধ, বোনাই, দাশপাল্লা, ঢেনকানল, গাংপুর, হিন্দোল, কালাহান্দি, কিয়োনঝাড়, খণ্ডপাড়া, নরসিংপুর, নয়াগড়, নীলগিরি, পাললাহারা, পাটনা, রায়রাখোল, রামপুর, শোনপুর, তালচর, তিগিরিয়া ও ময়ূরভঞ্জ ছোট-বড় এই ২৪টি দেশীয় রাজ্য এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত

হইয়াছে। অন্যান্য প্রধান শহরগুলির মধ্যে পুরী, ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর, সম্বলপুর উল্লেখযোগ্য। কোণারক, ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি স্থানের মন্দির-গুলি ভারতীয় ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, নারিকেল, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ।

জেলাসমূহ :—কটক, বালেশ্বর, পুরী, সম্বলপুর, গঞ্জাম, কোরাপুট, বেলোগির-পাটনা, ঢেনকানল, ময়ূরভঞ্জ, কিয়োনঝাড় ও সুন্দরগড়।

রাজ্যপাল—আসফ আলি।

মন্ত্রীমণ্ডলী—হরেকৃষ্ণ মহাতাপ (প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন); সদাশিব ত্রিপাঠী (রাজস্ব, সরবরাহ ও যানবাহন); নিত্যানন্দ কানুঙ্গো (আইন, উন্নয়ন ও শ্রম); পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্র (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন); লাল রণজিৎ সিং বড়িহা (পূর্ত); রাজকৃষ্ণ বসু (প্রচার ও অনুন্নত সম্প্রদায়)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—লাল মোহন পট্টনায়ক।

৮। পাঞ্জাব

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-পাঞ্জাবের নাম পাঞ্জাব হইয়াছে। লোহারু, দুজানা ও পাতৌদি রাজ্য এই রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

আয়তন—৩৭,৪২৮ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—১,৩০,৫৪,০০০ ব্যবহৃত ভাষা—পাঞ্জাবী, হিন্দি ও উর্দু। রাজধানী—জলন্ধর। বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে অমৃতসর, সিমলা, লুধিয়ানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অমৃতসরে শিখদের একটি বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির আছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, ধান, যব, তামাক।

রাজ্যপাল—স্যার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী।

মন্ত্রীমণ্ডলী—ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব (প্রধান মন্ত্রী—সাধারণ শাসন, আইন ও শৃঙ্খলা); সর্দার নরোত্তম সিং (ভূমিরাজস্ব, শিক্ষা ও পরিবহন); পৃথ্বী সিং আজাদ (স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পূর্ত, বিদ্যুৎ ও

শ্রম); ডাঃ লেনা সিং শেঠী (পুনর্বাসন, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, আবকারী ও কর); সর্দার গুরুবচন সিং বাজোয়া (উন্নয়ন, জন সংভরণ ও শ্রম)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—সর্দার কাপুর সিং।

৯। উত্তর প্রদেশ—

আয়তন ১,১২,৫২৩ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৫,৯৯,৪১,০০০। তেরী-গাড়োয়াল, বাণারস ও রামপুর রাজ্য এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।
ব বহৃত ভাষা—উর্দু ও হিন্দি। রাজধানী—লক্ষ্ণৌ। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইহার নাম ছিল যুক্তপ্রদেশ। অন্যান্য বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে এলাহাবাদ, কাশী, আগ্রা, কাণপুর, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দেরাদুন, আলমোড়া, মুসৌরী, মীরাট, বৃন্দাবন, মথুরা উল্লেখযোগ্য।
আগ্রার তাজমহল স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, গম, যব, আফিম, তুলা, ভুট্টা। জেলা সমূহ—দেরাদুন, সাহারাণ পুর, মজফঃরনগর, মীরাট, বুলান্দসহর, আলিগড়, মথুরা, আগ্রা, মৈনপুরী, ইটা, বেরিলি, বিজনোর, বুদৌন, মোরাদাবাদ, শাজাহানপুর, পিলিভিট, ফরাক্কাবাদ, এটাওয়া, কাণপুর, ফতেপুর, এলাহবাদ, ঝাঁসী, জালাওন, হামিরপুর, বান্দা, বেনারস, মির্জ্জাপুর, জৌনপুর, গাজীপুর, বালিয়া, গোরখপুর, বস্তী, আজামগড়, নৈনিতাল, আলমোড়া, গাড়োয়াল, লক্ষ্ণৌ, উনাও, রাইব, বেরিলি, সীতাপুর, হারদোয়, খেরী, ফৈজাবাদ, গোণ্ডা, বারাইচ, সুলতানপুর, প্রতাবগড় এবং বড় বাঁকী।

রাজ্যপাল—স্যার এইচ, পি, মোদি

মন্ত্রীমণ্ডলী—পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ (প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র, বিচার, অর্থ ও তথ্য); সম্পূর্ণানন্দ (শিক্ষা, শ্রম, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যাণ); নিশার আমেদ শেরোয়ানী (কৃষি, পশু ও গ্রামোন্নয়ন); আত্মারাম গোবিন্দ খের (স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন); গিরিধারীলাল

(আবকারি, কারা, রেজিষ্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প); চন্দ্রভানু গুপ্ত (খাদ্য চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও জনসংভরণ) ; লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (পুলিশ ও পরিবহন); হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম (যোগাযোগ ও পূর্ত); ঠাকুর হুকুম সিং ভিষেণ (রাজস্ব ও বন) ; কেশবদেব মালব্য (শিল্প, সমবায় ও উন্নয়ন)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন

ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট—চন্দ্র ভাল।

১০। হায়দ্রাবাদ—

আয়তন—৮২,৩১৩ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা—১,৭৩,৭৭,০০০। রাজধানী—হায়দ্রাবাদ। ১৯৪৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে ৫ দিন ব্যাপী পুলিশ আক্রমণের ফলে এই রাজ্য ভারতের নিকট আত্মসমর্পণ করে ভারতের সহিত যুক্ত হইতে সিদ্ধান্ত করায় ১৯৪৯ খৃঃ নভেম্বর মাসে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—বাজরা, জোয়ার, কার্পাস, স্বর্ণ, হীরা, কয়লা, লৌহ।

রাজপ্রমুখ—মহামান্য মীর ওসমান আলি খান

মন্ত্রীমণ্ডলী—এম, কে, ভেলোডী (প্রধান মন্ত্রী) ; ডি, এস, বাখলে, নবাব জৈন যর জং বাহাদুর ; রাজা ঢোণ্ডে রাজ বাহাদুর ; রাজা এস, এম, শেশত্রী ; সি, ভি, এস, রাও ; পি. আর কৃষ্ণ রাও।

১১। জম্মু ও কাশ্মীর—

আয়তন—৮২,২০৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা—৪০,২১,৬০০। রাজধানী—শ্রীনগর। মুসলমান-প্রধান এই রাষ্ট্র মহারাজার ইচ্ছানুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পাকিস্তান একটি আজাদ কাশ্মীর দল গঠন করিয়া হানাদার, পাকিস্থানী ফৌজ প্রভৃতির দ্বারা কাশ্মীরের অর্ধেকাংশ বে-আইনীভাবে দখল করিয়া আছে

এবং ভারত সরকার ইহার মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট বিষয়টি পেশ করিয়াছেন—মীমাংসা এখনও হয় নাই। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, গম, ভুট্টা, কয়লা, পেট্রোল, লৌহ, স্বর্ণ, তাম্র।

রাজপ্রমুখ—মহামান্য যুবরাজ করণ সিং

মন্ত্রীমণ্ডলী—শেখ মহম্মদ আবদুল্লা (প্রধান মন্ত্রী); গোলাম মহম্মদ বক্সী; গোলাম মহম্মদ শাদেক; পণ্ডিত শ্যামলাল শরাফ; কর্ণেল পীর মহম্মদ খান; গিরিধারীলাল ডোগরা, সর্দার বুধ সিং; মির্জা মহম্মদ আফজল বেগ।

১২। মধ্যভারত—

আয়তন - ৪৬,৭১০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৭৫,৮২,০০০। রাজধানী—গোয়ালিয়র। আলিরাজপুর, বারোয়ানি, দেওয়াস (বড়), দেওয়ার, ধার, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জাওরা, ঝাবুয়া, খিলাহিপুর, নরসিংগড়, রাজগড়, রতলম, শৈলানা, সীতামৌ, জোরাট, কাথিবাড়, কুরোয়াই, ম্যাথার ও পিপলোদা এই ২০টি দেশীয় রাজ্য লইয়া মধ্যভারত রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—জোয়ার, গম, ছোলা, বাজরা, ইক্ষু।

রাজপ্রমুখ- মহামান্য লেঃ জেনারেল মহারাজা জীবজা রাও সিন্ধিয়া।

উপরাজপ্রমুখ (বড়)—ইন্দোরের মহারাজা

উপরাজপ্রমুখ (ছোট)—বীরের মহারাজা ও খিলচিপুরের রাজা।

প্রধান মন্ত্রী—পণ্ডিত লীলাধর যোশী।

১৩। পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব—

আয়তন—১০,০৯৯ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৩৭,২০,০০০। রাজধানী—পাতিয়ালা। পাতিয়ালা, কপূরতলা, মালার, কোটলা, করিদকোট নাভা, ঝিন্দ, নালাগড় ও কালসিয়া এই নয়টি দেশীয় রাজ্য

লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—কার্পাস, ইক্ষু, গম, ছোলা, আলু।

রাজপ্রমুখ—মহামান্য লেঃ-জেনারেল যাদবেন্দ্র সিং (পাতিয়ালা)

প্রধান মন্ত্রী—সর্দার গিয়ান সিং।

১৪। মহীশূর—

আয়তন—২৯,৪৭৫ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৭৩,২৯,১০ । রাজধানী—মহীশূর। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, ইক্ষু, নারিকেল, কার্পাস। জেলাসমূহ--বাঙ্গালোর, কোলার, টুমকুর, মান্ড্যা, মহীশূর, হাসান, চিকমাগালুর, শিমোগা ও চিতলদ্রুগ।

রাজপ্রমুখ—মহামান্য জয়কাম রাজেন্দ্র ওয়াদিয়র (মহীশূর)।

মন্ত্রীমণ্ডলী—কে, চেঙ্গালারায়া রেড্ডী (প্রধান মন্ত্রী); এইচ, সি, দশাপ্পা; কে, টি, বি, আয়েঙ্গার; টি, সিদ্ধলিঙ্গায়া; এইচ, সিদ্দিয়া; টি, মরিয়াপ্পা; আর চেন্নিগরমিয়া।

১৫। সৌরাষ্ট্র—

আয়তন—২১,০৬২ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৩৮,০৯,০০০। রাজধানী—জামনগর। নওনগর, ভবনগর, পোরবন্দর, ধরণগদরা, মরভি, গোণ্ডা জাফরাবাদ, রাজকোট, ওয়ানকানার, পোলিতানা, ধ্রোল, চুড়া, লিমদি, ভেডোয়ান, লাখতার, সেলি, ভালা, জাসদান, অমরনগর, ভাদিয়া, লাখি, মুলি, বাজানা, বীরপুর, মালিয়া, কোঁড়দা, সঙ্গনী, জেঠপুর, বিলখা, পাটদি, খিরাসরা, জুনাগড়, সর্দারগড়, বাণ্টোয়া, ম্যাংরোল, মনভাদাড়, ব্যাবরিওয়াড়, প্রমুখ ২২১টি ছোট-বড় রাজ্য লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—কার্পাস, গম, বাজরা, চিনাবাদাম।

রাজপ্রমুখ—মহামান্য লেঃ জেনারেল দিগ্বিজয় সিংজী (নওনগরের জাম সাহেব)।

উপরাজ প্রমুখ—ধরণগদরার মহারাজা।

প্রধান মন্ত্রী—উচ্চরঙ্গরাই এন, ধীবর।

১৬। রাজস্থান—

আয়তন—১,২৮,৪২৪ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—১,৫৮,৯২,০০০। রাজধানী—জয়পুর। আলোয়ার, ভরতপুর, ঢোলপুর, করৌলী, যোধপুর, জয়পুর, বিকানীর, জয়শলমীর, বাঁশোয়ারা, বুঁদি, দানগড়পুর ঝালোয়ার, কিষণগড়, কোটা, প্রতাবগড়, শাহাপুরা, টঙ্ক ও উদয়পুর—এই ১৮টি দেশীয় রাজ্য লইয়া রাজস্থান রাষ্ট্র গঠিত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—বাজরা, জোয়ার, ধান, কার্পাস, ভুট্টা।

মহারাজ প্রমুখ—মহামান্য উদয়পুরের মহারাজা।

রাজপ্রমুখ—মহামান্য শ্রীশভাই মান সিং (জয়পুর)

উপরাজ প্রমুখ—মহামান্য কোটার মহারাজা।

প্রধান মন্ত্রী—হীরালাল শাস্ত্রী।

১৭। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন (কেরালা ইউনিয়ন)—

আয়তন—৯,১৪১ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৭৪,৯২,৯০০। রাজধানী—ত্রিবেন্দ্রাম। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন—এই দুইটি দেশীয় রাজ্য লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, গম, কফি, নারিকেল, রবার, ছোলা।

রাজপ্রমুখ—মহামান্য লেঃ জেনারল বালরাম বর্মা (ত্রিবাঙ্কুর)

মন্ত্রীমণ্ডলী—টি. কে, নারায়ণ পিল্লাই (প্রধান মন্ত্রী); পি, পি, জি, মেনন; এ, জন; ই, জন ফিলোপোজ; এন, কুনিরমন্।

১৮। বিন্ধ্যপ্রদেশ—

আয়তন—২৪,৬০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৩৭,৯০,০০০। রাজধানী—রেওয়া। অজয়গড়, বাওনি, বারাউন্ধ, বৈজাবাঢ়, ছাতারপুর,

চরখারি, দাতিয়া, মাইহার, নাগোড়, অরছা, পান্না, রেওয়া, সামথার, আলিপুরা, বাঁকা, পাহাড়ী, বারি, বৈশৌন্ধা, বিহাট, বিজনা, ভুরোয়াই, গৌরিহা গারৌলী, যশো, জিগনি, কামতা-রাজৌলা, থানিয়া-ধানা, কোঠি, লুগাসি, নৈগাওন-রেবাই, পাহারা, পালদেও, শরিলা, সোহাওয়াল, তারাওন, টৌরি-ফতেপুর এই কয়টি দেশীয় রাজ্য লইয়া বিন্ধ্যপ্রদেশ গঠিত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, যব, কার্পাস, বাজরা, ধান।

চীফ্ কমিশনার—এস, এম, মেটা আই, সি, এস।

১৯। আজমীঢ়

রাজস্থানের মধ্যভাগে অবস্থিত। আয়তন ২,৪০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫,৮৭,১০০। রাজধানী—আজমীঢ়। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য জোয়ার, গম, যব ও কার্পাস।

চীফ্ কমিশনার—সি, বি, নাগরকর, আই, সি, এস।

উপদেষ্টা পরিষদ—মুকুট বিহারীলাল ভার্গব; কৃষ্ণগোপাল গর্গ; বি, কে কাউল; ওয়াজির সিং; আব্বাস আলি; কিষেণলাল লামরোর; সুরজমল ভোরিয়া।

২০। ভূপাল

ভূপাল দেশীয় রাজ্য ১৯৪৯ সালের জুন মাসে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। আয়তন—৬,৯২১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—৭,৮৫ ৩০০। ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন এই রাষ্ট্রে বর্তমান—খৃঃ পূর্ব ২য় শতাব্দীর সাঁচী স্তূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, ইক্ষু, তামাক, কার্পাস।

চীফ্ কমিশনার—এন, বি, বন্দ্যোপাধ্যায়।

২১। বিলাসপুর

হিমাচল প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট রাষ্ট্র। আয়তন ৪৫৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—১,১০,৩০০। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম।

চীফ্ কমিশনার—বিলাসপুরের রাজা আনন্দচাঁদ।

২২। কুর্গ

আয়তন—১,৫৯৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—১,৬৮,৭০০ ; রাজধানী মরকরা। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, কফি, কমলালেবু, লঙ্কা।

চীফ্ কমিশনার—দেওয়ান বাহাদুর সি, টি, মুদলিয়র।

২৩। দিল্লী

আয়তন—৫৭৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—৯,১৭,৯০০। রাজধানী—দিল্লী। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—যব, ইক্ষু, সরিষা, তামাক।

চীফ কমিশনার—শঙ্কর প্রসাদ আই, সি, এস।

২৪। হিমাচল প্রদেশ

বাগল, বাঘাট, বালসান, বাসার, ভাজ্জি, বিজা, দারকোটি, ধামি, যুব্বল, কিওনথাল, কুমারসেন, কুনিহার, কুঠার, মাংলোগ, সাঙ্গরি, মঙ্গল, সিরমুর, থারোচ, ছম্বা, মন্দি ও সুকেত—পাঞ্জাবের এই ২১টি পার্বত্য রাজ্য লইয়া এই নূতন রাষ্ট্র গঠিত হয়। আয়তন—১০,৬০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা—১০,০০,০০০। রাজধানী—সিমলা। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, যব, ভুট্টা, ইক্ষু, আলু। জেলাসমূহ—ছম্বা, মন্দি সিরমুর ও মহাসু।

চীফ্ কমিশনার—ই, পি, মুন।

২৫। কচ্ছ

আয়তন—৮,৪৬১ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৫,০০,৮০০। রাজধানী—ভুজ। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—কার্পাস, গম, যব।

চীফ কমিশনার—সি, কে, দেশাই আই, সি, এস।

২৬। মণিপুর

আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে একটি ছোট পার্বত্য রাজ্য। আয়তন—৮,৬২০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা—৫,১২,০০০। রাজধানী—ইম্ফল। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, চা।

চীফ্ কমিশনার—হিম্মৎ সিংজী।

২৭। ত্রিপুরা

আসাম ও পূর্ব-বঙ্গের সীমান্তে একটি পুরাতন রাজ্য। আয়তন—৪,১১৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—৫,১৩,৩০০। রাজধানী—আগরতলা। ব্যবহৃত ভাষা—বাংলা। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, চা, কার্পাস।

চীফ কমিশনার—রঞ্জিৎকুমার রায় আই, সি এস

২৮। আন্দামান ও নিকোবর

২২৩টি ছোট বড় দ্বীপ লইয়া এই রাষ্ট্র। আয়তন—৩,১৪৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—৩৩৮০০। রাজধানী—পোর্ট ব্লেয়ার—কলিকাতা হইতে ৭৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, নারিকেল, কফি, রবার, কলা।

চীফ কমিশনার—অজয়কুমার ঘোষ আই, সি, এস।

কলিকাতা

ভারতের প্রধান সহর কলিকাতা পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী। আয়তন ৩৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল ২১ লক্ষ কিন্তু বর্তমানে উহা ৫০ লক্ষের অধিক হইয়াছে। সহরের নাগরিক জীবনের ভার কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত আছে। কর্পোরেশনের বার্ষিক আয় পাঁচ কোটি টাকার উপর। বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। সহরের বিশিষ্ট দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিশ্ববিদ্যালয়, বসু বিজ্ঞান মন্দির, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, নূতন হাওড়া সেতু, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম হাইকোর্ট, ফোর্ট উইলিয়াম, কাউন্সিল হাউস, হগ সাহেবের বাজার, অক্টরলোনি মনুমেণ্ট, সেণ্ট পলস্ গীর্জা, কালীঘাটের মন্দির, নাখোদা মসজিদ, আলিপুরের চিড়িয়াখানা, খিদিরপুরের ডকসমূহ, দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ, বালীগঞ্জের লেকসমূহ, পরেশনাথের মন্দির গৌড়ীয় মঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও রমেশ ভবন এবং টালার ট্যাঙ্ক (পৃথিবীর বৃহত্তম জলাধার)।

কলিকাতা কর্পোরেশন

আয়তন—২৮২৯ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—বর্তমানে আনুমানিক ৫০ লক্ষ।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসার—এ, ডি, খান আই, সি, এস।

আয়-ব্যয়ের হিসাব (প্রাথমিক)

বৎসর	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
আয়	৫,০৪,৩১,০০০ টাকা	৫,১৩,১১,০০০ টাকা
ব্যয়	৫,১১,৬১,০০০ টাকা	৫,৪৭,৭০,০০০ টাকা

কলিকাতায় রেজেষ্ট্রীকৃত জন্মের হার

বৎসর	১৯৪২-৪৩	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৭-৪৮
জন্মের হার	১৯,৭১৩	২২,০১৮	৩৩,২০৪

মৃত্যুর হার

রোগের নাম	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৭-৪৮
কলেরা	১,৬০৬	১,৫৩৫
বসন্ত	৮,৩২৫	১,৯৭২
টাইফয়েড	১,৩৮১	১,৪৩৩
ক্ষয়রোগ	৩,০৪৯	১,৫৬৫
অন্যান্য	৩৭,৬৩১	৩৪,৬৩০
মোট	৫১,৯৯২	৪১,১৩৫

১৯৪৮-৪৯

প্রতি লক্ষে জন্ম : ৪,২২৪, মৃত্যু : ৪,৪৩১

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৪৮)

বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২১৪
ছাত্র সংখ্যা	১৬,৯২১
ছাত্রী সংখ্যা	১৭,০৬৮
মোট	৩০,৯৮৯

রাস্তার আলো (১৯৪৯)

বৈদ্যুতিক	৮,৯৭৮
গ্যাস	১৯,২৭৫
কেরোসিন	৩৫২

দৈনিক জল-সরবরাহ (১৯৪৮-৪৯)

পরিশ্রুত জল ৬,৮৭,০০,০০০ গ্যালন

অপরিশ্রুত „ ৯,৭৬,০০,০০০ „

রাস্তাসমূহের দৈর্ঘ্য	৪০৯·১১ মাইল
পাকাবাড়ীর সংখ্যা	৭৮,০০৫
বস্তীর „ „	৪,৩০৮
জনসাধারণের জন্য পার্ক	৯২
কর্মচারীর সংখ্যা	২৭ হাজার

কলিকাতার আবর্জনা

কলিকাতার রাস্তা ও নর্দমায় প্রত্যহ প্রায় ২,৭০০ টন আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়। হিসাব করিলে দেখা যায় যে মাথাপিছু আবর্জনার পরিমাণ বৎসরে ৫½ হইতে ৬½ মণ। কলিকাতার রাস্তায় প্রায় ৫ হাজার "ডাস্ট-বিন" আছে। তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী ব্যতীত দশ

হাজারের অধিক শ্রমিক রাস্তা পরিষ্কার ও রাস্তায় জল দেওয়ার কাে
নিযুক্ত আছে। এই কাজে প্রয়োজন হয় ২,০০০ গরু ও ঘোড়ার গাড়ী
৩০ মোটর লরী এবং বৎসরে ১৬,০০০ ঝুড়ি, ২,৭০০ মণ ঝাঁটার কাঠি
৮৪,০০০ বুরুশ। প্রায় ২০০টি মোটর-লরী এই আবর্জনা কলিকাত
বাহিরে অপসারণের কাজে রত আছে। ইহা ব্যতীত কলিকাতায় প্র
৪০,০০০ খাটা-পায়খানা আছে ও সেগুলি পরিষ্কার করার কাজে প্র
২,০০০ মেথর নিযুক্ত আছে।

কলিকাতায় ৯২টি পার্কে প্রায় ২২৫ জন মালী কাজ করে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ড

১নং ডিস্ট্রিক্ট		মুচিপাড়া	৯	ট্যাংরা	১
শ্যামপুকুর	১	বহুবাজার	১০	ইণ্টালী	[illegible]
কুমারটুলি	২	পদ্মপুকুর	১১	বেনিয়াপুকুর	[illegible]
বড়তলা	৩	ওয়াটালু স্ট্রীট	১২	বালীগঞ্জ	[illegible]
সুকিয়া ষ্ট্রীট	৪	বেলিয়াঘাটা	২৮		
জোড়াবাগান	৫	মাণিকতলা	২৯	৪নং ডিস্ট্রিক্ট	
জোড়াসাঁকো	৬			ভবানীপুর	[illegible]
বেলগাছিয়া	৩০	৩নং ডিস্ট্রিক্ট		কালীঘাট	[illegible]
সাতপুকুর	৩১	ফেণিকবাজার	১৩	আলিপুর	[illegible]
কাশীপুর	৩২	তালতলা	১৪	একবালপুর	[illegible]
২নং ডিস্ট্রিক্ট		কালিঙ্গা	১৫	ওয়াটগঞ্জ ও	
বড়বাজার	৭	পার্কষ্ট্রীট	১৬	হেস্টিংস	[illegible]
কলুটোলা	৮	বামুনবস্তী	১৭	টালিগঞ্জ	[illegible]

কলিকাতার বিভিন্ন থানা সমূহ

প্রধান কেন্দ্র—১৮ লালবাজার ষ্ট্রীট

থানা	ঠিকানা	থানা	ঠিকানা
াড়াবাগান	৭৪ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট	জোড়াসাঁকো	২ চীৎপুর স্পার
ামপুকুর	৪৪ শ্যামবাজার „	চীৎপুর	১৯ কাশীপুর রো
ড়বাজার	৮ মল্লিক „	কাশীপুর	৮৬ „ „
ড়তলা	১ রাজকিষণ „	উল্টাডাঙ্গা	১৭/২ উল্টাডাঙ্গা মেঃ
ামহার্স্ট ষ্ট্রীট	৫৭ আমহার্স্ট „	মাণিকতলা	২০ ক্যানাল রোড ওয়ে
ন্টালী	১২ কনভেন্ট রোড	আলীপুর	৮ বেলভেডিয়ার রো
েলিয়াঘাটা	৬/১ গ্যাস ষ্ট্রীট	হেষ্টিংস	৪ মিড্‌ল রোড
ানিয়াপুকুর	৪০/এ গোরাচাঁদ রোড	পার্কষ্ট্রীট	৮৯ পার্কষ্ট্রীট
ালতলা	৪ তালতলা রোড	ভবানীপুর	৭ রসা রোড
চিপাড়া	৬ সেণ্ট জেম্‌স ষ্ট্রীট	বালিগঞ্জ	৩৮ বেলতলা রোড
হুবাজার	৪২ চিত্তরঞ্জন এভেন্যু	ঐ ফাঁড়ি	৫২ কড়েয়া রোড
়ার ষ্ট্রীট	ঐ	কালীঘাট ফাঃ	৫৩ হালদারপাড়া রো
য়াটগঞ্জ	১৬ ওয়াটগঞ্জ রোড	টালীগঞ্জ	২৮/১ সি রসা রোড
ার্ডেনরীচ	৭১/২ গার্ডেনরীচ রোড		

কলিকাতার ডাকঘর এলাকা

ডাকঘর	এলাকা	ডাকঘর	এলাকা	ডাকঘর	এলাকা
জেনারেল পোস্টঅফিস	১	নারিকেলডাঙ্গা	১১	ফোর্টউইলিয়ম	২
কাশীপুর	২	বহুবাজার	১২	হেষ্টিংস	২
াগবাজার	৩	ধর্মতলা	১৩	খিদিরপুর	২
শ্যামবাজার	৪	ইন্টালী	১৪	গার্ডেন রীচ	২
হাটখোলা	৫	ট্যাংরা	১৫	ভবানীপুর	২
বিডন ষ্ট্রীট	৬	পার্কষ্ট্রীট	১৬	কালীঘাট	২
বড়বাজার	৭	সার্কাস	১৭	আলিপুর	২
আমহার্স্ট ষ্ট্রীট	৯	বালিগঞ্জ	১৯	রাসবিহারী এভেন্যু	২
বেলেঘাটা	১০	এলগিন রোড	২০		

কলিকাতার হাসপাতাল

(পশ্চিম-বঙ্গ সরকার অনুমোদিত)

নাম		শয্যা-সংখ্যা	ঠিকানা
১। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	*	৭৯৮	৮৮ কলেজ ষ্ট্রীট
২। লেক মেডিক্যাল " "	*	৭০৭	সাদার্ণ য়্যাভেন্যু
৩। প্রেসিডেন্সি জেনারেল "	*	২৪৩	২৪৪ লোয়ার সার্কুলার রো
৪। কারমাইকেল হসপিট্যাল ফর ট্রপিক্যাল ডিসিসেস্	*	১০৬	চিত্তরঞ্জন য়্যাভেন্যু
৫। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল	*	১০৬	সুবার্বন হসপিট্যাল রোড,
৬। ক্যাম্বেল হাসপাতাল	*	৭১২	১৩৮ লোয়ার সার্কুলার রো
৭। আলিপুর স্পেশাল হাসপাতাল (যৌনব্যাধির জন্য)	*	৮২	আলিপুর
৮। মনসাতলা হাসপাতাল		১২	খিদিরপুর
৯। চেতলা মেটার্নিটি হোম		৩০	ময়েনপুর রোড, চেতলা
১০। বলদিওদাস " "		৫০	২২ নীলমণি মিত্র রোড
১১। মাণিকতলা " "		২৪	২৩৭ মাণিকতলা মেন রো
১২। খিদিরপুর " "		৩৬	৪৭ একবালপুর রোড খিদি
১৩। আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল		৫৩১	১ বেলগাছিয়া রোড
১৪। মেয়ো হাসপাতাল		১৩৭	৬৭/১ স্ট্র্যাণ্ড রোড
১৫। কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতাল		১৬৮	৩০১/৩ আপার সার্কুলার
১৬। চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল		১৭৫	২৪ গোরাচাঁদ রোড, ইটা
১৭। নর্থ সুবার্বন হাসপাতাল		৯১	৮২ কাশীপুর রোড
১৮। ইসলামিয়া হাসপাতাল		৪৬	৭৩ চিত্তরঞ্জন য়্যাভেন্যু
১৯। লেডি ডাফেরিণ ভিক্টোরিয়া "	*	২৭৪	১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

নাম	শয্যা-সংখ্যা	ঠিকানা
। রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান	১৮০	৯৯ ল্যান্সডাউন রোড
। বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনষ্টিট্যুট	৫০	৭২ সুরা থার্ড লেন বেলেঘাটা
। মাড়োয়ারী হিন্দু হাসপাতাল	৬০	১২৮ হ্যারিসন রোড
। এস, ভি, এস মাড়োঃ "	১৯৯	১১৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন	২১৭	১৪৮ রসা রোড
। মাড়োয়ারী এ, জি, হাসপাতাল *	২০০	১১৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
। ডাঃ সুরেশ সরকার রোড এ, জি, হাসপাতাল *	১৫০	২৪ ডি ডাঃ সুরেশ সরকার রোড ইটালি
। কলিকাতা ডেণ্টাল কলেজ হাসপাতাল *		১১৪ লোয়ার সার্কুলার রোড
। বি, আর সিং রেলওয়ে হাস-পাতাল *	৫০	বেলেঘাটা
। চিৎপুর রেলওয়ে হাসপাতাল	৬	বেলগাছিয়া
। কালিঘাট গোয়েঙ্কা হাসপাতাল	৪	কালিঘাট
। এলবার্ট ভিক্টর লেপার হাসপাতাল	২০০	গোবরা
। মেণ্টাল অবসার্ভেসন ওয়ার্ড*	৩০	ভবানীপুর
। কলিকাতা পুলিস হাসপাতাল *	৩০০	বেণীনন্দন ষ্ট্রীট
। প্রেসিডেন্সী জেল হাসপাতাল *	১৩৪	আলীপুর
। পোর্ট এমার্জেন্সি হাসপাতাল	৮০	ষ্ট্র্যাণ্ড রোড
। ডক্ হাসপাতাল	২৬	খিদিরপুর
। বি, এন, আর ডিস্পেনসারী	১০	গার্ডেনরীচ
। মাতৃসেবা সদন	৫০	২/১ ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
। হিন্দু শিশু ও প্রসূতি সেবাসদন	৪০	১৩৯ রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট
। কলিকাতা মুসলিম অরফ্যানেজ	১৮	৮ সৈয়দ সালি লেন
। মেণ্টাল হাসপাতাল	৭০	৭৮ লোয়ার সার্কুলার রোড

* চিহ্নিতগুলি সরকারী হাসপাতাল।

নাম	শয্যা-সংখ্যা	ঠিকানা
৪২। বিবেকানন্দ মেডিক্যাল ইনষ্টিট্যুট হাসপাতাল	৮	৩ আল ষ্ট্রীট
৪৩। রামরিকদাস হরলাল্‌কা হাসপাতাল	৫০	১০৪ আশুতোষ মুখার্জি রোড
৪৪। সেণ্ট ক্যাথারিন্‌স হাসপাতাল	১১০	৬৮ ডায়মণ্ডহারবার রোড
৪৫। ন্যাশনাল ইন্‌ফারমারী	৮৪	১৮৯ মাণিকতলা মেন রোড
৪৬। আশারাম ভিয়াণীওয়ালা হাসপাতাল	৫০	৫৫ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
৪৭। বেঙ্গল ক্যান্সার ইন্‌ষ্টিট্যুট	৬	১৪৫ ল্যান্সডাউন রোড

(অন্যান্য হাসপাতাল)

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ যক্ষা হাসপাতাল	২৯ এস, কে, দেব রোড, পাতিপুর
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় হাসপাতাল	১৭০ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা হোমিও কলেজ হাসপাতাল	২৬৫ আপার সাকুলার রোড
বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ কলেজ হাসপাতাল	৯৪ গ্রে ষ্ট্রীট
শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী হাসপাতাল	১১৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
বৈদ্য শাস্ত্র পীঠ ও হাসপাতাল	২৯৪ ৩-১ আপার সাকুলার রোড
লুম্বিনি কানন (মানসিক ব্যাধির জন্য)	১২৪ বোদিয়াডাঙ্গা রোড
ডানহাম হোমিও কলেজ ও হাসপাতাল	২৬৯-বি বহুবাজার স্ট্রীট

কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্র

(কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রধান সংবাদপত্রসমূহ)

নাম	সম্পাদকের নাম	ঠিকানা
অমৃতবাজার পত্রিকা (ইং)	তুষারকান্তি ঘোষ	১৪ আনন্দচ্যাটার্জি লেন
আনন্দবাজার পত্রিকা (বাংলা)	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য	১ বর্মণ ষ্ট্রীট
হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (ইং)	হেমচন্দ্র নাগ	৩-সি বর্মন ষ্ট্রীট
যুগান্তর (বাংলা)	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	২ আনন্দ চাটার্জি লেন
য়্যাডভান্স (ইংরেজী)	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	৭৪ ধর্মতলা ষ্ট্রীট
দৈনিক বসুমতী (বাংলা)	উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৬৬ বৌবাজার ষ্ট্রীট
স্টেট্‌সম্যান (ইংরাজী)	আই, এম, স্টিফেন্স	চৌরঙ্গী স্কোয়ার
আস্রে জাদিদ (উর্দু)	আস'াদ আজিমাবাদি	৩০ ফিয়ার্স লেন
দৈনিক লোকমান্য (হিন্দী)	মদনলাল চতুর্বেদী	১৬০ হ্যারিসন রোড
সন্মার্গ (হিন্দী)	পণ্ডিত গঙ্গাধর মিশ্র	চিত্তরঞ্জন এভেন্যু
রোজানা হিন্দ (উর্দু)		১৭ সাগর দত্ত লেন
নেশন (ইংরাজী)	মোহিতকুমার মৈত্র	৮ ডেকার্স লেন
দৈনিক বিশ্বামিত্র (হিন্দী)	মাতাসেবক পাঠক	৭৪ ধর্মতলা ষ্ট্রীট
পশ্চিম-বঙ্গ পত্রিকা (বাংলা)	শশাঙ্কশেখর সরকার	২২ গিরিবাবু লেন
লোকসেবক (বাংলা)	জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৮৬এ লোয়ার সার্কুলার রোড
ইত্তেহাদ (বাংলা)	আবুল মনসুর মহম্মদ	১৯৯ পার্ক ষ্ট্রীট
সত্যযুগ (বাংলা)	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	২১ কনভেণ্ট রোড
দেশ দর্পণ (পাঞ্জাবী)		৮২-এ আশুতোষ মুখার্জি রোড
নবভারত (হিন্দী)	মাতাদীন ভাগেরিয়া	কনভেণ্ট রোড

কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় বিচারপতিগণের নাম

প্রধান বিচারপতি—স্যার আর্থার ট্রেভর হ্যারিস

অন্যান্য বিচারপতিগণ রূপেন্দ্রকুমার মিত্র (ছুটিতে) ; অমরেন্দ্রনাথ সেন ; টি, কে, ওয়াই, রক্সবার্গ, এ, এল ব্ল্যাঙ্ক (ছুটিতে) ; ফণীভূষণ চক্রবর্তী (ডেপুটেশনে), গোপেন্দ্রনাথ দাস ; শশীভূষণ সিংহ, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল চন্দ্র চন্দ্র ; কুলদাচরণ দাশগুপ্ত ; সুরজিৎ চন্দ্র লাহিড়ী ; সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত (অতিরিক্ত) ; প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় (অতিরিক্ত) ; অমল কুমার সরকার (অতিরিক্ত), জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র (অতিরিক্ত) ; হিমাংশু কুমার বসু (অতিরিক্ত), ব্রজকান্ত গুহ (অস্থায়ী)।

রেজিষ্ট্রার—পি, কে, বসু ও রেণুপদ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতার শেরিফ—ডাঃ শান্তিভূষণ দত্ত

কলিকাতার পরিবহন

বাসের (bus) পথ—

২— গরিয়াহাট হইতে পাইকপাড়া (টালা পার্ক)

[সাদার্ণ এভেন্যু, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী, অক্টরলোনী রোড, গভর্ণমেণ্ট প্লেস (পূর্ব), ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট (ডালহৌসী), বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া]

২-এ—২ এর অনুরূপ

[এসপ্লানেড পর্যন্ত ২ এর অনুরূপ এবং পরে ধর্মতলা ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট হইয়া]

৩— খিদিরপুর হইতে শ্যামবাজার

[ডায়মণ্ডহারবার রোড, আলিপুর রোড, হাজরা রোড, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, লোয়ার ও আপার সার্কুলার রোড হইয়া]

৩-এ— ঠাকুরপুকুর ও সখের বাজার হইতে শ্যামবাজার

[ডায়মণ্ডহারবার রোড, ডাফরিন রোড, স্ট্র্যাণ্ড রোড, গভর্ণমেণ্ট প্লেস (ডালহৌসী), বৌবাজার স্ট্রীট, সার্কুলার রোড হইয়া]

৪— টালিগঞ্জ হইতে বরানগর

[টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী রোড, বেণ্টীক ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, কাশীপুর রোড হইয়া]

৪-এ— ডায়মণ্ডহারবার রোড-রায় বাহাদুর রোড জং হইতে কাশীপুর

[রায়বাহাদুর রোড (বেহালা), বুড়োশিবতলা, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী, অক্টরলোনী রোড, গভর্ণমেণ্ট প্লেস, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, ডালহৌসী, লালবাজার, চিৎপুর রোড, কাশীপুর রোড হইয়া]

৫ এ— বালিগঞ্জ ষ্টেশন হইতে হাওড়া ষ্টেশন

[রাসবিহারী এভেন্যু, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী, অক্টরলোনী রোড, গভর্ণমেণ্ট প্লেস, ওল্ডকোর্টহাউস স্ট্রীট, ডালহৌসী, কয়লাঘাট স্ট্রীট, স্ট্র্যাণ্ড রোড হইয়া]

৮— বালিগঞ্জ স্টেশন হইতে হাওড়া স্টেশন

[রাসবিহারী এভেন্যু, গরিয়াহাট রোড, হাজরা রোড, ল্যান্স-ডাউন রোড, লোয়ার সার্কুলার রোড, ইলিয়ট রোড, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, ধর্মতলা স্ট্রীট, ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীট, ডালহৌসী, স্ট্র্যাণ্ড রোড হইয়া]

৮ এ— যাদবপুর হইতে হাওড়া স্টেশন

[গরিয়াহাট রোড, রাস বিহারী এভেন্যু, ল্যান্স ডাউন রোড ও পরে ৮ নং-এর অনুরূপ]

১০— বালিগঞ্জ স্টেশন হইতে হাওড়া স্টেশন

[গরিয়াহাট রোড, আমির আলি এভেন্যু, লোয়ার সার্কুলার রোড, হ্যারিসন রোড হইয়া]

১০ এ— বালিগঞ্জ স্টেশন হইতে হাওড়া স্টেশন

[গরিয়াহাট রোড, হাজরা রোড, রিচি রোড, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, লোয়ার সার্কুলার রোড, হ্যারিসন রোড হইয়া]

১১— শ্যাম বাজার হইতে হাওডা স্টেশন

[আপার সার্কুলার রোড, হ্যারিসন রোড হইয়া]

১১ এ— শ্যামবাজার হইতে হাওড়া স্টেশন

[আপার সার্কুলার রোড, বিবেকানন্দ রোড, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, স্ট্র্যাণ্ড রোড হইয়া]

১২— এসপ্ল্যানেড্ হইতে রাজাবাগান

[ডাফরিন রোড, অক্টরলোনি রোড, স্ট্র্যাণ্ড রোড, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, গার্ডেন রীচ রোড, বদরতলা হইয়া]

১২ এ— ডালহৌসী স্কোয়ার হইতে রাজাবাগান

[ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীট, অক্টরলোনী রোড, কিংস ওয়ে, স্ট্রাণ্ড রোড, ক্লাইভ রোড, নেপিয়ার রোড, (ক্যালটেক্স অবধি ১২ অনুরূপ) হরিমোহন ঘোষ রোড, পাহাড়পুর রোড হইয়া]

১২ বি – এসপ্লানেড হইতে বড়তলা

[গার্ডেনরীচ অবধি ১২ অনুরূপ, আকরা রোড]

১৩— মানিকতলা হইতে ডালহৌসী স্কোয়ার

[মানিকতলা মেন রোড, বিডন ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, এসপ্লানেড (পূব) হইয়া]

১৪— উল্টাডাঙ্গা হইতে ডালহৌসী স্কোয়ার

[উল্টাডাঙ্গা মেনরোড, আর, জি, কর রোড, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রী ়, গ্রে ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, এসপ্লানেড হইয়া]

৩০— শ্যামবাজার হইতে গৌরীপুর—

[বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, দমদম রোড, যশোহর রোড হইয়া

৩০ এ— শ্যামবাজার হইতে সিঁথি

[বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হইয়া]

৩২— এসপ্ল্যানেড হইতে দক্ষিণেশ্বর—

[কাশীপুর ও আলম বাজার হইয়া]

৩২ এ— শ্যামবাজার হইতে বরাহনগর

[গ্যালিফ স্ট্রীট. কাশীপুর রোড হইয়া]

৩৩— পাইকপাড়া হইতে চেতলা —

[সার্কুলার রোড, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, তিলজলা, হাজরা-রোড হইয়া]

৩৫— বেলিয়াঘাটা হইতে শিয়ালদহ স্টেশন

[বেলিয়াঘাটা মেন রোড, বেলিয়াঘাটা রোড হইয়া]

৩৬— শিয়ালদহ হইতে নারিকেল ডাঙ্গা

৩৮— শিয়ালদহ হইতে মঠপুকুর

৭৮— শ্যামবাজার হইতে বারাকপুর

৭৮ এ— শ্যামবাজার হইতে বনগাঁ

৭৯— শ্যামবাজার হইতে ইতিন্দাঘাট

৭৯ এ— শ্যামবাজার হইতে দমদম্ (গ্রামোফোন ফ্যাক্টরী)

৮০— টালিগঞ্জ হইতে বালিগঞ্জ (গড়িয়া হইয়া)

৮০ এ— বালিগঞ্জ হইতে বারুইপুর

রাস্ট্রীয় পরিবহন

২ বি—কালিঘাট হইতে শ্যামবাজার

[কেওড়াতলা, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী সুরেন্দ্র ব্যানর্জি রোড, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া)

২ সি—কালিঘাট হইতে শ্যামবাজার

(রবিবার ও ছুটীর দিন ব্যতীত 'এক্সপ্রেস সার্ভিস'—সকাল ৯-১০; বিকাল ৪-১০ মিঃ— ৫-৪০ মিঃ, শনি-বিকাল ১-৩।)

[কালিঘাট—কেওড়াতলা, রসারোড, চৌরঙ্গী, এসপ্লানেড, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, ডালহৌসী, মিশন রো, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু ভূপেন্দ্র বসু এভেন্যু হইয়া।]

৩ বি - চেতলা—শ্যামবাজার

[ময়ারপুর রোড, চেতলা সেণ্ট্রাল রোড, আলিপুর জজ কোর্ট রোড, বেকার রোড, ভবানীপুর রোড, লোয়ার সার্কুলার রোড, চৌরঙ্গী, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলুটোলা ষ্ট্রীট, মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আপার সার্কুলার রোড, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, আর জি কর রোড হইয়া]

৮ বি—যাদবপুর--হাওড়া ষ্টেশন

[লেডি উইলিংডন রোড, গরিয়াহাট রোড, রাসবিহারী এভেন্যু, ল্যান্স ডাউন রোড, লোয়ার ও আপার সার্কুলার রোড, বিবেকানন্দ রোড, রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, স্ট্রাণ্ড রোড হইয়া]

৩২ সি—দক্ষিণেশ্বর—এসপ্লানেড

[আলমবাজার, বরাহ নগর, টফিন রোড, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, আপার সার্কুলার রোড, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ডালহৌসী, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট হইয়া]

৩৩ এ—বেলিয়াঘাটা (জোড়ামন্দির)—হাওড়া স্টেশন

[বেলিয়াঘাটা মেন রোড, বহুবাজার স্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, মিশন রো, ডালহৌসী, কয়লাঘাটা স্ট্রীট, স্ট্র্যাণ্ড রোড হইয়া]

বাসের সংখ্যা

২-২এ—একতলা ৬৫, দোতলা ২১ ;	১১-১১এ—৪১
৩-৩এ—১১০	১২-১২এ/বি—৭৫
৪-৪এ—৫৫	১৩—১৯
৫এ—৫১	৩০-৩০এ—৩০
১০-১০এ—৪২	মোট—৫১৩

সরকারী বাস—

১৩০টি বাস চলাচল করিতেছে।

৩১,৭৮,৮০০ টাকা মূল্যে ১৭৬টি বাস ক্রয় করা হয়। দুস্কৃতিকারীগণ ২টি বাস সম্পূর্ণ ও ৩৬টি বাস আংশিক ভাবে নষ্ট করিয়া দেয়।

১৯৪৯ সালের মোট আয়—৩১,৭৬,৮৮৬ টাকা।

সরকারী বাস চলাচল ব্যবস্থা হইতে ১৯৪৯-৫০ সালে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও ১৯৫০-৫১ সালে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা লাভ হইবে বলিয়া হিসাবে ধরা হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গের জেলা বোর্ড

জেলা বোর্ড	চেয়ারম্যানের নাম	আয় (১৯৪৮-৪৯) টাকা	ব্যয় (:৯৪৮-৪৯ টাকা
বর্ধমান	জীতেন্দ্রনাথ মিত্র	১১,৭৪,২৪৯	—
বীরভূম	পি, পি. আই. বৈগুনাথন (আই, সি, এস)	৩,৮১,০৮৩	৪,১৫,২৪৮
বাঁকুড়া	সুশীলচন্দ্র পালিত	৪,২৪,৪৮৫	—
মেদিনীপুর	মহেন্দ্রনাথ মাহাত	১২,৮৪,৭৩২	১৩,২৫,১৯৬
হাওড়া	ডাঃ মণিলাল বসু	৩,০৯,৯০৩	৩,৮৮,৭৭৪
হুগলী	অতুল্য ঘোষ	৫,০০,৩৪৮	৫,০০,১৭২
২৪-পরাগণা	প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০,৪৯,৯৫১	—
নদীয়া	—	—	—
মুর্শিদাবাদ	সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ	৬,১৯,৩০৬	—
পশ্চিম দিনাজপুর	ডাঃ সুশীল রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩,৯৮,৬১৭	২,৯৮,৫৩৬
মালদহ	জ্যোতির্মোহন মিশ্র	৩,০৮,২৫৮	২,৯ ,১১:
জলপাইগুড়ি	ধীরাজ মোহন সেন	৫,৬৪,২২২	৪,৭২,৯৯৫
দার্জিলিং	এন, রায় চৌধুরী (আই, সি, এস)	৪,০৫,৩৬৮	৩,৮০,১৪৬

পশ্চিম-বঙ্গের মিউনিসিপালিটি

মিউনিসিপালিটি	চেয়ারম্যানের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৪১)	লোকসংখ্যা (বর্তমানে)	আয় (১৯৪৮-৪৯) টাকা	ব্যয় (১৯৪৮-৪৯) টাঃ
বর্ধমান	প্রণবেশ্বর সরকার	৮·৭৫	৬২,৯১০	—	৪,৮০,৫৮৫	৫,০৯,৯৮৬
কালনা	দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	২	১২,৫৬২	২২,০০০	৮২,১৬২	৪১,৫৯০
কাটোয়া	গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়	২	—	১৮,০০০	৭৬ ৯৩৬	৭৪,৭১৫
দাঁইহাট	ডাঃ শম্ভুকালী ভট্টাচার্য	৪	৫,০৩৬	৮,০০০	১৫,৪৯২	১৩,০৬১
রাণীগঞ্জ	ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ	১·৮৫	২১,৮৩৯	—	১,৫২,৮৭৮	১,৫০,:৪৪
আসানসোল	যোগেন্দ্রনাথ তয়	৪·২৫	৫৫,৯৭৯	—	২,৫০,০৩২	—
সিউড়ি	অমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·৭	১৫,৮৬৭	—	৮৯,১২০	৯০,৩৪২
বাঁকুড়া	ডাঃ মুরলীধর ঘটক	৭	৪৬,৬১৭	৭০,০০০	২,১৬,৫৫৭	২,২০,৮৮৭
বিষ্ণুপুর	—	—	২৪,৯৬৩	—	—	—
সোণামুখী	কৃষ্ণমোহন চন্দ্র	৪·৫	১৪,৬৬৭	—	১৩,৬১২	১৪,৬৬৭
মেদিনীপুর	চারুচন্দ্র মিত্র	৪	৬০,০০০	—	২,০০,০০০	—
তমলুক	বঙ্কিমচন্দ্র ভৌমিক	২·৭৯	১২,০৭১	—	৫৩,৫২৬	৫২,৪০৪
ঘাঁটাল	ভবানীরঞ্জন পাঁজা	৪	১৭,২২৬	—	৩৭,০০০	—
চন্দ্রকোণা	সুরেন্দ্রনাথ সাঁতরা	৬·৪	৬,৪১১	—	১০,০০০	—
রামজীবনপুর	—	—	—	—	—	—

মিউনিসিপ্যালিটি	চেয়ারম্যানের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৪১)	লোকসংখ্যা (বর্তমানে)	আয় (১৯৪৮-৪৯) টাকা	ব্যয় (১৯৪৮-৪৯) টাঃ
ক্ষীরপাই	—	—	৪,৪০০	—	—	—
খরার	—	—	—	—	—	—
হুগলী-চুঁচুড়া	অবনীনাথ নন্দী	৬	৪৯,০৮১	—	৩,০০,০০০	—
বাঁশবেড়িয়া	ব্যোমকেশ মজুমদার	৩'৫	২৩,০১৬	—	৯৬,২৮০	—
শ্রীরামপুর	কানাইলাল গোস্বামী	৫	৮৪,০০০	—	৪,২৫,০০০	—
বৈদ্যবাটি	হৃদয়কৃষ্ণ চৌধুরী	৯	২৫,৮২৫	—	১,২৯,১০০	১,২৩,৬০৪
চাঁপদানি	বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	২'৫	৩১,৮৩৩	৪০,০০০	১,১৫,১১৩	১,১২,৩৭৬
ভদ্রেশ্বর	সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২'৭	২৭,৮৭৩	—	৮৫,০০০	—
রিষড়া	নরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১	২৩,৬৯০	৩৮,০০০	৯৮,৪৯৭	৯৭,২১৯
কোন্নগর	নৃসিংহ দাস বসু	১'৬৭	১৩,৭৪২	২৫,০০০	৮০,০০০	৮০,০০০
কোতরং	সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৪,৯০১	—	৫৪,১৯০	—
উত্তরপাড়া	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	০'৮	১৩,৬১০	২০,০০০	১,১৮,৪৬৮	১,১১,৪৪৪
আরামবাগ	সৈয়দ ফরমান আলি	৭'৫	৮,৯৯২	—	৩৮,৯৯৪	৩৮,৭৭০
হাওড়া	শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়	১০'১৮	৩,৭৯,২৯২	প্রায় ৬ লক্ষ	৪৬,৮২,৩৬২	৫২,১৭,০৪৫
বালি	অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়	৩'০৬	৫০,৩৯৭	প্রায় ১ লক্ষ	২,৭৪,০৫০	৩,১২,৯৫৬
কাঁচড়াপাড়া	—	—	—	—	—	—

মিউনিসিপ্যালিটি	চেয়ারম্যানের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৪১)	লোকসংখ্যা (বর্তমানে)	আয় (১৯৪৮-৪৯) টাকা	ব্যয় (১৯৪৮-৪৯) টাঃ
হালিসহর	—	—	২৫,৮০৪	—	—	—
নৈহাটি	এন, সি, কর বি, সি, এস	১·৬৮	৪২,২০০	—	৩,৩৫,৬০০	৩,২৫,০২০
ভাটপাড়া	মণিমোহন মুখোপাধ্যায়	৪·৬২	১,১৭,০০০	২,০০,০০০	৫,৫৬,৭০০	৬,১৩,৮১০
গারুলিয়া	মেজর এস কে, ব্যানার্জি আই, এ এস	১·৫	১০,১৫০	—	৭৬,১৮৯	৭৭,৮২৩
উত্তর বারাকপুর	গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল	৩·৫	২৬,৯৬৬	৭০,০০০	১,০২,২৬৪	১,০০,৪৬৪
বারাকপুর	পাঁচুগোপাল সাধু খাঁ	৪·৫	২১,৭২৩	—	১,০০,১০২	৯৬,১৫৮
টিটাগড়	রঘুনন্দন প্রসাদ গুপ্ত	১·২৫	৫৭,৬১৪	৯০,০০০	২,০৭,৭৬৮	১,৯০,৪৩৭
খড়দহ	—	—	৯,৫৬৮	—	—	—
পানিহাটি	—	—	৪০,০০০	—	—	—
কামারহাটি	আদিত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	—	৪৫,০০০	—	—	—
বরাহনগর	ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩	৫৪,৫০০	৯৩,০০০	৫,৬৪,৯৩০	৫,৬৫,৫১০
উত্তর দমদম	বাহার আলি আমেদ	৫	৫,৯৭৪	—	২০,০০০	১২,০০০
দক্ষিণ দমদম	প্রফুল্লকুমার গুহ	৫·৯৮	২৫,৮৩৮	৪৫,০০০	২,৩৬,৬৩০	২,৬৬,৭৯৯
দমদম	কামতানাথ তেওয়ারী	১	১০,০০০	১২,০০০	১,৫০,০০০	১,৬০,০০০
টালিগঞ্জ	নিরঞ্জন ঘোষাল	৮	৫৮,৫৯৪	—	৬,১৩,৪৭২	৫,৬১,৭৪২
সাউথ সুবার্বন	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২,২৫	৬৩,৩৪১	১,২৫,০০০	৪,০২,৮৫৩	৫,৫২,৪৯৭

মিউনিসিপ্যালিটি	চেয়ারম্যানের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৪১)	লোকসংখ্যা (বর্তমানে)	আয় (১৯৪৮-৪৯) টাকা	ব্যয় (১৯৪৮-৪৯) টাঃ
বজবজ	পণ্ডিত রামচন্দ্র আয়াঙ্গি	৩	৩২,৩৯৪	—	১,৭৫,৮২৩	১,৬৭,৩০৯
রাজপুর	শিবদাস ভট্টাচার্য	৮·১	১৭,০০০	—	২০,০০০	—
বারুইপুর	শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	৩·৫	৭,১৩০	৮,৫০০	২৩,২০০	২০,৯১০
জয়নগর-মজিলপুর	সুধীরকৃষ্ণ দত্ত	২	১৪,২১১	—	৫৪,১৩৬	৪৪,৪৫৮
গার্ডেনরীচ	এস, এম, আবদুল্লা	৪·৫	৮৫,১৮৮	১,২১,০০০	৬,৭৯,৫৭৩	৮,৫১,২৪২
বারাসত	শিশিরকুমার বসু	৫·৫	১১,২৩০	—	৩০,০০০	—
গোবরডাঙ্গা	কালীচরণ দাস	৪	৫,৫৭৪	৮,৪৬২	১৩,০০০	—
বাদুড়িয়া	বিজয়মাধব হালদার	১২	১৪,৫২৭	১৬,৬২৫	১৯,৭১৫	১৯,৭০৮
বসিরহাট	সুধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৮·৫	৩৯,৫৬৫	—	৬০,০০০	—
টাকী	প্রতীপচন্দ্র ঘোষ	৬·২৫	১১,০৫১	—	২০,৭০৫	১৭,৯১৮
কৃষ্ণনগর	নৃসিংহপ্রসাদ সরকার	৬·১	৩২,০১৬	৭০,৯৬০	৩,৫৬,৬০০	৩,৬৩,৩৬০
নবদ্বীপ	শচীন্দ্রমোহন নন্দী	৪·৫	৩০,৫৮৩	১ লক্ষাধিক	৩,১৭,৫৭০	২,৭৭,৩৮২
শান্তিপুর	শশীভূষণ খান	৯·২	—	৫০,০০০	১,৬৫,৮১৫	১,৭৮,৬৫৩
রাণাঘাট	শিশিরকুমার মজুমদার	২·৯৮	১৬ ৪৮৮	—	৪৫,০০০	—
বীরনগর	সুবোধচন্দ্র মিত্র	২·১৩	১,৮১৩	৪,০৩১	২৭,১১৭	২৪,৯৫৬
চাকদহ	রাধারঞ্জন ঘোষ	৪	৫,৪৯৪	—	২৮,৩৭৯	২৭,৯৬৯

মিউনিসিপ্যালিটি	চেয়ারম্যানের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৪১)	লোকসংখ্যা (বর্তমানে)	আয় (১৯৪৮-৪৯) টাকা	ব্যয় (১৯৪৮-৪৯) টাঃ
বহরমপুর	মনোরঞ্জন সেন	৬·৫	৪১,৫৫৮	৭০,০০০	৩,৩৫,৬১২	৩,০২,৮৪০
মুর্শিদাবাদ	—	—	১১,৪৯৮	—	—	—
জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	কালীনারায়ণ সিংহ	৪·৩৩	১৫,২২৩	—	৫৬,২৫৬	—
কাঁদি	বিজয়েন্দ্র নারায়ণ রায়	৫	১৬,৬৫২	—	৩২,৭০৬	৩২,০৭৩
জঙ্গীপুর	মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়	৩·১	১৬,৯৯৯	—	৪০,০০০	—
ধুলিয়ান	ধীরেন্দ্রনাথ রায়	৪	১২,৬১৩	—	২৩,১৬৯	১৫,৪০০
জলপাইগুড়ি	সত্যেন্দ্র প্রসাদ বসু	৩·৮৯	২৭,৭৬০	৬০,০০০	২,১৯,১৭৮	২,২০,৭৬৮
ইংরাজবাজার	মনোমোহন সাহা	১·৭৯	২৩,৩৩৪	—	—	—
পুরাতন মালদহ	আনন্দচরণ পোদ্দার	১·২৫	৩,৮৪৫	—	১৫,৩৭৬	—
দার্জিলিং	এন, রায় চৌধুরী (ডেপুটি কমিশনার)	৪·০৮	২৫,৮৭৩	—	১১,৭২,৫৫০	১০,৮৪,০৫৮
কার্সিয়ং	ডি, বি, ছেত্রী	২	৮,৫০০	—	১,৩০,০০০	—
কালিম্পং	এম, সি, প্রধান (মহকুমা হাকিম)	২·০৭	১০,১১২	১২,৮০০	১,৮১,৩৫৬	১,০৭,৬৪৫

ভারতীয় ডাক-বিভাগ

ভারতের ডাকঘরের সংখ্যা (৩১.৩ ৪৯)—২০.৫১৭

সহরে : ৩,৮৪২

গ্রামে : ১৬,৬৭৫

১৯৪৮-৪৯ সালে ৩.৭৫৩টি (৩,১১৩টি গ্রামে ও ৬৪০টি সহরে) ডাকঘর পরীক্ষামূলকভাবে খোলা হয়।

১৯৪৮-৪৯

বিভিন্ন ডাকঘরগুলি হইতে ২২৬৪০ লক্ষ পোস্টকার্ড, খাম ও রেজিষ্টার্ড চিঠি, পার্শেল প্রভৃতি বিলি করা হয়।

১৫০ কোটি টাকার ৪৪.৯ লক্ষ মণি-অর্ডার বিলি করা হয়।

ভি-পি বাবদ ৩৭ কোটি টাকা আদায় করা হয়।

উপযুক্ত ঠিকানা বিহীন চিঠিপত্র প্রভৃতির সংখ্যা—১,৫৫,১৩,০০০

২২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয় হয়।

বিমান-ডাকের পথ ব্যতীত অন্য উপায়ে ১,৩৮,৯২৪ মাইল পথে ডাক যাতায়াত করে। এই পথের শতকরা ২ ভাগ রেলপথ, ২২ ভাগ মোটর পথ, ৪৯ ভাগ পায়ে-হাঁটা-পথ ও অবশিষ্ট ৩ ভাগ ঘোড়া, নৌকা, প্রভৃতির পথ।

ডাক-বিভাগের আয়—ব্যয় ১৯৪৮-৪৯)—

আয়	২৯,৪৭,৬৭,৫২৬	টাকা
ব্যয়	২৬,৮৮,৯১,২৩৪	„
উদ্বৃত্ত	২,৫৮,৭৬,২৯২	„

মানব জাতির কল্যাণ দ্বারাই আমি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর ঊর্ধ্বাকাশে বা পৃথিবীর অন্তঃস্থলে বাস করেন না। তিনি প্রতি মানুষের মধ্যেই বিরাজমান।

—মহাত্মা গান্ধী

ডাক মাশুল

ভারতে বিলি করার জন্য ডাক মাশুলের হার

পোষ্টকার্ড—একখানি—৩ পয়সা; রিপ্লাই—দেড় আনা। স্থানীয় বিলির জন্য—পোস্টকার্ড ২ পয়সা। [উপযুক্ত টিকিট না লাগাইয়া পোস্টকার্ড পোস্ট করিলে উহা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।]

খাম—২ আনা (১ তোলার অনধিক); অতিরিক্ত প্রতি তোলা বা অংশের জন্য—১ আনা। স্থানীয় বিলির জন্য—খাম ১ আনা। [টিকিট না লাগাইয়া চিঠি পোষ্ট করিলে কমতি টিকিটের দ্বিগুণ মাশুল আদায় করা হয়।]

বুক প্যাকেট ও নমুনা প্যাকেট ৫ তোলার অনধিক—৩ পয়সা; অতিরিক্ত প্রতি আড়াই তোলা বা অংশের জন্য—১ পয়সা।

পার্শেল—১০ তোলার (½ সের) অনধিক—৬ আনা; অতিরিক্ত প্রতি ৪০ তোলা বা অংশের জন্য—৬ আনা। [৭½ সেরের অধিক ওজনের পার্শেলের রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। ১০ সের ওজনের অধিক পার্শেল পাঠান হয় না।]

রেজিষ্ট্রেশন—পোষ্টকার্ড, খাম, পার্শেল প্রভৃতির রেজিষ্ট্রেশন মাশুল ৪ আনা; প্রাপ্তি-রসিদ পাইতে হইলে অতিরিক্ত ১ আনা দিতে হয়।

ইনস্যুরেন্স—রেজিস্টার্ড চিঠি, পার্শেল ইত্যাদি ৩,০০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত ইন্‌সিওর করা যাইতে পারে। শাখা পোস্টাফিসে ৫০০ টাকার অধিক করা যায় না। মাশুলের হার—১০০ টাকা পর্যন্ত—৪ আনা; ১০০ টাকার অধিক ও ২০০ টাকা পর্যন্ত—৫½ আনা; ২০০ টাকার অধিক ও ৩০০ টাকা পর্যন্ত—৮ আনা; ৩০০ টাকার অধিক অতিরিক্ত প্রতি ১০০ টাকা বা অংশের জন্য, ১,০০০ টাকা পর্যন্ত—২ আনা; ১,০০০ টাকার অধিক অতিরিক্ত প্রতি ১০০ টাকা বা অংশের জন্য—১ আনা।

মানি-অর্ডার—প্রতি ১০ টাকা বা অংশের জন্য কমিশন—২ আনা [৬০০ টাকা পর্যন্ত পাঠান যায়।]

টেলিগ্রাফ মানি-অর্ডার—সাধারণ মানি-অর্ডারের কমিশন, টেলিগ্রামের মাশুল ও অতিরিক্ত শুল্ক ২ আনা।

ভারতীয় পোষ্টাল অর্ডার—৮ আনা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের পোস্টাল অর্ডার পাওয়া যায়। প্রত্যেক অর্ডারের মাশুল—১ আনা।

এক্সপ্রেস ডেলিভারী পোস্টকার্ড, খাম ও বুক প্যাকেট পাঠান যাইতে পারে—ইহা টেলিগ্রামের অনুরূপ তৎপরতার সহিত বিলি করা হয়। মাশুল ২ আনা।

বিমান ডাক মাশুল—বর্তমানে খাম ও পোস্টকার্ড যথাসম্ভব বিমান ডাকে প্রেরণ করা হয়—সেজন্য ভারতে বিলি হইবে এরূপ খাম ও পোস্টকার্ডের জন্য অতিরিক্ত ডাক মাশুল লাগিবে না। প্যাকেট বা সংবাদ পত্রে প্রতি তোলা বা অংশের জন্য অতিরিক্ত ১ আনা ও মানি-অর্ডারে প্রত্যেক অর্ডারে অতিরিক্ত ১ আনা মাশুল লাগিবে। পার্শেলের উপর প্রথম ৪০ তোলা বা অংশের জন্য অতিরিক্ত ৮ আনা মাশুল লাগিবে। [খাম ও পোস্টকার্ডের উপর নীল রংয়ের বিমান ডাকের লেবেল লাগাইতে হইবে না।]

বিদেশী ডাক মাশুলের হার

এডেন, সিংহল, নেপাল, পাকিস্থান ও পর্তুগীজ ভারতের ডাক মাশুলের হার ভারতীয় হারের অনুরূপ।

পোষ্টকার্ড—একখানি—২ আনা; রিপ্লাই—৪ আনা।

খাম—৩½ আনা (১ আউন্সের অনধিক); অতিরিক্ত প্রতি আউন্স বা অংশের জন্য ২ আনা।

ছাপা কাগজ—প্রতি ২ আউন্স বা অংশ ৩ পয়সা।

ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজ-পত্র—১০ আউন্সের অনধিক ৩½ আনা। অতিরিক্ত প্রতি ২ আউন্স বা অংশ ৩ পয়সা।

নমুনা-প্যাকেট—৪ আউন্সের অনধিক—১½ আনা; অতিরিক্ত প্রতি ২ আউন্স বা অংশ—৩ পয়সা।

ইন্স্যুরেন্স—প্রতি ১৪ পাউণ্ড বা ২০০ টাকা মূল্যের উপর মাশুল ৫½ আনা।

বিমান ডাক মাশুল

পাকিস্থানে চিঠি বিলি করিবার জন্য খাম—প্রতি তোলা বা অংশের জন্য অতিরিক্ত ১½ আনা, পোস্টকার্ড প্রতিটির জন্য অতিরিক্ত ৩ পয়সা প্যাকেট বা সংবাদপত্র—প্রতি তোলা বা অংশের জন্য অতিরিক্ত ১½ আনা; মানি-অর্ডার প্রতি অর্ডারের জন্য অতিরিক্ত ১½ আনা।

সিংহলে চিঠি বিলি করার জন্য—খাম—প্রতি তোলা বা অংশের জন্য ১আনা; পোস্টকার্ড—প্রতিটির জন্য অতিরিক্ত ২ পয়সা; প্যাকেট বা সংবাদপত্র—প্রতি তোলা বা অংশের জন্য অতিরিক্ত ১ আনা। মানি-অর্ডার—প্রতি অর্ডারের জন্য ১½ আনা।

ব্রহ্মদেশ—ডাকমাশুলসহ—পোস্টকার্ড—৩ আনা; চিঠি বা প্যাকেট (প্রতি ½ আঃ)—৬ আনা।

ইন্দোচীন, হংকং, ইরাণ, ইরাক, মালয় এডেন প্যালেষ্টাইন, সৌদী—আরব, শ্যাম, তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর, এলবেনিয়া, বুল্গেরিয়া, গ্রীস, ইটালি, মাল্টা, যুগোশ্লোভিয়া। } ডাকমাশুল সহ পোস্টকার্ড—৪ আনা; খাম বা প্যাকেট (প্রতি ½ আঃ)—১০ আনা।

অস্ট্রেলিয়া, জাঞ্জিবার, আয়ার, গ্রেটবৃটেন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স। } ডাকমাশুল সহ—পোস্টকার্ড—৪ আনা, খাম বা প্যাকেট (প্রতি ½ আঃ)—১২ আনা।

নিউজিল্যাণ্ড গোয়াম, জাপান, কোরিয়া, অস্ট্রিয়া বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, জার্মেনি, জিব্রালটার হল্যাণ্ড হাঙ্গেরী, লুক্সেমবার্গ, পোল্যাণ্ড, পর্টুগাল, রুমানিয়া, স্পেন, সুইডেন, সুইটজারল্যাণ্ড, রাশিয়া।	ডাকমাশুল সহ—পোষ্ট কার্ড – ৫ আনা ; খাম বা প্যাকেট (প্রতি ½ আঃ)—১৪ আনা।
চীন, ক্যানাডা, ব্রেজিল, চিলি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেণ্টাইন।	ডাকমাশুল সহ—পোষ্ট-কার্ড—আট আনা খাম বা প্যাকেট [প্রতি ½ আঃ]—১টাকা ২ আনা।

টেলিগ্রামের হার

টেলিগ্রামের হার	ভারতে বিলি হইলে		পাকিস্থানে বিলি হইলে	
	এক্সপ্রেস	সাধারণ	এক্সপ্রেস	সাধারণ
প্রথম ৮টি বা কম সংখ্যক শব্দ	১৷৷০	৸০	২৸০	১৵০
অতিরিক্ত প্রতি শব্দ	৵০	৴০	।০	৵০

প্রত্যেক অর্ডিনারী টেলিগ্রামে ১ আনা ও এক্সপ্রেস টেলিগ্রামে ২ আনা অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হয়।

[অর্ডিনারী টেলিগ্রামে অপেক্ষা এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম তাড়াতাড়ি যায় এবং দিবারাত্রের যে কোন সময়ে ইহা বিলি করা হয়। ছুটীর দিনে অর্ডিনারী টেলিগ্রাম গ্রহণ করা হয় না।]

ওজন, মাপ, অর্থ ইত্যাদি

ভারতীয় বাজার ওজন

৪ সিকি	=	১ তোলা
৫ সিকি	=	১ কাঁচ্চা
৪ কাঁচ্চা বা ৫ তোলা	=	১ ছটাক
৪ ছটাক	=	১ পোয়া
১৬ ছটাক	=	১ সের
৪০ সের	=	১ মণ

দৈর্ঘ্যের মাপ

১২ ইঞ্চি	=	১ ফুট
১৮ ইঞ্চি	=	১ হাত
২ হাত	=	১ গজ
৩ ফুট	=	১ গজ
১৭৬০ গজ	=	১ মাইল
৮ ফার্লং	=	১ মাইল

সূক্ষ্ম ওজন

৪ ধান	=	১ রতি
৮ রতি	=	১ মাসা
১২ মাসা	=	১ তোলা

জমির মাপ

৫ বর্গগজ	=	১ ছটাক
১৬ ছটাক	=	১ কাঠা
২০ কাঠা	=	১ বিঘা
৩ বিঘা ৮ ছটাক	=	১ একর
১৯৩৬ বিঘা	=	১ বর্গমাইল

কাপড়ের মাপ

৩ যব	=	১ অঙ্গুলী
৩ অঙ্গুলী	=	১ গিরা
৮ গিরা	=	১ হাত
২ হাত	=	১ গজ
২$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি	=	১ গিরা
১৬ গিরা	=	১ গজ

সময়ের মাপ

৬০ অনুপল	=	১ বিপল
৬০ বিপল	=	১ পল
৬০ পল	=	১ দণ্ড
৭$\frac{১}{২}$ দণ্ড	=	১ প্রহর
৮ প্রহর	=	১ দিন
৭ দিন	=	১ সপ্তাহ
৩৬৫ দিন	=	১ বৎসর
৩৬৬ দিন	=	১ অধি-বৎসর (লিপ্ ইয়ার)
৬০ সেকেণ্ড	=	১ মিনিট
৬০ মিনিট	=	১ ঘণ্টা
২৪ ঘণ্টা	=	১ দিন

ইংরাজী অর্থ

৪ ফার্দিং	=	১ পেনি
১২ পেনি	=	১ শিলিং
২০ শিলিং	=	১ পাউণ্ড

ভারতীয় অর্থ

৪ কড়া = ১ গণ্ডা
৫ গণ্ডা = ১ বুড়ি বা পয়সা
৪ বুড়ি বা ২০ গণ্ডা = ১ পণ বা আনা
৪ পণ = ১ চোক বা সিকি
৪ চোক = ১ কাহন বা টাকা
১ কড়ি = ৩ ক্রান্তি = ৪ কাক
= ৫ তাল = ৭ দ্বীপ = ৯ দন্তি
২৭ যব = ৪৮০ তিল।

ইংরাজী ওজন

১৬ ড্রাম = ১ আউন্স
১৬ আউন্স = ১ পাউণ্ড
২৮ পাউণ্ড = ১ কোয়ার্টার
৪ কোয়ার্টার = ১ হন্দর
২০ হন্দর = ১ টন
১৪ পাউণ্ড = ১ ষ্টোন
১ টন = ২৭.৩ মণ
৮২ পাউণ্ড = ১ মণ

তরল পদার্থের মাপ (ইংরাজী)

৪ গিল = ১ পাঁইট
৪ পাঁইট = ১ কোয়ার্ট
৩৬ গ্যালন = ১ ব্যারেল
১ গ্যালন জলের ওজন ১০ পাউণ্ড

বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের হার

১ ডলার (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) = ৪ টাকা—১২ আনা—২ পাই
১ সেণ্ট = $\frac{১}{১০০}$ ডলার = ৯ পাই
১ পাউণ্ড (বৃটেন) = ১৩ টাকা—৫ আনা—৪ পাই
১ শিলিং = $\frac{১}{২০}$ পাউণ্ড = ১০ আনা—৮ পাই
. মার্ক (জার্মানি) = ১ টাকা—২ আনা—১.৬ পাই
১ ফ্রাঙ্ক (ফ্রান্স) = ২½ পাই
১ রুবেল (রাশিয়া) = ১৫ আনা—৩ পাই
১ ডলার (কানাডা) = ৪ টাকা—৪ আনা—৭ পাই

কাগজের মাপ

ফুলস্ক্যাপ	১৬½″ × ১৩½″	মিডিয়াম	২৩″ × ১৮″
ডবল ”	১৬½″ × ২৭″	রয়াল	২৬″ × ২০″
ডিমাই	১৮″ × ২২″	সুপার রয়াল	২৬½ × ২০½″
ডবল ”	৩৬″ × ২২″	ইম্পিরিয়াল	৩০″ × ২২″
ডবল ক্রাউন	৩০″ × ২০″		

ভারতের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র

কেন্দ্র	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (মিটার)
দিল্লী	৩৩৮·৬
	১৩·৯৫,১৬·০৩
	১৬·৮৯,১৯·৫৪
	১৯·৬২,১৯·৭৪
	১৯·৭৯,১৯·৮৩
	২৫·২৭,২৫·৩২
	২৫·৩৬,০৫·৪৫
	৩১·০২,৩১·১৫
	৩১·৩০,৪১·১৫
	৪১·২৭,৪৮·২৭
	৪৯·১০,৮৫·৪৮
বোম্বাই	২৪৩·৭
	৩১·৪০,৪০·৪৪
	৬১·৪৮
কলিকাতা	৩০৪
	৩১·৪৮,৪১·৬১
	৪৯·৯২,৬১·৯৮

	কেন্দ্র	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (মিটার)
৪	মাদ্রাজ	২১১·৩
		৩১·৩০,৪১·৩২
		৬০·৯৮
৫	লক্ষ্ণৌ	২৯৩·৫
৬	ত্রিচিনপল্লী	৩৯১·৮
৭.	জলন্ধর	২২৫·০
৮	পাটনা	২৬৫·৩
৯.	কটক	২২১·৪
১০.	অমৃতসর	২২৯·৯
১১.	শিলং	২০৫·৪৮
১২.	গৌহাটি	৩৮৪·৬
১৩.	নাগপুর	২৩২·৬
১৪.	বিজয়ওয়াড়া	৩৫৭·১
১৫.	বরোদা	২৫০·০
১৬.	ধারোয়ার	
১৭.	আমেদাবাদ	

১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতের কেন্দ্রসমূহেব জন্য প্রায় ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

ভারতে রেডিও লাইসেন্সের ফী বাবদ মোট আয় হয়—

১৯৪৫-৪৬—২২,৯৯,৪০৩ টাকা ; ১৯৪৬-৪৭—২৮,৫৭,৪৭৭ টাকা ;

১৯৪৭-৪৮—৩৬,০০,৬১৩ টাকা।

১৯৪৮ সালের শেষে বে-সরকারী রেডিও-লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল ৭,৭৬১।

(১৯৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)

পূর্ব-ভারতের ও পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন শহরের বৃষ্টিপাত ও তাপ

এলাকা	শহর	বার্ষিক গড়ে মোট বারিপাত	বার্ষিক গড়ে সর্বোচ্চ তাপ	সর্বোচ্চ তাপের রেকর্ড	বার্ষিক গড়ে সর্বনিম্ন তাপ	সর্বনিম্ন তাপের
আসাম	চেরাপুঞ্জি	৪২৫'২৩	৬৮'৯	৮৭	৫৭'৬	
	গৌহাটি	৬৩'৪৬	৮৪'৭	১০৪	৬৬'৬	
	শিলং	৮৪'৬৪	৬৯'৯	৯০	৫৩'৫	
	তেজপুর	৭২'৬২	৮৩'৭	১০১	৬৭'২	
পশ্চিম বাংলা	বহরমপুর	৫৪ ৬০	৮৮'০	১১৫	৬৯'০	
	বর্ধমান	৫৯ ৬২	৮৯'০	১১৫	৭০'২	
	কলিকাতা	৬২'৯৮	৮৮'৫	১১১	৭০'২	
	দার্জ্জিলিং	১২৬'৪২	৫৮'৬	৮০	৪৭'৯	
	জলপাইগুড়ি	১২৮'৬৩	৮৪'৬	১০৪	৬৬'৪	
	কৃষ্ণনগর	৫৭''৬	৮৮'৭	১১২	৬৮'৮	
পূর্ব বাংলা	চট্টগ্রাম	১০৭'৬৩	৮৫'১	১০২	৬৯'৩	
	কুমিল্লা	৯৪'৩৩	৮৬'৪	১০৭	৬৮'৮	
	ময়মনসিংহ	৯১'৪৮	৮৫'৩	১০৮	৬৮'৯	
	নারায়ণগঞ্জ	৭৩'৭৯	৮৬'৫	১০৬	৭০'৫	
বিহার ও ছোটনাগপুর	গয়া	৪৬'৭৩	৮৯'০	১১৭	৬৭'৪	
	জামসেদপুর	৫৩'৫১	৯০'২	১১৭	৬৮'৫	
	পাটনা	৪৬'৬৯	৮৭'৬	১১৫	৬৮'৯	
	রাঁচি	৫৮'১১	৮৪'১	১১০	৬৫'৩	
উড়িষ্যা	কটক	৫৯'৯৭	৯০'৯	১১৮	৭২'২	
	পুরী	৫৩'৬৬	৮৬ ১	১০৮	৭৪'৮	
	সম্বলপুর	৬৫'৭৬	৯০'৫	১১৭	৬৯'৬	

এলাকা	শহর	বার্ষিক গড়ে মোট বারিপাত	বার্ষিক গড়ে সর্বোচ্চ তাপ	সর্বোচ্চ তাপের রেকর্ড	বার্ষিক গড়ে সর্বনিম্ন তাপ	সর্বনিম্ন তাপের রেকর্ড
ত্তরপ্রদেশ	এলাহাবাদ	৪১·৮২	৯০·১	১২০	৬৬·৪	৩৪
	কাশী	৬০·৯৭	৮৯·৬	১১৭	৬৬·৮	৩৫
	কানপুর	৩৫·৯১	৮৯·০	১১৭	৬৬·০	৩৩
	লক্ষ্ণৌ	৪০·২	৮৯·৭	১১৯	৬৬·০	৩৪
বত	গিয়াংটসি	১০ ৭৬	৫৬ ৯	৮৯	২৭·০	২০
দ্বীপ	পোর্ট ব্লেয়ার	১২৩ ৩৩	৮৪·৯	৯৯	৭৩·৫	৬২

কলিকাতার তাপ ও বৃষ্টিপাত

আলিপুর আবহবিজ্ঞানাগারের কয়েকটি 'রেকর্ড'

চ্চ তাপ—১১১·৩ ডিগ্রি (ফাঃ)—৩১ মে ১৯২৪

নম্ন তাপ – ৪৪·৪ ডিগ্রি (ফাঃ)—২০ জানুয়ারী ১৮৯৯

র বেগ—ঘণ্টায় ৮০ মাইল – ১ মে ১৯৪৬

„ ৭৩ „ —১৮ মে ১৯৩৪

„ ৭১ „ —১৬ এপ্রিল ১৯৩৫

ক বৃষ্টিপাত —সর্বোচ্চ ৮৯·৩ ইঞ্চি—১৯০০

১·৭৮-১৯৩৫) সর্বনিম্ন ৩৫·৮ „ —১৯০৫

ধারে বৃষ্টিপাত—১ ঘণ্টায় ৩·৫ ইঞ্চি—২২ জুলাই ১৯২৬

৪০ মিনিটে ৩·২৫ „—৬ মে ১৯২৮

৩০ মিনিটে ২·২ „— ২১ জুন ১৯৩৯

ক বৃষ্টিপাত —১৪·৫ ইঞ্চি –২০ সেপ্টেম্বর ১৯০০

৯১-১৯৩৫) ১১·৯ „ — ১৮ জুন ১৯২৮

পশ্চিম-বঙ্গে জেলা-সমূহে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (ইঞ্চিতে)

জেলা	জানুয়ারী	মার্চ	মে	জুন	জুলাই	সেপ্টেম্বর	নভেম্বর	বার্ষিক
২৪ পরগণা	০.৪	১.৪	৫.৫	১১.৪	১৩.৫	৯.৪	০.৯	৬৩.৬
নদীয়া	০.৪	১.৩	৫.৪	৯.১	৯.৯	৭.২	০.৭	৫০.৯
মুর্শিদাবাদ	০.৪	০.৯	৫.২	৯.৭	১০.৭	৮.৭	০.৬	৫৩.১
বর্ধমান	০.৪	১.১	৪.৬	৯.৯	১১.৪	৭.৮	০.৬	৫৩.৬
বীরভূম	০.৪	০.৭	৩.৪	৮.৯	১১.৩	৭.৭	০.৪	৪৮.৭
বাঁকুড়া	০.৫	০.৯	৩.১	৮.৯	১২.৩	৭.০	০.৬	৫১.১
মেদিনীপুর	০.৪	১.২	৪.৫	১০.৪	১৩.০	৮.৩	০.৯	৫৯.৩
হুগলী	০.৩	১.০	৫.৫	৯.৯	১১.৬	৮.৫	০.৮	৫৭.১
হাওড়া	০.৪	১.৪	৫.৫	১১.৭	১৩.৩	৮.৬	০.৭	৬ .১
পশ্চিম দিনাজপুর	০.৪	০.৭	৫.৬	১১.৮	১৪.০	১১.৩	০.৪	৬৭.৩
জলপাইগুড়ি	০.৫	১.৯	১১.৮	৩৩.০	৩৬.১	২৩.৪	০.৭	১৫৪.৩
দার্জিলিং	০.৫	১.৬	৯.৫	২৩.৪	৩১.৩	১৮.১	০.৭	১২১.৮
মালদহ	০.৫	০.৭	৪.৮	১০.৪	১৩.১	১১.৫	০.৪	৫৯.৬
গড়ের বৃষ্টিপাত	০.৪	১.১	৬.০	১৩.০	১৫.৫	১০.৬	০.৭	৬৯.১

শিক্ষা

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারী স্থাপিত হয়। প্রথমে ইহা মাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল কিন্তু বর্তমানে একটি বিরাট শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু, পালি, ইংরাজী, ফরাসী, বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, চারুকলা, ভূগোল, বাণিজ্য গণিত, ফলিত গণিত, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা, ফলিত পদার্থ বিদ্যা, আইন, মনোবিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, সংখ্যা-বিজ্ঞান, ভূ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান রেডিও ফিজিক্স ও ইলেক্ট্রনিক্স নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৯১৪ সালের স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এবং স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের অনুকূল্যে সায়েন্স কলেজের (বিজ্ঞানকলেজ) প্রতিষ্ঠা হয়।

গত বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে ৫ম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১,৭৮৪, কলা বিভাগে গবেষণাকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০ ; স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ৪৭৬; এই বিভাগে গবেষণাকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৪০। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল ৩২১।

ভারত বিভাগের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২,৩০২,; কলেজের সংখ্যা ছিল ১২২। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৭ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৯৫। বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৪৭টি স্থায়ী ও ৪৪৮টি সাময়িক অনুমোদিত ছিল। বর্তমানে অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক হাজারের উপর ও কলেজের সংখ্যা

৮৭। ১৯৪৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৯,৮০০ ও ১৯৪৯ সালে ইহা বাড়িয়া ৩৩,০০০ হয়। ১৯৪৯ সালে বি, এ ও বি, এস-সি পরীক্ষায় ৫,৫০০ জন পরীক্ষার্থী যোগদান করে। ১৯৪৮ সালে মোট ২৫০০ ছাত্র ও ৩৫০ ছাত্রী বিভিন্ন ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৯,৫০০।

বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—চারু চন্দ্র বিশ্বাস; রেজিস্ট্রার—সতীশচন্দ্র ঘোষ (অস্থায়ী); বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পুস্তকের সংখ্যা দুই লক্ষের অধিক।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৮৫৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—মাননীয় বিচারপতি এল এইচ ভাগবতী। রেজিস্ট্রার—এন্, আর ডোঙ্গারকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা কলা ১, বিজ্ঞান ১, কলা বিজ্ঞান মিলিত—২৯, বাণিজ্য ৭, ট্রেনিং কলেজ—৩, কৃষি ২, ইনজিনিয়ারিং ৫, টেকনলজি—১, পশুচিকিৎসা ১, আইন ৪, মেডিক্যাল ৬, স্নাতকোত্তর ১৬। ১৯৪৯-৫০ সালের আয় ২৩,২৪,৩১৪ টাকা, ব্যয়—২৫,৫১০১৬ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ৯০,০০০।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৮৫৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর—দেওয়ান বাহাদুর এ, লক্ষণস্বামী মুদলিয়র। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩১ হাজারের অধিক।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপিত ১৮৮৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য; রেজিস্ট্রার—ডাঃ এস, পি, বর্মা। ১৯৪৮ সালে বিভিন্ন বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—বি, এ—৬১৮; এম, এ—২৫৯; বি, এস-সি—১৪৬; বি, এস-সি (য়্যাগ)—২৬; বি, এস-সি (য়্যাগ-ইঞ্জিনিয়ারিং)—৬; বি এস সি (মহিলাদিগের জন্ম বিশেষ) ২; এম, এস-সি—৭০; বি, কম—

১৩৮ ; এম, কম—৪২ ; এম, এড্—২ ; এল-এল বি—১৭২ ; এল-এল, এম—১ । বিশ্ববিদ্যালয়য়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১,২৫,৫২৯ ।

গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯০২ খৃঃ । বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—অধ্যাপক ইন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি ; রেজিস্ট্রার—অধ্যাপক ভগীশ্বর বিদ্যালঙ্কার । স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ভারতের প্রাচীন আদর্শে শিক্ষা-দানকল্পে এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন । বার্ষিক ব্যয়—প্রায় ২ লক্ষ টাকা । ১৯৪৮ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় ৭৫ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয় ।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯১১ খৃঃ । বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য ; রেজিস্ট্রার—পণ্ডিত জি, পি, মেহতা । ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪,৮৭২ তন্মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ২২ । ১৯৪৬ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—ডি-লিট—১ ; ডি, এস-সি—১ ; পি-এইচ, ডি—২ ; বেদাচার্য—৩ ; শাস্ত্রাচার্য—১৩ ; বেদশাস্ত্রী—৩ ; কর্মকাণ্ড শাস্ত্রী—৮ ; শাস্ত্রী—২৯ ; আয়ুর্বেদাচারী—৩০ ; এম. এ—১০৬ ; এম, এস-সি—৯০ ; এম, ফার্ম—৪ ; বি, এস সি (সাধারণ)—১৪৩ ; বি, এস-সি (বিভিন্ন বিষয়ে)—১০৭ ; এল-এল, বি—১৯ ; বি, টি—৮৭ ; বি, এ—১৮৩ ; বি, কম—৩৭ ; বি, এস-সি (ইঞ্জিনিয়ারিং)—১০৭ । ঠিকানা—বানারস (উত্তর প্রদেশ) ।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯১৬ খৃঃ । বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—আর, কস্তুরী রাজা চেট্টি ; রেজিস্ট্রার—টি, সিদ্ধিলিঙ্গ দেবারু । ১৯৪৮-৪৯ সালের আয় ৫০,০২,২৩০ টাকা ; ১৯৪৭ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—এম, এ—২৭ ; এম, এস-সি—২৬ ; বি, এ

১৯৪৮ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর—এই ১ বৎসরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ৩,৯৬,৯২৯টি বেতার (রেডিও) লাইসেন্স দেওয়া হয় । ইহার মধ্যে ১,৪৬৮৯৭টি নূতন লাইসেন্স ও ২,১০,০৩২টি পুরাতন লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ।

(অনার্স)—৪ ; বি, এস-সি (অনার্স)—৬৫ ; বি, টি—৩৯ ; বি ই—১৫৪ এম, বি, বি, এস—২৩ ; বি, এ—৩০৮ ; বি, এস সি—৩০৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান—১৪ ; অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান—৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংখ্যা—প্রায় ৫০ হাজার।

শ্রীমতি নাথি বাঈ দামোদর থাকার্সে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯১৬ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—শ্রীমতী সারদা মেটা। পুণা ও বোম্বাইতে ২টি কলেজ ও আমেদাবাদ ও বরোদাতে ২টি অনুমোদিত কলেজ আছে। কয়েকটি স্কুলও আছে। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ৫০০০ এর উপর। ঠিকানা—বোম্বাই।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯১৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—নবাব আলি ইয়ারজং। ভারতে এখানেই সর্বপ্রথম মাতৃভাষা অর্থাৎ উর্দুর সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রয়াস আরম্ভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—প্রায় ৬৩,০০০। ঠিকানা—হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য)।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২০ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—আচার্য নরেন্দ্র দেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ৮৮,০০০।

বিশ্ব ভারতী—১৯২১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে দেশবাসীর হস্তে সমর্পণ করেন এবং সেই বিদ্যালয়কে ভিত্তি করিয়াই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ইহা পৃথিবীর সর্বত্র একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে সুপরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট এখনও ইহাকে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণনা করেন না ও এখানকার উপাধি অনুমোদন করেন না। বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগের নাম—পাঠভবন (বিদ্যালয় বিভাগ), শিক্ষাভবন (কলেজ বিভাগ) বিদ্যাভবন (গবেষণা বিভাগ), রবীন্দ্রভবন (মিউজিয়ম ও রবীন্দ্র গবেষণা বিভাগ), চীনাভবন

(চীন ভারতীয় গবেষণা বিভাগ), কলা ভবন (চারুশিল্প ও কারু শিল্প বিভাগ), সঙ্গীত ভবন (সঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগ), হিন্দী ভবন (হিন্দী শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ), দীনবন্ধু ভবন (পাশ্চাত্য ও খৃষ্টীয় শিক্ষা বিভাগ), বিনয় ভবন (ভারত সরকারের শিক্ষকদের শিক্ষা বিভাগ)—এইগুলি শান্তিনিকেতন অবস্থিত। শ্রীনিকেতন গ্রামোন্নয়ন বিভাগ অবস্থিত। বর্তমানে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—৫২৪ : শিক্ষকের সংখ্যা—৭০। ১৯৪৮-৪৯ সালে আয় ব্যায়ের হিসাব—আয় ১২,০৩,২৯৩ ব্যয় ১৩,৯০,০৯৯। ১৯৪৮ সালে বিশ্বভারতীর উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—কলা ভবন হইতে—৯ ; সঙ্গীত ভবন হইতে—৮ ; শিক্ষা ভবন হইতে ২ ; চীনা ভবন হইতে ১। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা—১২, আই, এ—১৯, আই এস সি—১১, বি, এ ১৭। শ্রীনিকেতনের কার্য ৭৬টি গ্রামের ২০০ বর্গমাইল এলাকা লইয়া বিস্তৃত। ৩৫৯ জন কারিগর বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংখ্যা মোট—২,১৬,১২৩। বর্তমান আচার্য—পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু ; কর্মসচিব—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠিকানা—পোঃ শান্তিনিকেতন (বীরভূম)।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া-বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২১ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার........ ....ঠিকানা—দিল্লী।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২২ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—স্যার মরিস গয়ার। রেজিস্ট্রার—টি, পি, এস আয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে ইংরাজী, গণিত, ইতিহাস, দর্শন, হিন্দী, সংস্কৃত উর্দু, ফারসী, আরবী, অর্থনীতি, বাণিজ্য, সমাজসেবা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, নৃতত্ত্ব, আইন, গ্রন্থাগার শিক্ষা, বি, টি, এম এড্, ডি, টি, ডি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল বিভাগে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৩৫০। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—বি, এ (পাস) ১৭৪, বি এস সি (পাস) ১৯, বি এ (অনার্স) ১৪৭, বি এস সি (অনার্স) ৬৩, এম এ ১১২,

এম এস সি ২৮, আইন ১১১, বি এস সি (অনার্স এগ্রি) ১১, নার্সিং ৪, বি, টি ৬৬, গ্রন্থাগার শিক্ষা ১১। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১৬। ১৯৪৯-৫০ সালের আয় ১৫,২৪,৬৩৫ টাকা, ব্যয় ১৬,৫৬,২৫০ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ৫৭,৭০০।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২৩ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—পণ্ডিত কুঞ্জীলাল দুবে। রেজিষ্ট্রার ইউ, মিশ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা—পলিটিক্যাল সায়েন্স ৪২, ভূবিদ্যা ১২, বায়োকেমিষ্ট্রি (শুধু গবেষণার জন্য) ১। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী সংখ্যা—এম্ এ ১৭৩, এম্ এস্ সি ২৮, বি. এ (অনার্স) ১৪, বি এ (পাস) ৮০৮, বি, এস, সি (অনার্স) ৪, বি এস সি (পাস) ১১৮, আই এ, ৮৫৫, আই এস সি ৬৬০, এম কম ২৫, বি কম ১৪৫, আই কম ৩৭৫, এল এল বি ১৬৪, বি টি ৬৮, ডিপ-টি ১০৮, বি এস্ সি (এগ্রি) ৬০, আই এস সি (এগ্রি) ৪২ বি এস সি (টেক) ২১, ইনজিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ৭৬, আরকিটেকচার ডিপ্লোমা ১, আর্টস ডিপ্লোমা ৯, এম বি বি এস ১৪০। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত কলেজের সংখ্যা ৩। অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ৪৭,৫৮০। ১৯৪৯-৫০ সালের আয় ৯,৫৮,৪৫০ টাকা, ব্যয় ৯,২৭,২৮২ টাকা।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ—১৯০৬ সালে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিবর্গের পরিচালনায় কলা, বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাদানের নিমিত্ত স্যার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে এই পরিষদ গঠিত হয়। ঐ বৎসরেই স্যার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বেই বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব টেকনিক্যাল এডুকেশন ইন বেঙ্গল' নামে সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটুট স্থাপিত হয়। ১৯১০ সালে

এই সমিতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিত মিলিত হইয়া যায়। প্রথমে এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে কলা, বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল কিন্তু ক্রমে দেশে শিল্প-বিজ্ঞানের প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পরিষদ তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিই নিবদ্ধ করিলেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তি-বর্গের ও কলিকাতা কর্পোরেশনের দানে ও সাহায্যে ১৯২৪ সালে যাদবপুরে কলেজ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং য়্যাণ্ড টেক্‌নলজি স্থাপিত হয়। এখানে ইলেক্‌ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিগ্রি পরীক্ষা), জুনিয়র টেকনিক্যাল, সার্ভে ও ড্রাফ্‌টস্‌ম্যানসিপ ও কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়।

পরিষদের সভাপতি—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। রেজিষ্ট্রার—পি, সি, ভি, মল্লিক. ইনজিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ—ডাঃ টি সেন।

১৯৪৮-৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং ২৪, ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং ৮২, মেকানিক্যাল ইনজিনিয়ারিং ৯৪, ইনজিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ২৭, ওভার-সিয়ার ২১, অটোমোবাইল ইনজিনিয়ারিং ৫৫, এগ্রিকালচার ৮।

শিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১। ১৯৪৯-৫০ সালের বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রের সংখ্যা ১,৭৫৮। ১৯৪৯-৫০ সালের আয় ২৫,০৮,০২৫ টাকা, ব্যয় ৩১,৩১,৭৪৮ টাকা। শিক্ষাপরিষদের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১৫,৪১১। ঠিকানা—যাদবপুর কলেজ পোঃ, কলিকাতা ৩২।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২৬ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—ডাঃ ভি, এস, কৃষ্ণ; রেজিস্ট্রার—কে, ভি, গোপালস্বামী। ১৯৪৮ সালের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা—এম, এস—২; এম, বি, বি, এস—৫২; বি, এড—১১৫, এম, এস-সি—২৩; বি, এস-সি (অনার্স)—৩৪; বি, এস-সি—২২৮, এম্, কম,—১; বি, এ (অনার্স)—৬১; বি, কম্ (অনার্স)—১২; বি, এ—৫৪৯;

বি কম্—১০৩; বি, এস-সি (এগ্রি)—৭২; ডি, জি, ও—২; প্রাচ্য-বিদ্য—৫২ ও ম্যাট্রিকুলেশন—১১৯। অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা—বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ—৪; বৃত্তিমূলক কলেজ—৬; প্রথম বর্গের কলেজ—৭; দ্বিতীয় বর্গের কলেজ—৫; সংস্কৃত কলেজ—৭; বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-সংখ্যা—৪৪,৮৩৩। ঠিকানা—ওয়ালটিয়ার (মাদ্রাজ)।

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—ডাঃ নারায়ণ প্রসাদ আস্থানা; রেজিস্টার—ডাঃ এল, পি, মাথুর। ১৯৪৭ সালের বিভিন্ন পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা—এম, এ—৪৮৭; বি, এ—১,৯৫৩; বি, টি—৬৫; এম, এস-সি—৬৭; বি, এস-সি—৬২৫; এল-এল, বি—৩৫০; এম, কম্—১১৩; বি, কম্—৪৬৬; এম, এস-সি (এগ)—১৮; বি, এস-সি (এগ) ১৮৭; এম, বি, বি, এস—৩৮। অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা—৩৬; বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তকের সংখ্যা—১৭,১২২।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯১৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—শারঙ্গধর সিংহ; রেজিস্ট্রার—জগৎ নন্দন সহায়। ১৯৪৭ সালের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা—ম্যাট্রিক—১১,৭০০ এম এ—১৭৭; এম, এস-সি—২৯; এম.এড্—২; ডিপ্-ইন্-এড্—৯০; বি, এল—২৩৯; এম, বি,বি, এস—৪৭; বি. এস সি (ইঞ্জিনিয়ারিং)—৩৬; বি, কম্—৯১; এম, ডি—৩; অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা—৪০০; কলেজেয় সংখ্যা—২৮। গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা—৩৮,২০০।

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২৯ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—ডাঃ এস, জি, মানাভালা রামানুজম্। রেজিষ্ট্রার এস, সচ্চিদানন্দম্ পিল্লাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগের বিভিন্ন শাখার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা—ইতিহাস ৫, অর্থনীতি ১০ গণিত ৩, পদার্থ বিজ্ঞান ২, রসায়ন ৮, প্রাণীবিজ্ঞান ১০, তামিল ৯, সংস্কৃত ২। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা—

ইণ্টারমিডিয়েট ২৭১, বি এ এবং বি এস্ সি (পাস) ১২৩, বি, এ এবং বি এস সি (অনার্স) ৬৭, বি ও এল ৪, পুলাভার, বিদ্বান্ এবং শিরোমণি ২৪, সঙ্গীতভূষণ ২৪, ইনজিনিয়ারিং ৬৭, টেকনোলজি ১২। ১৯৪৮—৪৯ সালে আয় ১২,৩৭,৫৪৩ টাকা, ব্যয় ১২,১৬,৩৯৫ টাকা। ঠিকানা—আন্নামালাইনগর।

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২৯ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—ড: জাকির হোসেন খান। রেজিষ্ট্রার—এ, ই, জুবেরি। স্নাতকোত্তর বিভাগে ২৩টি শাখায় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৫০০। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এম্ এ ৯৫, এম এস সি ৩৯, বি এ (অনার্স) ৪, বি এ (পাস) ১১৪, বি এস সি (পাস) ১৩০, বি কম ১৭, আই এ ৮৫, আই এস সি ২২৮, আই কম্ ৩২, ম্যাট্রিকুলেশন ২০০, বি টি ১৫৯, এল্ এল্ বি ৪৫, বি এস সি (ইনজিনিয়ারিং) ৪৯, ডিপ্লোমা (ইনজিনিয়ারিং) ২২, তিব্বিয়া ৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—৪০,০০০। ঠিকানা—আলিগড় (উত্তর প্রদেশ)।

ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৩৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—পি, গোবিন্দ মেনন; রেজিস্ট্রার—পি, আর সংপতি। পানিক্কর। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কলেজের সংখ্যা ৬। ঠিকানা ত্রিবান্দ্রম্ (ত্রিবাঙ্কুর)।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৩ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—চিন্তামণি আচার্য; রেজিস্ট্রার—জি, সি, সংপতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা—১৩ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা—২৩। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৩,৪৬৮ ছাত্রী সংখ্যা—১৮২। ১৯৪৭ সালের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—ডি, এড্—১৫; এম, এ—৯; বি, এল—২০; বি, ও, এল—৫; বি, এস-সি—১০; বি, এ—১৫৫; আই এস-সি—২৫৯; আই, এ—৩০৬; ম্যাট্রিক

—২,৯৯৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—২,০১০। ঠিকানা—কটক (উড়িষ্যা)।

সগর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৬ খৃঃ। প্রতিষ্ঠাতা ৺হরি সিং গৌর। বর্তমানে ভাইস চ্যান্সেলারের পদ শূন্য আছে। রেজিষ্ট্রার—শ্রীঈশ্বর চন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে হিন্দি, ইংরাজী, মারাঠী, উর্দু, সংস্কৃত, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস গণিত, বাণিজ্য, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, প্রাণীবিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও আইন শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—আই এ ৩৭২, আই, এস-সি, ১৮৯, বি, এ (পাশ) ৩০১, বি, এ (অনার্স) ৩, বি এস্ সি (পাশ) ৪৭১, বি এস্ সি (অনার্স) ১, এম এ ৩০, এম এস্ সি ১৯, আই কম ১৫, আইন ৫০, সাইকোমেট্রি সার্টিফিকেট ১, এডুকেশন ৮, সোশাল সার্ভিস ১৩, ডিপ-টি ১৫৯, বি, টি ১৩৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১৫, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১৪,৯৪৩। ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ১৬,৮৭,১৬৯ টাকা, ব্যয় ১৫,৫০,৪১৭ টাকা। ঠিকানা—সগর (মধ্যপ্রদেশ)।

রাজপুতনা বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—ডাঃ জি, এস মহাজনী। রেজিষ্ট্রার—এম, এম, বর্মা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে অর্থনীতি, ভারতীয় দর্শন এবং ভূবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা—মেডিক্যাল ১, ইঞ্জিনিয়ারিং ১, টিচার্স ট্রেনিং ২, কৃষি ১, কলা ও বিজ্ঞান ২৪, আইন ১। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—ইণ্টারমিডিয়েট ৭৭৮, বি, এ ৪২৮, এম্, এ ৯৫, বি, এস সি ৯৫, এম, এস-সি ১৪, আই, কম ২৯০, বি, কম ১৯২, এম, কম ১২, এল, এল-বি ২৯৪, টি, টি-সি ২৬, বি, এড্ ৫৩। ১৯৪৭-৪৮ সালের আয় ৮,৩২,০৭৪ টাকা, ব্যয় ৫,২৬,৪৯০ টাকা। ঠিকানা—জয়পুর (রাজপুতনা)।

পূর্ব-পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—দেওয়ান আনন্দকুমার; রেজিষ্ট্রার—ডাঃ ভূপাল সিং। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—ইংরাজী—১৭, সাংবাদিকতা ৬৪, টেকনলজি ২৯, রসায়ন ১, সংস্কৃত ৫, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ৮০, প্রাণীবিজ্ঞান ৯, ভূগোল ৩২। বিভিন্ন রকমের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা—৬৮। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—ম্যাট্রিকুলেশন ২১,৭১২, এফ, এ ২,২২৩, এফ, এস-সি ১.১৫৪, বি, এ ১,৯৮৫, বি, এস-সি ৩৫৭, এম, এ ১২৩, এম, এস-সি ৩১, রত্তন ২,২১০, ভূষণ ৯২৪, প্রভাকর ২.০২১, বুদ্ধিমান ৪৭, বিদ্বানী ২৪, জ্ঞানী ৮১৯, প্রজ্ঞা ১৪১, বিশারদ ৯৭, শাস্ত্রী ১২৩, মুনসী ফজল ৬, আদিদি ফজল ৩০, এল, এল-বি ৬৫, সাংবাদিকতা ৩০, এম ডি ১, এম এস ১, পি, এইচ ডি ১, বি, কম (পার্ট ১) ৩, বি, কম (পার্ট ২) ৫, এম বি বি এস ১০৭, বি ভি এস সি ১৮, বি, এস-সি (অনার্স) ৪৫, বি, এ (অনার্স) ১২১, ইনজিনিয়ারিং ২৬, বি ফার্মাসি ৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—২২,৯১৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ৩৮,২২,৩৩২ টাকা, ব্যয় ৩৮,২২,৩৩২ টাকা। ঠিকানা—সোলান, সিমলা (হিল্‌স)।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার কে, কে, হ্যাণ্ডিকি। রেজিষ্ট্রার—পি, দত্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে আসামী, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, বাণিজ্য, রাশি বিজ্ঞান, গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—ম্যাট্রিকুলেশন ৩,০৪২, আই, এ ও আই, এস্-সি ১,০৩৯, বি, এ ও বি, এস্-সি ৩০৬, বি, কম ২৯, বি, টি ৩০, আইন ১৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিভিন্ন কলেজের সংখ্যা ২১। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—১৫,০০০। ১৯৪৯-৫০ সালের আয় ৩১,০৪,৯৭৭ টাকা, ব্যয় ২৬,৮২,০০৬ টাকা। ঠিকানা—গৌহাটি (আসাম)।

মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—ডাঃ এম, আর, জয়াকর। রেজিষ্ট্রার ডি, ভি, যোশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা অর্থনীতি ৯৮, দর্শন ১৫, ইতিহাস ৫৯, গণিতবিজ্ঞান ৫১, ইংরাজী ২১, মারাঠি ৩০, সংস্কৃত ২০, অর্ধমাগধী ৫, পালি ১, ফারসী ৪, উর্দু ৩, প্রাচীন ইতিহাস ও কৃষ্টি ৪, সমাজতত্ত্ব ২০, এম, কম ৭, ভূবিদ্যা ৪, প্রাণীবিজ্ঞান ৬, পদার্থবিজ্ঞান ১৩, উদ্ভিদ বিদ্যা ৮, রসায়ন ২৭। ১৯৪৯ সালে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—আই, এ ৫৩৮, বি, এ ৩৫১, এম, এ, ৩৬, বি টি ৭৭, টি, ডি ৪, এম এড্ ৯, আই কম ১২৬, বি কম ৯৭, আই এস সি ৬৭৩, বি এস সি ৪৬৫, এম এস সি ১১, বি এস্ সি (এগ্রি) ৫৭, এল্ এল্ বি ৫৪, এল্ এল্ এম্ ১, এম্ বি বি এস ১, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিভিন্ন কলেজের সংখ্যা—কলা ও বিজ্ঞান কলেজ ১৪, এডুকেশন কলেজ ২, বাণিজ্য কলেজ ১, ইনজিনিয়ারিং কলেজ ২, মেডিক্যাল কলেজ ১, আইন কলেজ ২, কৃষি কলেজ ১, স্নাতকোত্তর গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—১০,০০০। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় (সরকারী সাহায্য সমেত) ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, ব্যয় ১৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। ঠিকানা—গণেশখিন্দ, পুণা—৩।

কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—পদশূন্য। রেজিষ্ট্রার—খাজা গোলাম আমেদ এসাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে একটি মাত্র টিচার্স ট্রেনিং বিভাগ আছে। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ম্যাট্রিকুলেশন ৯৮৬, এফ এস্ সি ৪৯, এফ এ ২৬৯, বি এস্ সি ৩৮, বি এ ২৪০, বি টি ২৮, বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ৩৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা—৯। ঠিকানা—শ্রীনগর (কাশ্মীর)।

মধ্যভারত বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—মহারাজা যশোবন্ত রাও হোলকার। রেজিষ্ট্রার—শ্যাম

সুন্দর বানোয়ার। অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ৬। ঠিকানা শিববিলাস প্যালেস, ইন্দোর।

কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—আর, এ, জাহাগীরদার।

বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৯ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—শ্রীমতী হংস মেটা।

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৯ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—জি ভি, মবলঙ্কার।

রুরকী ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৯ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—অধ্যাপক সি, এ, হার্ট।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই বোর্ডের স্থাপনা হয়। এই বোর্ডের মারফৎ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ সরবরাহ, অধ্যাপক বিনিময়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতা রক্ষা, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা প্রভৃতির অনুমোদন ইত্যাদি কার্যাবলী এই বোর্ডের অন্তর্গত। ভারতের ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় এই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত।

"বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে ; কিন্তু এই অভাবের জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা কেরাণী তৈরীর কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্কলোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্‌গতি। সেইজন্যে উমেদারীতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।"

ভারতের বিখ্যাত মিউজিয়ম

ভারতীয় মিউজিয়ম,	কলিকাতা।
প্রত্নতত্ত্ব "	সারনাথ (বেনারস)
প্রত্নতত্ত্ব "	নালান্দা।
আশুতোষ "	কলিকাতা।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,	কলিকাতা।
ন্যাচরাল হিসট্রি মিউজিয়ম,	বোম্বাই।
দার্জিলিং "	দার্জিলিং।
সি, এ, এ "	নূতন দিল্লী।
প্রত্নতত্ত্ব "	গোয়ালিয়র।
প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স "	বোম্বাই।
সরকারী "	জয়পুর।
সরকারী "	উদয়পুর।
ত্রিবান্দ্রম্ "	ত্রিবান্দ্রম্।

ভারতের প্রধান চারুশিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ

গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্, ২৮ চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিট্যুট অব্ আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি, ১৫ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জে, জে, স্কুল অব্ আর্টস, বোম্বাই।

দিল্লী পলিটেকনিক, দিল্লী।

গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্, মাদ্রাজ।

বিশ্বভারতী কলা ভবন, শান্তি নিকেতন, বীরভূম।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্, লক্ষ্ণৌ।

মহারাজা স্কুল অব্ আর্টস্, ত্রিবান্দ্রম্, ত্রিবাঙ্কুর।

গভর্ণমেণ্ট আর্ট ইনষ্টিট্যুশন, মহীশূর।

পশ্চিম-বঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাথমিক বিদ্যালয়—ভারত বিভাগের ফলে পশ্চিম-বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,৭০০ এবং ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ। বর্তমানে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৪,১০০ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ ৫০ হাজার। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে ৪ বৎসর কাল শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৪,৬১,০০০ টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৩২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করেন।

বুনিয়াদি শিক্ষা—শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করার আয়োজন করিতেছেন। ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক সকল বালক বালিকাকে এই অবশ্য গ্রহণীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। বর্তমানের প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিকে ক্রমশ সংস্কার করিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হইবে। পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৪২টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের যোগ্যতা ও প্রবৃত্তি অনুসারে যাহাতে নিজ নিজ বৃত্তির স্ফুরণ হইতে পারে তজ্জন্য কতকগুলি মূল নীতির অনুসরণ করা হইবে—

(১) সরকারী তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয়গুলি খোলা হইবে। জেলা স্কুল বোর্ড ও সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় নির্বাহ হইবে।

(২) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৫টি শ্রেণী থাকিবে এবং মোট ৫ জন শিক্ষক থাকিবেন। ১৫০ জন শিক্ষার্থীর বেশী ভর্তি করা হইবে না।

(৩) বিদ্যালয়গুলিতে আসবাবপত্র যথা সম্ভব কম থাকিবে। আসন ও মাদুরে শিক্ষার্থীদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

১৯৪৯-৫০ সালে বাঁকুড়া ২, বীরভূম-৬, বর্ধমান-৪, হাওড়া-২, হুগলী-৬, দার্জিলিং-১, জলপাইগুড়ি-৩, মালদহ-১, পশ্চিম-দিনাজপুর-১, মুর্শিদাবাদ ৩, নদীয়া-১ এবং ২৪-পরগণা-৬টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গের ৬ হইতে ১১ বৎসরের সকল বালক বালিকাকে বিনা বেতনে বুনিয়াদী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে ২৫ বৎসর সময় লাগিবে।

মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়—ভারত বিভাগের পরে পশ্চিম-বঙ্গে ৯১৬টি মধ্য বিদ্যালয় এবং ৭১৯টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয় গুলিতেশিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ও ২ লক্ষ ৫৯ হাজার। ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে মধ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১, ০৫ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ হাজার। ঐ সময়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ও ৩ লক্ষ ৮০ হাজার। ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৬০টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল, বর্তমানে এই সংখ্যা ১২২ হইয়াছে।

প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা—পশ্চিম-বঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১৭ জন। প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং তজ্জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, গ্রন্থাগার, মুক্তবায়ুতে নাট্যাভিনয়, প্রমোদ ব্যবস্থা প্রভৃতি সংস্কৃত কেন্দ্রের স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এ পর্যন্ত ৫০০টি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর ৩০০টি করিয়া নূতন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সংস্কৃত শিক্ষা—পশ্চিম-বঙ্গ সরকার নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য একটি টোল স্থাপনা করিয়াছেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে একটি স্নাতকোত্তর বিভাগ খুলিয়া সংস্কৃতে বিভিন্ন বিষয় গবেষণা করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির নিমিত্ত

বিভিন্ন টোলের তত্ত্বাবধানের জন্য পরিদর্শক ও একজন কর্মসচিব লইয়া বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ (বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদের স্থলে) গঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

কলেজ—১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট পশ্চিম-বঙ্গে মোট ৫৭টি সাধারণ কলেজ ছিল। বর্তমানে কলেজের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৫। (অন্যান্য সংবাদের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্রষ্টব্য)।

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

আণবিক শক্তি পরিষদ ভারতবর্ষে আণবিক শক্তি সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের সম্ভাব্যতার পরিকল্পনা করিতেছেন। ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বৈজ্ঞানিক কাজ যাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলিতে পারে তাহার জন্য বৈজ্ঞানিকদের লইয়া একটি শক্তিশালী পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ চালান, অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জন এবং নূতন পরিকল্পনা রচনা ইহার প্রধান কাজ। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ ব্যতীত অন্যান্য দেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণও ইহার সদস্য। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গঠনে উৎসাহ দান করিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বে সরকারী গবেষণাগারে গবেষণা কাজে সহায়তা করিতেছে ও ১৯৪৮ সালে ১৩ লক্ষ টাকা ও ১৯৪৯ সালে ১৪ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিয়াছে। কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিককে লইয়া একটি উপদেষ্টা-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু ইহার সভাপতি।

বাঙ্গালোরে অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সে ডক্টর সি, ভি, রমণ ন্যাশনাল রিসার্চ প্রফেসরের পদে মৌলিক গবেষণায় রত আছেন।

নিম্নলিখিত চারজন বৈজ্ঞানিককে লইয়া একটি বৈজ্ঞানিকদল দেড় মাসের জন্য অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করেন—দেরাদুন বন-গবেষণাগারের ডক্টর এস, কৃষ্ণ (দলনেতা), কসৌলির কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের অধ্যক্ষ লে: কর্ণেল এম, এল, আহুজা, ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারের সহাধ্যক্ষ ডক্টর বি, পি, পাল ও জিওলজিক্যাল সার্ভের ডা: বি, পি, সোন্ধি। তাঁহারা সে দেশের বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করিয়া একটি বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করেন। নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিকদের লইয়া একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মেলনে যোগদান করেন—ডক্টর শান্তি স্বরূপ ভাটনগর, ডক্টর জে, এন, মুখোপাধ্যায়, ডক্টর এস, এল, হোরা, ডক্টর জে, সি, ঘোষ, ডক্টর এম, এস, কৃষ্ণাণ ও অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। ডক্টর সি, এইচ, ভাবাকে ভ্যাঙ্কুবারের গণিত সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সেখানে তিনি ও ডক্টর ভাটনগর আনবিক শক্তি সম্পর্কে মূল্যবান্ গবেষণা করেন।

আণবিক শক্তি কমিশন প্রাথমিক গবেষণার জন্য ১৯৪৮-৪৯ সালে ২,৩৩,৩৩২ টাকা ও ১৯৪৯-৫০ সালে ২,২৫,১৫০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আণবিক শক্তি কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের একটি সভা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বৃহৎ আণবিক শক্তি গবেষণাগার খোলা হইতেছে ও কাষ অগ্রসর হইয়াছে। আনবিক শক্তি কমিশনের অধীনে একটি দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ বিভাগ খোলা হইয়াছে—আণবিক শক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় খনিজগুলির সন্ধান ইহার কাজ। আণবিক গবেষণার পক্ষে 'বেরিল' অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। এই 'বেরিলের' সন্ধান করিয়া বিভাগটি মূল্যবান কাজ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প গবেষণা পরিষদ—

বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণায় ১৯৪৯-৫০ সালের কাজ উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরে পাঁচটি জাতীয় গবেষণাগার তাহাদের

কাজ আরম্ভ করে--দিল্লীতে ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি, পুনায় ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, ধানবাদে ফুয়েল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিট্যুট, জামসেদপুরে ন্যাশনাল মেটালার্জিকাল ল্যাবরেটরি ও কলিকাতায় সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিট্যুট। লক্ষ্ণৌতে সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুটের জন্য ও মহীশূরে সেণ্ট্রাল ফুড টেকনলজিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুটের জন্য দুইটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা পাওয়া গিয়াছে এবং সেখানে প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

ন্যাশনাল কেমিকেল ল্যাবরেটরি ভবনের মূল অংশ ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে সমাপ্ত হয়। তাহার ৬ মাস পূর্বেই যন্ত্রশিল্পীর দল দিল্লী হইতে পুনায় যাইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। গবেষণাগারের গ্রন্থাগার, মিউজিয়ম প্রভৃতি অংশ এখন তৈয়ারী হইতেছে। ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে অধ্যাপক জে, ডব্লিউ, ম্যাকবেন এই গবেষণাগারের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন ও অন্যান্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ফুয়েল রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুটের মূল ভবন সম্পূর্ণ হইয়াছে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে। গবেষণার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার গ্লাস য়্যাণ্ড সেরামিক গবেষণাগারের গৃহ-নির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে ও গবেষণার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। মহীশূরের ফুড টেক্‌নলজিক্যাল ল্যাবরেটরি জন্য নির্দিষ্ট অট্টালিকাকে কার্যোপযোগী করিতে সময় লাগিবে। গৃহের একাংশে কাজ আরম্ভ হইয়াছে ও কৃত্রিম চাউল প্রস্তুত প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে গবেষণা হইতেছে। লক্ষ্ণৌতে সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের গৃহটির সংস্কার করা হইতেছে ও আগামী বৎসরেই এখানে গবেষণার কাজ আরম্ভ হইবে আশা করা যায়। মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় চর্ম-শিল্প গবেষণাগারের জন্য জমি পাওয়া গিয়াছে ও গৃহ-নির্মাণের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-রসায়ন গবেষণাগারের জন্য করাইকুডিতে ডক্টর রাম আলগাপ্পা চেট্টিয়ার প্রতিশ্রুত ১৫ লক্ষ টাকার ৬ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইয়াছে ও গৃহ-নির্মাণের জন্য টেণ্ডার

আহ্বান করা হইয়াছে। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পথ চলাচল গবেষণাগারের জন্য ক্যাথলিক পরিষদ জমি ও ২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন—গৃহ-নির্মাণের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। গৃহনির্মাণ গবেষণাগারের জন্য রুড়কিতে জমি ঠিক করা হইয়াছে। প্রাথমিক কাজ টমসন ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ ভবনে আরম্ভ হইয়াছে।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প গবেষণা পরিষদের অধিকাংশ কাজই বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণাগারে অনেকগুলি প্রাথমিক গবেষণা পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। বর্তমানে ২৩টি গবেষণা কমিটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। এই কমিটিগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯০টি গবেষণার কাজ চলিতেছে।

কৃষি

অবিভক্ত ভারতবর্ষে চাষোপযোগী জমির পরিমাণ ছিল ৩৬,১০ লক্ষ একর চাষোপযোগী পতিত জমির পরিমাণ ১৭,১০ লক্ষ একর, পতিত জমির পরিমাণ ৭,৯০ লক্ষ একর, আবাদের জন্য পাওয়া যাইবে না এমন জমির পরিমাণ ২৮,১০ লক্ষ একর; বনজঙ্গল ১০,৭০ লক্ষ একর। ভারতবর্ষে ধান, গম প্রভৃতি প্রধান খাদ্যশস্য ৬ কোটি টন, ডাল ৭৫ লক্ষ টন, তৈল বীজ দ্রব্য ১২ লক্ষ টন, ফল ৬০ লক্ষ টন, শাকসব্জি ৯০ লক্ষ টন উৎপন্ন হইত। এই উৎপন্ন দ্রব্যাদি অবিভক্ত ভারতের চাহিদা পূরণের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইতে হইলে ধান, গম ইত্যাদি প্রধান খাদ্য শস্য শতকরা ১০ ভাগ, ডাল শতকরা ২০ ভাগ, তৈল জাতীয় দ্রব্য শতকরা ২১০ ভাগ, ফল শতকরা ১৫০ ভাগ, শাকসব্জি শতকরা ১০০ ভাগ বর্ধিত করিতে হইবে।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৮৯ জনের অধিক লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে। অনেকের মতে চাষাবাদের উপর একান্ত নির্ভরতার জন্যই বাংলায় শিল্প প্রসার সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষির অবস্থাও যে বর্তমানে কত শোচনীয় তাহা নিম্নলিখিত অঙ্ক-গুলি হইতে পরিস্ফুট হইবে।

অবিভক্ত বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ ৫,০৩,৭৩,২৩২ একর* । আবাদী জমির পরিমাণ মোট ২,৫৪,৮৩০০ একর এবং পতিত জমির পরিমাণ ৪৬,১৮,৩৭৯ একর। ইহা ব্যতীত চাষোপযোগী পতিত জমির পরিমাণ ৬০,৫২,৯৮৭ এবং আবাদের জন্য পাওয়া যাইবে না এমন জমির পরিমাণ ৯৮ ৯১.১৪১ একর, বন-জঙ্গল ৪৬,১২,৮২৫ একর। ১৮,৯৪, ৫৫৭ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা আছে (১৯৪১-৪২)।

---

* একর=৩ বিঘা ৮ ছটাক

পশ্চিম বঙ্গে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১,৩২,৭৫,০০০ একর (তন্মধ্যে ১৫,১৫,০০০ একর জমিতে দুইবার ফসল হয়)। পতিত জমির পরিমাণ ৪,৯৩,০০০ একর, চাষোপযোগী পতিত জমি ১৪,২৬,০০০ একর, গোচারণ ভূমি প্রভৃতি ৬,০৩,০০০ একর। আবাদের জন্য পাওয়া যাইবে না এরূপ জমির মধ্যে বন জঙ্গল ১৬,৯৭,০০০ একর (সরকারী বন), জলাশয় ১২,৭৬,০০০ একর, রাস্তাঘাট, রেলপথ প্রভৃতি ১৬,১৩,০০০ একর।

বাংলা দেশে বিদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ টন † চাউল আমদানি হইত। ইহার কারণ এদেশে বিঘা প্রতি ফলন অত্যন্ত কম—মাত্র ৪ মণের মত। চীনে একর প্রতি ইহার দ্বিগুণ, জাপানে তিনগুণ, অষ্ট্রেলিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশে চারগুণেরও বেশী। অথচ বাংলা দেশে জমির উর্বরতা বেশী, সাধারণ আবহাওয়া ধানচাষের অনুকূল। অতি-বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির দৌরাত্ম্য হইতে ফসলকে রক্ষা করিলে এবং উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে আমাদের দেশেও ফলন অন্ততঃ দ্বিগুণ বর্ধিত করা যাইতে পারে।

বাংলার অপর প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পাট। পাট চাষের জমির ৯০ ভাগের উপর নবগঠিত পূর্ব-বঙ্গের এলাকায় পড়িয়াছে। ব্রহ্মের চাউলের সহিত প্রতিযোগিতায় যখন এদেশে চাউলের মূল্য কমিয়া গেল সেই সময় হইতে বাংলায় পাট চাষের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। শিথিল ব্যবসার দিনে পাটের চাহিদা ও মূল্য দ্রুত কমিয়া গেল বটে কিন্তু কৃষকেরা পাট চাষের পরিমাণ কমাইল না। তাহাতে চাষীদের অনেককেই দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। তাহার পর সরকারের পক্ষ হইতে অনেক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে ও এখন চাউলের মূল্য আশাতীত বর্ধিত হওয়ায় পাটের চাষ অনেক কমিয়া আসিয়াছে। নব-গঠিত পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদি জমির শতকরা মাত্র দেড় ভাগে পাট হয়।

---

† ১ টন=২৭'২ মণ

অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য অন্য প্রদেশের উপর বহুল পরিমাণে বাংলাকে নির্ভর করিতে হয় অথচ চাষোপযোগী জমিতে চাষ আবাদ হইতেছে না। এই জমি চাষ করিয়া ধানের ফসল বর্ধিত হইলে ও দো-ফসলি জমির পরিমাণ বাড়াইতে পারিলে অন্যান্য একান্ত আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রীর চাষ বাড়ানো সহজে সম্ভব হইবে। সাধারণ অবস্থায় বাংলাদেশে নৈনিতাল, আসাম ও মহীশূর হইতে প্রচুর লু আসে এবং যুদ্ধের পূর্বে ব্রহ্ম হইতেও এদেশে আলু আমদানি করা হইত। পাটন, নাসিক ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চল হইতে প্রচুর পেঁয়াজ আসে। আঙ্গুর, আপেল, নেসপাতি প্রভৃতি ফলও সমস্তই আমদানি করিতে হয়। নানাজাতীয় ডাল সরিষা ইত্যাদির জন্যও পশ্চিম-বঙ্গকে অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

১৯৩৯-৪০ সালের বাংলার বহির্ভারতীয় বাণিজ্যের অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে বাংলায় খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ৬,৫৪,৫৮৬৭৭ টাকা ও রপ্তানির পরিমাণ ১,৯২,২০,৭১৯ টাকা। ইহা হইতে বাংলার পর-নির্ভরতার অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করা যায়।

১৯৪৭-৪৮ সালে প্রত্যেক প্রদেশে জন প্রতি যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। এই হিসাবে বীজ এবং বিভিন্ন ভাবে নষ্ট প্রভৃতির জন্য মোট শস্যের শতকরা ১২½ ভাগ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ	১২.৮ আউন্স	আসাম	১৫.৮ আউন্স
উড়িষ্যা	১৫.১ „	পশ্চিম বঙ্গ	১৪.৪ „
যুক্তপ্রদেশ	১৩.৫ „	বোম্বাই	১২.৮ „
পূর্ব-পাঞ্জাব	১১.৩ „	মাদ্রাজ	১১.০ „
বিহার	৯.০		

নদী নিয়ন্ত্রন ও জল সেচনের ব্যবস্থা দ্বারা শস্যকে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করা, উপযুক্ত সার ও সম্ভব হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা কৃষকদের কৃষি বিষয়ে কিছু শিক্ষাদান ও অনাবাদী জমির চাষ—যুদ্ধোত্তরকালে এইগুলি সম্ভব হইলে পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় সুফলা ও শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিবে।

অবিভক্ত বাংলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ

শস্য	জমির পরিমাণ (একর)	উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ (টন)
আউশ ধান্য	৮০,৮৪,০০০	২৬,৫৪,৩০০
আমন ধান্য	২,০৭,৯৮,৩০০	৭৫,৭৯,১০০
বোরো ধান্য	৫,৫৭,৫০০	২,৪২,৩০০
গম	২,০১,১০০	৪৭,৪০০
ছোলা	৫,৯৬,৫০০	১,৪৭,৪০০
ডাল	১৫,২১,৮০০	৪,৩১,১০০
রাই ও সরিষা	৫,৪৯,০০০	৯৩,২০০
ইক্ষু	৩,০৯,৭০০	৪,২২,০০০ (গুড়)
পাট	২০,১৭,৭১০	৭৩,০৩,৫৫০ (গাঁইট)

পশ্চিম বঙ্গের আবাদী ও পতিত জমি

জেলার নাম	আবাদী জমির পরিমাণ (একর)	আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ (একর)	মোট আবাদ-যোগ্য জমির শতকরা অনুপাত
২৪ পরগণা	১৬,৫১,৯০০	১,৬৩,৩৬৯	৯·০
নবদ্বীপ	৬,৯৭,০৭৮	১,[illegible]৭,৯৩০	১৫·৫
মুর্শিদাবাদ	৯,৪৬,৮০২	১,১৬,১৯৭	১০·৯
বর্দ্ধমান	[illegible]২,০৬,৯৬৩	১,২৭,১৪৫	৯·৫
বীরভূম	৮,০৯,৪১২	৮১,৬[illegible]৫	৯·১
হুগলী	৫,৬৬,৪৬৮	৩৪,৮৫৩	৫·৮
হাওড়া	২,৪৮,৬৯১	১২,০৫৮	৪·৬
মেদিনীপুর	২২,৮৯,৯৯১	২,৭৭,০১০	১০·৮
বাঁকুড়া	১১,০১,৬৫৬	২,২৭,০৩১	১৭·০
মালদহ	৬,৬৩,৩০৯	৪৭,৮৫৮	৬·৭
পশ্চিম দিনাজপুর	৬,৯৯,৯৯০	৪৫,৫০২	৬·১
জলপাইগুড়ি	৭,১৬,১[illegible]৭	৯৪,০০৫	১১·৫
দার্জিলিং	২,[illegible]৫,৬২৬	[illegible]১,১৭৯	[illegible]১·৭

পশ্চিম বঙ্গের ফসল

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর)	একর প্রতি ফলন (মণ)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৭৭,৯৫,১১০	১২·৪ (চাউল)	৫৯·৬৩
আউশ ধান	১৪,৬৯,৬৩২	১০·৯ ”	১১·১৯
বোরো ধান	৫৪,৭৮৮	১৩·৬ ”	০·৪১
ভুট্টা	১,৩৫,৩৪৯	—	১·০১
গম	১,০০,৯০৪	৮·০ (ঝাড়াই)	০·৭৭
যব	৭৪,১২৩	—	০·৫৬
ছোলা	৩,১৭,৮৭২		২·৪২
খেঁসারি	২,৪২,৮৫৪		১·৮৫
মসুর	১,৯৮,২৮৫	১০·৪ (ঝাড়াই)	১·৫১
মুগ	৫৭,৭৯২		০·৪৪
মাসকলাই	৪৮,৫৬৭		০·৩৭
অড়হর	৪২,২২০		০·৩২
সরিষা	১,৩৮,১৭২	—	১·০৫
তিল	১১,৯৭০	—	০·০৯
চানাবাদাম	৭৭৪	—	০·০১
ইক্ষু	৫৪,০৫০	৫১·৫ (গুড়)	০·৪১

“আমাদের দেশের কৃষক একদিকে মূঢ় আর একদিকে অক্ষম, শিক্ষা ও শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্ছে প্রথা—পিতামহের আমলের চাকরের মতো, সে কাজ করে কম অথচ কর্তৃত্ব করে বেশী। তাকে মেনে চলতে হোলে তাকে এগিয়ে চলবার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চলছে।”

—রবীন্দ্রনাথ

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর)		মোট আবাদের শতকরা অংশ
আলু	৯২,১০৫	১০২'৭৫	০'৭০
শাকশব্জি	৭,৮৫,৯৭০	—	৫'৯৮
লঙ্কা	১২,৭৫৪	—	০'০৯
পেঁয়াজ-রসুন	২০,১৪৮	—	০'১৫
আম	১,৮৭,০৭৫	—	১'৪২
নারিকেল	১৬,৪৫০	—	০'১৩
খেজুর	১০,২৬৩	—	০'০৮
কমলালেবু	১,৭৪২	—	০'০১
অন্যান্য ফল	৮১,৭৩০	—	০'৬৩
পান	৭,০৯০	—	০'০৬
সুপারি	৩,৫০০	—	০'০৩
তামাক	২০,৭২৫	৯'১৭	০'১৬
পাট	২,০৪,৪৪০	৩'৩৫ (গাঁইট)	১'৫৬
শণ	১৬,৯৪৫	—	০'১৩
তুলা	৩,৩৫০	—	০'০৩
চা	১,৮৯,৫৫৯	৭	১'৪৪
কুইনাইন	৭,৭৫৯	৩'৬৭ (ছাল)	০'০৬
এলাচ	৫,৪৩২	—	০'০৪
তুঁত	১২,৮১৫	—	০'০৯
অন্যান্য শস্য	৭,১৮,৩১০	—	৫'৪৭

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত-সরকার বিভিন্ন ভারতীয় রাষ্ট্রে ৪৩,৪১৭ টন বীজ গম ও সারের মধ্যে ১,৩৮,৯৬১ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট্, ৪,১৫০ টন অ্যামোনিয়াম ফসফেট্ ও ৩০,২৭০ টন সোডিয়াম নাইট্রেট বিতরণ করেন।

পশ্চিম-বঙ্গের জেলাসমূহে ফসলের চাষ

(জমির পরিমাণ হাজার একরে)

	ধান	ডাল	তৈলবীজ	ইক্ষু	গম	আলু	পাট	অন্যান্য শস্য
২৪ পরগণা	১,৪৩৫	১১৩	৮	২	—	৫	৩৫	৮২
নদীয়া	৫৩০	১৭৪	১৩	৭	৯	১	২৬	১৭০
মুর্শিদাবাদ	৭৮৫	২৮০	১৩	১২	৪২	৬	৩৩	৮৩
মেদিনীপুর	১,৮৫৪	৯৮	১২	৪	২	১০	৯	১০২
বাঁকুড়া	৬৮৮	১২	৩৪	২	১১	৩	—	৪৯
হাওড়া	২০৬	৩৬	—	১	—	৬	৪	১২
বর্ধমান	১,০২৩	৪৭	২	৯	৭	১৫	৫	৩৭
বীরভূম	৭৩১	৪৯	২	৮	১১	৫	—	১৩
হুগলী	৪৬৭	৩০	১	৩	১	২৯	২৮	২২
মালদহ	৪৮৭	৪৫	২৫	২	১১	১	২৩	১৮০
পশ্চিম দিনাজপুর	৬১১	১৬	৩৪	২	৩	৬	১৬	২৯
জলপাইগুড়ি	৪২৬	৭	৩৪	২	২	৬	২৩	১৬
দার্জিলিং	৬৩	—	৩	—	১	২	২	১২
মোট	৯,৩২০	৯০৮	১৫০	৫৪	১০০	৯২	২০৪	৭৭৬

জমিতে চাষ করে যাহারা—

(আবাদী জমির শতকরা ভাগ)

জেলা	পরিবারের লোক দ্বারা	বর্গাদার দ্বারা	মজুর দ্বারা
বাঁকুড়া	৫০'৮	২৯'২	২০'০
বীরভূম	৩২'৭	২৪'৮	৪২'৫
বর্ধমান	৫৩'০	২৫'২	২১'৮
হুগলী	৬৪'৮	৩০'৫	৪'৮
মেদিনীপুর	৫৩'০	১৭'১	২৯'৯
হাওড়া	৬৭'৩	২৩'৪	৯'২
মুর্শিদাবাদ	৫৮'৯	২৫'৮	১৫'৩
* ২৪ পরগণা	৫১'১	২২'৩	২৬'৬
* দিনাজপুর	৭২'০	১৪'৫	১৩'৬
* জলপাইগুড়ি	৭০'৪	২৫'৯	৩'৭
* মালদহ	৮৯'৩	৯'৬	১'২
* নদীয়া	৬১'২	২৪'১	১৪'৭

* দেশ-বিভাগের পূর্বের এলাকা

বন

ভারতবর্ষের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ অর্থাৎ দেড়লক্ষ বর্গমাইল বন-জঙ্গলে আবৃত। এই অংশের দুই তৃতীয়াংশ বে-সরকারী। এই সকল বন হইতে বহুল পরিমাণে মূল্যবান্ কাষ্ঠ ও জ্বালানি কাষ্ঠ পাওয়া যায়। দেশের জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণে এই সকল বন-জঙ্গলের উপকারিতা উল্লেখযোগ্য। এই সকল বনে সেগুন, দেবদারু, শিশু, শাল, শিমূল, শিরিষ, জাম, নিম, আম, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ অর্থাৎ ৪,০০০ বর্গ-মাইল বন। দেশের আয়তনের শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ বন-জঙ্গল থাকা প্রয়োজন এবং সেইজন্য আরও ৩,০০০ বর্গমাইল বন-জঙ্গল পশ্চিম-বঙ্গের প্রয়োজন। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের নিজস্ব মোট ১৬,৯৫,৪৬৫, একর বন ২৪-পরগণা, দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত।

দেশ বিভাগের পর বন-জঙ্গল তৈয়ারী করার জন্য বৃক্ষ রোপন করা হইয়াছে। বে-সরকারী জমিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্র-উপকূলবর্তী ৫২৯ একর জঙ্গলাকীর্ণ জমি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই জমির পরিমাণ বর্দ্ধিত করারও চেষ্টা করা হইতেছে। বে-সরকারী বনরক্ষা আইন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও পশ্চিম-দিনাজপুরে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সেচ

জলসেচের সুব্যবস্থা না থাকায় ভারতবর্ষে অনেক জমি পতিত পড়িয়া আছে। পৃথিবীর সকল দেশেই জলসেচের সুব্যবস্থার ফলেই কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে ও ফলে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতে যে জল সম্পদ আছে তাহা যদি উপযুক্ত ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজে লাগান হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। ভারতবর্ষে এমন অনেক নদী আছে যে গুলি বর্ষার সময় জলপ্লাবিত হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহকে ডুবাইয়া প্রচুর ক্ষতিসাধন করে এবং কিছুদিনের মধ্যে এই বিপুল জলরাশি চলিয়া যায়। বৎসরে অধিকাংশ সময় এই নদীগুলি শুষ্ক থাকে, ফলে পার্শ্ববর্তী জমি বর্ষায় ভাসিয়া যায় ও অন্যান্য সময় জলাভাবে চাষের অনুপযুক্ত হইয়া থাকে। জলসেচের সুব্যবস্থা করিতে হইলে এই সকল নদীতে বাঁধ দিয়া উপযুক্ত স্থানসমূহে জলধার নির্মাণ এবং এই সকল জলধারে সঞ্চিত জল সারা বৎসর ধরিয়া নিয়মিত ভাবে প্রবাহিত করাইতে হইবে। আমেরিকার টেনেসিভ্যালি পরিকল্পনার অনুরূপ কয়েকটি পরিকল্পনা ভারত সরকার এদেশে কার্যকরী করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনরর কার্য সমাপ্ত হইলে ভারতবর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ বহুলাংশে বাড়িয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে প্রায় ১ কোটি কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে।

দামোদর উপত্যকা ও ময়ূরাক্ষী এই দুইটি পরিকল্পনাতে পশ্চিম বঙ্গের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। অন্যান্য সুবিধা ব্যতীত দুর্গাপুরের নিকট দামোদর নদী হইতে রঘুনাথপুরের নিকট হুগলী নদী পর্যন্ত একটি খাল খনন করার ফলে রাণীগঞ্জ হইতে কয়লা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই খাল দিয়া অল্প ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা কেন্দ্র কলিকাতায় আনয়ন করা সম্ভব হইবে।

নিম্নে ভারতসরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল—

ভারতের বিভিন্ন

পরিকল্পনা	নদীর মোট দৈর্ঘ্য (মাইল)	অববাহিকার বিস্তৃতি (বর্গ মাইল)	গড়ে বার্ষিক বারিপাত	জলাধারের সংখ্যা
দামোদর উপত্যকা (পশ্চিম-বঙ্গ বিহার	৩৫০	৮,৫০০	৫০"—৫৫"	৭
মহানদী (হিরাকুদ-উড়িষ্যা)	৫৩১	৫১,০০০	৫০"—৫৫"	৩
ময়ূরাক্ষী (পশ্চিম-বঙ্গ)	১৫০	৭৮০	৪০"—৫০"	১
রামাপদ সাগর (মাদ্রাজ)	—	১,২১,৫০০	—	১
তুঙ্গভদ্রা (মাদ্রাজ হায়দরাবাদ)	--	১০,৮৮০		১
বাথ্‌রা (পূর্ব-পাঞ্জাব)	—	২,১৯৬		১
রিহাণ্ড হাইড়েল (যুক্তপ্রদেশ)				১
নায়ার				১

* * * *

একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভুর্জু'ইন মূল পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেন এবং বহু ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার তাঁহাকে এ কাজে সাহায্য করেন।

* * * *

বর্তমানে ৩,১৭৭ ভারতীয় ছাত্র ভারত সরকারের বৃত্তি লইয়া বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য ৪২৭ জন প্রার্থীর আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। এই ছাত্রগণ—ষ্টার্লিং এলাকায় মাসে ৩৫ পাউণ্ড ভাতা ও বেতন প্রভৃতি বাবদ এককালীন ৭৫ পাউণ্ড ও ডলার এলাকায় মাসে ১৬০ ডলার ও বেতন প্রভৃতি বাবদ এককালীন ৫০০ ডলার পায়।

জলসেচ পরিকল্পনা

জলধারণ ক্ষমতা (একর ফুট)	উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ (কিলো ওয়াট)	নির্মাণ ব্যয় (টাকা)	সেচ্য ভূমির পরিমাণ (একর)	নাব্য নদীর দৈর্ঘ্য
৪৭ লক্ষ	৩ লক্ষ	৫০ কোটি	৮,৬৩,০০০	১০০ মাঃ
২৩০ ”	৯৫,৫০০ ”	২০ ”	৮,০০,০০০	৩০০ ”
৮৪০ হাজার	৪,০০০ ”	৭ ”	৬,০০,০০০	—
১২০ লক্ষ	৭৫,০০০ ”	৬০ ”	২৩,০০,০০০	—
২৬ ”	১৩৯,০০০ ”	২০ ”	৯	—
৩৫ ”	১,৬০,০০০ ”	৪২ ”	৪৫	
৯০ ”	১,৫০,০০০ ”	৬ ”	৬	
১৪ ”	১,০০,০০০ ”	১৫ ”	১ লক্ষ ৮০ হাজার	

* * * *

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় ৮টি জলাধারের জন্য ৫ লক্ষ টন সিমেন্টের প্রয়োজন।

* * * *

"বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্য সকল পন্থাকে সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।"

—রবীন্দ্রনাথ

পশ্চিম বঙ্গের সেচ-ব্যবস্থা

পশ্চিম-বঙ্গে ১৫টি বড় নদী ও প্রায় ৬০টি ছোট নদী আছে এবং এই নদীগুলির মোট দৈর্ঘ্য পশ্চিম-বঙ্গে প্রায় ৩,৪৯০ মাইল। গঙ্গা, ভাগীরথী ও হুগলী পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান নদী। পশ্চিম-বঙ্গের নদীগুলিই সেচ ব্যবস্থার প্রধান সহায়ক। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের জন্য ও খুব বেশী পরিমাণে পলি পড়ার জন্য নদীগুলি ধীরে ধীরে মজিয়া আসিতেছে। ভাগীরথীর (ইহারই দক্ষিনাংশের নাম হুগলী) শাখা-নদীগুলি—দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, ও রূপনারায়ণ বর্ষার নদী ও বর্ষার বন্যায় ইহারা প্রতি বৎসরই প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এই নদীগুলি লইয়া তুইটি সমস্যা—বর্ষার প্লাবন ও গ্রীষ্মের শুষ্কতা।

পুষ্করিণী, কূপ ও খাল দ্বারাই কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা করা হয়। কৃত্রিম জলসেচ করা হয় এরূপ জমির পরিমাণ—

পশ্চিম বঙ্গে—বে-সরকারী খাল দ্বারা	—	২৮,১০১	একর
সরকারী খাল	" —	২,৭৮,৭৯৪	"
পুষ্করিণী	" —	৯,৯৮,৬৬৭	"
কূপ	" —	১৫,৭৩৫	"
অন্যান্য উপায়ে	" —	৪,০৩,৪৪৪	"

জলসেচের জন্য সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে যে সকল খাল আছে তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য ৭২০ মাইল। এই খালগুলি দ্বারা বিভিন্ন জেলায় যে সকল জমিতে জলসেচ হয় তাহার পরিমাণ এইরূপ—

খালের নাম	জেলা	জমির পরিমাণ (একর)
মেদিনীপুর খালসমূহ	মেদিনীপুর	৬৭,১৫৫
	হাওড়া	১,২৮২
দামোদর খালসমূহ	বর্ধমান	১৬৮,৯৮৯
ইডেন খালসমূহ	বর্ধমান	২১,৩০৫
	হুগলী	৩,১২৬
সালবাঁধ খালসমূহ	বাঁকুড়া	৮৪৮

খালের নাম	জেলা	জমির পরিমাণ (একর)
আমজোড় খালসমূহ	বাকুড়া	৫৮০
বক্রেশ্বর খালসমূহ	বীরভূম	৭,৫২২
কাশীমুল্লা খালসমূহ	বীরভূম	৩,০০০

নৌকা চলাচল করিতে পারে এইরূপ জলপথের দৈর্ঘ্য ৪,০৮৪ মাইল। ৫,০০০ বর্গমাইল জমিকে রক্ষা করিতে পারে এইরূপ বাঁধ রহিয়াছে। অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদনের প্রধান অঙ্গ সেচ-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে দামোদর ও ময়ূরাক্ষী ব্যতীত ১৫টি পরিকল্পনা পশ্চিম-বঙ্গ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনার সমস্তগুলিই প্রায় বর্ধমান বিভাগের জন্য—সেই অংশেই বর্তমানে সেচ ব্যবহার প্রয়োজন সর্বাধিক।

পশ্চিম-বঙ্গের সেচ-পরিকল্পনা

পরিকল্পনা	জেলা	মোট ব্যয় (টাকা)	উপকৃত এলাকা (একর)	অতিরিক্ত সম্ভাব্য ফসল (টন)
রুকণী খাল	বাঁকুড়া	৬০,৫০০	৫০০	১১১
কুলাই খাল	”	১,১৯,৯০০	৬০০	২২২
বেরাই খাল	”	১৩,৭১,৮০০	৫,০০০	২,২২২
শুভঙ্কর দাঁড়া	”	১৩,৫৭,২০০	৬,০০০	২,৬৬৬
দামোদর সংলগ্ন	হুগলী	২৫,১৬,১০০	৩,১০,৪০০	১১,৩৭৭
কুন্তী চন্দননগর	”	১,৫৭,৫০০	১,৬০,০০০	—
সরস্বতী খাল	হুগলী-হাওড়া	১৮,৮৭,৪০০	১,৪৪,০০০	৩,৫৫৫
ঝাঁপোই	জলপাইগুড়ি	৪০,৫০০	৮০০	৪৪৪
পুত্রাঙ্গি	মেদিনীপুর	২,০৬,৮০০	২,২০০	৯৭৮
ঝাড়গ্রাম	”	৬,৫২,০০০	৫,০০০	১,২২২
শোয়াদিঘি-গঙ্গাখাল	”	২৩,৭৮,৯০০	২৯,৪৪০	৫,৪০৭
পানিপিয়া	”	৩,৫৩,০০০	১৪,০৮০	২,২২২
জীবন্তী বাকী	মুর্শিদাবাদ	২,৯৯,৩০০	৬,৪০০	২,৩৭০
হরহটুগঞ্জ	২৪ পরগণা	৯,৫৪,৭০০	১৬,০০০	৩,৩৩৩
হিংলো	বীরভূম	১,৬২,২০০	২,০০০	১৮৫

পাকিস্থান

ভারত বিভাগের ফলে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ, বাংলার পূব অংশ ও আসামের স্বল্পাংশ ও বেলুচিস্থান লইয়া পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্থান দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত—পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থান। পাকিস্থানের মোট আয়তন ৩,৫৭,৬৮৩ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ। রাজধানী—করাচী। পাকিস্থানের অধিবাসীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মুসলমান। পূর্ব বঙ্গে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা রাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যক্তির মাতৃভাষা। বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দুর সংখ্যা খুব অল্প। পাকিস্থান সরকারে উর্দু রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কৃষিই এই রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন। পূব বঙ্গের পাট, ধান ও তামাক, সিন্ধু ও (পশ্চিম) পাঞ্জাবের গম ও তূলা, পাকিস্থানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। খনিজ সম্পদ ও শিল্পের দিক হইতে পাকিস্থান মোটেই সমৃদ্ধিশালী নহে। লৌহ, কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি প্রধান খনিজদ্রব্যের উৎপাদন নাই অথবা নগন্য। করাচী ও চট্টগ্রাম পাকিস্থানের প্রধান বন্দর।

ঢাকা, লাহোর ও করাচী এই তিনটি সহরে পাকিস্থানের তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয় ও তিনটি বেতার কেন্দ্র অবস্থিত।

পূব-বঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব (বর্তমান নাম পাঞ্জাব), সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান—এই কয়টি প্রদেশ ব্যতীত নিম্নলিখিত দেশীয় রাজ্যগুলি পাকিস্থান রাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে—

দেশীয় রাজ্য	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
ভাওয়ালপুর	১৭,৪১৪	১৩,৪১,২০৯
খয়েরপুর	৬,০৫০	৩,০৫,৭৮৭
চিত্রল	৪,০০০	১,০৭,৯০৬
সেয়াত	১,৮০০	৪,৪৬,০১৪
খীর	৩,০০০	২,৫০,০০০

দেশীয় রাজ্য	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
অম্ব	১৭৪	৪৭,৯১০
কালাত	৩০,৭৯৯	১,৬৬,৬৫৪
লসবেলা	৭,০৪৩	৬৯,০৬৭
খারান	১৮,৫০৮	৩৩,৮৫২
মেক্রান	২৩,১৯৬	৮৬,৬৫১

পাকিস্থানের গভর্ণর-শাসিত প্রদেশসমূহ

পূর্ববঙ্গ—ভারত বিভাগের ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সমগ্র অংশ; রাজসাহী বিভাগের পাবনা, রাজসাহী, বগুড়া ও রংপুর জেলা, নদীয়া জেলার কুমারখালী, খোক্সা, মীরপুর, কুষ্টিয়া, আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, গাব্নী, ধর্মদা, চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর, মেহেরপুর থানা ও মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্বদিক পর্যন্ত দোলতপুর থানার অংশ বিশেষ; বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা ব্যতীত যশোহর জেলার সমগ্র অংশ, রায়গঞ্জ, ইতাহার, বংশীহরি, কোসমান্দি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেম্তাবাদ, কালিয়াগঞ্জ থানা ও রেল লাইনের পশ্চিমে বালুরঘাট থানার অংশ বিশেষ ব্যতীত সমগ্র দিনাজপুর জেলা; জলপাইগুড় জেলার তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ, ও পাঠগ্রাম থানা; মালদহ জেলার নাচোল, গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ ও ভুলাঘাট থানা; খুলনা জেলা এবং আসামের পাথারকান্দি, রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ ও বদরপুর ব্যতীত শ্রীহট্ট জেলার সমগ্র অংশ লইয়া পূর্ববঙ্গ গঠিত হইল। শ্রীহট্ট জেলা চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইল। মালদহ জেলার যে থানা কয়টি পূর্ববঙ্গে পড়িল তাহা রাজসাহী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইল। জলপাইগুড়ি জেলার ৪টি থানা অর্থাৎ তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা ও দেবীগঞ্জ থানা দিনাজপুর

জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্ভুর্ত হইল এবং পাঠগ্রাম থানা রংপুর সদর মহকুমার অন্তর্ভুত হইল।

পুর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা

পূর্ব-বঙ্গের আয়তন হইল ৫৪,১০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪,১৯,১১,১১১। পূর্ব-বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ।

নদী বহুল পুর্ব-বঙ্গ কৃষি-প্রধান প্রদেশ। ধান ও পাট ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, চা, তামাক, আখ প্রভৃতিরও উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য। কল-কারখানার সংখ্যা এখানে কম। ভারত ও পাকিস্থানের পাটের শতকরা ৭৩ ভাগ পূর্ব-বঙ্গে উৎপন্ন হয় কিন্তু পুর্ব বঙ্গে একটিও পাটকল নাই।

পূর্ববঙ্গের জেলা ও মহকুমা

জেলা মহকুমা

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম—চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম—রাঙ্গামাটি ও রামগড়।

নোয়াখালি—নোয়াখালি ও ফেণী।

ত্রিপুরা—কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

শ্রীহট্ট—

রাজসাহী বিভাগ

রাজসাহী—রাজসাহী, নাটোর ও বনগাঁ।

রংপুর—কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারি।

দিনাজপুর—দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁ।

পাবনা—পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।

বগুড়া—বগুড়া।

খুলনা—খুলন, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট।

যশোহর—যশোহর, নড়াইল, মাগুড়া ও ঝিনাইদহ।

কুষ্টিয়া—কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা।

জেলা মহকুমা

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা—ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ।

ফরিদপুর—ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জ।

বাখরগঞ্জ—বরিশাল, পিরোজপুর, পাটুয়াখালি ও ভোলা।

মৈমনসিংহ—মৈমনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—আয়তন ৩৯,১৮৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৫৫ লক্ষ ৩৮ হাজার। ব্যবহৃত ভাষা—উর্দু ও পুস্তু। রাজধানী—পেশোয়ার। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য গম, আঙ্গুর ইত্যাদি। ইহা পর্বত-প্রধান দেশ। বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে ডেরাইসমাইল খাঁ, বান্নু উল্লেখযোগ্য।

জেলাসমূহ—হাজারা, মর্দান, পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু এবং ডেরাইসমাইল খাঁ।

সিন্ধু—আয়তন ৪৮,১৩৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজার। ব্যবহৃত ভাষা—সিন্ধি। রাজধানী—করাচী। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম ইত্যাদি। বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে সক্কর, জেকোবাবাদ, শিকারপুর, হায়দ্রাবাদ উল্লেখযোগ্য। মহেন্‌জোদাড়োয় ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে

জেলসমূহ—দাদু, হায়দ্রাবাদ, করাচী, লারকানা, নবাবশা, সক্কর, থারপারকার এবং উপর সিন্ধু সীমান্ত।

পাঞ্জাব—আয়তন—৬২,১০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৫৮ লক্ষ। ব্যবহৃত ভাষা—পাঞ্জাবী ও উর্দু। রাজধান—লাহোর। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, ইক্ষু, যব, তুলা ইত্যাদি। বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে মুলতান, লয়ালপুর, মন্টোগমারি, আটক, রাওলপিণ্ডি প্রসিদ্ধ।

বেলুচিস্থান—আয়তন-১.৩৪,০০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার। ব্রাহুই, বালুচি ও পাঠানরা এখানকার অধিবাসী। আয়তনের অনুপাতে এই প্রদেশের লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। ইহার অধিকাংশ মরুভূমি বা মরুভূমি-সদৃশ।

পাকিস্থান সরকার

কেন্দ্রীয় সরকার

গভর্ণর জেনারেল—খাজা নাজিমুদ্দিন (বেতন বাৎসরিক ২,২৫,০০০ টাকা)

মন্ত্রীমণ্ডলী—লিয়াকত আলি খান (প্রধান মন্ত্রী—দেশরক্ষা); গোলাম মহম্মদ (অর্থ ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ); চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লা খান (পররাষ্ট্র ও কমনওয়েল্থ রিলেসন্‌স); সর্দার বাহাদুর খান (যানবাহন); খাজা সাহাবুদ্দিন (আভ্যন্তরীন ব্যবস্থা, বেতার, সংবাদ; বাস্তুহারা ও পুনর্বাসন); আবদুর সত্তর পীরজাদা (খাদ্য ও কৃষি); ফজলুর রহমান (শিক্ষা ও বাণিজ্য); যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (আইন ও শ্রম); চৌধুরী নাজির আমেদ খান (শিল্প); ডাঃ এ, এম, মালিক (স্বাস্থ্য ও পূর্ত)।

প্রাদেশিক গভর্ণর ও মন্ত্রীমণ্ডলী

পূর্ব-বঙ্গ

গভর্ণর—মালিক মহম্মদ ফিরোজ খাঁ নুন।

মন্ত্রীমণ্ডলী—নুরুল আমিন (প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র, আইন, বিচার পরিকল্পনা ও গণ-সংযোগ); এস, এ, সালিম (অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প); আবদুল হামিদ (শিক্ষা); হাসান আলি (যোগাযোগ, সেচ ও পূর্ত); সৈয়দ মহম্মদ আফজল (জন সংযোগ ও জন সংভরণ);

হবিবুল্লা চৌধুরী (স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন); আবদুল মোতালব মালিক (কৃষি, সমবায় ও শ্রম), মফিজুদ্দিন আমেদ (সাহায্য ও পুনর্বাসন, রেজিষ্ট্রেশন ও কারা) ; তফজ্জল আলি (রাজস্ব)।

পাঞ্জাব

গভর্ণর—সর্দার আবদর রব নিস্তার।

(এই প্রদেশের শাসনভার গভর্ণরের হস্তে ন্যাস্ত আছে।)

উপদেষ্টামণ্ডলী—মালিক মহম্মদ আনোয়ার (প্রধান উপদেষ্টা—সাধারণ শাসন, আইন ও শৃঙ্খলা); সৈয়দ মীর আমেদ শাহ (রাজস্ব ও কৃষি), নাসিম হাসাম (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন); শেখ সাদিক হাসান (অর্থ ও শিল্প), খান মহম্মদ খান লেগারি (পূর্ত ও পরিবহন)।

সিন্ধু

গভর্ণর—শেখ দিন মহম্মদ।

মন্ত্রীমণ্ডলী—ইউসুফ আবদুল্লা হারুণ (প্রধান মন্ত্রী—রাজনৈতিক ও সাধারণ শাসন); ফজলুল্লা ওবিদুল্ল কাজি (আইন ও শৃঙ্খলা); মীর বন্দে আলি (পূর্ত); আগা গোলাম নবী পাঠান (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য); সৈয়দ নুর মহম্মদ শাহ (খাদ্য ও জনসংভরণ); গোলাম আলি খান তালপুর (রাজস্ব); সৈয়দ মিরাণ মহম্মদ শাহ (বাস্তহারা ও পুনর্বাসন)।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

গভর্ণর—আই. আই, চুন্দ্রীগড়।

মন্ত্রীমণ্ডলী—খান আবদুল কোয়ায়েম খাঁ (প্রধান মন্ত্রী—আইন; শৃঙ্খলা, পূর্ত ও দেশ রক্ষা প্রভৃতি); খান মহম্মদ ফরিদ খাঁ (জনসংভরণ, বন ও কৃষি); মিয়া জাফার শাহ (শিক্ষা ও কারা)

বেলুচিস্থান

চীফ কমিশনার—আমিন উদ্দিন

উপদেষ্টামণ্ডলী—কাজী মহম্মদ ইসা (খাদ্য ও জনসংভরণ); সর্দার নুর মহম্মদ গোলা (পুনর্বাসন ও বাস্তত্যাগী সম্পত্তি)।

পাকিস্থানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ

রাষ্ট্র	পদ	প্রতিনিধি
আফগানিস্থান	য়্যামবাসাডর	শাহ ওয়ালি খান
ব্রহ্মদেশ	„	ইউ, পি, কিন
মিশর	„	মহম্মদ আলি এ. পাশা
ফ্রান্স	„	লিয়ঁ মার্শাল
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	„	এ, এম, ওয়ারেন
তুরস্ক	„	ওয়াই, কে, বয়াট্রলি
রাশিয়া	„	বাকুলিন ইভান নিকোলাভিচ্
ইরাণ	চার্জ-ডি-য়্যাকেয়ার্স	মেহ্‌দি ফোরুবার
ইরাক	„	আবদুল কাদের এল গেলানি
ইটালি	„	অগস্টো য়্যাসেটাটি
নেদারল্যাণ্ড	„	ভ্যান কার্ণেবেক
সৌদি-আরব	„	আবদুল হাদিম এল, খতিব
বেলজিয়ম	„	মার্শেল গুজ
ইন্দোনেশিয়া	রিপ্রেজেনটেটিভ্	ডাঃ সামসুদ্দিন
বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র	হাই কমিশনার	এল, বি. গ্র্যাফটে স্মিথ্
ভারতবর্ষ		স্যার সীতা রাম
ক্যানাডা	ট্রেড কমিশনার	জি, এ. ব্রাউন
আর্জেন্টিনা	কন্সাল জেনারেল	এ, এন, সোরিয়া
নরওয়ে	„	জোস্ র্যাসন
গ্রীস	কন্সাল	এইচ্, জে, মাহন
চেকো-শ্লোভাকিয়া	„	জি, বি, পট্রস
সুইডেন	„	জি, গাউ
পর্টুগ্যাল	ভাইস-কন্সাল	জে, টি, য়্যালফন্‌সো
স্পেন	„	আর, এম, ওয়েষ্টন

রাষ্ট্র	পদ	প্রতিনিধি
সুইটজারল্যাণ্ড	কন্সুলার এজেন্ট	জোস্ র‍্যাসন
ট্রান্স-জর্ডান	মিনিষ্টার	এন. পি, এল-সুরাইকি

বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাকিস্থান প্রতিনিধিবর্গ

রাষ্ট্র	পদ	প্রতিনিধির নাম
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	য়্যামব্যাসাডার	মীর্জা আবল হাসান ইস্পাহানী
মিশর	”	হাজি আবদাস সত্তর সাইত
সৌদি-আরব	মিনিস্টার	
ইরাণ	য়্যামব্যাসাডর	গজনফর আলি খান
ব্রহ্মদেশ	”	সর্দার মহম্মদ আওরঙ্গজেব খান
আফগানিস্থান	”	
তুরস্ক	”	মিঞা বসির আমেদ
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	হাই-কমিশনার	হবিব রহিমতুল্লা
ক্যানাডা	”	মহম্মদ আলি চৌধুরী
ভারতবর্ষ	”	মহম্মদ ইসমাইল
” (জলন্ধর)	ডেপুটি হাইকমিশনার	আবদুল রহমন
” (কলিকাতা)	”	আবদুল্লা-অল্-মামুদ
ইরাক	চার্জ-ডি-য়্যাফেয়াস	এস, এম, সিদ্দিক
অষ্ট্রেলিয়া	ট্রেড কমিশনার	কে, এইচ, রহমান
সিংহল	”	এ. সালিম খান

পাকিস্থান পাবলিক সার্ভিস কমিশন—

মিঞা আফজল হোসেন (সভাপতি); এস, সুরাবর্দী; আবদুল গফুর খান।

পাকিস্থান হাইকোর্ট সমুহের বিচারপতি

পাকিস্থান ফেডারাল কোর্ট

প্রধান বিচারপতি—স্যার আবদুল রসিদ

পূর্ব-বঙ্গ হাইকোর্ট

প্রধান বিচারপতি—এ, এস, এম, আক্রাম। অন্যান্য বিচারপতি-গণ—মহম্মদ সাহাবুদ্দিন; ই, সি, অরমণ্ড; টি, এইচ, এলিস আমিরুদ্দিন আমেদ; আমিন আমেদ।

লাহোর হাইকোর্ট

প্রধান বিচারপতি—স্যার আবদুল রসিদ। অন্যান্য বিচারপতিগণ-মহম্মদ মুনির; এ, আর, কর্ণেলিয়াস্; মহম্মদ শরিফ; আতা মহম্মদ জান. এস, এ, রহমান; এম, খুরশীদ জামান।

সিন্ধু চীফ-কোর্ট

প্রধান বিচারপতি—এইচ বি, তায়েবজী। অন্যান্য বিচারপতিগণ ডি, এন, ও-সালিভান, জি, বি, কনস্ট্যান্টাইন; এইচ, জি, আগ ভালি মহম্মদ; মহম্মদ বাচাল।

জুডিসিয়াল কমিশনার্স কোর্ট, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

কমিশনার—মহম্মদ ইব্রাহিম খান। য়্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার মালিক খোদা বক্‌স।

পাকিস্থান গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ

সভাপতি—তমিজুদ্দিন খান

পূর্ব-বঙ্গ—এ, এম, এ, হামিদ; এ, মামুদ; আবদুল্লা বাকি; আবদুল কাসেম খান; আক্রাম খাঁ; আজিজুদ্দিন আমেদ; ইব্রাহিম খাঁ; এ, কে, ফজলুল হক, ফজলুর রহমান; গিয়াসুদ্দিন পাঠান, হামিদুল হক চৌধুরী; আই, এইচ, কুরেশী; লিয়াকৎ আলি খান; মফিজুদ্দিন আমদ; ডাঃ এ, এম, মালিক; মার্তুজা রেজা চৌধুরী; ডাঃ মহম্মদ হাসান; নুরুল আমিন; শাব্বির আমেদ ওসমানি, সিরাজুল ইসলাম; মহম্মদ আলি, হবিবুল্লা বাহার, খাজা নাজিমুদ্দিন, বেগম শায়েস্তা সারোয়ার্দি ইক্রামোল্লা, এ, এম আবদুল হামিদ, গোলাম মহম্মদ; যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রেমহরি বর্মণ; রাজকুমার চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত; ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, ধনঞ্জয় রায়, বিরাট চন্দ্র মণ্ডল; অক্ষয়কুমার দাস, হরেন্দ্রকুমার সুর; ভবেশচন্দ্র নন্দী; কামিনীকুমার দত্ত।

সিন্ধু—পীরজাদা আবদাস সত্তর; আবদুর রহিম; মহম্মদ হামিদ গজদির;··· ··

পাঞ্জাব—মিয়া ইফতিকারুদ্দিন; ফিরোজ খাঁ নুন, নাজির আমেদ খাঁ; মমতাজ দৌলতানা, ওমর হায়াত মালিক; শেখ কেরামত আলি; বেগম জাহানারা সাহ নওয়াজ; সর্দার সৌকত হায়াত খান; আবদার রব নিস্তার; ইফতিকার হোসেন খান; জাফরুল্লা খান।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—খান আবদুল গফুর খান; সদার আশাদুল্লা জান খাঁ; খান সর্দার বাহাদুর খাঁ।

বেলুচিস্থান—নবাব মহম্মদ খান যোগেজাই।

আয়-ব্যয়ের হিসাব (১৯৫০-৫১)

(নিম্নের টাকার অঙ্কগুলি হাজারের দেওয়া হইল)

রাষ্ট্র বা প্রদেশ	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত+ ঘাটতি—
পাকিস্থান	১,১৩,৬৪,০০	১,১৫,৫৪,০০	—১,৯০,০০ *
পূর্ববঙ্গ	১৭,৯৩,০০	১৯,৬৬,০০	—১,৭৩,০০ ‡
সিন্ধু	৬,৭০,৬৩	৭,৩২,৩৫	—৬১,৭২
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৪, ৯,২৩	৪,২৪,৮০	—১৫,৫৭

---

* ঘাটতি পুরণের জন্য ২ কোটি টাকা পরিমাণ নূতন কর ধার্য করা হইবে।

‡ নূতন কর দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হইবে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

আজ ভারতবর্ষ যে বৃটিশের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা কংগ্রেসেরই দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলে।

ভারতবর্ষে কংগ্রেসই সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারেন। ১৮৮৫ সালে য়্যালেন অক্টেভিয়াস হিয়ুম নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস-এর চেষ্টায় বোম্বাই নগরীতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ জাগরিত করা, বৃটেনের সঙ্গে সখ্যতার মধ্য দিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর কংগ্রেসের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার হইল। আসমুদ্র হিমাচল দেশাত্মবোধে জাগরিত হইয়া উঠিল এবং জাতি ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে লাগিল। ১৯২০ সালে দেশব্যাপী যে অসহযোগ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহা কংগ্রেসেরই নির্দেশে ও নেতৃত্বে। কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস' দাবী করে কিন্তু তাহা পূরণ না হওয়ায় ১৯৩০ সালে সমস্ত দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পরে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন ও গান্ধীজীর মধ্যে চুক্তি হইয়া এই আন্দোলন স্থগিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজী বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। গোলটেবিল বৈঠকগুলিতে আলোচনার ফলেই ১৯৩৫ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের জন্য নূতন শাসন প্রণালী অনুমোদন করেন এবং ১৯৩৭ সাল হইতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা হয়।

১৯৩৯ সালে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সহিত মত-বিরোধ হওয়ায়

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের স্থাপনা করেন। সুভাষচন্দ্র বসুকে ও ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা ও সদস্যদের কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সরকারকে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করে এবং দাবী করে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে ও বর্তমানে যতদূর সম্ভব স্বাধীন রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে সুবিধা দেওয়া হউক। এ বিষয়ে বৃটিশ সরকারের অভিমত কংগ্রেসের মোটেই মনঃপূত হইল না এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এই মত ব্যক্ত করিল যে ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারকে কোনরূপ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নহে এবং কার্যকরী সমিতি সমগ্র প্রদেশ হইতে কংগ্রেস মন্ত্রীগণকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিল। সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করেন এবং প্রদেশ-গুলিতে গভর্ণরেরা নিজহস্তে সমস্ত শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারতের জনসাধারণ পূর্ণ-স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিতে রাজী নহে।

কংগ্রেসের নির্দেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। দলে দলে লোক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগদান করিয়া যুদ্ধের বিপক্ষে প্রচার করিয়া কারাবরণ করিল। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেল।

১৯৪১ সালে ভারত সরকার যুদ্ধে অধিকসংখ্যক ভারতীয়দের যোগ-দানের নিমিত্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারে অধিকসংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ করার জন্য একটি জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠন করেন এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বর্ধিত করা হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বার্দোলীতে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স দেশের সম্মুখে এই প্রস্তাব পেশ করেন যে যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস-এর অনুরূপ শাসনক্ষমতা দেওয়া হইবে, কিন্তু যুদ্ধরত থাকাকালীন ভারত-বর্ষের নিরপত্তার জন্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃটিশ সরকারের হাতে থাকিবে। দেশবাসীর সহযোগিতায় ভারতের নৈতিক, সামরিক ও দ্রব্যসম্ভারের সাহায্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারত সরকারের থাকিবে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের প্রস্তাবে সরাসরি গ্রহণ বা বর্জন করার মধ্যবর্তী কোন পন্থা না থাকায় কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে বহির্শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য এবং ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বর্ধিত করার জন্য বৃটিশদের অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাওয়া প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে তাহারা যদি সম্মত না হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস সমস্ত দেশব্যাপী অহিংসকভাবে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন করিতে বাধ্য হইবে। ঐ বৎসরে আগস্ট মাসে বোম্বাই নগরীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হইল। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সমর্থক সমস্ত প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইল। ভারতের নেতৃস্থানীয় সকল কংগ্রেসকর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। এইভাবে সহস্র সহস্র কংগ্রেসকর্মী কারারুদ্ধ হইলেন। গান্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইল। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ দেশব্যাপী হিংসামূলক ও অহিংস আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। রেললাইন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার, ডাকঘর, থানা প্রভৃতি সরকারী সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হইল। সরকারের পক্ষ হইতে এই আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

বহুস্থানে গুলীচালনা করা হইল। দেশব্যাপী হিংসামূলক কার্যের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করা হয়। ৮ই আগস্ট স-পরিষদ বড়লাট এই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে তিনি জানিতে পারিয়াছেন বে-আইনি ও কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসামূলক কার্যের জন্য কংগ্রেস কিছুকাল যাবৎ বিপজ্জনক আয়োজন করিতেছে। দেশব্যাপী এই হিংসামূলক কার্য্যের জন্য ও সরকার কর্তৃক কংগ্রেসকে এই সকল হিংসামূলক কার্যের জন্য দায়ী করাতে ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী ২১ দিন ব্যাপী অনশন করেন।

১৯৪৪ সালে মে মাসে মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হয়। গান্ধীজী এই মত প্রকাশ করেন যে আগস্ট আন্দোলনের হিংসামূলক কার্যের জন্য কংগ্রেস দায়ী নহে। ভারত সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তাহারা সাময়িকভাবে আত্মসংযম হারাইয়া ফেলে।

৮ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে জিন্না ভবনে গান্ধী-জিন্না আলোচনা সুরু হয়। মিঃ জিন্না পাকিস্থান পরিকল্পনাকে গ্রহণ করার উপর সমস্ত জোর দেওয়ায় মহাত্মা গান্ধী এই পরিকল্পনাকে অবাস্তব ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করায় এই আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

লর্ড ওয়াভেল ১৪ জুন বেতার বক্তৃতায় রাজনৈতিক অচলঅবস্থার অবসানকল্পে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবাবলী ঘোষণা করেন।

২৫ জুন বড়লাট এক সম্মেলনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করেন।

১৪ জুলাই বড়লাট নেতৃসম্মেলনের ব্যর্থতার সংবাদ ঘোষণা করেন। ১৯৪৫-এর ২১ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করেন যে লীগের নেতৃবর্গের সহিত কংগ্রেস আপোষের জন্য আর কোনরূপ আলাপ আলোচনা চালাইবে না।

১৯৪৬ সালে কংগ্রেস চারিটি মূল বিষয় দাবী করে—(১) পূর্ণ স্বাধীনতা (২) অখণ্ড ভারত (৩) পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বশীল প্রদেশগুলির সমবায়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন (৪) কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যে সকল বিষয়ের ভার থাকিবে সেগুলির দুইটি তালিকা প্রণয়ন—তন্মধ্যে একটি তালিকা বাধ্যতামূলক। মে মাসে নিখিল ভারত যৌথ যুক্তরাষ্ট্রের উপযোগী গভর্ণমেণ্ট গঠন উদ্দেশ্যে সিমলায় লর্ড পেথিক লরেন্সের সভাপতিত্বে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও বৃটিশ প্রতিনিধিদের এক আলোচনা আরম্ভ হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় এই সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নূতন দিল্লীতে কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব আলোচনা করা হয় এবং ঘোষণার অন্তর্গত কয়েকটি বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়।

১৪ জুন বড়লাট এক নূতন প্রস্তাবে ঘোষণা করেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে ১৩ জন সদস্য থাকিবেন; তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসের ৬ জন, মুসলিম লীগের ৫ জন, শিখ ১ জন ও খৃষ্টান ১ জন। কংগ্রেস এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

৯ আগষ্ট বোম্বাইতে কার্যকরী সমিতির অধিবেশনের একটি প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত হোয়াইট পেপারের অন্তর্গত কয়েকটি প্রস্তাব অনুমোদন না করিলেও পরিকল্পনাটি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য নাম প্রস্তাব করিতে কংগ্রেস সভাপতিকে আমন্ত্রণ করেন এবং কংগ্রেসের অনুমোদনক্রমে ১২ জন ব্যক্তি লইয়া বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন—২ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৬ মে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা সমাপ্ত করেন এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট এক পরিকল্পনা

পেশ করেন। ১৫ জুন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৫ আগষ্ট কংগ্রেসের ৬০ বৎসরের সাধনা পূর্ণলক্ষ্য স্বাধীনতার কিছুটা আস্বাদ ভারতবর্ষ পাইল—বৃটিশ ডোমিনিয়নের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল।

১৬ নভেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আচার্য কৃপালনীর স্থলে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যেই ব্যাপ্ত ছিল কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেসই দেশের শাসনভার গ্রহণ করায় কংগ্রেসের বর্তমান কর্মপন্থা গঠন-মূলক কায, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রভৃতির মধ্যে নিবদ্ধ হয়।

১৯৪৮ সালের ২৫ অক্টোবর ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনকে ১৫০ ভোটে পরাজিত করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৭৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর জয়পুরে কংগ্রেসের পঞ্চ-পঞ্চাশৎ অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের এই প্রথম ও প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রায় দুই লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ সীতারামিয়া তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে অপর কোন রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া বিশ্বের মৈত্রী ও উন্নতির জন্য আমরা আপ্রাণ কার্য করিয়া যাইব। তিনি ভারতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান রাষ্ট্র ঠিক প্রতিবেশীর ন্যায়ই তাহাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করিবে। ভারতবর্ষ কখনও উভয়

রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করিবে না। দুই দিন ব্যাপী অধিবেশনে ১৬ টি সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৪৯ সালের ৫ জানুয়ারী কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নাম—

(১) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (২) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (৩) ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (৪) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (৫) রফি আমেদ কিদোয়াই (৬) এন, জি, রঙ্গ (৭) পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ (৮) এস, কে, পাতিল (৯) দেবেশ্বর শর্মা (১০) রামরাজ নাদার (১১) গোকুলভাই ভাট (১২) সর্দার প্রতাপ সিং (১৩) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৪) শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী (১৫) জগজীবন রাম (১৬) নিজ লিঙ্গাপ্পা (১৭) রাম সহায় (১৮) কালা বেঙ্কটরাও (১৯) শঙ্কর রাও দেও। শেষোক্ত দুইজন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

কংগ্রেসের সভাপতিগণের নাম

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১৮৮৫	বোম্বাই	ডব্লিউ. সি, বনার্জি
১৮৮৬	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরজী
১৮৮৭	মাদ্রাজ	বদরুদ্দিন তায়েবজী
১৮৮৮	এলাহবাদ	জর্জ ইউল্
১৮৮৯	বোম্বাই	স্যার ডব্লিউ ওয়েলডার্বার্ণ
১৮৯০	কলিকাতা	স্যার পি, মেটা
১৮৯১	নাগপুর	পি, আনন্দ চার্লু
১৮৯২	এলাহবাদ	ডব্লিউ, সি ব্যানার্জি
১৮৯৩	লাহোর	দাদাভাই নৌরজী
১৮৯৪	মাদ্রাজ	আলফ্রেড ওয়েব
১৮৯৫	পুনা	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
১৮৯৬	কলিকাতা	আর, এম, সিয়ানি
১৮৯৭	অমরাবতী	সি, শঙ্করণ নায়ার
১৮৯৮	মাদ্রাজ	আনন্দমোহন বসু
১৮৯৯	লক্ষ্ণৌ	রমেশচন্দ্র দত্ত
১৯০০	লাহোর	এন, জি, চন্দ্রভারকার
১৯০১	কলিকাতা	ডি, ই, ওয়াচা
১৯০২	আমেদাবাদ	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
১৯০৩	মাদ্রাজ	লালমোহন ঘোষ
১৯০৪	বোম্বাই	স্যার হেনরী কটন
১৯০৫	বেনারস	জি, কে, গোখেল
১৯০৬	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরজী
১৯০৭	সুরাট	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৮	মাদ্রাজ	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৯	লাহোর	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১৯১০	এলাহবাদ	ডব্লিউ ওয়েডারবার্ণ
১৯১১	কলিকাতা	বিশেণ নাথ ধর
১৯১২	পাটনা	আর, এন, মুধোলকার
১৯১৩	করাচী	নবাব সৈয়দ মহম্মদ
১৯১৪	মাদ্রাজ	ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৯১৫	বোম্বাই	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
১৯১৬	লক্ষ্ণৌ	অম্বিকাচরণ মজুমদার
১৯১৭	কলিকাতা	ডাঃ এ্যানি বেশান্ত
১৯১৮	দিল্লী	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য
১৯১৮	বোম্বাই (বিশেষ অধিবেশন)	হাসান ইমাম্
১৯১৯	অমৃতসর	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
১৯২০	নাগপুর	সি, বিজয় রাঘবাচারী
১৯২০	কলিকাতা (বিশেষ অধিবেশন)	লালা লাজপৎ রায়
১৯২১	আমেদাবাদ	হাকিম আজমল খাঁ
১৯২২	গয়া	চিত্তরঞ্জন দাস
১৯২৩	কোকনদ	মহম্মদ আলি
১৯২৩	দিল্লী (বিশেষ অধিবেশন)	আবুল কালাম আজাদ
১৯২৪	বেলগাঁ	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
১৯২৫	কাণপুর	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু
১৯২৬	গোহাটি	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
১৯২৭	মাদ্রাজ	ডাঃ এম, এ, আনসারি
১৯২৮	কলিকাতা	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
১৮২৯	লাহোর	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩১	করাচী	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
১৯৩২	দিল্লী	শেঠ রণছোড়লাল
১৯৩৩	কলিকাতা	শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১৯৩৪	বোম্বাই	রাজেন্দ্র প্রসাদ
১৯৩৫	লক্ষ্ণৌ	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩৬	ফৈজপুর	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩৮	হরিপুরা	সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩৯	ত্রিপুরি	সুভাষচন্দ্র বসু
(পদত্যাগ করার পর)		ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
১৯৪০	রামগড়	আবুল কালাম আজাদ
১৯৪৬	—	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৪৬	মীরাট	আচার্য জে, বি, কৃপালিনী
(পদত্যাগ করার পর)		ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
১৯৪৮	জয়পুর	ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া

পশ্চিম-বঙ্গ কংগ্রেস

সভাপতি—সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

কর্মসচিব- চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা বহুদিন পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ইহার কার্যধারা আবদ্ধ ছিল। বীর সাভাকরের হিন্দু মহাসভায় যোগদানের পর হইতেই যেন ইহার নূতন প্রাণ সঞ্চার হইল এবং ইহার কার্যধারার সীমা বর্ধিত হইয়া গেল। ১৯৩৯ সালে হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে ভারতবর্ষকে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার মার্কা 'ডোমিনিয়ন-ষ্টেটাস' অবিলম্বে প্রদান করার জন্য একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। হিন্দু মহাসভার কর্মপন্থা—(১) হিন্দু স্বার্থরক্ষা ও তাহার সংগঠন (২) হিন্দুনারীর আদর্শের পুনঃপ্রবর্তন (৩) জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (৪) গোজাতীর রক্ষা (৫) হিন্দুজাতিচ্যুতদের পুনঃগ্রহণ ও অন্য ধর্মের লোকেদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা (৬) হিন্দুজাতির সামরিক শক্তির পূর্ণ জাগরণ এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ (৭) অনাথ আশ্রম গঠন (৮) হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন (৯) হিন্দু জাতির ধর্ম, শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থের উন্নতিবিধান।

১৯৪০ সালে মাদুরায় বীর সাভারকরের সভাপতিত্বে মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে অধিক সংখ্যক হিন্দুর যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগে যোগদানের পক্ষে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন, রামসেনাবাহিনীর প্রসার প্রভৃতি আটটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অধিবেশনে এই প্রস্তাবও গৃহীত হয় যে যুদ্ধশেষের এক বৎসরের মধ্যেই যেন ভারতবর্ষকে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার মার্কা 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' দেওয়া হয় এবং অখণ্ড হিন্দুস্থানকে যেন বিভক্ত না করা হয়। ১৯৪১ সালে ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে ভারত সরকার যদি এই প্রস্তাবগুলির সদুত্তর না দেন তবে দেশব্যাপী একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করার পক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারত সরকার কেবলমাত্র প্রথম প্রস্তাবের উত্তর দেন।

১৯৪১ সালের জুন মাসে কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার এক সাধারণ অধিবেশনে সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভাতেই হিন্দু-স্বার্থের ক্ষতিকর মুসলিম-লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনাকে বাধা দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিহার সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও ভাগলপুরে ১৯৪১ সালে মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন করার প্রস্তাব মহাসভার কার্যনির্বাহক সমিতির দ্বারা গৃহীত হয়। বীর সাভারকর, ডাঃ মুঞ্জে, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতারা ভাগলপুর যাত্রার পথে গ্রেপ্তার হন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভাগলপুরের নিকট কলগাঁও ষ্টেশনে আটক রাখিয়া বিহার হইতে বহিষ্কারের আদেশ জারী করা হয়। ২৮ ডিসেম্বর লালা নারায়ণ দত্তের সভাপতিত্বে দেবীপ্রসাদ ধর্মশালায় আনুষ্ঠানিক বার্ষিক অধিবেশন হয়।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের ভারত-শাসন সংস্কারের প্রস্তাবে সরাসরি গ্রহণ অথবা বর্জন করার মধ্যবর্তী কোন্ পন্থা না থাকার মহাসভার এ প্রস্তাব বর্জন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। হিন্দু স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ প্রস্তাব সরাসরি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

১৯৪২ সালে ২৫ ডিসেম্বর অমৃতসরে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার রজত জয়ন্তী অধিবেশন হয়। দেশের বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও অবিলম্বে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান না করায় এবং অবিলম্বে জাতীয় শাসন পরিষদ গঠন না করায় বৃটিশ সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সভায় এই মত প্রকাশ করা হয় যে ভারতকে বহির্শত্রুর হাত হইতে রক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য (১) ভারত-সচিব আমেরীকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত (২) রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান হওয়া উচিত (৩) রাজবন্দী ও

অন্তরীণদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক এবং (৪) ভারত-রক্ষার জন্য দেশের সমস্ত সম্পদ যাহাতে উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয় সেজন্য সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে একত্রে মিলিত করিয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করা হউক।

১৯৪৪ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিলাসপুরে মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন হয় এবং হিন্দু মহাসভার মূলনীতি অপরিবর্তিত রহিয়া যায়।

লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের জুন মাসে সিমলায় যে বৈঠক আহ্বান করেন তাহাতে হিন্দু মহাসভার কোন প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ২৪ জুন পুণাতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার কার্যকারী সমিতির এক বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়—"সিমলা বৈঠকে হিন্দুমহাসভাকে নিমন্ত্রণ না করাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বৃটিশ শাসনকে ভারতে দৃঢ়ভাবে স্থায়ী করার জন্য ভারতীয়দের মধ্যে একতা নষ্ট করিয়া ভারতের স্বাধীনতা বৃটিশ সরকার এড়াইয়া চলিতেছে। বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া এবং বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দু মহাসভাই হিন্দুদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। হিন্দু মহাসভাকে বাদ দিয়া সিমলা বৈঠকে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলেও হিন্দুজাতি তাহা গ্রহণ করিবে না।"

১৯৪৬ সালের আইন সভাসমূহের নির্বাচনে মহাসভার প্রতিনিধিরা খুব অল্পই সাফল্য লাভ করিলেন। ১৫ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে কার্যকরী সভাপতি এল, বি, ভোপৎকার বৃটিশ মন্ত্রী প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দশ দফা প্রস্তাব সমন্বিত এক স্মারক লিপি পেশ করেন; ইহাতে ভারতকে অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা দান, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, অখণ্ড হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রস্তাব করা হয়।

১৯৪৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর এল. বি. ভোপৎকারের সভাপতিত্বে গোরক্ষপুরে মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন "আমরা ভারতের অগ্রগতির জন্য সকল সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগিতা করি, কিন্তু তাহা বলিয়া কোন দল বা সম্প্রদায় বিশেষকে এই প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে দিতে পারি না।" তিনি পাকিস্থান ও লোক বিনিময় নীতির তীব্র নিন্দা করেন। এই সম্মেলনে হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া এবং সকল জাতির হিন্দু ও শিখদের লইয়া একটি বাহিনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৪৭ সালের ৮ জুন নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বৈঠকে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে এল. বি. ভোপৎকারের সভাপতিত্ব হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে গান্ধীজীর হত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়। ইহা ঘোষণা করা হয় যে গান্ধীজীর হত্যার সঙ্গে হিন্দু মহাসভার কোন যোগ নাই। মহাত্মাজীর মৃত্যুর পরে হিন্দু মহাসভার কর্মীদের উপর দেশব্যাপী যে উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে তাহার নিন্দা করা হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী মহাসভার অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে এখন হইতে হিন্দু মহাসভা কোন রাজনৈতিক কার্যে লিপ্ত থাকিবে না। হিন্দু জাতির সংগঠন, পাকিস্থান হইতে দুর্গতদের সাহায্য ও পুনর্বসতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্যধারার উপরই হিন্দু মহাসভার সমস্ত শক্তি নিবদ্ধ থাকিবে। স্বাধীন ভারতে হিন্দু জাতিকে শক্তিমান ও সুশৃঙ্খল করিয়া একতাবদ্ধ করাই হিন্দু মহাসভার দায়িত্ব।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ খারের সভাপতিত্বে কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার সাধারণ অধিবেশন হয়। বীর সাভারকরও এই সভায় যোগদান করেন। পূর্ব-বঙ্গের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান দাবী

অথবা বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের জন্য পূর্ব-বঙ্গের কিয়দংশ দাবী করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ায় নেহরু-লিয়াকত আলির মৈত্রী-চুক্তি আলোচনার প্রাক্কালে হিন্দু মহাসভার নেতাদিগকে গ্রেপ্তার বা তাঁহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল

আচার্য নরেন্দ্র দেও ও ইউসুফ মেহেরালির প্রচেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল গড়িয়া উঠে। ১৯৪০ সালের আগষ্ট বিপ্লবে সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ও কর্মীবৃন্দ অপূর্ব সাহসের পরিচয় দেন।

কংগ্রেসের সহিত আদর্শের বিরোধ হওয়ায় ১৯৪৮ সালে নাসিকে এক অধিবেশনে এই দল কংগ্রেস হইতে পৃথক হইয়া আসে ও দলের নূতন নামকরণ হয়—ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল।

কংগ্রেসের বাহিরে আসিয়া আচার্য নরেন্দ্র দেও-এর সভাপতিত্বে ১৯৪৯ সালের ৬ মার্চ পাটনা শহরে সমাজতন্ত্রী দলের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

শ্রমিক ও কৃষকদের সুসংবদ্ধ করা, সমাজতন্ত্রের আদর্শকে প্রচার করা, জনসাধারণের সেবায় গঠনমূলক কার্য করা, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে সাহায্য করা ও দেশে সত্যকারের গণ-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করাই এই দলের উদ্দেশ্য। এই দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেও, ডাঃ রাম মনোহর লোহিয়া, শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি, অচ্যুৎ পট্টবর্ধন, অশোক মেটা, শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

ফরোয়ার্ড ব্লক

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মত বিরোধ হওয়ার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের লইয়া তিনি এই দল

গঠন করেন। নেতাজী বৃটিশ সরকারের সহিত কোনও রূপ আপোষ মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯৪০ সালে কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনের সন্নিকটে ফরোয়ার্ড ব্লকের এক বিরাট অধিবেশন প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ সালে ভারত সরকার ফরোয়ার্ড ব্লককে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে এই দলের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যকরী সমিতিতে কংগ্রেস হইতে পৃথক থাকিয়া একটি স্বতন্ত্র দল হিসাবে থাকিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আই, এন, এ-র জেনারেল মোহন সিং নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি

প্রধানতঃ শ্রমিকদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাশিয়ার আদর্শে এদেশে গণতন্ত্র ও শ্রমিকরাজ স্থাপনই এই পার্টির উদ্দেশ্য। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ শুনা যায় তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পি. সি, যোশী কংগ্রেসের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ভুলাভাই দেশাই, রাজাগোপালাচারী অথবা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর উপর ভারার্পণ করা হউক। শ্রীযুক্ত দেশাই কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য করেন যে কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা আগষ্ট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯৪৭ সালের ২৭ মার্চ তারিখের এক আদেশে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন ও কমিউনিষ্ট নেতাদের ধর-পাকড় আরম্ভ হয়।

র‍্যাডিকেল ডেমোক্রাটিক পার্টি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর, বিশেষ করিয়া ১৯৪০ এর জুন মাসে ফ্রান্সের পতনের পর "র‍্যাডিক্যাল"-পন্থীরা ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে

মিত্রপক্ষকে সমর্থন করিয়া তাহাদের মত প্রচার করায় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফাসিস্ত বিরোধী দিবস পালন করায় মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁহার সমর্থনকারীদের কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা সকলে মিলিয়া ডিসেম্বর মাসে উপরোক্ত দল গঠন করেন। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার করা হয়। 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ্ লেবার' ইহার সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে বোম্বাইতে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের দুর্মূল্যতা এবং মজুরীর স্বল্পতারের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল এবং তাহারা স্বার্থরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয় বিভিন্ন সঙ্ঘ স্থাপন করিল ইহা হইতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কার্যের সময় হ্রাস, কয়লার খনিগুলিতে স্ত্রী-শ্রমিক নিয়োগ রহিত করা, সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ, শ্রমিকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, শ্রমিকদের উপর অযৌক্তিক জরিমানা রহিত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২২তম অধিবেশন মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ভিয়েতনাম দিবসে ছাত্রদের উপর গুলিচালনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট তদন্তের অনুরোধ, কলিকাতা ও সহরতলী হইতে ১৪৪ ধারার প্রত্যাহার দাবী ও কলিকাতা ও উপকণ্ঠে ধর্মঘটি প্রায় ৬০ হাজার শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন।

১৯৪৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং দলের মধ্যে কিছু বিভেদের সৃষ্টি হয়। সভাপতি মৃণালকান্তি বসু দল ত্যাগ করেন।

নিখিল ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

এই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে স্থাপিত হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিষ্ট দল প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া কংগ্রেসের স্বার্থবিরোধী কার্যে প্ররোচিত করিতেছে ইহা পরিলক্ষিত হওয়ায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করিয়া এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেন। সর্দার প্যাটেলের সভাপতিত্বে দিল্লীতে ইহার উদ্বোধন হয়। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও খাণ্ডু ভাই দেশাই যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। ভারতে শ্রমিক সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের পতাকাতলে একতাবদ্ধ করিয়া শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

"...রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই করিতে হয় শত্রুর সঙ্গে এবং এই কার্যে পাওয়া যায় জাতি ও মত-নির্বিশেষে সমগ্র দেশের সহানুভূতি। মধ্যে মধ্যে কারাযন্ত্রণা ও অন্যান্য অত্যাচার সহিতে হয় বটে, কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর ভালবাসা ও সহানুভূতি লাঞ্ছিত সেবককে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা যাহারা করে, তাহাদের বিপদ অন্যপ্রকার। তাহাদের লড়াই করিতে হয় দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে। নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের সহানুভূতি তাহারা কোনও দিন পায় না।" —নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের সূচনা

ক্রিপ্‌স প্রস্তাব

ভারতের শাসনতন্ত্রের (১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন) পরিবর্তনের জন্য বৃটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক রচিত একটি প্রস্তাব লইয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ভারতে আসেন ও ভারতের নেতৃবৃন্দের নিকট তাহা উপস্থাপিত করেন। যুদ্ধ-শেষে যত শীঘ্র সম্ভব রাষ্ট্রীয় ও বৈদেশিক ব্যাপারে অন্যান্য ডোমিনিয়নের সমান মর্যাদা ও ক্ষমতা ভারতকে দেওয়ার ব্যবস্থাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতকে অন্যান্য ডোমিনিয়নগুলি ও বৃটেনের মত সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে। ভারতবর্ষ অন্য ডোমিনিয়ন বা বৃটেন হইতে নিম্নতর পর্যায়ে বা অধীন থাকিবেনা। বৃটিশ ভারত-বর্ষের প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইবে।

এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘোষণা করা হয়—(১) দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নির্বাচিত এক প্রতিনিধি মণ্ডলীকে ভারতের ভাবী রাষ্ট্র পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার দেওয়া হইবে (২) দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরাও তাহাদের স্ব স্ব রাজ্য হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন (৩) কোন প্রদেশের এই রাষ্ট্র সঙ্ঘে যোগ না দিয়া বর্তমান ভারত শাসন আইনের অধীনে থাকার ক্ষমতাও থাকিবে। ভবিষ্যতে ভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘে ঐ প্রদেশ যোগ দিতে চাহিলে তাহাতে কোন বাধা থাকিবেন না এবং প্রয়োজন বোধে পূর্বোক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মত নিজের পৃথক ডোমিনিয়ন গঠনের ক্ষমতাও থাকিবে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচয়িতা-মণ্ডলী এবং বৃটিশ সরকারের মধ্যে এই সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে রক্ষা হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যান্য ডোমিনিয়ন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অন্যান্য দেশের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে ভারতের কোন বাধা

নিষেধ থাকিবে না। (৪) শাসনতন্ত্র রচয়িতা-মণ্ডলী এইভাবে গঠিত হইবে—যুদ্ধশেষে সমস্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলিতেই নূতন সদস্য নির্বাচন হইবে। এই নির্বাচিত সদস্যের এক-দশমাংশকে নির্বাচিত করিয়া শাসনতন্ত্র রচয়িতা মণ্ডলী গঠিত হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলি বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলির মতই সমান সমান অনুপাতে এই মণ্ডলীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন। (৫) ভারতের বর্তমান সঙ্কটকালে এবং ভাবী শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিবেন। ভারতের সমুদয় সামরিক ও নৈতিক শক্তি ও দ্রব্যসম্ভার যাহাতে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত হয় তাহার দায়িত্ব ভারত সরকারের হস্তে থাকিবে।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাবে সরাসরি গ্রহণ বা বর্জন করার মধ্যবর্তী কোন পন্থা না থাকায় কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়। হিন্দু স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হিন্দু মহাসভার পক্ষে এ প্রস্তাব সরাসরি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই। পাকিস্থান প্রস্তাব গৃহীত না হইলে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত নহে, এইরূপ ঘোষণা করে।

সিমলা সম্মেলন

১৯৪৫ সালের ১৪ জুন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানকল্পে কেন্দ্রে একটি নূতন শাসন পরিষদ গঠন সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবাবলী বেতার যোগে ঘোষণা করেন। ইহাতে বলা হয় যে প্রধান সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি ও সমান-সংখ্যক বর্ণ হিন্দু ও মুসলমান লইয়া এই শাসন পরিষদ গঠন করা হইবে। প্রধান সেনাপতি সমর বিভাগের সদস্যরূপে থাকিবেন।

বড়লাট মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি আজাদ, মিঃ জিন্না প্রমুখ ২৫ জন নেতাকে ২৫ জন বড়লাটের সিমলা ভবনে আমন্ত্রণ করেন। মহাত্মা গান্ধী উত্তরে বড়লাটকে জানান, কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা তাহার নাই, তবে ব্যক্তিগত ভাগে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন। বড়লাট-ব্যবহৃত "বর্ণ হিন্দু" কথায় তিনি আপত্তি জানান। হিন্দু মহাসভার কোন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই।

সম্মেলনে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত বড়লাটের আলাপ আলোচনা হয়। ১ জুলাই বড়লাট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে অন্যূন ৮ জন ও অনূর্ধ্ব ১২ জন করিয়া, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়কে ৪ জন এবং শিখ সম্প্রদায়কে ৩ জন সদস্যের নামে একটি তালিকা পেশ করিতে অনুরোধ করেন। এই সদস্য-তালিকাগুলি হইতে এবং প্রয়োজন বোধে ইহার বাহির হইতেও সদস্যের নাম লইয়া প্রস্তাবিত শাসন পরিষদ গঠন করিবেন। ৯ জুলাই কংগ্রেস ও অন্যান্য সম্প্রদায় নামের তালিকা দাখিল করে কিন্তু মিঃ জিন্না বড়লাটকে জানান যে যদি সমগ্র মুসলমান সদস্য নির্বাচনের ভার মুসলিম লীগকে দেওয়া হয় এবং মুসলমানদিগের স্বার্থের পক্ষে হানিকর যদি কোন প্রস্তাবের সমগ্র মুসলমান সদস্য বিরোধিতা করেন তাহা হইলে বড়লাট নিজ ক্ষমতাবলে উক্ত প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিবেন এইরূপ আশ্বাস পাইলে তবে মিঃ জিন্না নামের তালিকা দিতে প্রস্তুত আছেন। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া বড়লাট মিঃ জিন্নাকে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করার অক্ষমতা জানাইয়া দেন। ১৪ জুলাই বড়লাট নেতৃসম্মেলনের শেষ অধিবেশনে সরকারীভাবে সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা ঘোষণা করেন এবং বলেন যে যখন বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া নূতন শাসন পরিষদ গঠন সম্ভব হইল না তখন বর্তমান ব্যবস্থাই চলিতে থাকিবে।

বৃটিশ পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন

বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ আর, ডব্লিউ ওয়াট, মিঃ এইচ, মরিস, লর্ড মুনষ্টার, মিঃ এ, জি, বটম্‌লি ও ব্রিঃ এ, আর, লো অধ্যাপক আর, রিচার্ডসের অধিনায়কত্বে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য ১৯৪৬ সালের ৫ জানুয়ারী ভারতে আগমন করেন। ভারতের নানাস্থানে বিভিন্নদলের নেতাদিগের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ৮ ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশ যাত্রা করেন। বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহারা ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার আশু অবসানের সুপারিশ করেন।

বৃটিশ মন্ত্রীমিশন

১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য সচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ও নৌ-সচিব মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ আলোচনা করার পর ২ মে সিমলাতে একটি ত্রিদলীয় (কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও মন্ত্রীমিশন) সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আপোষ রফার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

১৬ মে মন্ত্রীমিশন ও বড়লাট একটি যুক্ত-বিবৃতি দেশের নিকট উপস্থাপিত করেন। ইহাতে বলা হয় যে "মন্ত্রী-মিশনের একান্ত চেষ্টা সত্বেও বিভিন্ন দলের মধ্যে আপোষ-রফা যদিও সম্ভবপর হয় নাই, তথাপি ভারতবর্ষ যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তাহার জন্য একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে মিশন বদ্ধপরিকর; ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন যাহাতে ভারতবাসীরা নিজেরাই করিতে পারে, অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। যে পর্যন্ত না ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া কার্যকরী করা হয় ততদিনের জন্য

ভারতবাসীদের লইয়া একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হইবে।" মন্ত্রীমিশন পাকিস্থান পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেন। শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সমাধানের জন্য এইরূপ ঘোষণা করা হয়—

(১) বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের হাতে দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও থাকিবে।

(২) বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে সদস্য লইয়া একটি আইন পরিষদ ও একটি শাসন পরিষদ গঠিত হইবে। কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান পরিষদে অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে দুইটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিজেদের ও সম্মিলিত সমস্ত সদস্যের ভোটাধিক্যের উপর নির্ভর করিবে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রিত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হস্তে থাকিবে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হস্তে থাকিবে।

(৫) প্রদেশগুলি নিজেদের মধ্যে "গ্রুপ" গঠন করিতে পারিবে এবং তাহারা শাসন ব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন মিলিতভাবে করিতে পারিবে।

(৬) যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রে এই বিধান থাকিবে যে কোন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে গঠনতান্ত্রিক সর্তাবলী প্রথমে দশ বৎসর পরে ও তাহার পর প্রতি দশ বৎসর অন্তর পুনর্বিবেচিত হইতে পারে।

ভারতের ভাবী গঠনতন্ত্র রচনার জন্য যে **গণ-পরিষদ** গঠিত হইবে তাহার সদস্য নির্বাচনে নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বিত হইবে—

(১) প্রত্যেক প্রদেশ হইতে মোটামুটি প্রতি ১০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য একজন সদস্য থাকিবেন।

(২) প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যার অনুপাতে সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হইবে।

(৩) প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ সদস্য নির্বাচন করিবে।

মন্ত্রীমিশন তিনটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেন—সাধারণ, মুসলমান ও শিখ। মুসলমান ও শিখ ব্যতীত অন্যান্য সকলেই এই 'সাধারণ' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাদের মতামত বিবেচনা করা হইবে।

প্রদেশসমূহকে মন্ত্রী মশন তিনটি 'সেক্সনে' ভাগ করেন। 'এ সেক্সনের' অধীনে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা প্রদেশগুলি থাকিবে। 'বি সেক্সনের' মধ্যে পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ থাকিবে। বাংলা ও আসাম লইয়া 'সি সেক্সন' গঠিত হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশের সদস্য সংখ্যা

এ-সেক্সন	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মোট
মাদ্রাজ	৪৫	৪	—	৪৯
বোম্বাই	১৯	২	—	২১
যুক্ত প্রদেশ	৪৭	৮	—	৫৫
বিহার	৩১	৫	—	৩৬
মধ্যপ্রদেশ	১৬	১	—	১৭
উড়িষ্যা	৯	—	—	৯
	১৬৭	২০	—	১৮৭
বি-সেক্সন				
পাঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রঃ	—	৩	—	৩
সিন্ধু	১	৩	—	৪
	৯	২২	৪	৩৫

সি-সেক্সন	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মোট
বাংলা	২৭	৩৩	—	৬০
আসাম	৭	৩	—	১০
	৩৪	৩৬	—	৭০

বৃটিশ ভারতের সদস্য সংখ্যা ২৯২; দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্য সংখ্যা ৯৩ (অনূর্ধ্ব); চীফ কমিশনারের প্রদেশগুলি হইতে সদস্যবৃন্দ 'এ-সেক্সনে' যোগ দিবেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের দিল্লী ও আজমীর-মাড়োয়াড় হইতে নির্বাচিত ২ জন সদস্য ও কুর্গ আইন পরিষদের নির্বাচিত ১ জন সদস্য।

গণ পরিষদের কার্যপন্থা স্থিরীকরণ, সভাপতি নির্বাচন, অন্যান্য কার্য-নির্বাহক মণ্ডলী গঠন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়, পার্বত্য জাতি ও নগরবাসীর স্বার্থ রক্ষার জন্য উপদেষ্টা সমিতি গঠন উপলক্ষে দিল্লীতে গণপরিষদের প্রাথমিক সম্মেলন হইবে। ইহার পর সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ সেক্সনে যোগ দিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন।

গণপরিষদের আলোচ্য রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলির মধ্যে কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ তাহা পরিষদের সভাপতি স্থির করিবেন সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায় দুইটির অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইলে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় মীমাংসার জন্য ভারতীয় ফেডারেল কোর্টে প্রেরিত হইবে। নূতন শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার পরে যে কোন প্রদেশের তাহার সেক্সন হইতে বাহিরে আসিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

সমস্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহায়তায় কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্যও মিশন সুপারিশ করেন।

* * * * *

ইহার পর বড়লাট সমস্ত প্রদেশগুলিকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করিতে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে আপোষ আলোচনার জন্য কমিটি গঠনের অনুরোধ করেন। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী যাহাতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বড়লাট শাসন

পরিষদের (এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল) সদস্যেরা ১৯৩৬ সালের মে মাসে পদত্যাগ করেন।

মে মাসে মন্ত্রী-মিশন বিভিন্ন প্রদেশের গ্রুপিং ও প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত ব্যাখ্যা করিয়া একটি বিবৃতি দেন—"গণ পরিষদ গঠিত হইবার পর সরকারের পক্ষ হইতে তাহার কার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবং গণ-পরিষদের রচিত শাসনতন্ত্র যাহাতে কার্যকরী হয় তাহার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টের নিকট প্রয়োজনানুযায়ী সুপারিশ পেশ করিবেন। প্রদেশগুলির 'গ্রুপিং' সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে যে "বর্তমান 'গ্রুপিং' মানিয়া লইতে হইবে কিন্তু শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পরে কোন প্রদেশের 'গ্রুপ' হইতে বাহিরে আসিবার স্বাধীনতা থাকিবে।" ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে বৃটিশ সৈন্যের ভারতে অবস্থানের কোন প্রয়োজন হইবে না কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এই অন্তর্বর্তী সময়ে বৃটিশ সৈন্য ভারতে থাকিবে কারণ ভারতের সমস্ত দায়িত্ব বৃটিশ পার্লামেণ্টের।"

১৯৪৬ সালের ৬ জুন নূতন দিল্লীতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহার পর দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ ও মন্ত্রীগণ বোম্বাইতে মিলিত হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেসের ৫ জন, মুসলিম-লীগের ৫ জন ও অন্যান্য দল হইতে ২ জন সদস্য লওয়ার সিদ্ধান্তে কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়। কংগ্রেসের ৬ জন, মুসলিম লীগের ৫ জন, শিখ ১ জন, পার্শী ১ জন, ভারতীয় খ্রীষ্টান ১ জন—এই ১৪ জনকে লইয়া অন্তর্বর্তী সরকার গঠন উদ্দেশ্যে বড়লাট ১৬ জুন নিম্নোক্ত ১৪ জনকে আমন্ত্রণ করেন—(১) পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (২) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (৩) ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদ (৪) চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (৫) জগজীবন রাম (৬) সর্দার বলদেব সিং (৭) হরেকৃষ্ণ মহাতাপ

(৮) ডাঃ জন মাথাই (৯) স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ার (১০) মহম্মদ আলি জিন্না (১১) নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ (১২) নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁ (১৩) স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন (১৪) সর্দার আবদুর রব নিস্তার। ২৪ জুন দিল্লীতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার বর্জন করায় কংগ্রেসকে বাদ দিয়া অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা দেখা গেল। ৩১ জুলাই বোম্বাইতে মুসলীম লীগ কার্যকরী সমিতির সভাতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করিয়া এবং অন্তর্বর্তী সরকার বর্জন সিদ্ধান্ত করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১০ আগস্ট বোম্বাইতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের প্রস্তাবের সমস্ত সর্তগুলি অনু-মোদন না করিলেও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছে। ১২ আগস্ট বড়লাট কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে অনুরোধ করেন। ২৪ আগস্ট বড়লাট নিম্নলিখিত ১২ জনকে লইয়া অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সংবাদ ঘোষণা করেন। (১)—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (২) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (৩) ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (৪) আসফ আলি (৫) চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (৬) শরৎচন্দ্র বসু (৭) জন মাথাই (৮) সর্দার বলদেব সিং (৯) স্যার সাফাৎ আমেদ খান (১০) জগজীবন রাম (১১) সৈয়দ আলী জাহীর (১২) কুবেরজী হরমসজি ভাবা। ২টি আসন শূন্য রাখা হয়। ২ সেপ্টেম্বর পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ কয়েকজন সদস্য অন্তর্বর্তী সরকারে কার্যভার গ্রহণ করেন।

পণ্ডিত নেহেরুকে সহকারী সভাপতি মনোনীত করা হইল। ১৩ অক্টোবর মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতির সভাতে নিম্নলিখিত সর্তে অন্তর্বর্তী সরকার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—(১) সদস্যগণ মন্ত্রী না হইয়া পূর্বের মত বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য

থাকিবেন; (২) অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের মধ্যে কেহ প্রধান থাকিবেন না; (৩) বড়লাটেরই কেবলমাত্র কর্তৃত্বের ক্ষমতা থাকিবে এবং সদস্যগণ মিলিত দায়িত্ব মানিতে বাধ্য থাকিবেন না। মুসলিম লীগের অন্তর্বর্তী সরকার গ্রহণের সিদ্ধান্তে ১৪ অক্টোবর শরৎচন্দ্র বসু, স্যার সাফাৎ আমেদ খান ও সৈয়দ আলি জাহীর পদত্যাগ করিয়া ৩টি আসন শূন্য করিয়া দিলেন এবং লীগের পক্ষ হইতে (১) লিয়াকৎ আলি খান (২) আবদুর রব নিস্তার (৩) আই, আই, চুন্দ্রীগড় (৪) গজনফর আলি খান ও (৫) যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিলেন। ১৪ নভেম্বর মিঃ জিন্না এক বিবৃতি দেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগের সদস্যেরা মুসলিম স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক প্রহরীরূপে কার্য করিবে এবং ২১ নভেম্বর তিনি বলেন যে গণ-পরিষদে লীগের কোন প্রতিনিধি যোগদান করিবেন না। গণ-পরিষদের বৈঠক আরম্ভ হওয়ার তারিখ স্থির হওয়ার পরে বড়লাট রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধানের জন্য পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, সর্দার বলদেব সিং, মিঃ জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খানকে নূতন করিয়া আলাপ আলোচনা করিবার জন্য বিলাতে নিমন্ত্রণ করেন। ২৭ নভেম্বর কংগ্রেস এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত অনুরোধে ২৯ নভেম্বর কংগ্রেস এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ১ ডিসেম্বর সর্দার প্যাটেল ব্যতীত অন্যান্য সকলকে লইয়া বড়লাট বিলাতযাত্রা করেন।

লণ্ডনে আলাপ আলোচনা হইবার পর ৬ ডিসেম্বর বৃটিশ সরকার এই মর্মে এক বিবৃতি প্রচার করেন যে "বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ১৬ মে তারিখের ঘোষণায় বর্ণিত 'গ্রুপ' গঠন প্রশ্ন লইয়া সমস্যা দেখা দিয়াছে। মুসলিম লীগ গভর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যা মানিয়া লইয়াছে কিন্তু কংগ্রেস অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে। কংগ্রেস এইরূপ ব্যাখ্যা করে যে প্রদেশসমূহের গ্রুপে যোগদানের ও স্ব স্ব শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা রহিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আইনজ্ঞের অভিমত লইয়া

জানিয়াছে যে তাহাদের ব্যাখ্যাই ঠিক। ইহা সত্বেও যদি ফেডারেল কোর্টের অভিমত গ্রহণের প্রস্তাব করেন তাহা হইলে শীঘ্রই তাহা করা প্রয়োজন। কারণ তাহা হইলে ফেডারল্ কোর্টের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত গণ-পরিষদের বিভিন্ন সেক্সনের বৈঠকগুলির অধিবেশন সমীচীন হইবে না। সম্মিলিতভাবে গৃহীত কর্মপন্থা নির্ধারণের উপরই গণ-পরিষদের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। ভারতের অধিবাসীদের একটি বৃহৎ সংখ্যা যে গণ পরিষদে যোগদান করে নাই, সেই পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র জোর করিয়া দেশের এক অনিচ্ছুক অংশের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া চলিতে পারে না। কংগ্রেসও পূর্বে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

৯ ডিসেম্বর নূতন দিল্লীতে গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

১৯৪৭ সালের ৬ জানুয়ারী কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ৬ ডিসেম্বরের প্রস্তাব মানিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩১ জানুয়ারী করাচীতে মুসলিম লীগ কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের ৬ ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা সহ ১৬ মে তারিখের প্রস্তাব মানিয়া লয় নাই; সুতরাং লীগের পক্ষে গণ-পরিষদে যোগদান করার কোন প্রশ্নই উঠে না। গণ-পরিষদ অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত লীগ এই অভিমত প্রকাশ করে।

১৬ ফেব্রুয়ারী সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করেন যে মুসলিম লীগ যদি করাচী অধিবেশনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে, তাহা হইলে মুসলিম লীগ অথবা কংগ্রেস যে কোন এক দলকে অন্তর্বর্তী সরকারে সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইবে। পণ্ডিত নেহেরু বড়লাটের মারফৎ বৃটিশ সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন যে যদি মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগদান না করে তাহা হইলে অন্তর্বর্তী সরকার হইতে লীগ সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত।

২০ ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী পার্লামেণ্টের অধিবেশনে

ঘোষণা করেন যে "দায়িত্বশীল ভারতবাসীর হস্তে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করাই বৃটিশ সরকারের সুনিশ্চিত ইচ্ছা। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত দলের প্রতিনিধিমূলক গণ-পরিষদ কর্তৃক কোন শাসনতন্ত্র রচিত না হইলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ভার কাহাদের উপর অর্পণ করা হইবে তাহা বৃটিশ সরকার বিবেচনা করিবেন। কোন কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে বা প্রাদেশিক সরকার বিশেষের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে তাহা বৃটিশ সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যুদ্ধকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কার্যকাল শেষ হওয়ার ঘোষণাও করা হয়। তাঁহার স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে এই পদে নিয়োগ করিয়া মার্চ মাসে তাঁহাকে কার্যে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় ও ১৯৪৭ সালের মে মাসের মধ্যে তিন দফা অধিবেশন হয়। কিন্তু কংগ্রেসের অনুরোধ সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সদস্যগণ গণ-পরিষদে যোগদান না করায় নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বড়লাট বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট এক নূতন পরিকল্পনা পেশ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৬ মে মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সহিত শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৮ মে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আহূত হইয়া বড়লাট লণ্ডন্ যাত্রা করেন ও ৩০ মে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতীয়দের ক্ষমতা অর্পণ সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা ৩ জুন প্রকাশিত হয়। বাংলা ও পাঞ্জাব এই দুইটি প্রদেশকে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। এই দুইটি প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্য জেলাগুলির আইন-সভার সদস্যগণ ও অন্যান্য জেলার সদস্যগণ পৃথক দুইটি অধিবেশনে প্রদেশের বিভাগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবেন। যে কোন এক অংশের প্রতিনিধিরূপে ভোটাধিক্যে প্রদেশ-বিভাগ প্রস্তাব গৃহীত হইলেই, প্রদেশকে বিভক্ত

করা হইবে। যে সব প্রদেশের গণ-পরিষদের নির্বাচিত সদস্তেরা গণ-পরিষদে যোগদান করেন নাই, তাঁহারা মিলিয়া একটি নূতন গণ-পরিষদ গঠন করিতে পারিবেন। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট গ্রহণ করা হইবে।

কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করে। হিন্দু মহাসভা ভারত-বিভাগ সমর্থন করে নাই। মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০ জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের সদস্যগণের ভোটে বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৩ জুন পাঞ্জাবের আইন সভায় ভোটাধিক্যে পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট গ্রহণের ফলে উহা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইল।

বাংলা ও পাঞ্জাব হইতে যাঁহারা পূর্বে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নির্বাচন বাতিল হইয়া যায়। পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলা হইতে ভারতীয় গণ-পরিষদে নূতন সদস্য নির্বাচিত করা হইল এবং পশ্চিম-পাঞ্জাব ও পূর্ব-বঙ্গ হইতে পাকিস্থান গণ-পরিষদে নূতন সদস্য নির্বাচন করা হয়।

৪ জুলাই বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতা বিল উত্থাপিত হয়। বিলের মর্মটি এইরূপ:—১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান নামে বৃটিশ ডোমিনিয়নে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইবে। দুইটি ডোমিনিয়নের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন বা দুইজন গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইবেন। দুইটি ডোমিনিয়ন সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে আইন রচনা করিতে পারিবেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট হইতে বৃটিশ-ভারতের সমস্ত অঞ্চলের শাসনভার ত্যাগ করিবেন। বিলটি সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়।

১৫ জুলাই দিল্লীতে দেশীয় নৃপতিদিগের এক সম্মেলনে বড়লাট নৃপতিগণকে ভারতীয় ডোমিনিয়ন বা পাকিস্থানের যে কোন একটিতে যোগ দিতে অনুরোধ জানান।

৪ আগস্ট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও মহম্মদ আলি জিন্নাকে যথাক্রমে ভারতীয় রাষ্ট্র ও পাকিস্থানের বড়লাটের পদে নিয়োগের ঘোষণা করা হয় এবং অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্ণরের নামও প্রকাশিত হয়। ১৪ আগস্ট ভারতীয় রাষ্ট্রের মন্ত্রীদিগের নামও প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত হইল। দুই শত বৎসরের পরাধীনতার নাগপাশ হইতে ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করিল—বৃটিশ শাসন ও শোষণের অবসান হইল।

১৭ নভেম্বর নূতন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভারূপে গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। জি, ভি, মবলঙ্কার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন ও ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল।

গণ-পরিষদ ও নূতন শাসন-তন্ত্র

পরিষদের সদস্য সংখ্যা : ৩০৮

" প্রথম অধিবেশন : ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬

শাসন-তন্ত্র গ্রহণের অধিবেশনের তারিখ : ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯

মোট সময় : ২ বৎসর ১১ মাস ১৮ দিন

মোট অধিবেশন : ১১

অধিবেশনের দর্শকের সংখ্যা : ৫৩,০০০

পরিষদের মোট ব্যয় : ৬৩,৯৬,৭২৯

শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা রচিত

খসড়া শাসনতন্ত্রে আছে : ২৪৩ অধ্যায় ও ১৩ তপশীল

খসড়া-রচনা কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত

খসড়া শাসনতন্ত্রে আছে : ৩১৫ অধ্যায় ও ৮ তপশীল

সংশোধনী প্রস্তাবের সংখ্যা : প্রায় ৭,৬০০

উপস্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবের সংখ্যা : ২,৪৭৩

গৃহীত শাসনতন্ত্রে আছে : ৩৯৫ অধ্যায় ও ৮ তপশীল

* * * *

সভাপতি—ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

সহকারী সভাপতি—ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও
স্যার টি, ভি, কৃষ্ণমাচারী

শাসনতন্ত্র বিষয়ে উপদেষ্টা—স্যার বি, এন, রাও

সম্পাদক—এইচ, ভি, আর, আয়েঙ্গার

যুগ্ম-সম্পাদক—এস, এন, মুখোপাধ্যায়

প্রচার-সচিব—ধরম যশ দেব

খসড়া কমিটির সভাপতি—বি, আর, আম্বেদকর

ভারতের শাসন-তন্ত্রের মূল সূত্র

এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিতে দৃঢ় মনস্থ এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থার জন্য এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা রচনা করিবে—

যাহাতে বৃটিশ শাসিত প্রদেশসমূহ, দেশীয় রাজ্যসমূহ ও ইহা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য অংশ এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক অন্যান্য অঞ্চলকে লইয়া এই শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে।

যাহাতে উপরোক্ত প্রদেশ রাজ্য বা অঞ্চলসমূহে—বর্তমান সীমানা সহ বা গণপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত নূতন সীমানাসহ নিজেদের স্বায়ত্ত শাসনতন্ত্র থাকিবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে যে সব ক্ষমতা থাকিবে তাহা ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয়ে তাহাদের স্বাধীন শাসন ক্ষমতা থাকিবে।

যাহাতে স্বাধীন ভারতের এবং তাহার অংশীভূত সমস্ত প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও অন্যান্য অঞ্চলসমূহের ক্ষমতা ও শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি জনগণের সমবেত ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে সমস্ত দেশবাসীর ন্যায়-বিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে, পদমর্যাদা, সুযোগ সুবিধা, এবং আইনের চক্ষে সকলের সমতা, চিন্তা, মতপ্রকাশ, ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে বিশ্বাস, উপাসনা, বৃত্তি, মেলামেশা, আইন ও নীতি-সঙ্গত কার্যকলাপে স্বাধীনতা থাকিবে।

যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়, অনুন্নত পার্বত্যজাতি, নিম্ন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের যথাযথ স্বার্থরক্ষা করা হইবে।

যাহাতে ভারতীয় সাধারণ তন্ত্রের অংশসমূহের অখণ্ডতা এবং ইহাদের স্থল, জল ও অন্তরীক্ষের উপর বর্তমান সভ্যজাতির আইন ও বিচারের মানদণ্ডে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে।

যাহাতে এই প্রাচীন দেশ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট তাহার যোগ্য সম্মানিত স্থান লাভ করিবে এবং পৃথিবীর শান্তি ও মানব জাতির কল্যাণ স্থাপনে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিবে।

[১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারী গণ-পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব]

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র

যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা ও ক্ষমতা :—

কতকগুলি রাষ্ট্র লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। রাষ্ট্রগুলি তিন শ্রেণীর হইবে। প্রথম তপশীলে উহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য এলাকা ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

নাগরিক অধিকার :—

(ক) যে ব্যক্তি নিজে বা যাঁহার মাতাপিতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা এই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার ন্যূনপক্ষে ৫ বৎসর পূর্ব হইতে ভারতে বাস করিতেছেন।

(খ) পাকিস্থান হইতে ভারতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন এমন ব্যক্তিও এই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার সময় নাগরিক অধিকার পাইতে পারেন যদি ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের বর্ণিত আইন অনুযায়ী তিনি অথবা তাঁহার পিতামাতা অথবা পিতামহ পিতামহী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি এইরূপ ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯ শে জুলাই এর পূর্বে ভারতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন, অথবা এইরূপ ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই অথবা তাহার পরে ভারতে আসিয়া ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী নাগরিক অধিকার পাইবার জন্য নাম রেজেষ্ট্রি করেন।

(গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তি অথবা তাঁহার পিতামাতা অথবা পিতামহ পিতামহী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্তমানে ভারতের বাহিরে অন্য কোন রাষ্ট্রে সাময়িকভাবে বসবাস করিতেছেন—তিনিও ভারতের নাগরিক অধিকার পাইতে পারেন যদি তিনি তাঁহার বর্তমান বাসের রাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধির নিকট নাগরিক অধিকার পাইবার জন্য দরখাস্ত করেন।

মৌলিক অধিকার :—

ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্পর্কে সমান অধিকার ও সরকারী চাকুরীতে সকল জাতীয় স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সমান সুযোগ থাকিবে। ভারত রাষ্ট্র কাহাকেও খেতাব প্রদান করিবে না এবং এখানকার কোন নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের খেতাবও গ্রহণ করিতে পারিবে না। স্বাধীন মতামত প্রকাশ, শান্তিপূর্ণ সভার আয়োজন এবং সমিতি প্রভৃতি গঠনের অধিকার থাকিবে। ভারত রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে বসবাস স্থাপন, সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়, যে কোন পেশা গ্রহণ, ব্যবসা বাণিজ্য চালানো এবং অবাধ গমনাগমনের সমান অধিকার সকল নাগরিকের থাকিবে। স্বাধীন চিন্তা, ধর্মবিশ্বাস, আচার, রীতি-নীতি প্রভৃতি কোন ব্যক্তি-গত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অস্পৃশ্যতা আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

রাষ্ট্রের মূল নীতি :—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যাহাতে সকলে সুবিচার পাইতে পারেন এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিতে হইবে।

রাষ্ট্র-পরিচালনা :—

সভাপতি—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার হইবেন রাষ্ট্রের সভাপতি। তিনি দায়িত্বশীল মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহার হস্তে থাকিবে। ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যগণ সভাপতি নির্বাচন করিবেন। সভাপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে। সভাপতির বয়স অন্যূন ৩৫ বৎসর হইবে এবং আইন সভায় নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা তাঁহার থাকিতে হইবে। যুক্ত রাষ্ট্রের স্বার্থ-বিরোধী কোন কার্য করিলে সভাপতিকে অভিযুক্ত করা চলিবে।

সহকারী সভাপতি—যুক্তরাষ্ট্রের একজন সহকারী সভাপতি থাকিবেন। ভারতীয় পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের বৈঠকে তিনি নির্বাচিত হইবেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতিও থাকিবেন। ইহার কার্যকাল ৫ বৎসর। সভাপতির আসন শূন্য হইলে নূতন সভাপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রের অধিনায়ক রূপে কার্য পরিচালনা করিবেন। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচনে যদি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে সুপ্রীম কোর্টের রায়ই চরম বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

মন্ত্রীমণ্ডলী—সভাপতিকে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইবে। মন্ত্রীসভা গণ পরিষদের নিকট যুক্তভাবে দায়ী থাকিবেন। রাষ্ট্রের শাসন-কার্য সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যবস্থা সভাপতির নামে অনুষ্ঠিত হইবে। শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্য প্রধান মন্ত্রী সভাপতিকে জানাইবেন এবং সভাপতির প্রয়োজনানুসারে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইতে হইবে। ভারত সরকারকে আইন সংক্রান্ত উপদেশ দিবার জন্য একজন এটর্নি জেনারেল নিযুক্ত হইবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট—যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্টে একজন সভাপতি থাকিবেন এবং পার্লামেণ্টের দুইটি পরিষদ রাষ্ট্র-পরিষদ ও গণ-পরিষদ নামে অভিহিত হইবে। রাষ্ট্র-পরিষদে অনধিক ২৫০ জন সদস্য থাকিবেন, তন্মধ্যে সভাপতি মহাশয় সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে ১২ জন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন। অবশিষ্ট সদস্যগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইবেন। গণপরিষদের সদস্য-সংখ্যা ৫ শতের অধিক হইবে না। প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি ৫ লক্ষ লোকে একজন প্রতিনিধি থাকিবেন এবং কোন ক্ষেত্রে প্রতি ৭½ লক্ষ লোকে একজন প্রতিনিধি থাকিবেন। প্রতি দুই বৎসর অন্তর রাষ্ট্র-পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে বিদায় লইতে

হইবে। রাষ্ট্রপরিষদকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিবে না। ৫ বৎসর অন্তর গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে গণপরিষদের আয়ুকাল আরও ১ বৎসর বৃদ্ধি করা যাইবে।

পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান, কার্য পরিচালনা, কার্য স্থগিত রাখা, কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রদান, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয় পরিচালনা সম্পর্কে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যবস্থার অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা হইবে। পার্লামেণ্টের রীতি অনুসারে প্রত্যেক অধিবেশনের আরম্ভে সভাপতি মহাশয় উভয় পরিষদের যুক্ত বৈঠকে সভা আহ্বানের কারণ বুঝাইয়া দিবেন।

পার্লামেণ্টের ২টি পরিষদেরই যখন বৈঠক হইবেনা তখন সভাপতি প্রয়োজনবোধে জরুরী আইন (অর্ডিন্যান্স) প্রণয়ন করিতে পারিবেন। পার্লামেণ্টের পুনরাধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পরে ঐ অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে একটি সুপ্রীম কোর্ট থাকিবে। এই আদালতে একজন প্রধান বিচারপতি ও সাতজনের অনধিক বিচারপতি থাকিবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিবেন। সুপ্রীম কোর্টের অন্তর্গত মূল বিভাগ, আপীল বিভাগ ও পরামর্শ বিভাগ থাকিবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে, কোন বিষয়ে আইন সংক্রান্ত কোন বিরোধ ঘটিলে ইহা সুপ্রীম কোর্টের মূল বিভাগ নিষ্পত্তি করিবেন। রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে বিরোধ এবং অন্যূন ২০ হাজার টাকা সম্পর্কীয় বিবাদের নিষ্পত্তির আপীল সুপ্রীম কোর্টে করা চলিবে। ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি মহাশয় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে কোন বিষয়ে পরামর্শ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ বিভাগ দিবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন আদালত ও ট্রাইবিউনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায়, ডিগ্রি বা চরম

নির্দেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পুনর্বিবেচিত হইতে পারিবে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রাম কোর্টের সমস্ত বিচারপতি যে কোন শুনানীর অধিবেশনে যোগ দিতে পারিবেন। কোনও ক্ষেত্রে আদালতের পৃথক শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং সভাপতি মহাশয় কোন অভিমত চাহিয়া পাঠাইলে এই নীতিই অনুসৃত হইবে।

অডিটার জেনারেল—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের হিসাব পরীক্ষার জন্য একজন অডিটার জেনাবেল নিযুক্ত থাকিবেন।

গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্র :—

গভর্ণর—গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য গভর্ণর সর্বময় কর্তা হইবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি কর্তৃক গভর্ণর নিযুক্ত হইবেন। গভর্ণরের বয়স ৩৫ বৎসরের কম হইবে না। গভর্ণর গণপরিষদ অথবা রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য থাকিতে পারিবেন না। গভর্ণরের কার্যকাল হইবে পাঁচ বৎসর এবং নির্ধারিত শাসন নীতির বিপক্ষে কাজ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে শাসনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অবকাশ আছে। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেব সভাপতি অধীনস্থ রাষ্ট্রে গভর্ণরের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। গভর্ণরকে তাঁহার কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীব নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইবে। আইন সভার অধিবেশন আহ্বান, আইন সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ও সদস্য নিয়োগ, প্রধান হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ, জরুরী অবস্থায় শান্তি ও নিরপত্তা ভঙ্গ হইবাব আশঙ্কা থাকিলে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইন প্রয়োগ স্থগিত রাখার ঘোষণা প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে গভর্ণর মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন। রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার সমস্ত কাজই গভর্ণরের নামে হইবে। রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনার সমস্ত বিষয় প্রধান মন্ত্রী গভর্ণরের নিকট পেশ করিবেন এবং গভর্ণর চাহিলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাব তাঁহার নিকট পেশ করিতে হইবে।

অ্যাড্ভোকেট জেনারেল—প্রত্যেক রাষ্ট্রে একজন অ্যাড্ভোকেট জেনারেল থাকিবেন। গভর্ণরকে আইন সংক্রান্ত উপদেশ দিবার জন্য এবং অন্যান্য সরকারী কার্যের আইন সম্পর্কীয় কার্যাদি সম্পাদন করিবার জন্য অ্যাড্ভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইবেন।

আইন সভা—কয়েকটি রাষ্ট্রে ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা নামে দুইটি আইন পরিষদ থাকিবে। অন্যান্য সকল রাষ্ট্রে একটিমাত্র পরিষদ (ব্যবস্থা পরিষদ) থাকিবে। বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় ২ টি আইন পরিষদ থাকিবে। ব্যবস্থা পরিষদে কোন ক্ষেত্রেই ৫০০ জনের বেশী ও ৬০ জনের কম সদস্য থাকিবে না। রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। প্রতি ৭৫ হাজার লোকে ১ জনের বেশী সদস্য থাকিবে না, কেবলমাত্র আসামের কয়েকটী স্থান এবং শিলং-এ ইহার ব্যতিক্রম হইবে।

ব্যবস্থাপক সভায় ব্যবস্থা-পরিষদের মোট সদস্যের এক-চতুর্থাংশের অধিক এবং ৪০ জনের কম সদস্য থাকিবে না। ব্যবস্থাপক সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, এবং অন্যান্য স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে নির্বাচিত হইবেন। বার ভাগের একভাগ সদস্য গ্র্যাজুয়েট অথবা পার্লামেণ্টের অনুমোদিত গ্র্যাজুয়েটের সমপর্যায়ভুক্ত ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। বার ভাগের একভাগ শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। এক তৃতীয়াংশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নহে এমন লোক নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট অংশ গভর্ণর ইচ্ছানুযায়ী সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজ সেবাব্রতী ও সমবায় আন্দোলনের বিশেষজ্ঞদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করিবেন।

ব্যবস্থা পরিষদের মেয়াদ ৫ বৎসর—তাহার পর ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। ব্যবস্থাপক সভা কোন দিনই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে না এবং প্রতি ৩ বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের কার্যকাল শেষ হইবে।

সভাপতি আইন পরিষদ অথবা পরিষদদ্বয়ের বৈঠক আহ্বান, বৈঠক স্থগিত রাখা বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, আইন সভার কার্য পরিচালনা, কোন সদস্যের অনুপযুক্ততার যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন, আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে।

গভর্ণরের শাসন ক্ষমতা—আইন সভার অধিবেশনকাল ব্যতীত অন্যান্য যে কোন সময়ে গভর্ণর অডিন্যান্স জারী করিতে পারিবেন। আইন সভার পুনরধিবেশনের ছয় মাস কাল পর্যন্ত এই অডিন্যান্স বলবৎ থাকিতে পারে।

জরুরী অবস্থা—জরুরী অবস্থায় শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যহত হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে শাসনতন্ত্রের কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োগ গভর্ণর দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার আদেশ জারী করিতে পারিবেন। গভর্ণরকে এ বিষয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিকে জানাইতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ইচ্ছা করিলে গভর্ণরের আদেশ বাতিল করিতে পারেন এবং নিজে নূতন আদেশ জারী করিতেও পারেন। ইহার ফলে রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আসিবে এবং পার্লামেণ্টের অধীনে আইন প্রণীত হইবে।

তপশীলী ও উপজাতীয় এলাকা—আসাম ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রের তপশীলী এলাকা ও আসামের উপজাতীয় এলাকা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বর্ণিত শাসন-বহির্ভূত ও আংশিক শাসন বহির্ভূত এলাকাগুলির অনুরূপ।

হাইকোর্ট—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাষ্ট্রে একটি হাইকোর্ট থাকিবে। হাইকোর্টের বিচারপতি ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রাষ্ট্রের গভর্ণর এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ লইয়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করিবেন। অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্ত করিতে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি সেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ ও গ্রহণ করিবেন। কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলে

কোনও আদালতে বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাধীন কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে আইন ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না।

হাইকোর্টের বিচারাধীন এলাকা বৃদ্ধি বা হ্রাস পার্লামেণ্ট দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

রাজপ্রমুখ শাসিত রাষ্ট্র ঃ—এই রাষ্ট্রগুলির শাসন ব্যবস্থা গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্রগুলির অনুরূপ হইবে। তবে গভর্ণরের স্থলে রাজপ্রমুখ রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হইবেন।

প্রথম তপশীলে বর্ণিত রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য এলাকা ঃ—

তপশীলে বর্ণিত তিন শ্রেণীর রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য এলাকাগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি চীফ কমিশনার অথবা অন্য কোন প্রতিনিধির মারফত শাসন করিবেন। সভাপতি এই সব এলাকায় শাসনের সুবন্দোবস্তের জন্য ইচ্ছানুরূপ আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং দরকার হইলে কোন প্রচলিত আইন রদ করিতেও পারিবেন।

চীফ্-কমিশনার অথবা লেঃ গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্র ঃ—এই রাষ্ট্রগুলি চীফ কমিশনার অথবা লেফ্‌টনাণ্ট গভর্ণর বা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের গভর্ণর বা শাসনকর্তার অধীনে শাসিত হইবে। কোন বিশেষ এলাকায় শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতির নির্দেশ অনুসারে হইবে, অবশ্য এ বিষয়ে তিনি মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। এই সকল এলাকায় আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদ ও শাসনবিধি প্রণয়নের ভার পার্লামেণ্টের উপর থাকিবে।

"মানুষের মধ্যে সত্যকে না দেখতে পাওয়ায় নিরানন্দ এবং অন্যায় বিশ্বের পূর্ণ অধিকার থেকে বিশ্ব জিগীষু কুস্তিগীরদের আজ যেমন বঞ্চিত করেছে এমন কোনদিন করে নি। সেইজন্যেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে দিয়ে মানুষ একথা বলতে লজ্জাও করছে না যে, মানুষকে শাসন করবার অধিকারই শ্রেষ্ঠ অধিকার; অর্থাৎ তাকে পৃথক করে রাখবার নীতিই বড়ো নীতি।"

—রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের সম্পর্ক :—বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হইতেছে যে, যে কোন রাষ্ট্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি-বদ্ধ হইতে পারিবে এবং এই সকল রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, আইন-প্রণয়ন ও বিচার-ব্যবস্থা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও যে রাষ্ট্রের সহিত তাহারা যুক্ত হইয়াছে তাহার সহিত একত্রে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জল-সরবরাহ বিষয়ে মীমাংসা সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্গত কোন বিষয় সমগ্র জাতির পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে ভারতীয় পার্লামেণ্ট সে সম্পর্কে আইন রচনা করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতাতে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নিবারণ করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে তবেই উহা প্রয়োগ করা চলিবে।

বর্তমানে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইলে দ্রব্যাদির সরবরাহ বিষয়ে তুলা, বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য ও পেট্রোল প্রভৃতির ব্যবসা-বাণিজ্য, আশ্রয়-প্রার্থীদের সাহায্য, পুনর্বসতি প্রভৃতিও ভারতীয় রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে।

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্র হইতে অন্যায় সুযোগ লইতে পারিবে না, জনস্বার্থের কল্যাণে যে কোন প্রয়োজনীয় বিধি নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা এবং নীতিগত সাম্য রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মহাশয় একটি আন্তঃরাষ্ট্র পরিষদ গঠন করিতে পারিবেন।

রাজস্ব বণ্টন :—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ বণ্টন, বিভিন্ন রাষ্ট্রে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুরূপ হইবে। নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার ২ বৎসরের মধ্যে এই সব বণ্টন ও সাহায্যের বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য একটি অর্থ

কমিশন নিয়োগ করা হইবে এবং প্রতি ৫ বৎসর অন্তর এই কমিশন গঠিত হইবে তবে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ইচ্ছা করিলে ৫ বৎসরের পূর্বেও এই কমিশন গঠন করিতে পারেন।

জরুরী ক্ষমতা :—অন্তর্বিপ্লব বা যুদ্ধে ভারতীয় শান্তি শৃঙ্খলা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে সভাপতি মহাশয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।

সরকারী চাকুরী :—যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের দ্বারা চাকুরী সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়মের ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ও প্রত্যেক উপরাষ্ট্রে একটা পাবলিক সার্ভিস কমিশন থাকিবে। ২টি অথবা তাহার অধিক রাষ্ট্রসমূহ যুক্তভাবে একটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনও নিযুক্ত করিতে পারে।

নির্বাচন কমিশন :—

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমস্ত নির্বাচনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে। পার্লামেণ্টের আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি এই নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। নির্বাচন কার্যের সাহায্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, রাষ্ট্রের গভর্ণর অথবা রাজপ্রমুখ নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজন মত কর্মচারী সরবরাহ করিবেন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা :—বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভায় তপশীলীভুক্ত সম্প্রদায়, তপশীলীভুক্ত উপজাতীয় সম্প্রদায় ও ভারতীয় খৃষ্টানের (শুধু মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে) স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের চাকুরী ও শিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে কতকগুলি অধিকার আরও কয়েক বৎসর প্রচলিত থাকিবে। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে একজন করিয়া পদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত থাকিবেন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির অবস্থার তদন্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে একটি কমিশন নিযুক্ত করা হইবে। তপশীলীভুক্ত স্থানসমূহের শাসন ব্যবস্থা ও উপজাতীয়দের

উন্নতিবিধান সম্পর্কে বিবরণী পেশ করিবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত সরকারী ভাষা :—যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত ভাষা হইবে হিন্দী (দেবনাগরী হরফে)। সংখ্যাগুলি পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের মতই ব্যবহৃত হইবে। এই শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইতে ১৫ বৎসর কাল ইংরাজীই রাষ্ট্রের সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ইচ্ছা করিলে ইংরাজীর সহিত হিন্দীভাষা ও দেবনাগরী সংখ্যাও ব্যবহারের আদেশ দিতে পারেন। বিভিন্ন রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ রাষ্ট্রে এক বা একাধিক ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আদান প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাই ব্যবহৃত হইবে।

বিবিধ :—ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি মহাশয় ও গভর্ণরগণের কার্য-কালে তাঁহাদের আইনতঃ রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, গভর্ণরগণ ও রাজপ্রমুখগণ তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদনে কোন বিচারালয়ের নিকট দায়ী থাকিবেন না। অবশ্য পার্লামেণ্ট তাঁহাদের কার্য্যের বৈধতা নিরূপনের জন্য বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। কোন বিচারালয় সভাপতি, গভর্ণর অথবা রাজপ্রমুখগণকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী করিতে পারিবেন না।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন :—শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ক্রমে সদস্যদের ভোটাধিক্যে বিল পাশ করিতে হইবে এবং সভাপতির সম্মতি পাইলে তাহা করা চলিবে।

সাময়িক এবং পরিবর্তনকালীন ব্যবস্থা :—

বর্তমানের আইন সমূহই প্রচলিত থাকিবে কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্রের সহিত মিল রাখিবার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি মহাশয় প্রয়োজনা-নুসারে বিশেষ নির্দেশ দান করিতে পারিবেন। নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পরে ভোটাধিকারে পার্লামেণ্ট গঠন না হওয়া পর্যন্ত গণ পরিষদ

পার্লামেণ্টরূপে গণ্য হইবে। শাসনতন্ত্রের নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সভাপতির কার্য সমাধা করিবার জন্য গণ-পরিষদ সভাপতি নির্বাচন করিবে।

শাসনতন্ত্রের নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত না হওয়া পর্যন্ত শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বের মন্ত্রীমণ্ডলীই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পরে স্ব স্ব থাকিবেন। প্রাদেশিক গভর্ণর, আইন সভা ও গভর্ণর শাসিত প্রদেশগুলির মন্ত্রীগণ সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

অন্য কোন বিধিতে নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণই সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত থাকিবেন এবং অন্য কোন উপায়ে নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাইকোর্টের বিচারপতি হইবেন। এই সব বিষয়ে কোন অসুবিধা উপস্থিত হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মহাশয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

প্রথম তপশীল—

(ক) গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্র—(১) আসাম, (২) বিহার, (৩) বোম্বাই (৪) মধ্যপ্রদেশ, (৫) মাদ্রাজ, (৬) উড়িষ্যা, (৭) পাঞ্জাব (৮) উত্তর-প্রদেশ (৯) পশ্চিম বাংলা।

(খ) রাজ প্রমুখ শাসিত রাষ্ট্র—(১) হায়দ্রাবাদ, (২) জম্মু এবং কাশ্মীর (৩) মধ্যভারত (৪) মহীশূর (৫) পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব যুক্তরাজ্য (৬) রাজস্থান (৭) সৌরাষ্ট্র (৮) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন (৯) বিন্ধ্য-প্রদেশ।

(গ) চীফ কমিশনার অথবা লেঃ গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্র—
(১) আজমীড় (২) ভূপাল (৩) বিলাসপুর (৪) কুর্গ (৫) দিল্লী (৬) হিমাচল প্রদেশ (৭) কচ্ছ (৮) মণিপুর (৯) ত্রিপুরা (১০) কুচবিহার (পরে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।)

(ঘ) অন্যান্য এলাকা যাহা রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে নহে—আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

দ্বিতীয় তপশীল—

১। ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি মাসিক ১০,০০০ টাকা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের গভর্ণরগণ প্রত্যেকে ৫,৫০০ টাকা বেতন পাইবেন।

২। নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বে গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরগণ যে সমস্ত ভাতা পাইতেন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পরও রাষ্ট্রের সভাপতি ও গভর্ণরগণ সেইরূপ পাইতে থাকিবেন।

৩। নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বে গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরগণ নিজ নিজ আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকাকালীন যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইতেন তাহা রাষ্ট্রের সভাপতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের গভর্ণরগণ পাইতে থাকিবেন।

৪। সভাপতি বা গভর্ণরের অনুপস্থিতিতে যদি সহকারী সভাপতি বা অন্য কোন ব্যক্তি সভাপতি বা গভর্ণরের কার্য সম্পাদন করেন তবে তাঁহারা সভাপতি বা গভর্ণরের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইবেন।

৫। নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীসহ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য মন্ত্রীগণ যেরূপ বেতন ও ভাতা পাইতেন, শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পরেও তাঁহারা সেইরূপ পাইতে থাকিবেন।

৬। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বে যে বেতন, ভাতা ও সুযোগ সুবিধা পাইতেন, শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পরেও তাহা পাইতে থাকিবেন।

৭। যুক্তরাষ্ট্রের গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বে যেরূপ বেতন ও ভাতা পাইতেন, শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার পরও তাহা পাইবেন।

৮। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থা পরিষদের

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার পূর্বে যেরূপ বেতন ও সুযোগ সুবিধা পাইতেন শাসনতন্ত্র হইবার পরও তাহা পাইবেন।

৯। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ যথাক্রমে মাসিক ৫,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা বেতন পাইবেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিনা ভাড়ায় ব্যবহারের জন্য বাড়ী এবং অন্যান্য ভাতা পাইবেন।

১০। প্রথম তপশীলে বর্ণিত রাষ্ট্রগুলির হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ যথাক্রমে মাসিক ৪,০০০ টাকা ও ৩,৫০০ টাকা বেতন এবং অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ সুবিধা পাইবেন।

১১। এই অনুচ্ছেদে বিচারপতিগণের কার্য, ছুটী, বদলি, চাকুরীর নিয়ম কানুন বর্ণিত হইয়াছে।

১২। অডিটার জেনারেল মাসিক ৪,০০০ টাকা বেতন পাইবেন। এই অনুচ্ছেদে অডিটার জেনারেলের কার্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় তপশীল—

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ, পার্লামেন্টের সদস্যগণ, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ, অডিটার জেনারেল, রাষ্ট্রের মন্ত্রীবর্গ, ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যবর্গ, এবং হাইকোর্টের বিচারপতিগণ প্রভৃতিদের শপথ 'গ্রহণের সঙ্কল্পবাণী'— বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ তপশীল—

রাষ্ট্র পরিষদে (কাউন্সিল অব্ স্টেট) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সদস্য সংখ্যা

আসাম	৬	হায়দ্রাবাদ	১১	আজমীড় } কুর্গ }	১
বিহার	২১	জম্মু ও কাশ্মীর	৪		
বোম্বাই	১৭	মধ্যভারত	৬	ভূপাল	১

মধ্যপ্রদেশ	১২	মহীশূর	৬	বিলাসপুর	
মাদ্রাজ	২৭	পাতিয়ালা ও		হিমাচল	১
উড়িষ্যা	৯	পূর্বপাঞ্জাব	৩	প্রদেশ	
পাঞ্জাব	৮	রাজস্থান	৯	কুচবিহার	১
উত্তর প্রদেশ	৩১	সৌরাষ্ট্র	৪	দিল্লী	১
পশ্চিম বাংলা	১৪	ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৬	কচ্ছ	১
		বিন্ধ্যপ্রদেশ	৪	মণিপুর	
				ত্রিপুরা	

মোট আসনের সংখ্যা ২০৫। কুচবিহার ১৯৫০ খৃঃ ১লা জানুয়ারী পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পঞ্চম তপশীল—

তপশীলভুক্ত স্থানসমূহ ও তপশীলভুক্ত উপজাতিসমূহের শাসন ব্যবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ তপশীল—

আসামের উপজাতিসমূহের শাসন ব্যবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম তপশীল—

প্রথম তালিকা—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে।

১। দেশরক্ষা এবং যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা।

২। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী এবং বিমান-বাহিনী।

৩। সৈন্যশিবির।

৪। নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনীর কার্য।

৫। অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক দ্রব্যসমূহ।

৬। আণবিক শক্তি এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু।

৭। দেশরক্ষা এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পাদি।

৮। গোয়েন্দা ও অনুসন্ধান বিভাগ।

৯। দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়ে এবং ভারতের নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা।

১০। বৈদেশিক বিষয়; পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক।

১১। বিদেশের রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যদূত প্রভৃতি।

১২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদের সহিত সম্পর্ক।

১৩। আন্তর্জাতিক সম্মিলনে যোগদান এবং সম্মিলনে সমর্থিত কোন প্রস্তাবকে কার্যকরী করা।

১৪। বিদেশীয় রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী এবং চুক্তি সম্পাদন।

১৫। যুদ্ধ এবং শান্তি।

১৬। বৈদেশিক অধিকার।

১৭। নাগরিক অধিকার প্রভৃতি।

১৮। অন্য রাজ্যে পলায়িত অপরাধীকে তদীয় দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ।

১৯। ভারতে প্রবেশ ও ভারত হইতে বহিষ্কারের নির্দেশ, ছাড়পত্র ও প্রবেশ পত্র :

২০। ভারতের বাহিরে তীর্থ যাত্রা।

২১। সমুদ্রে ও আকাশে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ।

২২। রেলপথ।

২৩। জাতীয় রাজপথ।

২৪। জাহাজ ও আভ্যন্তরীন নৌ চলাচল।

২৫। বাণিজ্য জাহাজ এবং নৌ-শিক্ষা।

২৬। সামুদ্রিক আলোক স্তম্ভ।

২৭। বন্দর।

২৮। বন্দরে অবস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি।

২৯। বিমান পথ।

৩০। রেলপথ, বিমানপথ ও জলপথে যাত্রী ও মাল বহন।

৩১। ডাক ও তার বিভাগ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা।

৩২। যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি ও তৎপ্রসূত আয়।

৩৩। যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় সম্পত্তি দখল।

৩৪। দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গের সম্পত্তির পরিচালনার জন্য কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্।

৩৫। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ঋণ।

৩৬। মুদ্রা, মুদ্রাঙ্কণ, বৈদেশিক অর্থ বিনিময় প্রভৃতি।

৩৭। বৈদেশিক ঋণ।

৩৮। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

৩৯। ডাকঘর সংশ্লিষ্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক।

৪০। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা অধীনস্থ রাষ্ট্র পরিচালিত লটারী।

৪১। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য।

৪২। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য।

৪৩। সমবায় সমিতি ব্যতীত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির স্থাপনা, নিয়ম-কানুন, উচ্ছেদ।

৪৪। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ব্যবসায়ী ও অ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, নিয়ম কানুন, উচ্ছেদ।

৪৫। ব্যাঙ্ক।

৪৬। বিল অব্ এক্সচেঞ্জ, চেক্, প্রমিসারী নোট প্রভৃতি।

৪৭। ইন্সিওরেন্স।

৪৮। স্টক এক্সচেঞ্জ।

৪৯। পেটেণ্ট, আবিষ্কার, নক্সা, সত্ত্ব সংরক্ষণ, ট্রেড মার্ক ইত্যাদি।

৫০। ওজন ও মাপের মান।

৫১। বহির্ভারতে ও আভ্যন্তরীন রপ্তানিযোগ্য মালের মান-নির্ণয়।

৫২। জন-স্বার্থ মূলক শিল্পসমূহ।

৫৩। তৈল খনির নিয়ন্ত্রণ ও পেট্রোল জাত দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বিপজ্জনক দাহ্য বস্তু।

৫৪। জনস্বার্থমূলক খনিসমূহ।

৫৫। শ্রমিক ও খনিসমূহের নিরাপত্তা।

৫৬। যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ একাধিক রাষ্ট্রে প্রবাহিত কোন নদী।

৫৭। অধীনস্থ রাষ্ট্রসমূহের এলাকার বাহিরে মৎস্য ও মৎস্য শিকার।

৫৮। লবণ।

৫৯। আফিম চাষ, রপ্তানি ইত্যাদি।

৬০। ছায়াচিত্র প্রদর্শনের অনুমতি।

৬১। বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক বিরোধ।

৬২। শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার পরে ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইণ্ডিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল প্রভৃতি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের অর্থে আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিচালিত সেগুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৬৩। বেনারস হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয় প্রভৃতিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৬৪। সরকারী অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিচালিত বৈজ্ঞানিক বা কারীগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হইবে।

৬৫। যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা।

৬৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মান নির্ণয়।

৬৭। জাতীয় স্বার্থ সম্বলিত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক কীর্ত্তি-স্তম্ভ; দলিল পত্র, স্থাপত্য ও ভগ্নাবশেষ।

৬৮। জিওলজিক্যাল, বটানিক্যাল, জুলজিক্যাল ও এনথ্রপলজিক্যাল সার্ভে ও আবহ বিজ্ঞান বিভাগ।

৬৯। আদম সুমারী

৭০। নিখিল ভারত চাকুরীসমূহ ও কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস
ব কমিশন।

৭১। ভারত সরকারের পেন্সন।

৭২। পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচন। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং নির্বাচন
ত কমিশন।

৭৩। পার্লামেণ্টের সদস্য, রাষ্ট্রপরিষদের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান ও গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা।

৭৪। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের সদস্যের এবং বিভিন্ন কমিটির ক্ষমতা প্রভৃতি।

৭৫। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের গভর্ণর, যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী-বর্গ ও অডিটার জেনারেলের বেতন, ভাতা, সুযোগ সুবিধা, ছুটী প্রভৃতি।

৭৬। যুক্তরাষ্ট্রের ও অধীনস্থ রাষ্ট্রের হিসাব পরীক্ষা।

৭৭। সুপ্রীম কোর্টের গঠন, পরিচালনা, এলাকা ও ক্ষমতা।

f৷ ৭৮। বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাইকোর্ট সমূহের গঠন ও পরিচালনা।

৭৯। হাইকোর্টের এলাকা বৃদ্ধি।

দ ৮০। রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর ক্ষমতা ও এলাকা বৃদ্ধি।

৮১। বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তন, সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে জাহাজে আটক রাখা ইত্যাদি।

৮২। কৃষি আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর কর।

৮৩। রপ্তানি শুল্ক সহ পণ্যশুল্ক।

৮৪। ভারতে প্রস্তুত মদ্য, আফিম, ভাঙ্গ এবং অন্যান্য মাদক ঔষধাদি ব্যতীত তামাক, ও অন্যান্য আবকারি দ্রব্যের উপর শুল্ক।

৮৫। কর্পোরেশন ট্যাক্স।

f৷ ৮৬। কৃষি-সংক্রান্ত জমি ব্যতীত ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির মূলধনের উপর কর।

৮৭। কৃষি সংক্রান্ত জমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির উপর শুল্ক।

৮৮। কৃষি সংক্রান্ত জমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উপর শুল্ক।

৮৯। রেলপথ, সমুদ্রপথ ও বিমান পথের যাত্রীদের বা মালের উপর কর।

৯০। স্ট্যাম্প-শুল্ক ব্যতীত স্টক এক্সচেঞ্জের আদান প্রদানের উপর কর।

৯১। বিল অব্ এক্সচেঞ্জ, চেক, প্রমিসারী নোট, বিল অব্ লেডিং, ইন্সিওরেন্সের পলিসি, শেয়ার হস্তান্তর, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির উপর স্ট্যাম্প-শুল্ক।

৯২। সংবাদ পত্র ক্রয় বিক্রয় এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর কর।

৯৩। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কিত আইন অমান্য।

৯৪। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ের অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ।

৯৫। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ের বিচারালয়ের এলাকা ও ক্ষমতা (সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত)।

৯৬। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে ফী (আদালতের ফী ব্যতীত)।

৯৭। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ যে কোন বিষয় এবং এই দুই তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ কর।

দ্বিতীয় তালিকা—

যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ রাষ্ট্রসমূহের নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে।

১। জন নিরাপত্তা।

২। রেলপথ ও গ্রামের পুলিশ সহ পুলিশ বাহিনী।

৩। বিচার ব্যবস্থা, আদালতের গঠন ও পরিচালনা (সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট ব্যতীত)।

৪। কারা, সংশোধনমূলক গারদ ও এই সকল স্থানে রুদ্ধ ব্যক্তি।

৫। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

৬। জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, হাসপাতাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি।

৭। বহির্ভারতে তীর্থ ব্যতীত অন্যান্য তীর্থ।

৮। নেশার জন্য মদ্যের উৎপাদন, রক্ষণ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়।

৯। অক্ষম ও কার্যের অনুপযুক্ত ব্যক্তির সাহায্য।

১০। শবদাহ ও শ্মশান, কবর ও গোরস্থান।

১১। বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা ব্যবস্থা।

১২। রাষ্ট্রের পরিচালিত অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার, যাদুঘর ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মৃতি স্তম্ভ, দলিল পত্র।

১৩। যোগাযোগ ব্যবস্থা—প্রথম তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ রাজপথ, খেয়া এবং অন্যান্য চলাচল ব্যবস্থা, মিউনিসিপাল ট্রামপথ, রজ্জুপথ, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নৌ পথ প্রভৃতি।

১৪। কৃষি, কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা, পোকামাকড় নিবারণ ও উদ্ভিদ-রোগের প্রতিশেধ।

১৫। পশু রক্ষণ, পশু-প্রজননের উন্নতি বিধান, পশু রোগের প্রতিশেধ, পশু চিকিৎসা—শিক্ষা ও প্রয়োগ।

১৬। খোঁয়াড়।

১৭। প্রথম তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ জল-সরবরাহ, সেচ, খাল, নালা, বাঁধ, জলাধার, জল-শক্তি।

১৮। ভূমি-স্বত্ব, ভূম্যাধিকারী ও প্রজার সহিত সম্পর্ক, খাজনা আদায়, হস্তান্তর, পত্তন, জমির উন্নতি কৃষিঋণ প্রভৃতি।

১৯। বন।

২০। বন্য পশু ও পক্ষী রক্ষা।

২১। মৎস্য।

২২। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস।

২৩। প্রথম তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ খনি এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়ন।

২৪। প্রথম তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ শিল্প।

২৫। গ্যাস ও গ্যাসের কারখানাসমূহ।

২৬। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও বাণিজ্য (তৃতীয় তালিকায় যাহা বর্ণিত হয় নাই এরূপ)।

২৭। মাল পত্রের উৎপাদন সরবরাহ ও বণ্টন (তৃতীয় তালিকায় বর্ণিত নাই এরূপ)।

২৮। হাট বাজার ও মেলা।

২৯। ওজন ও মাপের মান নির্ণয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়।

৩০। ঋণ ও উত্তমর্ণ, কৃষি ঋণ লাঘব।

৩১। সরাই খানা ও মালিক।

৩২। প্রথম তালিকায় বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের গঠন, পরিচালন ও বিলোপ, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মমূলক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

৩৩। নাট্যশালা ও নাটকাভিনয়, ছায়াচিত্র (প্রথম তালিকায় বর্ণিত বিষয় ব্যতীত); খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ।

৩৪। বাজীধরা ও জুয়া খেলা।

৩৫। রাষ্ট্রের দখলীভূত জমি, এবং ইমারতের রক্ষণাবেক্ষণ।

৩৬। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অনধিকৃত জমি ও বাড়ীর সরকারী প্রয়োজনে দখল।

৩৭। পার্লামেণ্টের আইনের অনুকূলে রাষ্ট্রের আইন পরিষদের নির্বাচন।

৩৮। রাষ্ট্রের আইন পরিষদের সদস্য, ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং ব্যবস্থাপক সভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের বেতন ও ভাতা।

৩৯। আইন পরিষদ এবং আইন পরিষদের সদস্য ও আইন পরিষদের কোন কমিটির ক্ষমতা, সুবিধা ও নিরাপত্তা।

৪০। রাষ্ট্রের মন্ত্রীমণ্ডলীর বেতন ও ভাতা।

৪১। রাষ্ট্রের পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

৪২। রাষ্ট্রের পেন্সন।

৪৩। রাষ্ট্রের সাধারণ ঋণ।

৪৪। ভূগর্ভে প্রাপ্ত অস্বামিক ধন।

৪৫। ভূমি রাজস্ব, রাজস্ব সংগ্রহ ইত্যাদি।

৪৬। কৃষি আয়কর।

৪৭। কৃষি-জমি উত্তরাধিকার শুল্ক।

৪৮। কৃষি জমির শুল্ক।

৪৯। ভূমি ও গৃহের কর।

৫০। খনিজ-সম্পদের স্বত্বের কর।

৫১। আবকারী শুল্ক (কতকগুলি বিষয়ে)।

৫২। রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে মালপত্রের ব্যবহার ও বিক্রয়ের উপর কর।

৫৩। বিদ্যুৎ-শক্তির খরচ ও বিক্রয়ের উপর কর।

৫৪। সংবাদপত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর কর।

৫৫। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্যান্য বিজ্ঞাপনের উপর কর।

৫৬। রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত রাজপথ ও জলপথে মাল ও যাত্রীর উপর কর।

৫৭। ট্রামগাড়ীসহ অন্যান্য সমস্ত যানবাহনের উপর কর।

৫৮। পশু এবং নৌকার উপর কর।

৫৯। রথ্যাকর, সেতুশুল্ক, বাজারের খাজনা প্রভৃতি।

৬০। বৃত্তি, ব্যবসা ও উপার্জনের উপর কর।

৬১। মাথাগণতি কর।

৬২। বিলাসদ্রব্য, আমোদ, প্রমোদ, বাজীধরা ও জুয়াখেলার উপর কর।

৬৩। স্ট্যাম্প-শুল্ক।

৬৪। এই তালিকায় বর্ণিত বিষয় সমূহের আইন লঙ্ঘন।

৬৫। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ের বিচারালয়ের এলাকা ও ক্ষমতা (সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত)।

৬৬। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে ফী (আদালতের ফী ব্যতীত)।

তৃতীয় তালিকা—

(একযোগে কার্যকরণের তালিকা)

১। ফৌজদারী আইন —নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার সময়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের যাবতীয় বিষয়সহ—প্রথম তালিকা ও দ্বিতীয় তালিকায় বর্ণিত বিষয় সংক্রান্ত আইনের অপরাধ ব্যতীত এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌ, স্থল, বিমান ও অন্যান্য সমগ্র বাহিনীর অসামরিক সাহায্যার্থে কার্যাবলী ব্যতীত।

২। ফৌজদারী কার্যবিধি—এই শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইবার সময়ে ফৌজদারী আইনে বর্ণিত বিষয়সমূহ সহ।

৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হেতু শান্তিরক্ষা, সাধারণের ব্যবহারের দ্রব্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা প্রভৃতির জন্য আটক রাখা এবং যাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে।

৪। এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে বন্দী স্থানান্তর।

৫। বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ; শিশু এবং নাবালক, দত্তক, উইল, উত্তরাধিকার, যৌথ পরিবার, বিভাগ প্রভৃতি।

৬। সম্পত্তির হস্তান্তর (কৃষিভূমি ব্যতীত), দলিল রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি।

৭। চুক্তিপত্র, অংশীদারী কারবার, প্রতিভূ প্রভৃতি সহ।

৮। আইনতঃ দোষনীয় অপরাধ।

৯। দেউলিয়া প্রভৃতি।

১০। ন্যাস ও ন্যাসধারী (ট্রাষ্ট এবং ট্রাষ্টী

১১। এডমিনিষ্টেটর জেনারেল এবং অফিসিয়েল ট্রাষ্টী।

১২। সাক্ষ্য এবং সপথ, আইন মাননা, বিচারগত কার্যক্রম।

১৩। দেওয়ানী কার্যবিধি, তামাদি প্রভৃতি।

১৪। আদালতের অবমাননা (সুপ্রীমকোর্টের অবমাননা ব্যতীত)।

১৫। ভবঘুরেত্ব, যাযাবর ও যে সমস্ত উপজাতি বাসস্থানের জন্য স্থানান্তরে যাতায়াত করে।

১৬। উন্মত্ততা, মানসিক অপূর্ণতা, এবং এই সকল ব্যাধির চিকিৎসাকেন্দ্র।

১৭। পশুক্লেশ নিবারণী।

১৮। খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ।

১৯। ঔষধ এবং বিষ।

২০। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা।

২১। বাণিজ্য ও শিল্পে একচেটিয়া অধিকার।

২২। ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসা ও শিল্পে শ্রমবিরোধ।

২৩। সামাজিক নিরাপত্তা এবং বীমা, শ্রমলিপ্ত ও বেকার।

২৪। শ্রমিক কল্যাণ—শ্রমের সর্ত, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, অক্ষমতা, বার্ধক্য ভাতা, প্রসূতি কল্যাণ।

২৫। শ্রমিকের কার্যকরী ও কারিগরী শিক্ষা।

২৬। আইন, চিকিৎসা বিদ্যা এবং অন্যান্য বৃত্তি।

২৭। ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা হেতু বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির সাহায্য ও পুনর্বাসন।

২৮। দান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান, দাতব্য এবং ধর্মবিষয়ক অর্পিত সম্পত্তি এবং ধর্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

২৯। কোন রাষ্ট্রের সংক্রামক ব্যাধি, এবং মনুষ্য, জন্তু এবং বৃক্ষাদির পক্ষে ক্ষতিকর কীট অন্য রাষ্ট্রে বিস্তার হওয়ার প্রতিরোধ।

৩০। জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধীয় পরিসংখ্যাণ—জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্ট্রেশন সহ।

৩১। বন্দর (পার্লামেণ্ট কৃত আইন ব্যতীত এবং বৃহৎ বন্দরগুলির প্রচলিত আইন ব্যতীত)।

৩২। জাহাজ এবং নৌ-পথ (প্রথম তালিকায় বর্ণিত আইন ব্যতীত)।

৩৩। পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন অনুযায়ী যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, সেই শিল্প সংক্রান্ত উৎপাদন, সরবরাহ, বণ্টন ইত্যাদি।

৩৪। মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

৩৫। যন্ত্রচালিত যানবাহন।

৩৬। কারখানা।

৩৭। বয়লার।

৩৮। বিদ্যুৎ ও শক্তি।

৩৯। সংবাদপত্র, পুস্তক এবং মুদ্রাযন্ত্র।

৪০। প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং ভগ্নাবশেষ।

(পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা যেগুলি জাতীয় মর্যাদা লাভ করিয়াছে সেগুলি ব্যতীত)।

৪১। বাস্তুত্যাগী সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

৪২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও অধীনস্থ রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহারের জন্য গৃহীত সাধারণের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের বিধানাবলী।

৪৩। রাষ্ট্রের প্রাপ্য কর প্রভৃতি আদায়ের বিধি ব্যবস্থা।

৪৪। আদালতে ব্যবহার্য ষ্ট্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য ষ্ট্যাম্প শুল্ক।

৪৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার বিষয়সমূহের অনুসন্ধান ও তথ্যাদি সংগ্রহ।

৪৬। এই তালিকায় বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আদালতগুলির ক্ষমতা (সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত)।

৪৭। এই তালিকার কোন বিষয় সংক্রান্ত ফি (আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত)।

অষ্টম তপশীল

ভাষাসমূহ

১। অসমীয়া
২। বাংলা
৩। গুজরাটি
৪। হিন্দী
৫। কানাড়া
৬। কাশ্মিরী
৭। মালয়ালাম
৮। মারহাট্টি
৯। উড়িয়া
১০। পাঞ্জাবী
১১। সংস্কৃত
১২। তামিল
১৩। তেলেগু
১৪। উর্দু

বাজেট

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আয়-ব্যয়

বর্তমানে যে হারে কর নির্ধারিত রহিয়াছে, তদনুসারে ১৯৫০-৫১ সালের প্রাথমিক হিসাবে ৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে আশা করা হয়।

বৎসর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উদ্বৃত্ত + ঘাটতি − (টাকা)
১৯৪৯-৫০ (প্রাথমিক)	৩০৭ কোটি ৭৪ লক্ষ	৩২২ কোটি ৫৩ লক্ষ	—১৪ কোটি ৭৯ লক্ষ
১৯৪৯-৫০ (সংশোধিত)	৩৩২ কোটি ৩৬ লক্ষ	৩৩৬ কোটি ১০ লক্ষ	— ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ
১৯৫০-৫১ (প্রাথমিক)	৩৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ	৩৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ	+ ৯ কোটি ৬২ লক্ষ

সামরিক ও অসামরিক ব্যয়—

১৯৫০-৫১ সালে ৩৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে দেশরক্ষা বিভাগে ১৬৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা ও অসামরিক বিভাগে ১৬৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ১৯৪৯-৫০ সালে দেশরক্ষা বাবদ ১৭০ কোটি ৬ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

নূতন কর—

১৯৫০-৫১ সালে কোন নূতন প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হয় নাই। স্থানীয় বিলির জন্য পোস্টকার্ডের মূল্য দুই পয়সা ও খামের মূল্য এক আনা করা হইয়াছে। সাধারণ টেলিগ্রামের ন্যূনতম মাশুল ৯ আনার স্থলে ৮ আনা ও এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের ন্যূনতম মাশুল এক টাকা ২ আনার স্থলে এক টাকা করা হইয়াছে। ব্যবসায়ে মুনাফা কর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্পোরেশন কর ২ আনার স্থলে ২ আনা ৬ পাই করা হইয়াছে।

আয়কর—কোম্পানীসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত আয়করের হার কমাইয়া ৫ আনা হইতে ৪ আনা করা হইয়াছে। ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার টাকা আয়ের উপর আয়করের হার ৩ আনা ৬ পাই স্থলে ৩ আনা করা হইয়াছে। হিন্দু যৌথ পরিবারের ৫ হাজার টাকা আয়ের উপর কর ধার্য হইত না—এখন হইতে ৬ হাজার টাক আয়ের নীচে কর ধার্য হইবে না। ৩৬০০ টাকার নীচের ব্যক্তিগত অর্জিত আয়ের উপর কোন কর ধায হইবে না।

সাধারণ ট্রাঙ্ক টেলিফোনের হার (৩ মিনিটের জন্য) ১৬ টাকা হইতে কমাইয়া ১২ টাকা ও জরুরী ট্রাঙ্ক টেলিফোনের মাশুল ৩২ টাকা হইতে কমাইয়া ২৪ টাকা করা হইয়াছে।

ভারতীয় রেলপথের আয়-ব্যয়

বৎসর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উদ্বৃত্ত (টাকা)
১৯৪৮-৪৯ (সংশোধিত)	২১৩ কোটি ১০ লক্ষ	১৯৩ কোটি ১২ লক্ষ	১৯ কোটি ৯৮ লক্ষ
১৯৪৯-৫০ (সংশোধিত)	২২৫ কোটি ১৫ লক্ষ	২১৪ কোটি ১৩ লক্ষ	১১ কোটি ২ লক্ষ
১৯৫০-৫১ (প্রাথমিক)	২৩২ কোটি ৫০ লক্ষ	২১৮ কোটি ৪৯ লক্ষ	১৪ কোটি ১ লক্ষ

১৯৫০-৫১ সালে যাত্রী বা মালের ভাড়ার হারের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। যাত্রীদের সুখ সুবিধার জন্য ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হয়।

২৮৩টি দেশীয় রাজ্যের ভূতপূর্ব শাসনকর্তাদের যে আর্থিক ভাতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকারের বৎসরে ব্যয় হইবে ৫,৬৪,৯৩,০৯৯ টাকা। সর্বোচ্চ ভাতা পাইবেন হায়দ্রাবাদের নিজাম—বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা; সর্বনিম্ন ভাতার পরিমাণ বার্ষিক ১৯২ টাকা—সৌরাষ্ট্রের কাটোদিয়ার শাসনকর্তাকে।

ভারতের কয়েকটি রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়

(প্রাথমিক হিসাব ১৯৫০-৫১)

(নিম্নে টাকার অঙ্কগুলি হাজারে দেওয়া হইল)

রাষ্ট্র	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত + ঘাটতি −
পশ্চিম-বঙ্গ	৩৩,৮৯,৮৬	৩৫,২২,৮৭	−১,৩৩,০১
বোম্বাই	৬১,৩৯,০৬	৬১,৩৭,০৮	+ ১,৯৮
মাদ্রাজ	৫৫,২১,২৫	৫৫,৫৭,২৩	− ৩৫,৯৮
উত্তরপ্রদেশ	৫২,২৬,০০	৫২,২১,০০	+ ৫,০০
পাঞ্জাব	১৬,১৮,০০	১৬,১৪,০০	+ ৪,০০
বিহার	২৫,৯০,০০	২৬,২৫,০০	− ৩৫,০০
আসাম	৯,০১,০০	৯,৮৮,০০	− ৮৭,০০
হায়দ্রাবাদ	২৯,৮৯,০৩	৩০,০১,৪৪	− ১২,৪১
পাতিয়ালা ও পূর্ব-পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন	৫,০১,৭১	৪,৯৯,২১	+ ২,৫০

পশ্চিম বঙ্গে কোন নূতন কর ধার্য করা হয় নাই। ১৯৫০-৫১ সালে দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা বাবদ ২ কোটি টাকা, রাজপথ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, কাঁচড়াপাড়া এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ৩৯ লক্ষ টাকা, উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাবদ ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা, যানবাহন পরিকল্পনা বাবদ ৭৫ লক্ষ টাকা এবং খাদ্য বিভাগে ব্যবসায় পরিকল্পনা বাবদ ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের মধ্যে নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে ১ লক্ষ টাকা ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান হিসাবে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটিকে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ অন্যতম।

আসামে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রমোদকর, স্ট্যাম্প শুল্ক, মোটর গাড়ীর কর এবং কৃষি কর বর্ধিত করা হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গ সরকার

আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব

(নিম্নের অঙ্কগুলি হাজারে দেওয়া হইল)

আয়—	প্রাথমিক হিসাব	সংশোধিত হিসাব	প্রাথমিক হিসাব
	১৯৪৯-৫০	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
গত বৎসরে জের	৩,৬৫,৩৩	১০,১৯,১৮	৩,৫৪,০২
রাজস্ব বাবদ	৩১,৮৩,০৪	৩৪,৭২,৭১	৩৩,৮৯,৮৬
ঋণ সংক্রান্ত আয়	১,০৩,৮৭,৫৩	১,০৮,১২,৯৫	১,০৭,৯৫,১০
মোট	১,৩৯,৩৫,৯০	১,৫৩,০৪,৮৪	১,৪৫,৩৮,৯৮

ব্যয়—			
রাজস্ব বাবদ	৩২,৯৩,৯৫	৩৩,২৫,৬৪	৩৫,২২,৮৭
এককালীন ব্যয়	১৩,১৬,১৬	১৩,০৬,৫৬	১৪,৯১,১২
ঋণ সংক্রান্ত ব্যয়	৯১,৯৩,৯৪	১,০৩,১৮,৬২	৯৭,৩১,৭৪
বৎসর শেষে জের	১,১৩,৮৫	৩,৫৪,০২	—২,০৬,৭৫
মোট	১,৩৯,৩৫,৯০	১,৫৩,০৪,৮৪	১,৪৫,৩৮,৯৮

মোট ফলাফল—			
রাজস্ব খাতে	—১,১০,৯১	+১,৪৭,০৭	—১,৩৩,০১
রাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য	—১,২২,৫৭	—৮,১২,২৩	—৪,২৭,৭৬
মোট জের বাদে	—২,৩৩,৪৮	—৬,৬৫,১৬	—৫,৬০,৭৭

উদ্বৃত্ত+, ঘাটতি—

১৯৪৮-৪৯ সালে বিদেশে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধি, মিশন প্রভৃতি বাবদ ব্যয় হয়—২৫,৭৩,০০০ টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সালে সরকারী কাজে আমন্ত্রিত বিদেশী প্রতিনিধি, মিশন প্রভৃতি বাবদ ব্যয় হয়—৮,৭৫,০০০ টাকা।

রাজস্ব-সংক্রান্ত আয়ের বিস্তারিত তালিকা

(নিম্নে টাকার অঙ্কগুলি হাজারে দেওয়া হইল)

	চূড়ান্ত হিসাব (১৯৪৮-৪৯)	সংশোধিত হিসাব (১৯৪৯-৫০)	প্রাথমিক হিসাব (১৯৫০-৫১)
[ক] রাজস্ব			
১। পণ্য শুল্ক	৫৪ ৭০	১,৩৫,১৪	১,০৫,০০
২। আয়কর	৫,৮৬,৬৯	৬,০৫,৮৮	৬,৯২,০১
৩। ভূমি রাজস্ব	১,৯১,৯৭	১,৭৭,৪০	২,০৬,০৫
৪। প্রাদেশিক আবকারি	৬,২১,৭০	৬,১৫,৮৩	৫,৮৭,৫০
৫। স্ট্যাম্প	২,৩৯,৭১	২,৫৫,০০	২,৪৩,০০
৬। বন	৬১,৫৭	৬১,৯৫	৬২,১৫
৭। রেজিস্ট্রেশন	৩০,৪৭	৩৮,২৪	৩৮,৬৩
৮। মোটর গাড়ীর কর	৪৪,৪৭	৪৬,৯০	৪৭,০৩
৯। অন্যান্য কর ও শুল্ক	৭,৯০,৬৩	৮,০১,৭০	৭,৭০,৮০
[খ] রেলপথ হইতে আয় ...		১০	...
[গ] সেচ, নৌ, বাঁধ, খাল ইত্যাদি	৪,৪৭	২০,৮৯	—৭৮
[ঘ] ঋণের সুদ	৬,৯১	২০,০৮	২১,৬৩
[ঙ] অসামরিক শাসন			
১। বিচার	২৯,৩৮	৩৭,৫০	৩৭,৯০
২। কারা প্রভৃতি	৪,৯২	৬,২১	৫,৫১
৩। পুলিশ	১৬,০৬	২২.৫১	২২,৫০
৪। বন্দর প্রভৃতি	৫৭	৬৭	৪৭
৫। শিক্ষা	১২,৪৫	১৫,৬৭	১৬,৯২
৬। চিকিৎসা	২২,৮৭	২৭,৩০	২৪,১২
৭। জনস্বাস্থ্য	৪,৬৬	৩,৪২	৩,২২
৮। কৃষি	৬৯,০৭	১,১০,২৪	১,৩৭,৮৮

	চূড়ান্ত হিসাব (১৯৪৮-৪৯)	সংশোধিত হিসাব (১৯৪৯-৫০)	প্রাথমিক হিসাব (১৯৫০-৫১)
৯। পশু চিকিৎসা	১,২২	১,৪০	১,৪০
১০। সমবায়	২,৫৫	২,০০	২,০১
১১। শিল্প	৫২,৪১	৩০,৬৩	৩২,২২
১২। অন্যান্য বিভাগ	২,২৮	২,১৮	২,১৮
[চ] পূর্ত ও বিবিধ উন্নয়ন	১৫,৯৮	৭০,৬৫	১,২০,৮৬
[ছ] বিবিধ			
১। পেন্সন সংক্রান্ত	১,৩৫	১,২৪	১,২৪
২। ষ্টেশনারী ও ছাপা	৩,৭৩	৩,৩৫	৩,·৪
৩। রাষ্ট্রীয় পরিবহন	৪,৮৩	১,৬৫	৩,৬৯
৪। বিবিধ	৬২,০০	৪০,১৮	১,০৪,৫২
[জ]			
১। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য	৭০,০০	...	...
২। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে আদান প্রদান	১১	১১	১১
[ঝ] অসাধারণ আয়	১,৭৬,৭৯	৩,১৬,৮৯	৯৭,৬৫
মোট	৩১,৭৬,৫২	৩৪,৭২,৭১	৩৩,৮৯,৮৬

রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যয়ের বিস্তারিত তালিকা

[ক] রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যয়			
১। কর্পোরেশন কর ব্যতীত আয়কর	২,৭৭	৩,০৭	৩,৩১
২। ভূমি রাজস্ব	২৮,৫৮	৩৭,৯৭	৪১,৬৯
৩। প্রাদেশিক আবকারি	৩৪,৮১	৩৪.৮১	৩৬.৬১
৪। স্ট্যাম্প	৬,২৬	৬,২২	৫,৯৮
৫। বন	৪০,৬৪	৫২,৮৯	৪৯,০২

	চূড়ান্ত হিসাব (১৯৪৮-৪৯)	সংশোধিত হিসাব (১৯৪৯-৫০)	প্রাথমিক হিসাব (১৯৫০-৫১)
৬। রেজিস্ট্রেশন	১৩,৭৭	১৪,৮৩	১৫,৮৩
৭। মোটর গাড়ীর কর	৪,৫০	৪,৫০	৪,৫০
৮। অন্যান্য কর ও শুল্ক	১১,৫০	১২,৫৪	১৩,৯০
[খ] সেচ, নৌ, বাঁধ, খাল ইত্যাদি	৭৭,১৯	২৫,১৩	১০৪,৬৬
[গ] ঋণের সুদ	২৩,১৭	১৪,৬৮	৫৮১
[ঘ] অসামরিক শাসন			
১। সাধারণ শাসন	১,৮০,৩১	২,২১,৫৩	২,৩৮,০০
২। ঋণ শালিসী	২,৬২	১,০১	...
৩। বিচার	৮৬,৯৭	৯১,৩২	৯৪,১৮
৪। কারা প্রভৃতি	৬৫,১২	৯৩,০৩	৯১,০০
৫। পুলিশ	৪,১৭,৮৬	৪,৪৩,৪০	৪,৮২,৭৬
৬। বন্দর প্রভৃতি	৩,০১	৫,০৮	৮,৭৫
৭। বৈজ্ঞানিক বিভাগ	৪৯	৫,৪২	৪,৮১
৮। শিক্ষা	১,৯৬,৮০	২,৭৫,৭০	৩,০৫,৭২
৯। চিকিৎসা	২,২৯,৭৩	৩,২১,১৯	৩,০২,৮৭
১০। জনস্বাস্থ্য	৩৯,৮৫	৬৯,১২	৭৭,৮৫
১১। কৃষি	১,২০,৮৫	২,৫৫,২৭	২,৬১,১৩
১২। পশু চিকিৎসা	১২,৮০	১৩,৬০	১৪,৯৫
১৩। সমবায়	১১,৬৭	১৫,৬১	১৭,৮১
১৪। শিল্প			
শিল্প	২৫,৯৬	৪০,৭০	৩০,৪৫
মৎস্য ..	৪,৪৫	১৭,৭০	২০,৮৯
সিঙ্কোনা	৩২,৪৫	৩৩,১৩	৩২,৬৪
১৫। বিবিধ বিভাগ	১৮,৫৭	২১,২৮	২২,৭৭

৩০

	চূড়ান্ত হিসাব (১৯৪৮-৪৯)	সংশোধিত হিসাব (.৯৪৯-৫০)	প্রাথমিক হিসাব (১৯৫০-৫১)
[ঙ] পূর্ত ও বিবিধ উন্নয়ন	১,৫৭,৫৩	৩,০২,২৩	৩,৮২,৬৭
৯ [চ] **বিবিধ**			
১০ ১। দুর্ভিক্ষ	৪৫,৫১	৩২,৬৫	২৬,৪৭
১১ ২। পেন্সন	৮২,৭২	৮৬,২৬	৯১,০৯
১২ ৩। স্টেশনারী ও ছাপা	৩৬,৬৫	৩৯,৭২	৩৬,৭৫
[চ] ৪। আশ্রয়প্রার্থী বাবদ	...	...	৪০,১৬
[ছ ৫। বিবিধ	২,৭৮,৯৫	২,২৯,৯৪	১,৯৬,২১
১ [ছ] পেন্সন সংক্রান্ত	১০,৫০	১২,৭১	১৩,১০
২ [জ] অসাধারণ ব্যয়			
৩ ১। ভারতে অসাধারণ ব্যয়	৩,৫৮,৪০	৩,৮৯,৪০	৩,৮৩,১৭
৪ ২। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা	৩,৪৬,৬৩	...	...
[৩। বঙ্গবিভাগের পূর্বের পাওনা	...	৩৪,০০	৬১,০০
১ **মোট**	২৯,০৯,৫৯	৩৩,২৫,৬৪	৩৫,২২,৮৭

২

সর

কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সের বাজেট

[র

	সংশোধিত হিসাব ১৯৪৯-৫০	প্রাথমিক হিসাব ১৯৫০-৫১
আয়	৭,৮৯,০২,৯৮৫ টাকা	৬,৩৫,২৩,৭৬৮ টাকা
ব্যয়	৭,৩০,৩৪,১৪৩ টাকা	৬,৮৮,৩৬,৮০৫ টাকা
উদ্বৃত্ত+ঘাটতি—	+৫৮,৬৮,৮৪২ টাকা	—৫৩,১৩,০৩৭ টাকা

১ ১৯৫০-৫১ সালে ৭১,৬৫,০০০ টন সমুদ্রবাহী মালপত্র কলিকাতা বন্দর হইতে চলাচল করিবে বলিয়া প্রাথমিক হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালে কলিকাতা বন্দরে ৮৫,৫২,০০০ টন মালপত্র চলাচল করিবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রদূতাবাসের ব্যয়

১৯৪৮-৪৯ সালে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থিত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রভৃতিদের দপ্তরের জন্য নিম্নলিখিত অর্থ ব্যয় হয়—

ওয়াশিংটন	২২,৮৬,৮০০ টাকা	রেঙ্গুন	৪,৩৮,৯০০ টাকা
মস্কো	৮,৭০,৫০০ „	বার্ণ	৪,৯৩,৭০০ „
প্যারিস	৮,৩১,৯০০ „	ব্যাঙ্কক	২,৪৭,০০০ „
চীন	৬,৭০,৯০০ „	স্টকহোল্ম	১,৩১,৪০০ „
ব্রাসেলস	৩,৯৮,৯১০ „	লণ্ডন	৭৫,৪০,০০০ „
মিশর	৭,২৩,০০০ „	অটোয়া	৪,১২,১০০ „
ইরাণ	৬,৫২,১০০ „	ক্যানবেরা	২,১২,৬০০ „
নেপাল	২,১৩,২০০ „	কলম্বো	২,০৮,৫০০ „
আফগানিস্থান	৪,৫৪,৭০০ „	করাচী	৫,৩৮ ১০০ „
ব্রেজিল	৪,৩৭,৯০০ „	জোহানেসবার্গ	১,৩৪,২০০ „
তুরস্ক	৬,৭৪,১০০ „	লাহোর	২ ৯৩,৩০০ „
প্রেগ	১ ৯৫,১০০ „	ঢাকা	১,৭২,৮০০ „
ইটালী	১,২০,৬০০ „	টোকিও	৩,৩৬,৯০০ „

মোট ব্যয়—১.৮২,৯৮ ০০০ টাকা

	রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি বাবদ ব্যয়	বাণিজ্য-মিশন বাবদ ব্যয়
১৯৪৪-৪৫	— ৭২,৩৩,৯১০ টাকা	৫,১১,০২০ টাকা
১৯৪৫-৪৬	— ১,০৯,৬০,৯৯২ „	৮,৭৫,১৯৩ „
১৯৪৬-৪৭	— ১,৩০,৯১,২০৯ „	১৬,৯৫,২২০ „
১৯৪৭-৪৮	— ৭৪ ৬২,১০৯ „	৯,৮৯,১৮৮ „
১৯৪৮-৪৯	— ১,৮২,৯৮,০০০ „	২২,৪৫,৫০০ „

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে ১৯৫০ সালে ৫১,৪৩,০ টাকা চাঁদা দেয়। ইহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট খরচের শতকরা ৩½ ভা বর্তমানে ৩৯ ভারতবাসী উক্ত প্রতিষ্ঠানের দপ্তরে চাকুরী করেন; এই স মোট কর্মচারীর শতকরা ২·৪১ ভাগ।

বাণিজ্য (২)

বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ভারতের ষ্টার্লিং সম্পদই ভারতের বৈদেশিক বিনিময় তহবিল। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ঐ তহবিলে ১৫৩৭ কোটি টাকা গচ্ছিত ছিল। উহা হ্রাস পাইয়া ১৯৪৯ সালের জুন মাসে ৮২০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ ঐ এক বৎসরে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ৭১৭ কোটি টাকা হ্রাস পায়। সামরিক ষ্টোরসমূহ এবং ষ্টার্লিং পেন্সন বাবদ বৃটিশ সরকারকে ২৯৬ কোটি টাকা দান ও পাকিস্থানের অংশ হিসাবে ১৮৭ কোটি টাকা দেওয়ার ফলেই ভারতের গচ্ছিত অর্থ এরূপ দ্রুত হ্রাস পায়। অবশিষ্ট অংশ দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত এক বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে মোট ৬৫০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি করা হয়। উহার মধ্যে খাদ্যশস্যই ছিল ১৩৭ কোটি টাকার। অবশিষ্ট অর্থে শিল্পদ্রব্য ও অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহারোপযোগী পণ্য দ্রব্য আমদানি করা হয়। বিলাসদ্রব্য আমদানির পরিমাণ মোট আমদানির শতকরা ২ ভাগের অধিক নহে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ে শিথিলতা দেখা দেওয়ায় ও বৈদেশিক চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় ঐ সময়ে ভারতের

১৯৪৯ সালে ভারতে খাদ্যশস্য আমদানির হিসাব

শস্য	পরিমাণ	মূল্য
গম	২০,৪৭,০০০ টন	৭৪,৮৮ লক্ষ টাকা
ময়দা	১,৫৩,০০০ „	৭,৮০ „ „
যব	১,৮৯,০০০ „	৫,৪৭ „ „
ভুট্টা	১,৩৪,০০০ „	৩,৫৭ „ „
চাউল	৬,৭৮,০০০ „	৪১,৯৭ „ „
জোয়ার	৩৩,০০০ „	৯৮ „ „
বিবিধ	৩,৮৩,০০০ „	৯,৯৯ „ „

রপ্তানিও সামান্য হ্রাস পায়। বৈদেশিক আদান প্রদানের ব্যাপারে এইরূপ প্রতিকূলে অবস্থার ফলে গচ্ছিত ষ্টার্লিং হইতে ৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড উঠাইয়া লইতে হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সহিত ষ্টার্লিং চুক্তি হওয়ার ফলে উপরোক্ত অর্থের হিসাবের সামঞ্জস্যবিধান করা হয়। উক্ত চুক্তির ফলে স্থির হয় যে, পরবর্তী দুই বৎসরে ভারত কর্তৃক ষ্টার্লিং পাওনা গ্রহণের পরিমাণ বৎসরে ৪ কোটি পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫ কোটি পাউণ্ড করা হইবে এবং উহার বাণিজ্যনীতি পরিবর্তনের পূর্বে প্রতিশ্রুত আমদানি মূল্য শোধের জন্য ভারতকে অতিরিক্ত ৫ কোটি পাউণ্ড দেওয়া হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের এরূপ অবস্থা ভারতের পক্ষে নিঃসন্দেহে ক্ষতি-জনক দেখিয়া উহার বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন করা হয়। ১৯৪৯ সালের মে মাসে অবাধ সাধারণ লাইসেন্স বাতিল করা হয়। ঐ বৎসর জুলাই মাসে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনার পর আমদানির উপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ইতিমধ্যে ষ্টার্লিং অঞ্চলের ডলার সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ১৯৪৯ সালের জুন মাস হইতে আড়াই মাসের জন্য ডলার অঞ্চল হইতে আমদানি লাইসেন্স বাতিল করা হয়। ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পর ভারতের রপ্তানির অবস্থা উন্নতিলাভ করে এবং জুন মাসের শেষ পর্যন্ত ষ্টার্লিং পাওনা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৩২ কোটি টাকা হয়।

কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল

১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে যথাক্রমে ৪,৭৫,০৬১ টন ও ৭,০৭,৯১৫ টন কেরোসিন তৈল এবং ৪,১৯,৫৩১ টন ও ৫,৪৭,১২১ টন পেট্রোল ভারতে আমদানি করা হয়। ভারতে ১৯৪৮ সালে ৫,৫৫,২০০ টন এবং ১৯৪৯ সালের প্রথম ১১ মাসে ৬,৫৪,৭২০ টন তৈল ব্যবহৃত হয়।

ডলারের অবস্থা

১৯৪৮ সালের ষ্টার্লিং চুক্তি অনুযায়ী ৬ কোটি ডলারের সমপরিমাণ ষ্টার্লিং ডলারে রূপান্তর করা চলিবে বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু রপ্তানির আয় হ্রাস পাওয়ায় উহাতে ২১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের মত ঘাটতি দেখা যায়। আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার হইতে ডলার ক্রয় করিয়া ঐ ঘাটতি ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের মত পুরণ করা হয়। অবশিষ্ট ঘাটতি ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার প্রারম্ভিক তহবিল হইতে পূরণ করা হয়। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে গৃহীত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি ডলার দাঁড়ায়। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের চুক্তির ফলে এই অতিরিক্ত অর্থের হিসাবের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত এখন ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যতম পূর্ণ সদস্য। ভারতের ডলার-ঘাটতি পূরণের জন্য এখন কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ-যোগ্য অর্থের পরিমাণ কোন দিক দিয়া সীমাবদ্ধ নহে। ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সহিত ভারতও একযোগে ১৯৫০ সালের জুন মাস পর্যন্ত এক বৎসরে ডলার অঞ্চল হইতে আমদানি হ্রাস করিয়া পূর্ব বৎসরের তুলনায় উক্ত আমদানি শতকরা ৭৫ ভাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছয় মাসে ভারতের ডলার আয় ব্যয় অপেক্ষা ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ডলার লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিল করায় ও অন্যান্য সাময়িক কারণে এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। নূতন বিনিময় ব্যবস্থা এবং খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধের ফলে অপরিহার্য দ্রব্যাদি ডলার অঞ্চল হইতে আমদানী করা সম্ভব হইতেছ। রেলপথ সমূহের পুনঃ সংস্থাপন কার্য ও ভূমি সংস্কারের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে মোট ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য আরও ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

রপ্তানি-বাণিজ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা হিসাবে মুদ্রামূল্য হ্রাস করায় ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং গত তিন মাসে

রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৯ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৪৮ সালে রপ্তানি-বাণিজ্যের ত্রৈমাসিক গড়পড়তা পরিমাণ ছিল ১০৭ কোটি ৮ লক্ষ টাকার মত। রপ্তানি-বাণিজ্যে এই উন্নতি আংশিকভাবে সাময়িক কারণের জন্যই সংঘটিত হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির সম্পূর্ণ ফল কি হইবে, তাহা এখনও ঠিকভাবে বলার সময় আসে নাই। তবে আশা করা যায় রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির চাহিদা সাময়িক নহে।

ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর বাণিজ্য

সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও ধরা হইয়াছে যে ১৯৪৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত এক বৎসরে ভারত পাকিস্থানে ৮৩ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়াছে ও পাকিস্থান হইতে ১১৭ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি করিয়াছে। এই ঘাটতি অংশতঃ মূলধনের স্থানান্তর ও ষ্টার্লিং হস্তান্তরের ফলে (১১ কোটি টাকা) মিটান হইয়াছে। অনেকগুলি কারণে এই ঘাটতি দেখা দেয়। ভারত পাকিস্থান হইতে প্রধানতঃ কাঁচা মাল আমদানি করে (৯৭ কোটি টাকা)। ভারত পাকিস্থান হইতে আমদানির জন্য অবাধ সাধারণ লাইসেন্স বলবৎ রাখিলেও পাকিস্থান ভারত হইতে বস্ত্র আমদানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। অপরপক্ষে পাকিস্থান ভারতের কতকগুলি পাওনা মিটাইতে অস্বীকার করে। ইহার ফলে পাকিস্থানের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য বৃদ্ধিরও অনেক সহায়তা হয়। ভারতের সহিত তুলনায় পাকিস্থানের অবস্থা অধিক আশাপ্রদ ছিল বলিয়াই বোধ হয়। পাকিস্থানে তাহার মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু উহা সার্থক না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। কারণ পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যের সামঞ্জস্যবিধানের জন্য ভারতকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইত। বাস্তুচ্যুতদিগের সম্পত্তি ও দেশ-বিভাগকালীন ঋণ বাবদ পাকিস্থান কর্তৃক ভারতকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ দেয় ছিল। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে অন্যান্য দেশের

সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্যাবস্থার অবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ১৯৪৯ সালের শেষ তিন মাসে পাকিস্তানের ষ্টার্লিং পাওনা ১ কোটি পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। পাট ও চামড়ার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে এবং কাঁচা কার্পাসের মূল্যের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের পূর্বে পাকিস্তান যে হারে ডলার আয় করিত, ডলার আয়ের সেই হার বজায় রাখিয়া ষ্টার্লিং অঞ্চলকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য বৃদ্ধির ফলে তাহার ডলার আয়ের পরিমাণ সম্ভবতঃ বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক

পাকিস্তান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করাব সিদ্ধান্ত কবায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যে প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় উৎপাদকদের পক্ষে পাকিস্তানের নিকট হইতে কাঁচা মাল বিশেষতঃ পাট ক্রয় করা ব্যয়বহুল হইয়া দাঁড়ায়। পণ্যদ্রব্য বিনিময় অথবা অবাধ মুদ্রা বিনিময়ের ভিত্তিতে কিছু কিছু বাণিজ্য চলিতেছিল। পাকিস্তান সরকারের কার্যের ফলে ইহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্য পুনরায় চালু করার জন্য উভয় সরকারের মধ্যে চিঠিপত্র চলিতেছিল। কিন্তু পাকিস্তান দাবী করে যে, তাহার বাট্টার হার বা পাটের নিম্নতম মূল্য সম্পর্কে কোনও আলোচনা চলিবে না। ইহার ফলে স্বাভাবিক বাণিজ্য পুনরায় চালু করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পাট ও বস্ত্র শিল্পের কাঁচা মাল সম্পর্কে পরনির্ভরশীল হইয়া থাকার বিপদ যে কত বড়, এই সকল ঘটনায় তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। কাজেই উভয় দ্রব্যেরই উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

(৭ এপ্রিল ১৯৫০ সপ্তাহ শেষের হিসাব)

(নিম্নের অঙ্কগুলি টাকায় দেওয়া হইল)

বিবরণ	টাকা
ইস্যু বিভাগ :—দেনা—ব্যাঙ্কিং বিভাগে নোট	৯,০৯,০৯,০০০
চলতি নোট	১১,৮৬,৭০,৮৭,০০০
মোট নোট	১,১৯৫,৮৬,০৬,০০০
সম্পত্তি (১) স্বর্ণমুদ্র ও বুলিয়ন্	
(ক) ভারতে চালু	৪০,০১,৭১,০০০
(খ) ভারতের বাহিরে চালু	—
(গ) বিদেশী আমানত	৬,৫০,৩৪ ৩৮,০০০
মোট	৬,৯০,৩৬,০৯,০০০
(২) রৌপ্য মুদ্রা	৫৫,২৩,৬৯,০০০
ভারত সরকারের মুদ্রার আমানত	৪,৫০,২৭,১৮,০০০
অভ্যান্তরীণ এক্সচেঞ্জ বিল	—
মোট সম্পত্তি	১,১৯৫,৮৬,৯৬,০০০

"মহাত্মাজি যখন বিদেশী কাপড়কে অশুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম; আমি বলেছিলাম, ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হতে পারে, অশুচি হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে হবে, নইলে কাজ পাব না—মনুষ্যত্বের এমনতরো চিরস্থায়ী অবমাননা আর কী হতে পারে। নায়ক চালিত দেশ এমনি ভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে—এক জাদুকর যখন বিদায় গ্রহণ করে তখন আর এক জাদুকর আর—এক মন্ত্র সৃষ্টি করে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ব্যাঙ্কিং বিভাগ :—

জমা—

নোট	৯,০৯,০`,০০০
রৌপ্য মুদ্রা	৭,৭৬,০০০
খুচরা "	২,৩৮,০০০
আভ্যন্তরীণ বিল	৮৮,০০,০০০
সরকারী ট্রেজারী বিল	২,২০,৬২,০০০
অন্যান্য দেশের বাকী	২,০৪,৮৭,১`,০০০
সরকারকে দেওয়া অগ্রিম ও ঋণ	১,৭২,০০,০০০
অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ	১০,৯৪,৮৩,০০০
অর্থের বিনিয়োগ	৬৮,৪২,৬৯,০০০
অন্যান্য সম্পত্তি	৫,২২,৪৩,০০০
মোট সম্পত্তি	৩ ০৩ ২৬,৯১,০০০

দেনা—

আদায়ীকৃত মূলধন	৫,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত তহবিল	৫,০০,০০,০০০
জমা—	
(১) ভারত সরকার	১,২৪,৮৫,৭৭,০০০
অন্যান্য "	৩১,৯৯,৯০,০০০
(২) ব্যাঙ্কসমূহ	৫১,৭২,৫৪,০০০
(৩) অন্যান্য	৬৩,৬৫,০০,০০০
দেয় বিল	৫,৭১,৮৯,০০০
অন্যান্য দেনা	১৫,৩`,৮১,০০০
মোট দেনা	৩,০৩ ২৬,৯১,০০০

"ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহনযোগে দ্বীপান্তরিত হয়েছে সে-কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়। সে হচ্ছে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই। রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না। ধন নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক।"

—রবীন্দ্রনাথ

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

পশ্চিম-বঙ্গের হাসপাতাল

	১৯৪৮						১৯৪৯	
	হাসপাতালের সংখ্যা	শয্যা-সংখ্যা পুরুষ	শয্যা সংখ্যা স্ত্রীলোক	মোট	চিকিৎসকের সংখ্যা	সংরক্ষণ ব্যয় (১৯৪৮-৪৯)	হাসপাতালের সংখ্যা	শয্যা সংখ্যা
সরকারী হাসপাতাল	১০	২,০৭৪	১,২৩৩	৩,৩০৭	৬৮২	৬৯,৬৭,২১৯৲	১১	৩০৯৭
সদর ও মহকুমা „ (সরকার-পরিচালিত)	৩৪	৯৮৮	৫২৫	১,৫১৩	১০৬	৩০,৩৭,৯৯৯৲	৩৬	১৫৮৪
অন্যান্য হাসপাতাল	৫৪	১,৮৬৪	১,৮১৯	৩,৬৮৩	—	—	৬৩	৪২৫১
সাহায্যকারী সরকারী	১৫১	—	—	৬,১৫০	২০০	৯৪,৭১,১১৯৲	১৪৯	৫৭১০
দুর্ভিক্ষের জরুরী হাসপাতাল	১৯	—	—	৪৭৫	২১	৪,৮৫,০০০৲	২০	৫০৫

বিভিন্ন হাসপাতালে মোট রোগীর সংখ্যা (১৯৪৮)—অন্তর্বিভাগ ২,৬৮,৪২৩, বহির্বিভাগ ৫১,০০,৪২৭

পশ্চিম-বঙ্গে জন্ম ও মৃত্যু

	১৯৪৭		১৯৪৮	
	সংখ্যা	জন-সংখ্যার প্রতি হাজারে	সংখ্যা	জন-সংখ্যার প্রতি হাজারে
জন্ম—	৪,২৭,৭৫৫	২০·১	৪,৫৩,৫৬৪	২১·৩
মৃত্যু—				
কলেরা	১০,৫০১	০·৫	১৩,৭৮৯	০·৬
বসন্ত	৩,১৩৭	০·১	৭,৯০৯	০·৪
প্লেগ	৭	·০০০৩	১৮	·০০০৮
আমাশয়	৯,৭৭৬	০·৫	১০,২১৮	০·৫
উদরাময়	১৩,৩৩৫	০·৬	১৪,১১৫	০·৭
জ্বর—				
ম্যালেরিয়া	৮২,৫৩৯	৩·৯	৭৬,৫৭৬	৩·৬
কালাজ্বর	৩,০৭০	০·১	২,৮৯১	০·১
টাইফয়েড্	৩,৭৪৯	০·২	৪,১০৮	০·২
অন্যান্য জ্বর	১,১৬,১১১	৫·৫	১,১৯,৩৩৮	৫·২
শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—				
নিউমোনিয়া	১৯,৫২৬	০·৯	১৮,২৫৪	০·৯
যক্ষ্মা	৭,৬৩৭	০·৪	৮,০৭২	০·৪
অন্যান্য	১০,৫৭২	০·৫	১০,১৯৩	০·৫
আঘাত-জনিত	৭,৯২৩	০·৪	৭,৪৬১	০·৪
প্রসব কালীন	৩,০৭৯	০·১ *		
অন্যান্য ব্যাধি	৯৬,১৯৯	৪·৫	৯২,৩০৮	৪·৬
মোট মৃত্যু	৩,৮৭,১৬৫	১৮·২	৩,৮৫,২৭০	১৮·১

* প্রতি হাজার জন্মে মৃত্যুর হার

স্যার জোসেফ্ ভোর স্বাস্থ্যোন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট

"ইংলণ্ডে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ৫ হইতে ১০; ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ২৪ হইতে ৪৮; প্রতি বৎসর ১০ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং তাহার মধ্যে ২০ লক্ষ লোক মারা যায়। যক্ষ্মারোগে ভারতের ২৫ লক্ষ লোক ভোগে এবং তন্মধ্যে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ লোক মারা যায়। যক্ষ্মারোগ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ডাক্তার সমগ্র ভারতবর্ষে ৮০ জনের অধিক নাই। পৃথিবীর ৫০ লক্ষ কুষ্ঠ রোগীর মধ্যে একমাত্র ভারতেই কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ। ভারতবর্ষে ডাক্তারের সংখ্যা প্রতি ৬ হাজার অধিবাসীর জন্য ১ জন এবং প্রতি ৪৩ হাজার অধিবাসীর জন্য ১ জন নার্স। কিন্তু গ্রেটবৃটেনে প্রতি হাজার জন অধিবাসীর জন্য ১ জন ডাক্তার ও ৩০০ জন অধিবাসীর জন্য ১ জন নার্স। বৃটেনে প্রতি ৬১৮ জন অধিবাসীর জন্য ১ জন ধাত্রী কিন্তু ভারতবর্ষে ৬০,০০০ অধিবাসীর জন্য মাত্র ১ জন ধাত্রী। বৃটেনে প্রতি ২,৭০০ জন অধিবাসীর জন্য ১ জন দন্ত চিকিৎসক কিন্তু ভারতে প্রতি ৩ লক্ষ অধিবাসীর জন্য ১ জন।........."

১৯৪৩ সালে স্যার জোসেফ্ ভোরের নেতৃত্বে ভারতে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য দেশী ও বিদেশী ২৪ জন বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি দেড় বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া যে মূল্যবান রিপোর্ট রচনা করেন তাহা হইতে দেখা যায় যে ভারতের জনস্বাস্থ্য দিনের পর দিন যেরূপ অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা বোধ করিয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে ভারতবর্ষে ডাক্তারের সংখ্যা বর্তমান অপেক্ষা ৫ গুণ, নার্সের সংখ্যা ১০০ গুণ, ধাত্রীর সংখ্যা ২০ গুণ ও দন্তচিকিৎসকের সংখ্যা ৯০ গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে জনস্বাস্থ্যের জন্য জন প্রতি কিঞ্চিদধিক ৩ আনা হইতে প্রায় ১১ আনা মাত্র সরকার পক্ষ হইতে খরচ করা হয়। ইহা বাড়াইয়া প্রথম বৎসরে ১ টাকা ৩ আনা, দশম বৎসরে ২ টাকা ৩ আনা করার প্রস্তাব ভোর কমিটি উত্থাপন করেন। স্বাস্থ্যহানির জন্য ভারত-

বাসীর গড় আয়ুর হার ২৭ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে যত লোক রোগে ভুগিয়া মারা যায় এবং কর্মের অনুপযোগী হয়, তাহা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

চিকিৎসা বিষয়ক সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক ইউনিয়ন ও প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক কেন্দ্রে এক : অন্তর্বিভাগ, একটি বাহির্বিভাগ, এবং সম্ভবপর হইলে প্রসূতি বিভাগ, ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিভাগ ও ম্যালেরিয়া নিবারক কর্মীদল থাকিবে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্বিভাগে ৩ হইতে ১০টি শয্যা ও থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩০ হইতে ৫০টি শয্যা থাকিবে। অর্থ-সংগ্রহ, স্থান-নির্বাচন অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ তত্ত্বাবধানের জন্য প্রত্যেক জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি করা হইয়াছে। চিকিৎ ক ও হেলথ্ অ্যাসিস্ট্যান্টদিগকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫০ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৫টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং প্রায় ৮০টি কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য চলিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র কাঁচড়াপাড়ায় একটি সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে। ১৯৪৬ সালের ১ জুন উহা স্থাপিত হয়। শয্যা সংখ্যা বর্তমানে মোট ১২০। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল এই প্রদেশের প্রধান বে-সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতাল। মেদিনীপুর জেলার দিগ্রীতে একটি সরকারী আরোগ্যশালা (স্যানাটোরিয়াম) স্থাপনের ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে ও ১৯৫০ সালের মে মাসে উহার উদ্বোধন হইবে আশা করা যায়।

বর্তমানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী নার্সের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ উচ্চতর পদ মাদ্রাজী ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা অধিকার

করিয়া আছেন। ১৯৪৯ সালের আরম্ভে সরকারী ও বে-সরকারী হাসপাতালসমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্সের সংখ্যা ছিল ১,৫০২। সম্প্রতি বর্ধমানে একটি নার্সদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। সাহয্যকারী সরকারী হাসপাতালের নার্সদিগকে (যাঁহারা কোন বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই) এখানে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নার্সদের শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা বিশেষ কিছু করেন নাই। হাসপাতালসমূহে নার্সিং শিক্ষাদানের পূর্বের ব্যবস্থাই আছে।

কলিকাতায় একটি সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করা হইয়াছে ও গৃহ নির্মাণের উপযোগী করিয়া উক্ত জমি উন্নয়ন করা হইতেছে।

যৌন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এই প্রদেশে ১৩টি সরকারী 'ক্লিনিক' খোলা হইয়াছে। এখানে গড়ে দৈনিক ৭০০ রোগী দেখা হইতেছে।

মেডিকেল স্কুলগুলিতে ভর্তি বন্ধ করা হইয়াছে। চিকিৎসা-শিক্ষায় কেবলমাত্র ডিগ্রি কোর্স বলবৎ থাকিবে এবং ডিগ্রি লাভের পর স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। ১৯৪৮ সালের জুলাই হইতে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজে পরিণত করা হইয়াছে।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জলপাইগুড়িতে কম্পাউণ্ডারদিগের উন্নতমানের শিক্ষাদানের জন্য একটি বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে ফার্মাসিতে ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে।

দন্ত চিকিৎসা ও তদ্বিষয়ে শিক্ষাদানের উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা ডেণ্টাল কলেজ ও হাসপাতালের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন ও উন্নতির ব্যবস্থা করা হইতেছে।

দৈর্ঘ্যের অনুপাতে শরীরের ওজন

দৈর্ঘ্য	ওজন		
ফুট—ইঞ্চি	সর্বনিম্ন	গড়	সর্বোচ্চ
৫ — ১	৯৫ পাউণ্ড	১২৫ পাউণ্ড	১৫৫ পাউণ্ড
৫ — ২	৯৭ "	১২৮ "	১৫৮ "
৫ — ৩	১০০ "	১৩১ "	১৬১ "
৫ — ৪	১০২ "	১৩৪ "	১৬৪ "
৫ — ৫	১০৫ "	১৩৭ "	১৬৭ "
৫ — ৬	১০৮ "	১৪১ "	১৭১ "
৫ — ৭	১১১ "	১৪৬ "	১৭৬ "
৫ — ৮	১১৫ "	১৫১ "	১৮১ "
৫ — ৯	১১৯ "	১৫৬ "	১৮৬ "
—	১২৩ "	১৬১ "	১৯১ "
	১২৬ "	১৬৭ "	১৯৭ "
	১৩১ "	১৭৩ "	২০৩ "

শরীরের তাপ ও নাড়ীর বেগ

সুস্থ শরীরে সাধারণতঃ আমাদের শরীরের উত্তাপ জিহ্বার তলায় ৯৮'৪° ফারেনহাইট ; বগলের উত্তাপ উহা অপেক্ষা ১° কম।

* * * *

বয়স		নাড়ীর বেগ (প্রতি মিনিটে)
১ম বৎসরে	...	১১৫ হইতে ১৩০
২য় "	...	১০০ " ১১৫
৩য়—৬ষ্ঠ "	...	৯০ " ১০৫
৭ম—১৪শ "	...	৮০ " ৯০
১৪শ—ও উর্ধ্বে	...	৭৫ " ৮৫

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের নাড়ীর বেগ কিছু দ্রুত।

ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা

ভারতের সেন্সাস কমিশনারের আনুমানিক হিসাব অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ রাষ্ট্রসমূহে ১৯৫০ সালের ১ মার্চ যে জনসংখ্যা ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

রাষ্ট্র	লোকসংখ্যা	রাষ্ট্র	লোকসংখ্যা
(ক)—		পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন	৩[illegible],[illegible]০,০০০
পশ্চিমবঙ্গ	২,৪৩,২০,০০০	রাজস্থান	১,৪৬,৯০,০০০
আসাম	৮৫,১০,০০০	সৌরাষ্ট্র	৩৯,৬০,০০০
বিহার	৩,৯৪,২০,০০০	ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৮৫,৮০,০০০
বোম্বাই	৩,২৬,৮০,০০০	(গ)—	
মধ্যপ্রদেশ	২,০৯,২০,০০০	আজমীড়	৭,৩০,০০০
মাদ্রাজ	৫,৪২,৯০,০০০	ভূপাল	৮,৫০,০০০
উড়িষ্যা	১,৪৪,১০,০০০	বিলাসপুর	১,৩০,০০০
পাঞ্জাব	১,২৬,১০,০০০	কুর্গ	[illegible],৭০,০০০
উত্তর প্রদেশ	৬,১৬,২০,০০০	দিল্লী	১৫,১০,০০০
(খ)—		হিমাচল প্রদেশ	১০,৭০,০০০
হায়দ্রাবাদ	১,৭৬,৯০,০০০	কচ্ছ	৫,৫০,০০০
জম্মু ও কাশ্মীর	৪৩,৭০,০০০	মণিপুর	৫,৪০,০০০
মধ্য ভারত	৭৮,৭০,০০০	ত্রিপুরা	৫,৮০,০০০
মহীশূর	৮০,৬০,০০০	বিন্ধ্যপ্রদেশ	৩[illegible],৮০,০০০

মোট, অর্থাৎ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—৩৪,৭৩,৪০,০০০

ভারতের শ্রমবিরোধ

বৎসর	শ্রমবিরোধের সংখ্যা	জন-দিবস নষ্ট
১৯৪৭	১,৬১১	১,৬৫,৬২,৬৬৬
১৯৪৮	১,২৫৯	৭৮,৩৭,১৭৩
১৯৪৯	৯১৪	৬৫,৮০,৮৮৭

ভারতীয় রেলপথ

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম রেলপথ নির্মাণ হয় বোম্বাই ও থানার মধ্যে ২১ মাইল পথ।

* * * *

ভারত বিভাগের ফলে ভারতের রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩৩,৮৬১ মাইল।

* * * *

১৯২৫ খৃঃ ভারতে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল করে বোম্বাই (ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস) ও কুরলার মধ্যে।

* * * *

ভারতের অধিকাংশ রেলপথের প্রস্থ ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি।

* * * *

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত সরকারের রেলপথ সমূহ হইতে মোট ১৯ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ও ১৯৪৯-৫০ সালে ১১ কোটি ২ লক্ষ টাকা লাভ হয়।

* * * *

১৯৪৮-৪৯ সালে রেলপথ সমূহে মোট ১১,৮০,৬০০ জন যাত্রী ভ্রমণ করেন ও প্রত্যেক যাত্রী গড়ে ৩২৮ মাইল ভ্রমণ করেন। মালপত্র চলাচল করে ৮ কোটি ১৬ লক্ষ টন

* * * *

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে রেল-দুর্ঘটনায় প্রায় ৪,৬৬০ জন নিহত ও ২৬,২০৬ জন আহত হন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় ৯১টি ছোটবড় রেল দুর্ঘটনা হইয়াছে।

* * * *

১৯৪৮ সালে ভারতীয় রেলপথে যাত্রীগণের ভ্রমণ বাবদ মোট আয় হয় ৮১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে—১ম শ্রেণী—২,১৯ লক্ষ টাকা, ২য় শ্রেণী ৬,২৯ লক্ষ টাকা, মধ্যম শ্রেণী—৫,২০ লক্ষ টাকা ও ৩য় শ্রেণী—৬৭,৯৭ লক্ষ টাকা।

ভারতীয় বে-সামরিক বিমানপথ

ভারতে বিমান পথের স্থাপনা হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। ১৯৩৮ খৃঃ ৭টি, আভ্যন্তরীণ পথে বিমান চলাচল করিত। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ৪১টি আভ্যন্তরীণ পথ ও ২টি বহির্ভারতীয় (বোম্বাই-লণ্ডন, কলিকাতা ব্যাঙ্কক)—খোলা ছিল। বর্তমানে বে-সামরীক বিমানের জন্য ৩৭ টি বিমান-ঘাঁটি আছে। নিম্নে বে-সামরিক বিমান-চলাচলের হিসাব দেওয়া হইল—

বৎসর	ঘণ্টা চালিত	পথ অতিক্রান্ত	যাত্রী বাহিত	মাল বাহিত টন	ডাক বাহিত টন
১৯৪৫	২১,৭৮১	৩৩,২০,২৭৭	২৪,০৯০	৮,৫২,০৬৮	৫,৮০,৪১৬
১৯৪৬	:৯,৫৩৯	৪৫,২০,০৪৬	১,০৫,২৫১	১৩,১৮,১৫৩	১০ ২৬,৪০৩
১৯৪৭	৫৯,৩০১	৯৩,৬১,৬৭৩	২,৫৪,৯৬০	৩৮,৬৮,৫৪৬	১৪,০৫,০৭৩
১৯৪৮	৭৮,৯৬১	১,২৬,৪৮,৭৬৫	৩,৪১,১৮৬	৮১,৫৬,৪৭১	১৫,৮২,৬৪৫
১৯৪৯	৯৩,০০০	১,৪৯,০০,০০০	৩,৫৮,০০০	১,৩৩,০০,০০০	৪৯,০০,০০০

১৩৫৬ সালের ঘটনা প্রবাহ

১৪ই এপ্রিল '৪৯—(১ বৈশাখ—)

১৪—মানভূমে বাঙ্গালী সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি ও বর্শা চালনা। কাশ্মীরে পাকিস্থান সৈন্য কর্তৃক যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন। ১৬—কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া পাকিস্থানী সৈন্য কর্তৃক ভারতীয় বাহিনীর উপর গুলীবর্ষণ। ১৯—কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের জন্য পণ্ডিত নেহেরুর লণ্ডন যাত্রা। ২১—ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের লাঠি চালনা। ২২—দিল্লী ছাত্র শোভাযাত্রায় লাঠিচালনা। ত্রিপুরা-সীমান্তে পাকিস্থানীদের সহিত গুলী বিনিময়। ২৩—শিলং-এ প্রচণ্ড ঝড়। মানভূম সত্যাগ্রহ নেতা অতুল চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সাময়িকভাবে সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখার নির্দেশ দান। ২৭—ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও কমনওয়েলথে থাকার সীদ্ধান্ত গ্রহণ। ২৮—কলিকাতায় মহিলা শোভাযাত্রীদের উপর গুলীবর্ষণ ও বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৭ জন নিহত ও ৪ জন আহত। ২৯-কলিকাতায় পুলিসের সহিত শোভাযাত্রীদের পুনরায় সঙ্ঘর্ষ।

মে '৪৯—(১৮ বৈশাখ—১৭ জ্যৈষ্ঠ

১—বরোদা রাজ্যের বোম্বাইয়ের অন্তর্ভুক্তি। ২—কলিকাতায় পুনরায় শোভাযাত্রীদের সহিত পুলিশের সঙ্ঘর্ষ। ৩—গান্ধী হত্যা মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ। ৪—সুইস পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহেরুর ভাষণ। ৭—পণ্ডিত নেহেরুর ভারতে প্রত্যাবর্তন। ৯—হিন্দু মহাসভার রাজনীতিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত। ১৭—ভারতীয় গণ-পরিষদ কর্তৃক ভারতের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কীয় লণ্ডন-চুক্তি অনুমোদিত। ২৬—কলিকাতার নিমতলায় কাঠের গোলায় এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েকশত কাঠের গোলা ও টীনের বাড়ী ভস্মীভূত।

জুন '৪৯ (১৮ জ্যৈষ্ঠ—১৬ আষাঢ়)

৯—কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে এক হাঙ্গামায় ২ জন রাজবন্দী নিহত ও ৩৫ জন পুলিশ আহত। দমদম জেলে গুলীবর্ষণে ৩ জন রাজবন্দী নিহত ও ২০ জন আহত। ১৪—পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের দক্ষিণ কলিকাতা সাধারণ কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে শরৎচন্দ্র বসুর জয়লাভ। পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর ইউরোপ যাত্রা। নলিনীরঞ্জন সরকার অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী মনোনীত। ১৯—চন্দননগরে গণভোট গ্রহণ। ২১—গান্ধী হত্যা মামলার আপীলে পূব-পাঞ্জাব হাইকোর্টের রায় দান—ডাঃ পারচুরে ও শঙ্কর কৃষ্ণায়াব মুক্তিলাভ, গোপাল গড়সের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের মেয়াদ হ্রাস; নাথুরাম গড়সে ও নারায়ণ আপ্তের মৃত্যুদণ্ড; করকরে ও মদনলালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। চন্দননগরের গণভোটে শতকরা ৯৮ জনের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভোটদানের ফলাফল ঘোষিত। ২৮—কয়েকদিন যাবত কলিকাতায় শোভাযাত্রাকারীদের সহিত পুলিশের সঙ্ঘর্ষ ও প্রায়ই সহরতলীতে কমিউনিষ্টদের হানা ও পুলিশের সহিত সঙ্ঘর্ষ।

জুলাই '৪৯ (১৭ আষাঢ়—১৫ শ্রাব)

১—ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা—রাজপ্রমুখ ও মন্ত্রীবর্গের শপথ গ্রহণ। ২—ভারত সরকার কর্তৃক রামপুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ। পণ্ডিত নেহেরুর কলিকাতায় আগমন। ১৮—১৬ বৎসর কারারুদ্ধ ও অন্তরীণ থাকার পর নাগা মহিলা নেত্রী রাণী গুইদালোকে আসাম সরকারের মুক্তিদান। ২৭—হায়দ্রাবাদের রাজাকার নেতা সৈয়দ কাসেম রেজভীর স্পেশাল ট্রাইবিউনালে বিচার আরম্ভ।

আগষ্ট '৪৯ (১৬ শ্রাবণ—১৪ ভাদ্র)

৪—লণ্ডনে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে স্টার্লিং চুক্তির ফলে ভারতের ১৯৪৮-৪৯ সালে ৮ কোটি ১০ লক্ষ স্টার্লিং পাওয়ার কথা ভারতের অর্থসচিবের ঘোষণা। ১১—শ্রীরামপুরের নিকট পুলিশের সহিত

একদল সশস্ত্র লোকের সঙ্ঘর্ষে ২ জন নিহত ও কয়েকজন আহত। ১৭—করাচীতে ভারতীয় দূতাবাসের সম্মুখে হাঙ্গামা। কলিকাতায় স্বাধীনতা বিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ। ১৭—বিপ্লবী নেতা পুলিন বিহারী দাসের মৃত্যু। ১৮—আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক ভারতকে রেলপথের জন্য ৩৪০ লক্ষ ডলার ঋণ দান। ২৬—বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি সম্পর্কীয় করাচী চুক্তি ভঙ্গ করায় ভারত সরকার কর্তৃক পাকিস্তানের নিকট দীর্ঘ প্রতিবাদ লিপি পেশ। ২৭—পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় কংগ্রেস সদস্যের অভিযোগের পণ্ডিত নেহেরুর উত্তর প্রকাশিত।

সেপ্টেম্বর '৪৯ (১৫ ভাদ্র—১৩ আশ্বিন)

২—কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার জন্য এডমিরাল নিমিৎসকে মধ্যস্থরূপে গ্রহণ করার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এট্‌লীর ভারত ও পাকিস্তানের নিকট আবেদন। ৬—মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক মাদ্রাজের ১৩টি জমিদারীর কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ। ১১—কুচবিহার রাজ্যের আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান ও ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ভি, আই, নানজাপ্পার শাসনভার গ্রহণ। ১৪—গণপরিষদে দেবনাগরী ভাষায় লিখিত হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত। স্টার্লিং-এর মূল্যহ্রাস ও টাকার মূল্যহ্রাস। ২১—চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংবাদ ঘোষণা। ৩০—কমিউনিষ্ট নেতা মাও-সে তুং চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত।

অক্টোবর '৪৯ (১৪ আশ্বিন—১৪ কার্তিক)

৬—পণ্ডিত নেহেরুর ইং ও ও আমেরিকা সফরে বিমানযোগে যাত্রা। ৮—পণ্ডিত নেহেরু লণ্ডনে উপনীত। ১১—পণ্ডিত নেহেরু ওয়াশিংটনে উপনীত ও বিপুলভাবে সম্বর্ধিত। ১৫—আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে রণজিৎ রায় কর্তৃক চীফ্ কমিশনার রূপে ত্রিপুরারাজ্যের শাসনভার গ্রহণ। মণিপুর রাজ্যের দেওয়ান

রাওলাল অমর সিংহ চীফ কমিশনার রূপে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে মণিপুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ। ১৭—পূর্ব পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী ভীমসেন সাচার কর্তৃক পূর্বপাঞ্জাব পরিষদ কংগ্রেস দলের নেতার পদ ত্যাগ ও ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গবের উক্ত পদে নির্বাচন। ১৮—পূর্ব পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী ভীমসেন সাচার ও মন্ত্রী সভার সদস্যদের পদত্যাগ ২৩—কলিকাতা কর্পোরেশনে শ্রমিক ধর্মঘট আরম্ভ। ৩০—কর্পোরেশন শ্রমিক ধর্মঘটের অবসান।

নভেম্বর '৪৯ (১৫ কার্তিক—১৪ অগ্রহায়ণ)

৭—লণ্ডন যাত্রার জন্য পণ্ডিত নেহেরুর আমেরিকা ত্যাগ। ১১—ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ হাত্তার কলিকাতায় আগমন। ১৪—পণ্ডিত নেহেরুর ইউরোপ আমেরিকা সফরান্তে ভারতে প্রত্যাবর্তন। ১৫—আম্বালা সেণ্ট্রাল জেলে গান্ধী-হত্যাকারী নাথুরাম গড়সে ও নারায়ণ আপ্তের ফাঁসি। -কলিকাতার আকাশে বিমান দুর্ঘটনায় ১৪ জন নিহত ও ১৫ জন আহত। ২৬—ভারতীয় গণ-পরিষদে ভারতীয় শাসনতন্ত্র গৃহীত। ২৯-খ্যাতনামা সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন।

ডিসেম্বর '৪৯ (১৫ অগ্রহায়ণ—২৬ পৌষ)

১—৩৫টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে বিশ্বশান্তি সম্মেলন আরম্ভ। ৫—কলিকাতায় ডাঃ বাগের সভাপতিত্বে ভারত-পাকিস্থান সীমানা তদন্ত কমিশনের অধিবেশন আরম্ভ। ১৯—খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার কয়েকটি গ্রামে হিন্দুদের উপর পাকীস্থানীদের অমানুষিক অত্যাচার—পুলিসের সহযোগিতায় নরহত্যা, নারীধর্ষণ ও লুঠতরাজ। ২৪—কলিকাতায় ডাঃ এন বি খারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ। ২৭—নেদারল্যাণ্ডের রাণী জুলিয়ানা কর্তৃক নবগঠিত ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ হাত্তার নিকট রাষ্ট্রের সার্বভৌম

ক্ষমতা হস্তান্তর। ৩০—ভারত কর্তৃক কমিউনিষ্ট চীন সরকারকে অনুমোদন।

জানুয়ারী '৫০ (১৭ পৌষ—১৭ মাঘ)

১—আনুষ্ঠানিকভাবে কুচবিহারের পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্তি। ৭—কুচবিহারে জনসভায় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ। ৯—কলম্বোতে কমনওয়েলথ সম্মেলন আরম্ভ। ১১—মাডাম জলিয়ট-কুরি কর্তৃক কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের আণবিক গবেষণাগারের উদ্বোধন। ১২—সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেলের কলিকাতায় আগমন। ১৬—সর্দার প্যাটেলের কলিকাতা ত্যাগ। ২১—নূতন দিল্লী জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারের উদ্বোধন। ২৬—নূতন দিল্লীতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতিরূপে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের শপথ গ্রহণ ও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ২৮—প্রজাতন্ত্রী ভারতের পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন ও সদস্যগণের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ। নূতন দিল্লীর রাজন্য পরিষদ ভবনে সুপ্রীম কোর্টের উদ্বোধন। ২৯—পাঞ্জাবে আম্বালার কিছু দূরে ট্রেন দুর্ঘটনায় ৫০ জন নিহত ও শতাধিক আহত।

ফেব্রুয়ারী '৫০ (১৮ মাঘ—১৬ ফাল্গুন)

৪—মিঃ আলগট বাগের সভাপতিত্বে ভারত পাকিস্থান সীমানা বিরোধ ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত ঘোষিত। ১০—ঢাকা সহরে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, লুঠতরাজ ও গৃহে অগ্নিসংযোগ আরম্ভ। ১১—ঢাকায় পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ চীফ্ সেক্রেটারী সম্মেলন সমাপ্ত। ১৩—পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত বিলে কর্পোরেশন বাতিলের মেয়াদ ১৯৫০ এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত। ১৯—নূতন দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনা—পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক পূর্ববঙ্গের অবস্থা বিশ্লেষণ। ২০—দেশবরেণ্য নেতা শরৎচন্দ্র বসুর কলিকাতায় হঠাৎ

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার দরুণ মৃত্যু। ২৩—ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক অত্যাচার সম্পর্কে এক দীর্ঘ বিবৃতি দান—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ফেণী, রাজসাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গের বহু অংশেই ব্যাপক আকারে শোচনীয় ঘটনাবলী অনুষ্ঠানের উল্লেখ—একমাত্র ঢাকা সহরেই নিহতের সংখ্যা ৬০০ হইতে ১০০০ বলিয়া অনুমান।

মার্চ '৫০ (১৭ ফাল্গুন—১৭ চৈত্র)

৬—পূর্ব-বঙ্গের গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ ও আলোচনার জন্য পণ্ডিত নেহেরুর কলিকাতায় আগমন। হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলির হায়দ্রাবাদ হইতে পাকিস্থানে পলায়নের সংবাদ প্রকাশ। ৮—পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক বনগাঁয়ের উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন। ৯—পণ্ডিত নেহেরুর দিল্লী প্রত্যাবর্তন। ১০—পশ্চিম-বঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনকার্যকে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার ন্যায় অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক ঘোষিত। ১৩—নূতন দিল্লীতে সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ পূর্ব-বঙ্গের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডে নিহত হিন্দুর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার ও নষ্ট সম্পত্তির মূল্য প্রায় ছয় কোটি টাকা। ১৪—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পুনরায় কলিকাতায় আগমন। ১৫—পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক রাণাঘাটের উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন। ১৯—ভারতে আগমনেচ্ছু

"জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক্, গুরুর মধ্যেই থাক্, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক্, মনুষ্যত্ব হানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।"

—রবীন্দ্রনাথ

হাজার হাজার উদ্বাস্তুর পূর্ববঙ্গের রেল ও ষ্টীমার স্টেশনে অপেক্ষা করার সংবাদ প্রকাশ। ২১—দুই হাজার পাকিস্থানী মুসলমান সীমান্তবর্তী গ্রাম কাদীপুর গ্রামে হানা। ৩১—নদীয়া জেলার জয়নগর সীমান্তে পাকিস্থানীদের হানা ও উপর্যুপরি গুলীবর্ষণ।

১—১৩ এপ্রিল '৫০ (১৮—৩০ চৈত্র)

২—নূতন দিল্লীতে নেহেরু ও লিয়াকৎ আলির মধ্যে সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ। ৪ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও দেশ হিতব্রতী ডাঃ সুন্দরী মোহন দাশের ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন। বীর সাভারককার নিরাপত্তা আটক আইন অনুসারে গ্রেপ্তার। ৫—বসুমতী সম্পাদক অগ্নিযুগের বিপ্লবী সাধক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। ৮—পণ্ডিত নেহেরু লিয়াকৎ আলি কর্তৃক ভারত পাকিস্থান চুক্তি (সংখ্যালঘু সম্পর্কিত) স্বাক্ষরিত।

বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙ্গালী

'বর্ষলিপি'র পাঠকদের অনেকের অভিযোগ এই অধ্যায় সম্পর্কে। আমরা অভিযোগ পাই—অমুক নাম দেওয়া হয় নাই কেন? পাঠকদিগকে আমরা জানাইতে চাই যে প্রথমতঃ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট চিঠি-পত্র লিখিয়াও আমরা তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই—সম্ভবতঃ তাঁহারা এইরূপ প্রচার পছন্দ করেন না। দ্বিতীয়তঃ এই অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তির নাম থাকা উচিত এ বিষয়ে প্রত্যেক পাঠকের সহিত আমাদের একমত হওয়া সম্ভব নহে। প্রত্যেক পাঠকের ইচ্ছানুযায়ী নাম তালিকাভুক্ত করিলে এই অধ্যায়টি বিরাট হইয়া উঠিবে। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন যে, সমালোচনাকালে তাঁহারা এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করিবেন ও এ বিষয়ে ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

শ্রীঅরবিন্দ (ঘোষ):—জন্ম ১৫ অগাস্ট ১৮৭২—কলিকাতায়। বাল্যকাল হইতেই বিলাতে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯০ সালে আই, সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন কিন্তু অশ্বচালনা পরীক্ষায় অনুপস্থিত হওয়ায় তিনি অমনোনীত হন। কিছুকাল বরোদায় অধ্যাপনার পর বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। আলিপুরের বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হন কিন্তু নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর ১৯১০ সালে তিনি পণ্ডিচেরীতে যান এবং তখন হইতে সেইখানেই বাস করিতেছেন। পণ্ডিচেরীতে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া তিনি নীরবে যোগসাধনায় মগ্ন আছেন। ইনি একজন বিজ্ঞ দার্শনিক এবং কবি-ও। ধর্ম, দর্শন ও যোগ-সাধনা সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই :—জন্ম ১৮৭১ ; আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জন্মদাতা। কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। এঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী দেশ বিদেশে বহু প্রদর্শনীতে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা। শিল্পকলা ও শিশু সাহিত্যে এঁর কয়েকটি পুস্তক বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব আচার্য।

অখিলচন্দ্র দত্ত. এম, এ ; বি, এল :—জন্ম ১৮৬৯ ; ১৮৯১ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং বর্তমানে ফেডারেল কোর্টের য়্যাডভোকেট। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ১৯১৬-৩০। সভাপতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, ১৯১৮ ; সভাপতি, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, ১৯২৭-২৮ ; প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, কংগ্রেস ন্যাশানালিষ্ট পার্টি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি। ঠিকানা—পি ৩৪৯ সাদার্ণ এভেন্যু, কলিকাতা।

স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, (ক্যাণ্টাব) ; এল এল ডি (এডিন) ; কে, সি, এস, আই ; জি, সি, আই, ই ; আই সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত) :—জন্ম ১৮৭৪ ; আই, সি, এস পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি ভারত সরকারের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য। ভূতপূর্ব লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনার। রাজকীয় অর্থনীতি কমিটির সদস্য। লণ্ডনের কাউন্সিল অব আর্টসের ভূতপূর্ব সভাপতি। ভারত সচিবের ভূতপূর্ব পরামর্শদাতা (য়্যাডভাইসর)।

অনুরূপা দেবী :—ইনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। ইনি সংস্কৃত, কাব্য, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন। মন্ত্রশক্তি, মা, পোষ্যপুত্র, মহানিশা প্রভৃতি অনেক উপন্যাস রচনা করিয়া ইনি যশস্বিনী হইয়াছেন। সমাজ ও ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও অনেক প্রবন্ধ

লিখিয়াছেন। ইঁহার স্বামী দীর্ঘকাল মজঃফরপুরে আইনব্যবসা করেন। বর্তমানে অনুরূপা দেবী কলিকাতার বহু শিক্ষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়, আই, সি, এস: ইনি আই, সি, এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। সাহিত্যে এঁর যথেষ্ট অনুরাগ আছে ও পথে প্রবাসে, সত্যাসত্য (৫ খণ্ড) তারুণ্য, বিনুর বই, হুসারা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

অসিতকুমার হালদার:—জন্ম ১৮৯০, শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। রয়াল সোসাইটি অব আর্টস্-এর ফেলো। বর্তমানে লক্ষ্ণৌয়ের সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। চিত্রশিল্পে ইনি বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।

অমল (চন্দ্র) হোম জন্ম ১৮৯৪ খৃঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের ভূতপূর্ব সম্পাদক (১৯২৫-১৯৪৯)। মডার্ণ রিভ্যু ও বেঙ্গলী, পত্রিকায় শিক্ষানবিশী করেন ও 'দি পাঞ্জাবী' 'দি ট্রিবিউটন' 'দি ইনডিপেনডেণ্ট' ও 'দি, ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' প্রভৃতি পত্রিকাসমূহের সহযোগী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। ১৯৩৮ সালে প্রথম নিখিল ভারত স্বায়ত্তশাসন সম্মেলনের অন্যতম সভাপতি হ'ন। ১৯৩১ সালের কলিকাতার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর' পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন। ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার অধিকর্তা নিযুক্ত হন। রচনা—'রামমোহন রায়', 'দি ম্যান য়্যাণ্ড হিজ ওয়ার্ক' প্রভৃতি।

আবুল কাশেম ফজলুল হক, এম, এ; বি, এল; এম, এল, এ: -জন্ম ১০৭৩, ১৯০০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন পরে কিছুকাল সরকারী চাকুরী করেন। এবং ১৯২৩ সালে পদত্যাগ করিয়া পুনরায় আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালে ইনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সম্পাদক। ইনি প্রথম ও দ্বিতীয় গোল গোবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র; নিখিল ভারত

মুসলীম লীগের ভূতপূর্ব সভাপতি। বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী (১৯৩৭—৪৩); কৃষক প্রজাপার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা।

আলামোহন দাস :—জন্ম ১৮৯৫ ; দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং স্কুলের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া ১৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসেন এবং ফিরি করিয়া খৈ মুড়ি বিক্রয় আরম্ভ করেন। কিন্তু নিজ উৎসাহ ও দৃঢ়তার বলে, নানারূপ ব্যবসা করিতে করিতে পরে ওজন করিবার যন্ত্র প্রভৃতি মেসিনারীর একটি কারখানা খুলেন। তাঁহার নিজ কারখানাতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতির দ্বারা ভারত জুট মিল্‌সের প্রতিষ্ঠা করেন। জুট মিল্‌স ও ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার, দাস ব্রাদার্সে'র স্বত্বাধিকারী এবং আরও অনেকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ঠিকানা—দাশনগর, হাওড়া।

উদয়শঙ্কর (চৌধুরী), এ, আর, সি, এ (লণ্ডন) :—জন্ম ১৯০০ ; বোম্বাই আর্ট'স কলেজ ও লণ্ডন আর্ট'স কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রাচ্যনৃত্য প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় নৃত্যকে জগতের সম্মুখে একটি বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালে আলমোড়াতে নৃত্যকলা ও সংস্কৃতি চর্চার একটি কেন্দ্র স্থাপনা করেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী। নৃত্যশিল্পী অমলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইনি "কল্পনা" ছায়াচিত্রের দ্বারা ভারতীয় নৃত্যশিল্প ও সংস্কৃতিকে ভারতে ও ভারতের বাহিরে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ডাঃ কালিদাস নাগ, এম এ ; ডি লিট :—জন্ম ১৮৯২ ; স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক ; ১৯২১ সালে জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ইনি পৃথিবীর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন এবং বহুস্থানে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। বঙ্গীয় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক। ইনি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকখানি বই লিখিয়াছেন।

নবাব আসেফ্ কুতুর সৈয়দ ওয়াসেফ্ আলা মীর্জা, কে, সি, এস, আই; কে, সি, ভি, ও, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর—জন্ম ১৮৭৫; বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য; ইনি আরবী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপন্ন। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

কালিপদ মুখোপাধ্যায়:—বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। ইনি আজীবন কংগ্রেসকর্মী ও দীর্ঘদিন কারাভোগ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ঠিকানা—১৬ গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এম, এ:—জন্ম ১৮৮০; কাশীর টোলসমূহ ও কুইন্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা গুজরাটি প্রভৃতি ভারতীয় বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। ১৯০৮ সালে শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং সেই হইতে বিদ্যালয়ের সহিত সংশিষ্ট আছেন। বর্তমানে বিদ্যা ভবনের অধ্যক্ষ। কবীর (৪ খণ্ড), ভারতীয় সাধনার ধারা ও আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম, এ; বি, এল:—জন্ম—১৮৮৮; কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ১৯২১—৩৪ এবং ১৯৪২—৪৫। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতপূব দেওয়ান। ১৯৪৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে যোগদান করেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীপদ হইতে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করেন। ঠিকানা—১৩/এ সাদার্ণ এভেন্যু, কলিকাতা ২৬।

ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি, এস, সি; এম, বি:—জন্ম ১৮৮৭—দ্বারভাঙ্গায়; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যাবিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ; ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা; মানসিক রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিকিৎসক। ইনি মনোবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ঠিকানা—১৪ পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

চারুচন্দ্র বিশ্বাস, এম, এ; বি, এল ; সি, আই, ই :—জন্ম ১৮৮৮ ; ১৯১০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূব কাউন্সিলর ; লণ্ডনের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কমিটির সদস্য (১৯৩৩), জেনেভার লীগ অব্ নেশন্সের ভারতীয় সদস্য, ১৯৩৬। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। ঠিকানা—৫৮ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, এম, এ ; বি, এল :—জন্ম ১৯০১ ; কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২০ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেস ন্যাশানালিস্ট পার্টির ভূতপূর্ব সম্পাদক (১৯৩৩-৩৯)। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক। দীর্ঘকাল সংবাদপত্র সেবা করিতেছেন। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। গ্রন্থ—'কংগ্রেস ইন্ ইভল্যুশন' ও কংগ্রেস সংগঠনের বাংলা।

স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডি, এস্, সি :—জন্ম ১৮৯৪ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ, ১৯২১—৩৯ ; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি, ১৯৩১ ; সরকারী ও বে-সরকারী বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইঁহার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিট্যুট অব্ সায়েন্সের ডিরেক্টর, ১৯৩৯-৪৭। বর্তমানে ভারত সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল।

মেজর জেনারল, জে, এন, চৌধুরী, ও, বি, ই :—বর্তমান বয়স প্রায় ৪১ বৎসর। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এ, এন, চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৮ সালে সামরিক বিভাগে যোগদান করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৪৩ সালে কোয়েটার সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক

নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে তৃতীয় ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার নিযুক্ত হন। ভারত সরকার কর্তৃক হায়দ্রাবাদ দখলের পর হায়দ্রাবাদের মিলিটারী গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৯০৩; শান্তিনিকেতন, কলিকাতা ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৩ খৃঃ পৈতৃক কয়লাখনির ব্যবসায় যোগদান করেন। ভারতীয় মাইনিং ফেডারেশনের সভাপতি, ১৯৪৬-৪৮। রেলওয়ে কোলিয়ারি এনকোয়ারী কমিটির, সেণ্ট্রাল এড্‌ভাইসরি কাউন্সিল অব্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাণ্টি ইনফ্লেশন কমিটির সদস্য। জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে মালিকদের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ঠিকানা—১০ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়:—জন্ম ১৮৯৮ সালে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান লেখক—ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখিয়া ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এঁর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই—গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কবি, ধাত্রী দেবতা, দুই পুরুষ, জলসা ঘর, হারানো সুর, সন্দীপন পাঠশালা। ইনি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাস লিখিয়া শরৎচন্দ্র-স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

তিমিরবরণ ভট্টাচার্য:—জন্ম ১৯১০ কলিকাতায়। অল্প বয়স হইতেই ইনি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে থাকেন। ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁর নিকট শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩০ সালে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সঙ্গে যোগ দেন এবং ইউরোপের সর্বত্র ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমান ভারতে ঐক্যতান বাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী।

তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, [illegible] ([illegible]):—জন্ম ১৮৯৮; কলিকাতা, প্যারী ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরি-

ষদের কংগ্রেসদলের ভূতপূর্ব ডেপুটি-লীডার। বাংলার ভূতপূর্ব অর্থ সচিব। ক্যানাডায় এম্পায়ার পার্লামেণ্টারী য়্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে সদস্যরূপে যোগদান করেন। ঠিকানা—১৮/২ ডোভার লেন, কলিকাতা।

তুষারকান্তি ঘোষ,বি, এ :—জন্ম ১৮৯৯ ; অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য ইনি একবার রাজরোষে পতিত হন ও তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভাপতি। ঠিকানা—১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা।

দিলীপকুমার রায় :—জন্ম ১৮৯৭, ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এস-সি পাশ করেন ; ১৯১৯ সালে কেম্‌ব্রিজে গণিত ও আইন শিক্ষালাভ করিতে যান এবং সঙ্গীতও শিক্ষা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে গণিত ও আইন শিক্ষা হইতে বিরত হইয়া সঙ্গীত শিক্ষাতেই মনোনিবেশ করেন। ১৯২২ অবধি ইউরোপীয় বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভ করিয়া সঙ্গীতে পারদর্শী হইয়া উঠেন। ভারতীয় সঙ্গীতে পারদর্শীতা লাভের জন্য ১৯২২—২৭ ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ১৯২৭ সালে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করেন এবং সঙ্গীতের ন্যায় যোগ সাধনাও তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিল। সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট যশ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী, মনের পরশ, রঙের পরশ, তীর্থঙ্কর, আবার ভ্রাম্যমান, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য এম, এস-সি ; পি-এইচ. ডি (ডাবলিন) ; ডি এস-সি (প্যারী)—জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক, ১৯১০-৪৭। ২৫টি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। বর্ত্তমানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। ঠিকানা—৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯৪ ; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ। ইনি একজন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক, সমালোচক ও সঙ্গীত বিচারক। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের সময়ে ইনি উক্ত প্রদেশের ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক ইনফর্মেশন ও প্রেস্ অ্যাডভাইজর পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান—তাঁহার প্রবন্ধাবলী, ছোট গল্প, ত্রি-ধারা (উপন্যাস) প্রভৃতি। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপরে ইংরাজী ভাষায় ইঁহার একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯৮ খৃঃ উত্তর পাড়ায়। হুগলী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অসহযোগ আন্দোলন ও আগস্ট বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়া বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ হইতে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য। বঙ্গ বিভাগ কালে অর্থনৈতিক বণ্টন পরিষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ্ হুইপ। বঙ্গীয় জাতীয় চেম্বার অব্ কমার্স ও ভারত চেম্বার অব্ কমার্সের সদস্য ও বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ঠিকানা—৪২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

ধীরেন্দ্রনাথ সেন :—১৯১১ খৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৯১৭ খৃঃ আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। ১৯১৯ খৃঃ কাঁচ শিল্পে যোগদান করেন ও ব্যবসা, শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন। কলিকাতার ভূতপূর্ব শেরিফ, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের ভূতপূর্ব সভাপতি, প্রাদেশিক আইন সভার ভূতপূর্ব সদস্য, অল-ইণ্ডিয়া গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারার্স ফেডারেশানের ভূতপূর্ব সভাপতি। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের ডিরেক্টর। ঠিকানা—৭ রডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নলিনীরঞ্জন সরকার :—জন্ম ১৮৮৮, ময়মনসিংহ জেলার সাজুড়া গ্রামে। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইনস্যুরেন্স সোসাইটিতে সাধারণ কেরাণীরূপে প্রবেশ করিয়া শেষে ইহার ম্যানেজার ও সভাপতি হন।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের ভূতপূর্ব সভাপতি। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, ১৯৩৪-৩৫। ভারতীয় অর্থনৈতিক সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি। স্বরাজ্য পার্টির সম্পাদক ও প্রধান হুইপ ছিলেন। দিল্লী বিশ্বালয়ের ভূতপূর্ব প্রো-চ্যান্সেলার। বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য ছিলেন—১৯৪২ সালে পদত্যাগ করেন। ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় শিল্পপতি মিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যান। বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গের অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ঠিকানা—২৩৭, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

নন্দলাল বসু :—জন্ম ১৮৮৩; ডাঃ অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্য। কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে ও অবনীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার বহু চিত্রে ও প্রাচীর-চিত্রে একজন প্রতিভাবান্ শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ঠিকানা—শান্তিনিকেতন পোঃ, বীরভূম।

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ; ডি, এল :—জন্ম ১৮৮২; কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাড্ভোকেট। রিপণ, সিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ঢাকা আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যক্ষ।, ঢাকা জগন্নাথ হলের ভূতপূর্ব 'প্রভোষ্ট' ও 'ডীন অব দি ফ্যাকাল্টি অব্ ল'। ইনি আইন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান বই লিখিয়াছেন। বহু সংখ্যক উপন্যাস লিখিয়া ইনি বাংলার সাহিত্য-জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন—অভয়ের বিয়ে, তরুণী ভার্য্যা, প্রহেলিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঠিকানা—পি ৯৩ মনোহর পুকুর রোড, কলিকাতা।

নজরুল ইসলাম :—জন্ম ১৮৯৯; বিগত মহাসমরের সময়ে ইনি বাঙ্গালি পল্টনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, চিত্রনামা প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

সঙ্গীত রচনাতেও এঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। ভূতপূর্ব সম্পাদক, 'নবযুগ'।

স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, এম, এ (অক্সন্); সি, আই, ই :—জন্ম ১৮৯৪; ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান; বাংলা সরকারের শিক্ষা সচিব ১৯২৯-৩৪, স্বরাষ্ট্র সচিব ১৯৩৭-৪১; প্রধান মন্ত্রী ১৯৪৩-৪৫; বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ভূতপূর্ব সভাপতি। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় খাদ্যমিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যান। পূর্ববঙ্গের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী। বর্তমানে পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারল।

নলিনীরঞ্জন সেন, বৈদ্যাচার্য, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ—জন্ম ১২৯৭; ফরিদপুর, কাশী, ভাটপাড়া ও কলিকাতায় সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদ শিক্ষালাভ করেন। বর্তমানে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ। আয়ুর্বেদ ষ্টেট ফ্যাকালটির সদস্য। ঠিকানা—১২৩, হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা।

নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম, ডি; এম, এস, এম, এফ—জন্ম ১৮৮৯; ১৯১১ খৃঃ এম, বি, ও ১৯১৪ খৃঃ এম, ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ধর্ম বিষয়ে ইঁহার বিশেষ আগ্রহ ও প্রচুর দান আছে। ইনি বৈষ্ণবপন্থী ও বিভিন্ন সনাতনী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এশোশিয়েশনের কলিকাতা ও বাংলা শাখার ভূতপূর্ব সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহঃ সভাপতি। বিদেশে শিক্ষা লাভ না করিয়াও ইনি ভারতে চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উপার্জন করেন। ঠিকানা—৯১ চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

ডাঃ নলিনী মোহন সান্ন্যাল, এম, এ; পি-এইচ, ডি—জন্ম—১৮৬১ খৃঃ শান্তিপুরে। ১৮৮৫ খৃঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হন। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পরে তিনি ১৯২১ খৃঃ হিন্দী ভাষায় এম, এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন ও ৮৩ বৎসর বয়সে গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য পি-এইচ, ডি উপাধি লাভ করেন।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ ; ডি, এস-সি, (ইকন) (লণ্ডন), বার-য়্যাট-ল ; :—জন্ম ১৮৭৯ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক, ১৯২০-৩৫। ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি. ১৯৩০, ও ভারতীয় রাজনীতি-বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতি, ১৯৪০ ; কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি ; অর্থনীতি ও শাসন-বিধি বিষয়ে ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ ; বি. এল ; পি. আর এস ; বার-য়্যাট-ল :—জন্ম ১৮৯ . বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক ; বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের অধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূব ভাইস-চ্যান্সেলার। ঠিকানা—৬৯এ হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রমথনাথ বিশী, এম, এ :—জন্ম ১৯০২ ; শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেন। দশ বৎসর রিপণ কলেজে অধ্যাপনার পর কিছুকাল আনন্দবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। সমালোচনা, কাব্য, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ৩০ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহ, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, কোপবতী, ঋণং কৃত্বা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঠিকানা—২৬বি অশ্বিনী দত্ত রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন :—বর্তমান বয়স ৫১ বৎসর। বি, এস-সি পাশ করিয়া চার্টার্ড য়্যাকাউন্টেন্সি অধ্যয়নকালীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও হুগলী বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করেন। হুগলী জেলার আরামবাগে ১৩৩০ ও '৩১ সালের গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। আরামবাগে অনেক গঠনমূলক কার্য করেন ও সেখানেই বাসস্থান করেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও গণপরিষদের সদস্য। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

পঙ্কজ গুপ্ত বি, এ—জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ। বাল্যে সকল খেলাতেই অংশ গ্রহণ করেন ও পরে ফুটবল রেফারী ও হকি আম্পায়ার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন ও তৎপরে ফুটবল, ক্রিকেট হকি প্রভৃতি খেলায় পরিচালকরূপে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিন বৎসর অলিম্পিক হকি টিমের ম্যানেজাররূপে ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের, হকি দলের ও ফুটবল দলের সহিত ম্যানেজাররূপে বহুবার বিদেশে যান। আই, এফ, এ শীল্ডের প্রথম ভারতীয় রেফারী। খেলাধুলা সম্পর্কীয় সাংবাদিতায় রত আছেন। ঠিকানা—১০০/বি সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা।

ক্যাপ্টেন **পি, বি, মুখোপাধ্যায়** বি, এস-সি; এম, বি, এফ, আর, সি, এস (এডিন): এফ, এফ, আর (লণ্ডন); ডি, এম, আর, ই (কেম্ব্রিজ); এফ, আই, সি, এস—জন্ম সন ১২৯৬ সালে সাহেবগঞ্জে। জামতাড়া, পাটনা, কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধে চিকিৎসা বিভাগে যোগদান করেন। পাটনা মেডিক্যাল কলেজের রঞ্জন-রশ্মি বিভাগে নিযুক্ত থাকেন—১৯২২-৩৫; ১৯৩৫ হইতে কলিকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন এর স্থাপনা হইতে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছেন ও এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে ১৯৪৭ খৃঃ বিশ্ব চিকিৎসক সম্মেলনে যোগদান করেন। ঠিকানা—৪৭-২ হাজরা রোড, কলিকাতা।

'বনফুল'—(ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়):—জন্ম সন ১৩০৬, পূর্ণিয়ায় মণিহারী গ্রামে। ইনি বর্তমানে ভাগলপুরে চিকিৎসা ব্যবসা করেন। ছোট গল্প, নাটক উপন্যাস ও কবিতা দ্বারা ইনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এঁর প্রত্যেক লেখাতেই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—বৈতরণী তীরে, দ্বৈরথ, মৃগয়া বনফুলের ছোট গল্প, সে ও আমি, সপ্তর্ষি শ্রীমধুসূদন, জঙ্গম প্রভৃতি। ঠিকানা—আদমপুর, ভাগলপুর।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ—জন্ম ১৯০৪ ; সম্পাদক 'যুগান্তর'। পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান জার্ণালিষ্ট অ্যাসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি। কাব্য ও সাহিত্যেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য রচনা—জাপান যুদ্ধের ডায়েরী। ঠিকানা—১৪৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, এম, ডি ; এফ, আর, সি, এস (ইংলণ্ড); এম, আর, সি, পি (লণ্ডন) :—জন্ম ১৮৮১ খৃঃ—পাটনায়। খুলনা জেলার শ্রীপুরে পৈতৃক বাসভূমি। পাটনায় ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৮ সালে এম, ডি, উপাধি লাভের পর বিলাতে শিক্ষালাভ করেন। ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের ও ভারতীয় মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব সভাপতি। ১৯১৬ খৃঃ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিশেষভাবে জড়িত ও ভাইস চ্যান্সেলার—১৯৪২—৪৪। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি ও কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য। ইনি যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত হন ও বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ঠিকানা—৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ :—জন্ম ১৮৯৯—যশোহর জেলার বারাকপুর গ্রামে। ইনি প্রথমে ভাগলপুরে এক জমিদারীর ম্যানেজার হন, তাহার পর হইতে শিক্ষকতায় রত আছেন। পথের পাঁচালী, অপরাজিতা, আরণ্যক, অনুবর্তন প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী প্রণয়ন করিয়া ইনি বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।

বুদ্ধদেব বসু ঃ-জন্ম ১৯০৮, কুমিল্লা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম, এ পাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই বহু রচনা দ্বারা ইনি খুব জনপ্রিয় হইয়াছেন। এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—অসূর্যম্পশ্যা, সাড়া, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, সমুদ্র-তীর, বন্দীর বন্দনা প্রভৃতি। ১৯৩৩ সালে এর লেখা "এরা ও ওরা" অশ্লীলতার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হয়। ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রের—"কবিতার" সম্পাদক। ঠিকানা -রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা ২৯।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ—জন্ম ১৮৯১ ; ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন অফিসে চাকুরী করেন। ১৯২৯ হইতে 'প্রবাসী' ও মডার্ণ রিভিউ' পত্রের সহকারী-সম্পাদক রূপে নিযুক্ত আছেন। সংবাদপত্রে সে কালের কথা, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৩৮ খানি) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ও কয়েকটি গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়া ইনি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক।

বিমলচন্দ্র সিংহ এম. এঃ - পাইকপাড়ার রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র। বর্তমান বয়স ৩৫ বৎসর। ইনি একজন কৃতী ছাত্র—অর্থনীতি বিষয়ে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষ মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় এম, বি (অনার্স); এম পি, এস (লণ্ডন) ডি, এস-সি (মিচিগান); এফ. এ. পি, এস; এফ, এন, আই—জন্ম ১৯০৩ খৃঃ। ১৯২৭ খৃঃ এম, বি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কিছুদিন গবেষণার কাজ করার পর ড্রাগস্ এনকোয়ারী কমিটির সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন ও ১৯৩৩ খৃঃ রক্‌ফেলার ফেলোসিপ লাভ করিয়া চীন, জাপান, আমেরিকা, বৃটেন ও জার্মেনীতে ৩ বৎসরের উপর গবেষণা করেন।

ভারত সরকারের বায়োকেমিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন লেবরেটরীর ভূতপূর্ব প্রধান ফার্মাকলজিষ্ট ও অস্থায়ী ডিরেক্টর; বর্তমানে ভারত সরকারের সেণ্ট্রাল ড্রাগস লেবরেটরীর ডিরেক্টর। ঠিকানা—৫৪ গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার—জন্ম ১৯০১ খৃঃ। ১৯২৩ খৃঃ লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৩০ পর্যন্ত ইমারত নির্মাণ ব্যবসায় রত থাকেন। ১৯৩১ খৃঃ নিউ থিয়েটার্স এর প্রতিষ্ঠা করেন ও সেই সময় হইতে চিত্র শিল্পের সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত আছেন।

বেরি সর্বাধিকারী—জন্ম ১৯০১ কলিকাতায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজ জীবনে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভারতে ও সিংহলের বিভিন্ন স্থানে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করেন খেলার সংবাদ পরিবেশনের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিরূপে একাধিকবার বিলাতে প্রেরিত হন। কলিকাতা ও লণ্ডন হইতে বেতারযোগে খেলার সংবাদ পরিবেশন করিয়া বেতারে ও সংবাদপত্রে খেলাধুলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছেন। ঠিকানা—২০৬/ই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম, এস-সি:—১৯১০ খৃঃ এম, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করার পর ১৯১৬ খৃঃ দুই বন্ধুর সহযোগিতায় ক্যালকাটা কেমিক্যাল গড়িয়া তুলেন। ভূতপূর্ব সভাপতি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েসন, ইনডাষ্ট্রীজ এডভাইসরী কাউন্সিল, কেমিক্যাল কোনটার এডভাইসরী কমিটি। এসেন্সিয়াল অয়েল রিসার্চ কমিটির প্রভৃতির সদস্য। ঠিকানা—২৪ লেক ভিউ রোড, কলিকাতা।

ভূপতি মজুমদার:—জন্ম ১৮৯১; হুগলীতে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ সাল হইতেই দেশের কাজে যোগদান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান জাহাজ হইতে অস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারে গ্রেপ্তার হন ও তজ্জন্য

সিঙ্গাপুরে কারাদণ্ড ভোগ করেন (১৯১৫-১৮)। আরামবাগে চৌকিদারী কর বন্ধ, জমিদারের দুর্নীতি দূরীকরণ প্রভৃতি আন্দোলন পরিচালনা করেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির স্বরাজ্য পার্টির প্রথম সম্পাদক। দীর্ঘদিন কারাভোগ করেন (১৯২২—২৮, ১৯৩০—৩৯, ১৯৪২—)। 'যুগান্তর পার্টির' একজন উদ্যোগী সদস্য ছিলেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সভাপতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ঠিকানা—২৩৪/৫ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মন্মথ রায় এম, এ : বি, এল :—জন্ম ১৮৯৯—বালুর ঘাটে। ১৯২৬ হইতে ১০ বৎসর বালুরঘাটে ওকালতি করেন। ইঁহার রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটক "মুক্তির ডাক" ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। বাংলা সাহিত্যে একাঙ্কিকার প্রবর্তক। "চাঁদসদাগর" "অশোক," "কারাগার" "খনা," বিদ্যুৎপর্ণা" "রাজনটী," "রূপকথা," "মীরকাশিম" প্রভৃতি নাটক লিখিয়া ইনি নাট্যজগতে একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করেন। ইঁহার "কারাগার" নাটকের অভিনয় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়—সম্প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। ইঁহার রচিত "অভিনয়" "রাজনর্তকী," প্রভৃতি বহু আখ্যায়িকা ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। ইঁহার ইংরাজী আখ্যায়িকা "Court Dancer" ভারতবর্ষে প্রথম সবাক ইংরাজী চিত্র। "ভাণ্ডার" ও "Bengal Co-Operative Journal'-এর ভূতপূর্ব সম্পাদক। বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রচার-প্রযোজক। ঠিকানা—২২৯সি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

মানবেন্দ্রনাথ রায় :—১৯০৩ সালে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি মামলার সহিত জড়িত হন। ১৯১৫ সালে আমেরিকায় যান এবং কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে যোগদান করেন। তাহার পর লেনিন কর্তৃক রাশিয়ায় আহূত হইয়া 'কম্যুনিষ্ট-ইণ্টারন্যাসনালের' একজন সদস্য হন। ১৯২১ সালে মস্কোর ইষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটির ভারতীয় শাখার প্রধান নিযুক্ত হন। নানা কারণে

রাশিয়া হইতে বহিষ্কৃত হইয়া জার্মানি ও পরে ফ্রান্সে আসেন। ১৯৩০ সালে গোপনে ভারতে আসেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত হইয়া ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর কংগ্রেসে যোগদান করেন কিন্তু কংগ্রেসের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় ১৯৪০ সালে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন।

মৃণালকান্তি বসু, এম. এ, বি, এল :—জন্ম ১৮৮০; অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব সহযোগী সম্পাদক ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। ইণ্ডিয়ান্ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা, ভূতপূর্ব সভাপতি ও সম্পাদক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে এঁর কয়েকটি বই আছে। ঠিকানা—৪৬ সাউথ-এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা ২৯।

ডাঃ **মেঘনাথ সাহা**. এফ, আর, এস. ডি, এস, সি, ; এফ, এন আই :—জন্ম ১৮৯৩; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানে অধ্যাপনার পর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯২৩—৩৮)। তাহার পর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে পালিত অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি—১৯৩৪; ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিট্যুট্ অব সায়েন্সের সহ-সভাপতি, ১৯৩৭-৩৮; "সায়েন্স য়্যাণ্ড কাল্‌চার" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ইনি জাতীয় পরিকল্পনার সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। পদার্থ বিজ্ঞানের অনেকগুলি গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যান ও সোভিয়েট রাশিয়া বিজ্ঞান পরিষদের জুবিলি উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে মস্কো যান। ঠিকানা—১২/১ কেয়াতলা লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

স্যার যদুনাথ সরকার, পি, আর, এস ; ডি, লিট ; সি, আই, ই :—জন্ম ১৮৭০ ; ইনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজ, পাটনা কলেজ এবং পরে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ভারতের মোগল যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এঁর গবেষণাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। এঁর রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি খুবই মূল্যবান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম, এ ; পি, আর, এস ; পি, এইচ, ডি :—জন্ম ১৮০৮ ; ১৯১৪ হইতে ১৯২১ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১ হইতে ১৯৩৬ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ১৯৩৭-৪২ ; ইনি অনেকগুলি মূল্যবান ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঠিকানা—৪ বিপিন পাল রোড, কলিকাতা ২৬।

রাজশেখর বসু, এম, এ ; বি, এল :—জন্ম ১৮৮৮ ; ১৯০৩ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল য়্যাণ্ড ফার্মাসিটিকল ওয়ার্কসে প্রবেশ করেন এবং শেষে এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। ১৯৩২ সালে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সাহিত্যিক জগতে ইনি 'পরশুরাম' নামে সুপরিচিত। গড্ডালিকা, কজ্জলী, চলন্তিকা (অভিধান), মহাভারত প্রভৃতি বই লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ঠিকানা —৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা।

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম, এ ; পি, এইচ, ডি :—জন্ম ১৮৯০ ; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজ নীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পাঞ্জাব, পাটনা, নাগপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দিয়া-ছিলেন। ভারতের বহু অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯১৭ সালে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন ; ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ; পি, আর, এস; পি এইচ, ডি: ইতিহাস শিরোমণি:—জন্ম ১৮৮৪; বঙ্গীয় আইন পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য; বঙ্গীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশনের সদস্য ১৯১৮-১৯; লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। ইনি জাতীয়তা-বাদী এবং কংগ্রেসের সেবক। ইতিহাস এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

স্যার রূপেন্দ্রকুমার মিত্র এম এস সি; এম, এল—জন্ম ১৮৯০; কলিকাতা হাইকোর্ট প্রথম আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক; কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো; কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি।

শ্রীমতী রেণুকা রায়, বি, এস-সি (ইকন) লণ্ডন—১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কর্মসচিব শ্রী এস, এন, রায়ের সহিত ১৯২৫ খৃঃ বিবাহ হয়। সমাজ-সেবী ও দেশহিতৈষী বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যা, ১৯৪৩-৪৫। গণ-পরিষদের (বর্তমানে পার্লামেণ্টের) সদস্যা। সহ-সভানেত্রী, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন। যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্বাসন বিভাগের অবৈতনিক আঞ্চলিক পরামর্শদাতা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড, বিশ্বভারতী প্রভৃতির সদস্যা। ১৯৪৯ সালে জেসিনে জাতিপুঞ্জ সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ঠিকানা—২৪।১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা ও ১৩ ক্যানিং লেন, নূতন দিল্লী।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—জন্ম ১৯০২ খৃঃ। কলিকাতা, শান্তি-নিকেতন, লণ্ডন ও প্যারীতে শিক্ষালাভ করেন। ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৪৬ খৃঃ প্যারীতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ও ১৯৪৭ খৃঃ লণ্ডনের প্রদর্শনীতে পরিচালনার জন্য প্রেরিত হন। অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা ও দিল্লী পলিটেকনিকের শিল্প শাখার সহিত কিছুকাল যুক্ত ছিলেন, ১৯২৯ খৃঃ হইতে কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের সহিত যুক্ত

আছেন ও বর্তমানে এই স্কুলের অধ্যক্ষ। ঠিকানা—২৮ চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

লাবণ্যপ্রভা দত্ত:—জন্ম ১৮৯০; বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম মহিলা সভাপতি; বর্তমানে সহ-সভাপতি। ২৩ বৎসর বয়সে ইনি বিধবা হন এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি তজ্জন্য কয়েকবার কারাবরণও করিয়াছেন। ঠিকানা--১০ সুবারবন স্কুল রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ডাঃ **শান্তিভূষণ দত্ত**, এম, এ. বি, এল; বার-য়্যাট-ল; পি, এইচ ডি (ইকন) লণ্ডন—জন্ম ১৮৯৫ খৃঃ কুমিল্লায়। কুমিল্লা, ঢাকা কলেজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৬ খৃঃ অবধি আইন ব্যবসা করার পর ঐ বৎসর কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে যোগদান করেন। বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব্ কমার্সের ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৪৬-৪৭), ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির কার্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ। বর্তমানে ক্যালকাটা ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েসনের সভাপতি ও কলিকাতার শেরিফ।

ডাঃ **শিশিরকুমার মিত্র**, ডি, এস্-সি (কলিকাতা ও প্যারী) এম, বি, ই:—জন্ম ১৮৯১; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের ঘোষ অধ্যাপক। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি, ১৯৩৪; ইনি ভারতে বেতার সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান গবেষণা করেন। ঠিকানা—৯, হিন্দুস্থান রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

ডাঃ **শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**, এম, এ; বি, এল; ডি, লিট্, বার-য়্যাট-ল:—জন্ম ১৯০১; স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব অর্থ সচিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ইনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি।

স্বাধীন ভারতের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের প্রথম ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা সম্পর্কে মন্ত্রীসভার সহিত মতবৈধ হওয়ায় ইনি ১৯৫০ এর এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করেন। ঠিকানা—৭৭ আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর কলিকাতা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ঃ—জন্ম সন ১৩০৭; ইনি সাঁওতাল ও কয়লাকুঠির মজুরদের কথা লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে পরিচিত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—অভিশাপ, হোমানল, নারীমেধ ইত্যাদি। বর্তমানে ছায়াচিত্র পরিচালনার কাজে যোগদান করিয়াছেন।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ; বি, এল; পি, এইচ, ডি,ঃ—জন্ম ১৮৯৪; প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ও রাজসাহী কলেজের কিছুকাল অস্থায়ী অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের সভাপতি।

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তঃ—জন্ম ১৮৮২। ইনি বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিটিক্যাল ওয়ার্কসের সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন। এঁরই চেষ্টায় খাদি-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইনি অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন এবং তজ্জন্য কারারুদ্ধ হন। গান্ধীজীর আত্মজীবনী, গীতা-ভাষ্য প্রভৃতি অনেক বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহা ব্যতীত Village & Home Doctor ও ইংরেজী বাংলা ও হিন্দিতে আরও অনেক বই লিখিয়াছেন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুঃ—১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং তথা হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রীডার' এবং ১৯২৭ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে

ইনি বহুমূল্য গবেষণা করিয়াছেন এবং 'বসু-আইনষ্টাইন তথ্য' আধুনিক-পদার্থ বিজ্ঞানের মূল্যবান্ দান। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও ইঁহার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। ইনি জাতীয়তাবাদী ও দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। সভাপতি, 'বিজ্ঞান পরিষদ'। মূল-সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ১৯৪৪। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত।

সন্তোষকুমার বসু, এম, এ ; বি, এল ; :—জন্ম ১৮৮৯ ; নাগপুরে কিছুদিন অধ্যাপনার পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করিতেছেন। ইনি স্বরাজ্য পার্টির সভ্য ছিলেন। কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলর, ডেপুটি মেয়র (১৯৩০) ও মেয়র (১৯৩৩)। বাংলার ভূতপূর্ব মন্ত্রী। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্থানে ভারতের ডে. টি-হাইকমিশনার।

ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র এম. এ ; পি, এইচ ডি (লাইপজিগ্) ; এফ, এন, আই - মনঃসমীক্ষক ; জন্ম ১৮৯৫। ১৯২০ খৃঃ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছেন। বর্তমানে উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ও ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের মনোবিদ্যা শাখার ভূতপূর্ব সভাপতি। ইণ্ডিয়ান সাইকলজি-ক্যাল য়্যাশোশিয়েশনের বর্তমান সভাপতি। ইনি "মনঃসমীক্ষণ" ও "অনিচ্ছাকৃত" গ্রন্থ ও অন্যান্য বহু প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

সুচেতা কৃপালনী এম, এ :—জন্ম ১৯০৮ ; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে আচার্য কৃপালনীর সহিত বিবাহ হয়। ১৯৩৯ সালে অধ্যাপনা কার্য পরিত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বহির্ভারতীয় বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। দেশের জন্য তাঁহাকে দুইবার কারাবরণ করিতে হয়।

বর্তমানে নিখিল ভারত কস্তুরবা স্মৃতি ভাণ্ডারের সংগঠন সম্পাদিকা ও গণপরিষদের সদস্যা।

সুরেশচন্দ্র রায়, এম, এ; বি এল:- জন্ম ১৯০২; ইনি ইংলণ্ডে বীমা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্সের ভূতপূর্ব সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। ইণ্ডিয়ান্ ইন্স্যুরেন্স ইনষ্টিট্যুটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৩৯-৪১)। ভারত সরকারের ইন্স্যুরেন্স 'য়্যাড্ভাইসরি কমিটি'র সদস্য ছিলেন। "ইনসুরেন্স ওয়ার্লড" পত্রিকার সম্পাদক ও আর্যস্থান ইন্সুরেন্সের জেনারেল ম্যানেজার।

ডাঃ সুবোধ দত্ত, এম, বি, এল, এম; এফ, আর, সি, এস (ই); জন্ম ১৮৯০, গৌহাটি কলিকাতা ও এডিনবরায় শিক্ষালাভ করেন। ইনি abdominal surgeryতে পারদর্শিতা লাভ করেন। আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ও সার্জন ও মাড়োয়ারী হাসপাতাল ও কাশীপুর হাসপাতালের সার্জেন; ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোশিয়েশনের কলিকাতা ও বাংলা শাখার ভূতপূর্ব সভাপতি।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ; ডি, লিট (লণ্ডন): জন্ম ১৮৯০; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপক। বাংলার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতি। ১৯৩৫ ও ১৯৩৮ সালে ইউরোপের বহু সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-রূপে যোগদান করেন। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সমিতির সহ-সভাপতি। ভাষাতত্ত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঠিকানা—১৬, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম, এ, পি, এইচ, ডি (কলিকাতা ও ক্যাণ্টাব); ডি, লিট্ (রোম); সি, আই, ই; আই, ই, এস (অবসর প্রাপ্ত):—জন্ম ১৮৮৭; চট্টগ্রাম কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক; কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থানে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, মনোবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে

বক্তৃতা দেন। ১৯৩৬ সালে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভাপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে ইনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ :—জন্ম ১৮৯৩—মৈমনসিংহে। ১৯১১ সালে কলেজে অধ্যয়নকালে 'অস্ত্র-আইনে' ধৃত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২০ সালে মুক্তিলাভ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন। দেশসেবার জন্য ইহাকে বহুবার কারাবরণ করিতে হয়—সর্বসমেত প্রায় বাইশ বৎসরকাল কারাজীবন যাপন করেন। ১৯২১ সাল হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। ঠিকানা—১০, সুবারবন স্কুল রোড, কলিকাতা।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার :—জন্ম ১৮৯৩, ১৯০৭ সালে রাজনৈতিক কারণে স্কুল হইতে বহিস্কৃত হন। ১৯১২ সাল হইতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবাধর্মের মধ্য দিয়া বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৮ হইতে সাময়িক পত্রিকার লেখক। সম্পাদক আনন্দবাজার পত্রিকা—(১৯২২—৪০); ঐ সময়ে তিনবার রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন। বর্তমানে সম্পাদক—স্বরাজ ও সাপ্তাহিক 'অরণি'। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিবেকানন্দ চরিত, জওহরলালের আত্মচরিত (অনুবাদ), সমাজ ও সাহিত্য প্রভৃতি।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, বি :—ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ক্যাপ্টেনের পদে থাকাকালীন ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য চাকুরী ত্যাগ করেন। দেশ সেবার জন্য ইঁহাকে বহুদিন কারাজীবন যাপন করিতে হয়। ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। প্যারিসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব শ্রমমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সভাপতি।

কবিরাজ সুশীলকুমার সেন, এম, এস-সি ; প্রাণাচার্য, ভিষগাচার্য —জন্ম ১৯০৩ খৃঃ। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেনের পুত্র ও ছাত্র। বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপক বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী হাসপাতালের আয়ুর্বেদ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক। ঠিকানা—২২৩ চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলিকাতা।

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম, এ; পি, এইচ, ডি :— জন্ম ১৮৮৭; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-সমূহের পরিদর্শক, ১৯১৬-৩৬; বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ, ১৯৩৬-৪০। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি। নিখিল ভারত ভারতীয়-খৃষ্টান সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভাপতি। গণপরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯৮; হায়দ্রাবাদে শিক্ষা-লাভ করেন। কবি ও নাট্যকার হিসাবে ইনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—এঁর অধিকাংশ রচনাই ইংরেজীতে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থানে ইনি অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। ইনি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা ও বোম্বাই প্রবাসী।

হুমায়ুন কবির, এম, এ (কলিকাতা); বি, এ (অক্সন)— জন্ম ১৯০৬; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক; পদ্মা, সাথী, প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; সম্পাদক, চতুরঙ্গ; বঙ্গীয় কৃষক প্রজা দলের একজন উদ্যোগী সদস্য। বর্তমানে ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বি, এ ;—জন্ম ১৮৭৬; লণ্ডনের ইনষ্টিট্যুট অব্ জার্ণালিজম-এর সদস্য। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সাংবাদিক প্রতিনিধিরূপে মেসোপোটেমিয়ায় যান। ১৯১৮ সালে ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধিদলে বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপে যান। বসুমতী ও "ঢ্যাড্ভান্স" পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক। বিপত্নীক, অধঃপতন, প্রেমের জয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ ; বি. এল :—২৪ পরগণার টাকীর বিখ্যাত 'মুন্সি' পরিবারে জন্ম, বর্তমান বয়স ৬০ বৎসর। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য। শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহশীল ও বঙ্গীয় সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিলের বিরোধিতায় নেতৃত্ব করেন। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী। ঠিকানা—মুন্সী হাউস, বরাহনগর।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—জন্ম ১২৮৩ সালে ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায়। কাব্য, নব্যন্যায় ও স্মৃতি, পুরাণ জ্যোতিষ ও বহু দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রে ৬টি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য নাটক প্রভৃতি ১২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করেন। গবেষণামূলক মূল, নিজকৃত সংস্কৃত টীকা, বঙ্গানুবাদ ও পাঠান্তর সংগ্রহ প্রভৃতি সহ মহাভারত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার টোলে ছাত্রগণ বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ঠিকানা—৪১ দেব লেন, কলিকাতা।
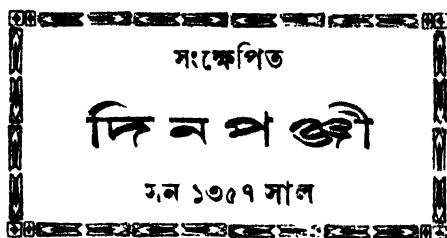
বিশেষ জ্ঞাতব্য—এই দিনপঞ্জীতে যে সময় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা কলিকাতার স্থানীয় সময় (Local time)। এই সময় হইতে ২৪ মিনিট বাদ দিলে "ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম" পাওয়া যাইবে—এই স্ট্যাণ্ডার্ড সময়ই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

শুভদিনের নির্ঘণ্ট

বিবাহ—বৈশাখ ৭।১৫।২০।২২।২৪।২৬, জ্যৈষ্ঠ ৩।৪।৫।১৭।১৮, শ্রাবণ ১০।১২।১৩। ১৪।২২।২৩।২৯, অগ্রহায়ণ ৮।৯।১০।১৮।২৮, মাঘ ৪।১১, ফাল্গুন ৪।৯।১৬।১৮।২৯।

গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন—বৈশাখ ৪।৭।২০।২৫।২৯, জ্যৈষ্ঠ ৩।৪।৫।১০।১২। ১৫।১৭।১৮, শ্রাবণ ৪।৮।১০।১৫।১৭।১৮।২৪।২৯, অগ্রহায়ণ ১।৪।৬।২০।২১।২৮, মাঘ ১।৪।৫। ১১, ফাল্গুন ৪।৯।১০।১১।১৪।১৬।১৮।২৫।

সাধভক্ষণ · বৈশাখ ৭।১১।১৭, জ্যৈষ্ঠ ৪।৮।১৫, আষাঢ় ৩, শ্রাবণ ৪।৩১, ভাদ্র ৮। ২৬।২৭, আশ্বিন ১।৫।৭।২৬, কার্তিক ২৬।২৯, অগ্রহায়ণ ৪।৫।২৮, পৌষ ৬।২৫, মাঘ ৪।৫। ২৩।২৫।২৮, ফাল্গুন ৬।৭, চৈত্র ১।৪।২৩।

অন্নপ্রাশন—বৈশাখ ৬।৭।১৭, জ্যৈষ্ঠ ৪।৫।৮।১২।১৫, আষাঢ় ৩, শ্রাবণ ৮।৩১, ভাদ্র ১।৮।২৭, আশ্বিন ৭।২৬।২৮, কার্তিক ৩।৬।২৬, পৌষ ২।৫।৬।২৫, মাঘ ৩।২৮, ফাল্গুন ৪।৭।২৫, চৈত্র ৭।২৬।২৮।

বিদ্যারম্ভ · বৈশাখ ১৫, জ্যৈষ্ঠ ৫।৭, পৌষ ২৭, মাঘ ২৫।২৮।

উপনয়ন—বৈশাখ ১৪, জ্যৈষ্ঠ ৫।৮।১৪, মাঘ ৫।২৮, ফাল্গুন ৪, চৈত্র ৩৫।

নবান্ন—বৈশাখ ৬।৭।১১, জ্যৈষ্ঠ ৪।৮।১৪।১৭, শ্রাবণ ৮, আশ্বিন ২৮, মাঘ ১।৩।২৫। ২৮, ফাল্গুন ২।৬।

প্রধান পর্বদিন সমূহ

নববর্ষ—১ বৈশাখ; দশহরা—১৩ জ্যৈষ্ঠ; স্নানযাত্রা—১৭ জ্যৈষ্ঠ; রথযাত্রা—১ শ্রাবণ; পুনর্যাত্রা—৯ শ্রাবণ; জন্মাষ্টমী—১৮ ভাদ্র; বিশ্বকর্মা পূজা—৩১ ভাদ্র; মহালয়া—২৪ আশ্বিন; দুর্গোৎসব—৩০ আশ্বিন—৩ কার্তিক; কোজাগর লক্ষ্মীপূজা—৮ কার্তিক; শ্যামাপূজা—২৩ কার্তিক; ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—২৫ কার্তিক; কার্তিক পূজা—৩০ কার্তিক; রাসযাত্রা—৭ অগ্রহায়ণ; শ্রীপঞ্চমী—২৮ মাঘ; শিবরাত্রি—২২ ফাল্গুন; দোলযাত্রা—৯ চৈত্র; চড়ক পূজা—৩১ চৈত্র।

খৃষ্টমাস ডে—৯ পৌষ; নিউইয়ার্স ডে—১৬ পৌষ; গুডফ্রাইডে—৯ চৈত্র; ইষ্টার-মণ্ডে—১২ চৈত্র।

শবেবরাৎ—১৮ জ্যৈষ্ঠ; ইদলফেতর—১ শ্রাবণ; ইদুজ্জোহা—৬ আশ্বিন; মহরম—৬ কার্তিক; আখেরিচাহারশুম্বা—২০ অগ্রহায়ণ; ফতেয়াদোয়াজদাহাম—৬ পৌষ।

বৈশাখ মাস

১ বৈশাখ ইং ১৪ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৫।৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৫।৪৯। শুক্রবার দ্বাদশী ঘ ৯।১।২৭ পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫৪।৪৬। নব বর্ষারম্ভ।

২ বৈশাখ ইং ১৫ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৪।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৬।১৪। শনিবার ত্রয়োদশী ঘ ১০।০।৪৫ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৪৭।৫৮।

৩ বৈশাখ ইং ১৬ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৩।১৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৬।৩৯। রবিবার চতুর্দশী ঘ ১১।২৪।৫৬ রেবতীনক্ষত্র দং ৬০।০।০। অমাবস্যায় নিশিপালন।

৪ বৈশাখ ইং ১৭ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪২।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৭।৫। সোমবার অমাবস্যা ঘ ১।১১।৫৪ রেবতীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।২।৩৫। অমাবস্যার উপবাস, অমাবস্যার ব্রত।

৫ বৈশাখ ইং ১৮ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪১।৩১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৭।৩১। মঙ্গলবার প্রতিপদ ঘ ৩।১১।৪৮ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ৮।৩২।২৪।

৬ বৈশাখ ইং ১৯ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪০।৩৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৭।৫৭। বুধবার দ্বিতীয়া অপরাহ্ণ ঘ ৫।১৬।৫ ভরণীনক্ষত্র ঘ ১১।৯।৪৮

৭ বৈশাখ ইং ২০ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৯।৪৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৮।২৪। বৃহস্পতিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৭।১৩।১২ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১।৪১।৫০। অক্ষয়তৃতীয়াব্রত। শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা।

৮ বৈশাখ ইং ২১ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৯।৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৮।৫১। শুক্রবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ৮।৫৪।৫৪ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ৪।১।৪৩।

৯ বৈশাখ ইং ২২ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৭।৫৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৯।১৯। শনিবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১০।১৩।৩ মৃগশিরানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।০।১৫। বটুপঞ্চমীব্রত।

১০ বৈশাখ ইং ২৩ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৭।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৯।৩৮। রবিবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১১।৫।২১। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১৯।২২।

১১ বৈশাখ ইং ২৪ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৬।৩১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৯।৫৯। সোমবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ১১।২৫।৫৭ পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৩৩।৭। জহ্নুসপ্তমী, জাহ্নবীপূজা।

১২ বৈশাখ ইং ২৫ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৫।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২০।২০। মঙ্গলবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ১১।১৫।৫৮ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৬।৩১।

১৩ বৈশাখ ইং ২৬ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৫।৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২০।৪২। বুধবার নবমী রাত্রি ঘ ১০।৩৬।৩৫ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।১০।৫৯। শ্রীশ্রীসীতানবমীব্রত।

১৪ বৈশাখ ইং ২৭ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৪।২৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২১।৩। বৃহস্পতিবার দশমী রাত্রি ঘ ৯।২৯।৩৩ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৪৭।৪১।

১৫ বৈশাখ ইং ২৮ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৩।৪২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২১।২৬। শুক্রবার একাদশী রাত্রি ঘ ৭।৫৮।৩৬ পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।১১।২৮। একাদশীর উপবাস।

১৬ বৈশাখ ইং ২৯ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৩।১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২১।৪৯। শনিবার দ্বাদশী সন্ধ্যা ঘ ৬।৬।৩৯ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১৮।১৫। পিপীতকীদ্বাদশীব্রত ও রুক্মিণীদ্বাদশীব্রত।

১৭ বৈশাখ ইং ৩০ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩২।২০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২২।১২। রবিবার ত্রয়োদশী ঘ ৩।৫৯।৪৮ হস্তানক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৬।৩৪।৪০। শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রত।

১৮ বৈশাখ ইং ১ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩১।৪০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২২।৩৬। সোমবার চতুর্দশী ঘ ১।৪১।৩২ চিত্রানক্ষত্র ঘ ৪।৩।২৭। পূর্ণিমার নিশিপালন।

১৯ বৈশাখ ইং ২ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩১।০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৩।০। মঙ্গলবার পূর্ণিমা ঘ ১১।১৫।৩৯ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ২।২৪।১৫। পূর্ণিমার উপবাস, ব্রত ও ব্রতাঙ্গ উপবাস। শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পূজা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলযাত্রা। বুদ্ধপূর্ণিমা।

২০ বৈশাখ ইং ৩ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩০।২১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৩।২৬। বুধবার প্রতিপদ ঘ ৮।৪৮।৩৬ বিশাখানক্ষত্র ঘ ১২।৪৫।১।

২১ বৈশাখ ইং ৪ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৯।৪৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৩।৫১। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়া প্রাতঃ ঘ ৬।২৪।২০ পরে তৃতীয়া (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।৮।৪৩ পর্যন্ত। অনুরাধানক্ষত্র ঘ ১১।৯।৩৫।

২২ বৈশাখ ইং ৫ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৯।৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৪।১৭। শুক্রবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ২।৫।৯ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৯।৪২।৩৪।

২৩ বৈশাখ ইং ৬ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৮।২৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৪।৪৪। শনিবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১২।১৭।১৭ মূলানক্ষত্র ঘ ৮।২৮।৩৯।

২৪ বৈশাখ ইং ৭ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৭।৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৫।১১। রবিবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১০।৫১।২ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৭।৩২।৩১।

২৫ বৈশাখ ইং ৮ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৭।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৫।৩৯। সোমবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৯।৪৯।৮ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫৮।২৯। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব।

২৬ বৈশাখ ইং ৯ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৬।৪০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৬।৮। মঙ্গলবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ৯।১৫।৩৩ শ্রবণানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫৮।১৬। ত্রিলোচনাষ্টমী। কামা-ত্রিলোচনপূজা।

২৭ বৈশাখ ইং ১০ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৬।৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৬।৩৭। বুধবার নবমী রাত্রি ঘ ৯।১১।২৭ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৭।৯।০।

২৮ বৈশাখ ইং ১১ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৫।৩০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৭।৬। বৃহস্পতিবার দশমী রাত্রি ঘ ৯।৩৮।২০ শতভিষানক্ষত্র ঘ ৭।৫৮।২৪।

২৯ বৈশাখ ইং ১২ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৪।৫৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৭।৩৭। শুক্রবার একাদশী রাত্রি ঘ ১০।৩৫।৫৯ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৯।১৭।৪৩। একাদশীর উপবাস।

৩০ বৈশাখ ইং ১৩ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৪।২৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৮।৮। শনিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১১।৫৭।৫০ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ১১।৫।৩৯।

৩১ বৈশাখ ইং ১৪ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৩।৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৮।৩৯। রবিবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১।৪২।২৬ রেবতীনক্ষত্র ঘ ১।১৬।২১। বিষ্ণুপদীসংক্রান্তি।

জ্যৈষ্ঠ মাস

১ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৫ই মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৩।১৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৯।১০। সোমবার চতুর্দশী রাত্রি ঘ ৩।৪০।৯ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ৩।৪৪।২। সাবিত্রীচতুর্দশীব্রত।

২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৬ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২২।৪৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৯।৪২। মঙ্গলবার অমাবস্যা দং ৬০।০।০ ভরণীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।২০।২৩। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। শ্রীশ্রীফলহারিণীকালিকাপূজা।

৩ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৭ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২২।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩০।১৫। বুধবার অমাবস্যা প্রাতঃ ঘ ৫।৪২।১২ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫৪।৪৬।

৪ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২১।৪৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩০।৪৯। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ ঘ ৭।৩৭।৫৯ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।১৮।২৩।

৫ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৯ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২১।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩১।২৩। শুক্রবার দ্বিতীয়া ঘ ৯।১৮।৪৭ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।২২।৩৭।

৬ জ্যৈষ্ঠ ইং ২০ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২০।৪৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩১।৫৮। শনিবার তৃতীয়া ঘ ১০।৩৬।৬ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫৯।২২। রম্ভাতৃতীয়াব্রত।

৭ জ্যৈষ্ঠ ইং ২১ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।২০।১৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩২।৩৩। রবিবার চতুর্থী ঘ ১১।২৭।৪৭ পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৮।৪১। উমাচতুর্থীব্রত।

৮ জ্যৈষ্ঠ ইং ২২ মে। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯।৪৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৩।৯। সোমবার পঞ্চমী ঘ ১১।৪৭।৪৩ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ৪।৪৮।৫৯। ষটপঞ্চমীব্রত।

৯ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৩ মে। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯।২১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৩।৪৫। মঙ্গলবার ষষ্ঠী ঘ ১১।৩৬।৫৮ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি শেষ ঘ ৫।০।২১। অরণ্যষষ্ঠী (জামাইষষ্ঠী) F

১০ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৪ মে। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯।১২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।৩। বুধবার সপ্তমী ঘ ১০।৫৭।২৩ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৩।৫।

১১ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৫ মে। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯।৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।২১। বৃহস্পতিবার অষ্টমী ঘ ৯।৫০ ১৯ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।২।২৯।

১২ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৬ মে। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৫৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।৪১ শুক্রবার নবমী ঘ ৮।১৯ ২২। উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫৯।৪৪।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৭ মে। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৪৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।০ শনিবার দশমী প্রাতঃ ঘ ৬।২৭ ৪১ পরে একাদশী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।২১।১৩ পর্য্যন্ত; হস্তা নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১৪।২০। দশহরা। শ্রীশ্রীগঙ্গাপূজা ও শ্রীশ্রীমনসাপূজা।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৮ মে। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৪৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।২০। রবিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ২।২।০ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১৩।৪৬। একাদশীর উপবাস।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৯ মে। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৩৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।৪২ সোমবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১১।৩৫।২৪ স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৩৭।৮।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৯ মে। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৩২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।৩। মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৯।৭।১১ বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫৮।৫। চম্পক চতুর্দ্দশীর ব্রত। পূর্ণিমার নিশিপালন।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ইং মে। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।২৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।২৪। বুধবার পূর্ণিমা সন্ধ্যা ঘ ৬।৪১।৪৩ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২১।৫১। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস, ব্রতাঙ্গ উপবাস। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ইং ১ জুন। সূর্য্যোদয় ৫।১৮।২২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।৪৬। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ ঘ ৪।২৩।৩৫ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৫।৫৩।৭। মুঃ পর্ব্ব শবেরাৎ।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ইং ২ জুন। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।১৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৭। ৮। শুক্রবার দ্বিতীয়া ঘ ২।১৮।৩। মূলানক্ষত্র ঘ ৪।৩৮।৮।

২০ জ্যৈষ্ঠ ইং ৩ জুন। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।১৩ সূর্য্যাস্ত ৬।৩৭।৩০। শনিবার তৃতীয়া ঘ ১২।২৮।২৫ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৩।৩৬।২৯।

২১ জ্যৈষ্ঠ ইং ৪ জুন। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।১০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৭।৫৪। রবিবার চতুর্থী ঘ ১০।৫৯।২৯। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ২।৫৭।৫৮।

২২ জ্যৈষ্ঠ ইং ৫ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৮।১৭। সোমবার পঞ্চমী ঘ ৯।৫৫।১৩। শ্রবণানক্ষত্র ঘ ২।৪২।২৪।

২৩ জ্যৈষ্ঠ ইং ৬ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৮।১৭। মঙ্গলবার ষষ্ঠী ঘ ৯।১৮।২৭। ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ২।৫৬।৪২।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ইং ৭ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৯।৫। বুধবার সপ্তমী ঘ ৯।১১।৩৫। শতভিষানক্ষত্র ঘ ৩।৩৯।৫৭।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ইং ৮ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৯।২৯। বৃহস্পতিবার অষ্টমী ঘ ৯।৩৫।১৯। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৪।৫২।৩৪।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ইং ৯ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৯।৫৪। শুক্রবার নবমী ঘ ১০।৩০।১০। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৩২।২০।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ইং ১০ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪০।১৯। শনিবার দশমী ঘ ১১।৫০।৮ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৩৮।৪১।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ইং ১১ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪০।৪৪। রবিবার একাদশী ঘ ১।৩২।৪৬ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৩।৫৮। একাদশীর উপবাস।

২৯ জ্যৈষ্ঠ ইং ১২ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪১।১০। সোমবার দ্বাদশী ঘ ৩।২৯।১০ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৩৯।৩০।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৩ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪১।৩৬। মঙ্গলবার ত্রয়োদশী অপরাহ্ন ঘ ৫।৩০।৪৮ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।১৫।২৭।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৪ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪২।১। বুধবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৭।২৬।২ রোহিণীনক্ষত্র দং ৬০।০।০। অমাবস্যার নিশিপালন।

৩২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৫ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪২।২৬। বৃহস্পতিবার অমাবস্যা রাত্রি ঘ ৯।৭।১৭ রোহিণীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৪২।২৬। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। ষড়শীতি সংক্রান্তি। রাত্রি ঘ ৯ ৭ ১৭ গতে অকাল আরম্ভ।

আষাঢ় মাস

১ আষাঢ় ইং ১৬ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪২।৫৩। শুক্রবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১০।২৫।৯ মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ৮।৫১।৪৩।

২ আষাঢ় ইং ১৭ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৩।১৯। শনিবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১১।১৭।২১ আর্দ্রানক্ষত্র ঘ ১০।৩৬।২৫।

৩ আষাঢ় ইং ১৮ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৩।৪৬। রবিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১১।৩৮।২৫ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র ঘ ১১।৫৩।২৩।

৪ আষাঢ় ইং ১৯ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।১২। সোমবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ১১।২৯।১০ পুষ্যানক্ষত্র ঘ ১২।৪০।১৭

৫ আষাঢ় ইং ২০ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।৩৮। মঙ্গলবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১০।৪৯।৪৮ অশ্লেষানক্ষত্র ঘ ১২।৫৮।৩৬।

৬ আষাঢ় ইং ২১ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫। বুধবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৯।৪৩।৩২ মঘানক্ষত্র ঘ ১২।৪৬।২১।

৭ আষাঢ় ইং ২২ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৩১। বৃহস্পতিবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৮।১২।৩৬ পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১২।১০।৪৫। প্রাতঃ ঘ ৫।৩৩।৪৭ গতে অম্বুবাচী প্রবৃত্তি।

৮ আষাঢ় ইং ২৩ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৮। শুক্রবার অষ্টমী অপরাহ্ন ঘ ৬।২১।২৩ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১১।১১।২৩।

৯ আষাঢ় ইং ২৪ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।১৩ সূর্যাস্ত ৬।৪৫।৫৮। শনিবার নবমী ঘ ৪।১৪।৫২ হস্তানক্ষত্র ঘ ৯।৫৮।২২।

১০ আষাঢ় ইং ২৫ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।৩৮ সূর্যাস্ত ৬।৪৫।৫৭। রবিবার দশমী ঘ ১।৫৬।৩৯ চিত্রানক্ষত্র ঘ ৮।৩১।২০। অপরাহ্ন ঘ ৫।৫৭।২৬ গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি।

১১ আষাঢ় ইং ২৬ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৯।৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৪৭। সোমবার একাদশী ঘ ১১।৩০।৩৬ স্বাতীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫৫।৪০ পরে বিশখানক্ষত্র (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।১৬।২৭ পর্যন্ত। একাদশীর উপবাস।

১২ আষাঢ় ইং ২৭ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৯।২৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৭। মঙ্গলবার দ্বাদশী ঘ ৯।২।১০ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৩৯।১।

১৩ আষাঢ় ইং ২৮ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৯।৫৫ সূর্যাস্ত ৫।৪৫।৫৭। বুধবার ত্রয়োদশী প্রাতঃ ঘ ৬।৩৫।২৫ পরে চতুর্দ্দশী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।১৬।১৩ পর্যন্ত ; জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৮।২৪।

১৪ আষাঢ় ইং ২৯ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।২০।২১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৪৭। বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ২।৯।১১ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৫০।৩৫। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস, ব্রতাঙ্গ উপবাস ও নিশিপালন।

১৫ আষাঢ় ইং ৩০ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।২০।৪৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৫। শুক্রবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১২।১৭।৪৮ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৪৫।১১।

১৬ আষাঢ় ইং ১ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২১।১১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৫। শনিবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১১।১।৩৬ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।১।৩৬।

১৭ আষাঢ় ইং ২ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২১।৩৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৪। রবিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৯।৪০।১৮ শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪০।৫৮।

১৮ আষাঢ় ইং ৩ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২২।০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫২। সোমবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ৯।০।৫৬ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪৮।২৯।

১৯ আষাঢ় ইং ৪ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২২।২৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫০। মঙ্গলবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৮।৫১।৫৭ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।২৪।৫৮।

২০ আষাঢ় ইং ৫ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২২।৪৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৪৭। বুধবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৯।১২।১১ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৩১।৫১।

২১ আষাঢ় ইং ৬ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৩।১০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৪৫। বৃহস্পতিবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ১০।৪।১০ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩।৩৫।

২২ আষাঢ় ইং ৭ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৩।৩৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৪২। শুক্রবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ১১।২১।৪৮ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪।৫৭।

২৩ আষাঢ় ইং ৮ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৩।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৩৮। শনিবার নবমী রাত্রি ঘ ১।২।৫৪ অশ্বিনীনক্ষত্র দং ৬০।০।০।

২৪ আষাঢ় ইং ৯ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৪।১৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৩৬। রবিবার দশমী রাত্রি ঘ ২।৫৭।৫৮ অশ্বিনীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।২৭।১৫।

২৫ আষাঢ় ইং ১০ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৪।৪০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৩২। সোমবার একাদশী রাত্রিশেষ ঘ ৪।৫৯।২৬ ভরণীনক্ষত্র ঘ ৯।১।৬। একাদশীর উপবাস।

প—৮

প—১০

২৬ আষাঢ় ইং ১১ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৫।১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।২৭। মঙ্গলবার দ্বাদশী দং ৬০।০।০ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১১।৩৮।৩৯।

২৭ আষাঢ় ইং ১২ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৫।২২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।২২। বুধবার দ্বাদশী প্রাতঃ ঘ ৬।৫৬।৪ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ২।৮।২৪।

২৮ আষাঢ় ইং ১৩ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৫।৪৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।১৭। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী ঘ ৮।৩৮।১৪ মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ৪।২২।৪৭।

২৯ আষাঢ় ইং ১৪ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৬।৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।১১। শুক্রবার চতুর্দশী ঘ ৯।৫৭।৪২ আর্দ্রানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৬।১৪।১৫। অমাবস্যার নিশিপালন।

৩০ আষাঢ় ইং ১৫ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৬।২৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫। শনিবার অমাবস্যা ঘ ১০।৫২।৫ পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৩৫।৫৯। অমাবস্যার উপবাস। ঘ ১০।৫২।৫ গতে অকাল নিবৃত্তি।

৩১ আষাঢ় ইং ১৬ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৬।৪৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।৫৯। রবিবার প্রতিপদ ঘ ১১।১৫।২৫ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।২৯।৫৪। মনোরথ দ্বিতীয়াব্রত। দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি।

শ্রাবণ মাস

১ শ্রাবণ ইং ১৭ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৭।০ সূর্যাস্ত ৬।৪৪।৫১। সোমবার দ্বিতীয়া ঘ ১১।৮।৭ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫৫।৩৮। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। মুং পর্ব ইদলফেতর।

২ শ্রাবণ ইং ১৮ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৭।৩৫ সূর্যাস্ত ৬।৪৪।৩৪। মঙ্গলবার তৃতীয়া ঘ ১০।৩০।৫৫ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫০।২৬। বিপত্তারিণীব্রত।

৩ শ্রাবণ ইং ১৯ জুলাই। সূর্যোদয় ৫।২৭।৩৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।৩৪। বুধবার চতুর্থী ঘ ৯।২৬।১৩ পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।২০।১৪।

৪ শ্রাবণ ইং ২০ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৭।৫২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।২৫। বৃহস্পতিবার পঞ্চমী ঘ ৭।৫৬।৫২ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৬।৪২। ষট্‌পঞ্চমীব্রত, হোরাপঞ্চমী, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীবিজয়।

প্রাতঃ ঘ ৬।৬।৪১ পরে সপ্তমী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।০।৩৫ পর্যন্ত, হস্তানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৬।১৫।২৩। বিবস্বৎ সপ্তমীব্রত। শ্রীশ্রীসূর্যপূজা।

৬ শ্রাবণ ইং ২২ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৮।২৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।৮। শনিবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ১।৪১।৫৬ চিত্রানক্ষত্র ঘ ৪।৪৯।৫৫। বিপত্তারিণীব্রত।

৭ শ্রাবণ ইং ২৩ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৮।৪২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৩।৫৮। রবিবার নবমী রাত্রি ঘ ১১।১৬।২ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ৩।১৫।২০।

৮ শ্রাবণ ইং ২৪ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৮।৫৬ সূর্যাস্ত ঘ :।৪৩।৪৬। সোমবার দশমী রাত্রি ঘ ৮।৪৭।১৮ বিশাখানক্ষত্র ঘ ১।৩৫।৫৫। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা (স্মার্ত মতে)।

৯ শ্রাবণ ইং ২৫ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৯।১০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৩।৩৪। মঙ্গলবার একাদশী সন্ধ্যা ঘ ৬।২০।১০ অনুরাধানক্ষত্র ঘ ১১।৫৬।৭। শয়ন একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা (উৎকল মতে)।

১০ শ্রাবণ ইং ২৬ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।২৯।৪৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪৩।৩। বুধবার দ্বাদশী ঘ ৪।০।৪৭ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ১০।২৩।৪৪।

১১ শ্রাবণ ইং ২৭ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩০।১৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪২।৩২। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী ঘ ১।৫৩।১৭ মূলানক্ষত্র ঘ ৯।২।৩১৭

১২ শ্রাবণ ইং ২৮ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩০।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪২।০। শুক্রবার চতুর্দশী ঘ ১২।০।৩২ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৭।৫৩।২২। পূর্ণিমার নিশিপালন.

১৩ শ্রাবণ ইং ২৮ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩১।১৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪১।২৭। শনিবার পূর্ণিমা ঘ ১০।২৮।২৭ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৭।৪।২২। পূর্ণিমার উপবাস, ব্রতাঙ্গ উপবাস ও ব্রত। গুরুপূর্ণিমা।

"বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা – সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।... ...."

—রবীন্দ্রনা

প—৮
প—১২

১৪ শ্রাবণ ইং ৩০ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩১।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪০।৫২। রবিবার প্রতিপদ ঘ ৯।২০।১৩ শ্রবণানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ.৬।৩৮।১৭।

১৫ শ্রাবণ ইং ৩১ জুলাই। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩২।১৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪০।১০। সোমবার দ্বিতীয়া ঘ ৮।৩৯।১৮ ধনিষ্ঠানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৩৮।২৩। অশূন্যশয়না দ্বিতীয়া ব্রত।

১৬ শ্রাবণ ইং ১ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩২।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৯।৪৪। মঙ্গলবার তৃতীয়া ঘ ৮।২৭।৫২ শতভিষানক্ষত্র ঘ ৭।৯।২।

১৭ শ্রাবণ ইং ২ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৩।১৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৯।৮। বুধবার চতুর্থী ঘ ৮।৪৬।৫৪ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৮।৮।১৪। নাগপঞ্চমী। মনসাদেবী ও অষ্টনাগ পূজা।

১৮ শ্রাবণ ই ৩ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৩।৪৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৮।৩২। বৃহস্পতিবার পঞ্চমী ঘ ৯।৩৭।২৮ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৯।৩৩।৩৪।

১৯ শ্রাবণ ইং ৪ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৪।১১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৭।৫৫। শুক্রবার ষষ্ঠী ঘ ১০।৫৩।৪৮ রেবতীনক্ষত্র ঘ ১১।২৯।৩১।

২০ শ্রাবণ ইং ৫ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৪।৩৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৭।১৮। শনিবার সপ্তমী ঘ ১২।৩৩।৩৮ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ১।৪৭।৩১।

২১ শ্রাবণ ইং ৬ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৫।৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।৪০ রবিবার অষ্টমী ঘ ২।২৮।৩৩ ভরণীনক্ষত্র ঘ ৪।১৮।৪৩।

২২ শ্রাবণ ইং ৭ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৫।২৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।১। সোমবার নবমী ঘ ৪।৩০।১৯ কৃত্তিকানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৬।১৮।

২৩ শ্রাবণ ইং ৮ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৫।৫৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।২২। মঙ্গলবার দশমী সন্ধ্যা ঘ ৬।২৭।৩২ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।২৭।৫৩।

২৪ শ্রাবণ ইং ৯ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৬।১৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।৪৩। বুধবার একাদশী রাত্রি ঘ ৮।১১।৩৯ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৪৬।৪৯ একাদশীর উপবাস।

২৫ শ্রাবণ ইং ১০ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৬।৪৩ সূর্যাস্ত ৬।৩৪।৩। বৃহস্পতিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৯।৩৩।৫১ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৪৩।৪২।

২৬ শ্রাবণ ইং ১১ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৭।৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৩।২২। শুক্রবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১০।৩০।৫৫ পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।১০।৩৪।

২৭ শ্রাবণ ইং ১২ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৭।২৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩২।৪১। শনিবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ১০।৫৭।১৮ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।১১।৪৬।

২৮ শ্রাবণ ইং ১৩ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৭।৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩১।৫৯। রবিবার

অমাবস্যা রাত্রি ঘ ১০।৫২।৫৮ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪২।৫৫। অমাবস্যার ব্রত, উপবাস ও নিশিপালন।

২৯ শ্রাবণ ইং ১৪ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৮।১২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩১।১৬। সোমবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১০।১৯।১৭ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৪।১৭।

৩০ শ্রাবণ ইং ১৫ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৮।৩২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩০।৩২। মঙ্গলবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৯।১৬।৪১ পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।১১।১৫।

৩১ শ্রাবণ ইং ১৬ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৮।৫২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৯।৪৮। বুধবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৭।৫০।১১ উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৩০।৫৫।

৩২ শ্রাবণ ইং ১৭ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৯।১২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৯।৪। বৃহস্পতিবার চতুর্থী অপরাহ্ন ঘ ৬।১।৩৬ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।২২।১২। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি।

ভাদ্র মাস

১ ভাদ্র ইং ১৮ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৯।৩২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৮।২০। শুক্রবার পঞ্চমী ঘ ৩।৫৭।২৪ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।০।৫২। বটুপঞ্চমী ব্রত।

২ ভাদ্র ইং ১৯ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৯।৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৭।৩০। শনিবার ষষ্ঠী ঘ ১।৪০।৪২ স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।২৮।৪৪। লুণ্ঠন ষষ্ঠী।

৩ ভাদ্র ইং ২০ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪০।১৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৬।৪৯। রবিবার সপ্তমী ঘ ১১।১৫।৪১ বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৪৮।৫৯। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা।

৪ ভাদ্র ইং ২১ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪০।২৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৬।৩। সোমবার অষ্টমী ঘ ৮।৪৭।৫৩ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৯।১৪।

৫ ভাদ্র ইং ২২ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪০।৪৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৫।১৭। মঙ্গলবার নবমী প্রাতঃ ঘ ৬।২১।১৭ পরে দশমী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।১।৫৩ পর্যন্ত; জ্যেষ্ঠানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৩৪।০।

৬ ভাদ্র ইং ২৩ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪১।২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৪।৩০। বুধবার একাদশী রাত্রি ঘ ১।৫৩।৩৭ মূলানক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৫।৭।৪২। একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা।

৭ ভাদ্র ইং ২৪ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪১।১৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২৩।৪২। বৃহস্পতিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১২।১।১৯ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৩।৫৪।৫৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোহণ।

প—১৪

৮ ভাদ্র ইং ২৫ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪১।৩৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২২।৫৪। শুক্রবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১০।২৮।৫৮ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ২।৫৯।৪০।

৯ ভাদ্র ইং ২৬ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪১।৫৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২১।৫৮। শনিবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৯।২০।১৭ শ্রবণানক্ষত্র ঘ ২।২৭।৫৪। পূর্ণিমার নিশিপালন।

১০ ভাদ্র ইং ২৭ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪২।২১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২১।১। রবিবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ৮।৩৯।৩৭ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ২।২০।৫০ পূর্ণিমার ব্রত, ব্রতাঙ্গ উপবাস ও উপবাস। রাখিবন্ধন, ঋষিতর্পণ।

১১ ভাদ্র ইং ২৮ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪২।৪৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২০।৪। সোমবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৮।২৭।১৩ শতভিষানক্ষত্র ঘ ২।৪৪।৫৮।

১২ ভাদ্র ইং ২৯ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৩।৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৯।৭। মঙ্গলবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৮।৪৫।৫৫ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৩।৩৬।৫৬।

১৩ ভাদ্র ইং ৩০ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৩।২৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৮।৯। বুধবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৯।৩৬।৩৩ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৪।৫৭।২৭।

১৪ ভাদ্র ইং ৩১ আগষ্ট। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৩।৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৭।১৯। বৃহস্পতিবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ১০।৫৩।৭ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৪৭।১৯।

১৫ ভাদ্র ইং ১ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৪।১৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৬।১৩। শুক্রবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১২।৩৩।৩৭ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫৯।৪৯।

১৬ ভাদ্র ইং ২ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৪।৩৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৫।১৬। শনিবার ষষ্ঠী রাত্রি ২।২৯।১৯ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।২৮।৩৬।

১৭ ভাদ্র ইং ৩ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৪।৫৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৪।১৪। রবিবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৪।৩২।৩২ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫।১।

১৮ ভাদ্র ইং ৪ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৫।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৩।১৪। সোমবার অষ্টমী দং ৬০।০।০ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৩৮।৫৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

১৯ ভাদ্র ইং ৫ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৫।৩৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১২।১৪। মঙ্গলবার অষ্টমী প্রাতঃ ঘ ৬।৩২।৮ মৃগশিরানক্ষত্র দং ৬০।০।০। নন্দোৎসব।

২০ ভাদ্র ইং ৬ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৫।৫৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১১।১৪। বুধবার নবমী ঘ ৮।১৮।১১ মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ৭।১।১৮।

২১ ভাদ্র ইং ৭ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৬।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১০।১৫। বৃহস্পতিবার দশমী ঘ ৯।৪২।৯ আর্দ্রানক্ষত্র ঘ ৯।৩।৩৯।

২২ ভাদ্র ইং ৮ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৬।৩৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৯।১৫। শুক্রবার একাদশী ১০।৪১।১৫। পুনর্বসুনক্ষত্র ঘ ১০।১৬।১৪। একাদশীর উপবাস।

২৩ ভাদ্র ইং ৯ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৬।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৮।১৫। শনিবার দ্বাদশী ঘ ১১।১০।৮ পুষ্যানক্ষত্র ঘ ১১।৪৩।৩৩।

২৪ ভাদ্র ইং ১০ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৭।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৭।১৪। রবিবার ত্রয়োদশী ঘ ১১।৮।৫০ অশ্লেষানক্ষত্র ঘ ১২।২১।১৩। অঘোরচতুর্দশীব্রত।

২৫ ভাদ্র ইং ১১ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৭।৩৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৬।১৩। সোমবার চতুর্দশী ঘ ১০।৩৭।২২ মঘানক্ষত্র ঘ ১২।২৯।৪১। অমাবস্থায় নিশিপালন।

২৬ ভাদ্র ইং ১২ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৭।৫২ সূর্যাস্ত ৬।৫।১২। মঙ্গলবার অমাবস্থা ঘ ৯।৩৭।৩২ পূর্বাফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১২।৯।৫২। অমাবস্থায় উপবাস ব্রত। কৌশী অমাবস্থা; আলোকামাবস্থাব্রত।

২৭ ভাদ্র ইং ১৩ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৮।১১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪।১১। বুধবার প্রতিপদ ঘ ৮।১২।৪৬ উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১১।২৬।২০।

২৮ ভাদ্র ইং ১৪ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৮।৩০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩।১০। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়া প্রাতঃ ঘ ৬।২৬।৫৫ পরে তৃতীয়া (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।২৪।০ পর্যন্ত; হস্তানক্ষত্র ঘ ১০।২১।৪১।

২৯ ভাদ্র ইং ১৫ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৮।৪৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২।৯। শুক্রবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ২।৯।৪ চিত্রানক্ষত্র ঘ ৯।২।৫৭। সৌভাগ্যচতুর্থীব্রত, বরদাচতুর্থী, সিদ্ধিবিনায়কব্রত। শ্রীশ্রীগণেশপূজা।

৩০ ভাদ্র ইং ১৬ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৯।৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১।৮। শনিবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১১।৪৫।২৭ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ৭।৩২।২। ঋটুপঞ্চমীব্রত, রক্ষাপঞ্চমী, ঋষিপঞ্চমী।

৩১ ভাদ্র ইং ১৭ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৯।২৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।০।৭। রবিবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৯।১৯।২১ বিশাখানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৫।৫৪।১৩ পরে অনুরাধানক্ষত্র (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ৪।১৪।৩ পর্যন্ত। অরন্ধন ও বিশ্বকর্মাপূজা।

"জাতিকে যদি মুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ অন্তরে পাইতে হইবে। 'আমি মুক্ত স্বাধীন মানুষ' এই কথা ধ্যান করিতে করিতে মানুষ নির্ভীক হইয়া উঠে। নির্ভীক হইতে পারিলে মানুষ কোনস্থানে আবদ্ধ হয় না; কোন বাধা-বিঘ্ন তাহার পথরোধ করিতে পারে না।" —সুভাষচন্দ্র

আশ্বিন মাস

১ আশ্বিন ইং ১৮ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৯।৪৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৯।৫। সোমবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৬।৫৩।৪৯ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৭।১৮। ললিতাসপ্তমী।

২ আশ্বিন ইং ১৯ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫০।৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৮।৪। মঙ্গলবার অষ্টমী ঘ ৪।৩৫।৪৮ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৮।৩৪। দূর্বাষ্টমীব্রত। রাধাষ্টমীব্রত।

৩ আশ্বিন ইং ২০ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫০।২২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৭।২। বুধবার নবমী ঘ ২।২৮।৩৬ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৫৩।৪৮। তালনবমীব্রত।

৪ আশ্বিন ইং ২১ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫০।৪১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৬।১। বৃহস্পতিবার দশমী ঘ ১২।৩৬।৩৬ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৫৩।২১।

৫ আশ্বিন ইং ২২ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫১।০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৫।০। শুক্রবার একাদশী ঘ ১১।৪।৩৪ শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।১৪।৫০। পার্শ্ব-একাদশীর ও শ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস।

৬ আশ্বিন ইং ২৩ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫১।১৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৩।৫৮। শনিবার দ্বাদশী ঘ ৯।৫৭।৩০ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।১।৪০। মুং পর্ব ইন্দ্রদ্রোহ।

৭ আশ্বিন ইং ২৪ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫১।৩৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫২।৫৭। রবিবার ত্রয়োদশী ঘ ৯।১৭।১৮ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।১৭।৫৯।

৮ আশ্বিন ইং ২৫ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫১।৫৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫১।৫৬। সোমবার চতুর্দশী ঘ ৯।৬।৪১ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।২।৩৯। পূর্ণিমার নিশিপালন। অনন্তচতুর্দশীব্রত।

৯ আশ্বিন ইং ২৬ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫২।১৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫০।৫৬। মঙ্গলবার পূর্ণিমা ঘ ৯।২৬।৫৪ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১৭।২৩ পূর্ণিমার উপবাস ও ব্রতান্ত উপবাস। অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধ ও তিলতর্পণারম্ভ।

১০ আশ্বিন ইং ২৭ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫২।৩৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৯।৫৫। বুধবার প্রতিপদ ঘ ১০।১৮।৪৪ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫৯।২৪।

১১ আশ্বিন ইং ২৮ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫২।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৮।৫৫। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়া ঘ ১১।৩৬।৫৮ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৬।৪৪।

১২ আশ্বিন ইং ২৯ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৩।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৭।৫৫। শুক্রবার তৃতীয়া ঘ ১।১৯।১৩ ভরণীনক্ষত্র দং ৬০।০।০

১৩ আশ্বিন ইং ৩০ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৩।৩৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৬।৫৪। শনিবার চতুর্থী ঘ ৩।১৭।০ ভরণীনক্ষত্র প্রাতঃ ৬।৩২।৫১।

১৪ আশ্বিন ইং ১ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৩।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৫।৫৫। রবিবার পঞ্চমী সন্ধ্যা ঘ ৫।২৪।২৫ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ৯।৮।১৪।

১৫ আশ্বিন ইং ২ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৪।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৪।৫৫। সোমবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৭।২৩।৪৯ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ১১।৪৩।১৫।

১৬ আশ্বিন ইং ৩ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৪।৩৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৩।৫৬। মঙ্গলবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৯।১২।২ মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ২।৮।১৬।

১৭ আশ্বিন ইং ৪ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৪।৫৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪২।৫৮। বুধবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ১০।৩৮।৩২ আর্দ্রানক্ষত্র ঘ ৪।১৫।১৬। জিতাষ্টমী। প্রদোষে জীমূতবাহন পূজা।

১৮ আশ্বিন ইং ৫ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৫।২০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪২।০। বৃহস্পতিবার নবমী রাত্রি ঘ ১১।৩৯।৫৩ পুনর্বসুনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।৫৬।১৫। পূর্বাহ্ণ ঘ ৯।৫০।৫৩ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়াদুর্গাদেবীর নবম্যাদিকল্পারম্ভ ও বোধন প্রশস্ত।

১৯ আশ্বিন ইং ৬ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৫।৪৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪১।৩। শুক্রবার দশমী রাত্রি ঘ ১২।১০।৩ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৯০।১৭।

২০ আশ্বিন ইং ৭ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৬।৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪০।৫। শনিবার একাদশী রাত্রি ঘ ১২।১০।৫ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৫৪।১৯। একাদশীর উপবাস।

২১ আশ্বিন ইং ৮ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৬।২৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৯।৭। রবিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১১।৪০।৪৯ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৯।২৭।

২২ আশ্বিন ইং ৯ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৬।৫০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৮।১০। সোমবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১০।৪৩।৮ পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৫৪।৩৮।

২৩ আশ্বিন ইং ১০ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৭।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৭।১৪। মঙ্গলবার চতুর্দশী রাত্রি ঘ ৯।২০।৩৭ উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১৬।২৭। অমাবস্যার নিশিপালন।

২৪ আশ্বিন ইং ১১ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৭।৩৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৬।১৮। বুধবার অমাবস্যা রাত্রি ঘ ৭।৩৬।২৮ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।১৫।৪৩। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। মহালয়া পার্বণশ্রাদ্ধ।

২৫ আশ্বিন ইং ১২ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৮।৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৫।২৩ বৃহস্পতিবার প্রতিপদ সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৩।৫ চিত্রানক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৫।০।২৭ পূর্বাহ্ণ ঘ ৯।৫০।৩০ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়াদুর্গাদেবীর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ ও নবরাত্রিক ব্রতারম্ভ।

২৬ আশ্বিন ইং ১৩ অক্টোবর। সূর্যোদয় ৫।৫৮।২৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৪।২৮। শুক্রবার দ্বিতীয়া ঘ ৩।২৩।৪ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ৩।৩১।৩৯।

২৭ আশ্বিন ইং ১৪ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৮।৫৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৩।৩৩ শনিবার তৃতীয়া ঘ ১।১।২৮ বিশাখানক্ষত্র ঘ ১।৫৫।১।

২৮ আশ্বিন ইং ১৫ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৯।১৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩২।৩৯ রবিবার চতুর্থী ঘ ১০।৩৭।১৩ অনুরাধানক্ষত্র ঘ ১২।১৫।১৯। মানচতুর্থী।

২৯ আশ্বিন ইং ১৬ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৯।৪৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩১।৪৬ সোমবার পঞ্চমী ঘ ৮।১৩।৫৪ পরে ষষ্ঠী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ৫।৫৭।২৮ পর্যন্ত ; জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ১০।৩৭।৩৮। ঘ ৮।১৩।৫৪ মধ্যে ষট্‌পঞ্চমীব্রত ও পরে দুর্গাষষ্ঠি। ঘ ৮।১৩।৫৪ গতে পূর্বাহ্ণ ঘ ৯।৫০।২৬ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়াদুর্গাদেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। সন্ধ্যায় দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

৩০ আশ্বিন ইং ১৭ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।০।১৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩০।৫৩। মঙ্গলবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৩।৫২।৩৭ মূলানক্ষত্র ঘ ৯।৬।৪৬। দিবা ঘ ৯।৫০।২৬ পর্যন্ত পূর্বাহ্ণ শ্রীশ্রী-শারদীয়া দুর্গাদেবীর পত্রিকাপ্রবেশ স্থাপন। পূর্বাহ্ণমধ্যে সপ্তমাদি কল্পারম্ভ ও সপ্তমী-বিহিত পূজা। দেবীর ঘোটকে আগমন, ফল—ছত্রভঙ্গ। জলবিষুব সংক্রান্তি।

কার্তিক মাস

১ কার্তিক ইং ১৮ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।০।৪১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩০।১। বুধবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ২।৩১ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৭।৪৮।৫৯। দিবা ঘ ৯।৫০।২৮ পূর্বাহ্নমধ্যে মহাষ্টম্যাদি ও কেবল মহাষ্টমী কল্পারম্ভ ও মহাষ্টমীবিহিত পূজা। মহাষ্টমীর উপবাস ও ব্রত। বীরাষ্টমীর ব্রত। রাত্রি ঘ ১১।২১।২১ গতে রাত্রি ঘ ১২।৯।২১ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়াদুর্গাদেবীর অর্ধ-রাত্রি বিহিত পূজা। রাত্রি ঘ ১।৩৯।১ গতে রাত্রি ঘ ২।২৭।১ মধ্যে সন্ধিপূজা। রাত্রি ঘ ২।৩।১ গতে রাত্রি ঘ ২।২৭।১ মধ্যে বলিদান।

২ কার্তিক ইং ১৯ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১।৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৯।৯। বৃহস্পতিবার নবমী রাত্রি ঘ ১২।৩৩।২৮ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৪৪।৫৮ দিবা ঘ ৯।৫০।২০ পূর্বাহ্ণ মধ্যে কেবল মহানবমী কল্পারম্ভ ও মহানবমীবিহিত পূজা।

৩ কার্তিক ইং ২০ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১।৩৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৮।১৯ শুক্রবার দশমী রাত্রি ঘ ১১।২৭।৩৬ শ্রবণানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।২।২১ পরে ধনিষ্ঠানক্ষত্র (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।৪২।৩৫ পর্যন্ত। দিবা ঘ ৯।৫০।৩২ পর্যন্ত পূর্বাহ্ণ কিন্তু বিহিত লগ্নাদির অনু-রোধে ঘ ৮।২০।৩৪ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর দশমীবিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন। বিজয়া দশমীকৃত্য। দেবীর দোলায় গমন, ফল—মড়ক।

৪ কার্তিক ইং ২১ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২।৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৭।২৯। শনিবার একাদশী রাত্রি ঘ ১০।৪৯।২১ শতভিষানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।৫১।৫৩। একাদশীর উপবাস।

৫ কার্তিক ইং ২২ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২।৩৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৬।৩৯। রবিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১০।৪১।২১ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দং ৬০।০।০।

৬ কার্তিক ইং ২৩ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩।০০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৫।৫০। সোমবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১১।৪।১৪ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৩০।৪৫। মুঃ পর্ব মহরম।

৭ কার্তিক ইং ২৪ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৫।৮ মঙ্গলবার চতুর্দশী রাত্রি ঘ ১১।৫৯।১৮ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৭।৩৯।১০।

এই পঞ্জিকার সময় কলিকাতার স্থানীয় সময় (Local time)। ইহা হইতে ২৪ মিনিট বাদ দিলে ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময় (Indian standard time) পাওয়া যাইবে। এই স্ট্যাণ্ডার্ড সময়ই এখন ভারতে সরকারীভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

৮ কার্তিক ইং ২৫ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪।১৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৪।১৩। বুধবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ১২।০।১৪ রেবতীনক্ষত্র ঘ ৯।১২।৪৩। শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষ্মীপূজা। পূর্ণিমার ব্রত। পূর্ণিমার ব্রত, উপবাস ও ব্রতাঙ্গ উপবাস। পূর্ণিমার নিশিপালন।

৯ কার্তিক ইং ২৬ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪।৪৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৩।২৬। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৩।৫।১১ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ১১।১৫।৩৮।

১০ কার্তিক ইং ২৭ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৫।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২২।৪৬। শুক্রবার দ্বিতীয়া রাত্রিশেষ ঘ ৫।৫।২৮ ভরণীনক্ষত্র ঘ ১।৩৮।৪।

১১ কার্তিক ইং ২৮ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৫।৪২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২২।৫। শনিবার তৃতীয়া দং ৬০।০।০ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ৪।১১।৫২।

১২ কার্তিক ইং ২৯ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৬।১১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২১।২৬। রবিবার তৃতীয়া ঘ ৭।১৩।৩৯ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৪৮।১৮। দশরথব্রত।

১৩ কার্তিক ৩০ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৬।৪২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২০।৪৮। সোমবার চতুর্থী ঘ ৯।১৭।৬ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।১৬।৪০।

১৪ কার্তিক ইং ৩১ অক্টোবর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৭।১৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২০।১১। মঙ্গলবার পঞ্চমী ঘ ১১।৭।৩৭ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।২৮।১৮

১৫ কার্তিক ইং ১ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৭।৪৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৯।৩৫। বুধবার ষষ্ঠী ঘ ১২।৩৫।২২ পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১৭।২৪।

১৬ কার্তিক ইং ২ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৮।১৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৮।৫৮। বৃহস্পতিবার সপ্তমী ঘ ১।৩৮।১৫ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৭।৩৩।

১৭ কার্তিক ইং ৩ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৮।৫০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৮।২৩। শুক্রবার অষ্টমী ঘ ২।৯।৫০ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।২৮।৪২।

১৮ কার্তিক ইং ৪ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৯।২৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৭।৪৯। শনিবার নবমী ঘ ২।১০।৩৫ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৫১।৫১।

১৯ কার্তিক ইং ৫ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১০।০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৭।১৬। রবিবার দশমী ঘ ১।৪১।৪০ পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৪৩।২৮।

২০ কার্তিক ইং ৬ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১০।৩৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৬।৪৪। সোমবার একাদশী ঘ ১২।৪৪।৮ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।১০।৪৭। একাদশীর উপবাস।

২১ কার্তিক ইং ৭ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১১।১২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৬।১১। মঙ্গলবার দ্বাদশী ঘ ১১।২৩।২ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।১৫।২৪।

২২ কার্তিক ইং ৮ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১১।৫০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৫।৪১। বুধবার ত্রয়োদশী ঘ ৯।৪০।৭ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।২।১৯। ভূতচতুর্দশী। চতুর্দশীর উপবাস।

২৩ কার্তিক ইং ৯ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১২।২৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৫।১১। বৃহস্পতিবার চতুর্দশী ঘ ৭।৪২।২৫ পরে অমাবস্যা (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।২৯।১৮ পর্যন্ত; স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৩৫।৩০। অমাবস্যার উপবাস ও নিশিপালন। অমাবস্যার ব্রত। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা।

২৪ কার্তিক ইং ১০ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৩।৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৪।৪২। শুক্রবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৬।৯।৪৪ বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।০।১৮।

২৫ কার্তিক ইং ১১ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৩।৪৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৪।১২। শনিবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১২।৪৭।২৩ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।২০।৫৫। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

২৬ কার্তিক ইং ১২ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৪।২৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৩।৪৫। রবিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১০।২৬।১৬ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৪১।৪০।

২৭ কার্তিক ইং ১৩ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৫।১১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৩।১৯। সোমবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ৮।১২।৫৭ মূলানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।৯।৫৬।

২৮ কার্তিক ইং ১৪ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৫।৫৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।৫৩। মঙ্গলবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৬।১০।৪২ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৩।৪৯।৩৯। বটুপঞ্চমীব্রত।

২৯ কার্তিক ইং ১৫ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৬।৩৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।২৯। বুধবার ষষ্ঠী ঘ ৪।২৪।৫ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ২।৪১।৩৩।

৩০ কার্তিক ইং ১৬ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৭।২১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।৪। বৃহস্পতিবার সপ্তমী ঘ ২।৫৭।৪২ শ্রবণানক্ষত্র ঘ ১।৫৪।২৫। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। সর্বজয়াব্রত। মিত্র বা ইতুপূজা। শ্রীশ্রীকার্তিক পূজা।

অগ্রহায়ণ মাস

১ অগ্রহায়ণ ইং ১৭ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৮।৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।৪০। শুক্রবার অষ্টমী ১।৫৫।৩৩ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ঘ ১।২৯।৫৯। গোষ্ঠাষ্টমী।

২ অগ্রহায়ণ ইং ১৮ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৮।৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।১৭। শনিবার নবমী ঘ ১।২০।৪৬ শতভিষানক্ষত্র ঘ ১।৩২।৩৯। দুর্গানবমীব্রত, গৌরীব্রত, অক্ষয়নবমীব্রত। শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা।

৩ অগ্রহায়ণ ইং ১৯ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৯।৩৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।৫৬। রবিবার দশমী ঘ ১।১৩।৩ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ২।৪।৫০।

৪ অগ্রহায়ণ ইং ২০ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২০।২৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।৩৫। সোমবার একাদশী ঘ ১।৪১।৫২ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৩।৭।৪। উত্থান একাদশীর উপবাস।

৫ অগ্রহায়ণ ইং ২১ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২১।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।১৫। মঙ্গলবার দ্বাদশী ২।৪০।৩৮ রেবতীনক্ষত্র ঘ ৪।৩৪।৪০।

৬ অগ্রহায়ণ ইং ২২ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২২।৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৯।৫৬। বুধবার ত্রয়োদশী ঘ ৪।৫।২৫ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৩২।২৭। বৈকুণ্ঠচতুর্দশীব্রত, পাষাণ-চতুর্দশীব্রত।

৭ অগ্রহায়ণ ইং ২৩ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২২।৫৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৯।৩৮। বৃহস্পতিবার চতুর্দশী রাত্রি ঘ ৫।৫৩।৫৬ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫১।৪১। পুর্ণিমার নিশিপালন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।

৮ অগ্রহায়ণ ইং ২৪ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৩।৪৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৯।২১। শুক্রবার পুর্ণিমা রাত্রি ঘ ৭।৫৭।২৫ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।২৩।৪৪ পুর্ণিমার ব্রতোপবাস, ব্রতাঙ্গ উপবাস।

৯ অগ্রহায়ণ ইং ২৫ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৪।১৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৯।২৪ শনিবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১০।৭।২২ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।১।৭।

১০ অগ্রহায়ণ ইং ২৬ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৪।৪৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৯।২৮। রবিবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১২।১২।৬ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৩১।৫৪।

১১ অগ্রহায়ণ ইং ২৭ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৫।১৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৯।৩২। সোমবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ২।৩।৫৩ আর্দ্রানক্ষত্র দং ৬০।০।০।

১২ অগ্রহায়ণ ইং ২৮ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৫।৫৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৯।৩৯। মঙ্গলবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ৩।৩১।৫৮ আর্দ্রানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৪৯।২৭।

১৩ অগ্রহায়ণ ইং ২৯ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৬।২৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৯।৪৪। বুধবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৪।৩৫।১৩ পুনর্বসুনক্ষত্র ঘ ৮।৪৪।১৭।

১৪ অগ্রহায়ণ ইং ৩০ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৭।১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৯।৫২। বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী রাত্রিশেষ ঘ ৫।৬।৫৯ পুষ্যানক্ষত্র ঘ ১০।৮।৫৯।

১৫ অগ্রহায়ণ ইং ১ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৭।৩৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।০। শুক্রবার সপ্তমী রাত্রিশেষ ঘ ৫।৮।১৫ অশ্লেষানক্ষত্র ঘ ১১।৭।১৯।

১৬ অগ্রহায়ণ ইং ২ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৮।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।১০। শনিবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ৪।৩৯।১ মঘানক্ষত্র ঘ ১১।৩৯।৩৮।

১৭ অগ্রহায়ণ ইং ৩ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৮।৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।১৯। রবিবার নবমী রাত্রি ঘ ৩।৪২।৩ পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১১।৩৫।৪৯।

১৮ অগ্রহায়ণ ইং ৪ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৯।২৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।২৯। সোমবার দশমী রাত্রি ঘ ২।২০।১৯ উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১১।৮।৫৩।

১৯ অগ্রহায়ণ ইং ৫ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩০।৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।৩৯। মঙ্গলবার একাদশী রাত্রি ঘ ১২।১৭।২০ হস্তানক্ষত্র ঘ ১০।১৯।৮। একাদশীর উপবাস।

২০ অগ্রহায়ণ ইং ৬ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩০।৪৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।৪৯। বুধবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১০।৩৮।৪৯ চিত্রানক্ষত্র ঘ ৯।৮।৫৩।

মুং পর্ব আহেরিচাহারসুম্বা।

২১ অগ্রহায়ণ ইং ৭ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩১।২৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।১। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৮।২৮।১৩ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ৭।৪৭।৫ পরে বিশাখানক্ষত্র (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৬।১৩।৫৩ পর্যন্ত।

২২ অগ্রহায়ণ ইং ৮ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩২।৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।১৩। শুক্রবার চতুর্দশী রাত্রি ঘ ৬।৯।১৪ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৩৪।১০, অমাবস্যার নিশিপালন।

২৩ অগ্রহায়ণ ইং ৯ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩২।৪৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।২৬। শনিবার অমাবস্যা ঘ ৩।৪৮।২৮ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫৪।৪৯। অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

২৪ অগ্রহায়ণ ইং ১০ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৩।২৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।৩৯। রবিবার প্রতিপদ ঘ ১।২৯।১৭ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।২০।১১। কাঁচাযটপূজা বা হরিষষ্ঠী।

২৫ অগ্রহায়ণ ইং ১১ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৪।৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।৫৩। সোমবার দ্বিতীয়া ঘ ১১।১৭।৫১ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৫৬।১৩।

২৬ অগ্রহায়ণ ইং ১২ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৪।৪৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।৭। মঙ্গলবার তৃতীয়া ঘ ৯।১৮।১১ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪৪।৫৭।

২৭ অগ্রহায়ণ ইং ১৩ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৫।২৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।২১। বুধবার চতুর্থী ঘ ৭।৩৪।১১ পরে পঞ্চমী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৬।১০।৩ পর্যন্ত; শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৫২।৩০ বটুপঞ্চমীব্রত।

২৮ অগ্রহায়ণ ইং ১৪ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৬।১০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।৩৫। বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী রাত্রিশেষ ঘ ৫।১১।৩২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।২৩।২২। গুহষষ্ঠি।

২৯ অগ্রহায়ণ ইং ১৫ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৬।৫২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।৪৯। শুক্রবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৪।৪০।২৩ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।১৯।১৪। মিত্রসপ্তমী, শ্রীসূর্যপূজা। ষড়শীতিসংক্রান্তি।

৩০ অগ্রহায়ণ ইং ১৬ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৭।৩৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৩।৫ শনিবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ৪।৩৯।২৩ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৪৬।১। ষড়শীতিসংক্রান্তি।

পৌষ মাস

১ পৌষ ইং ১৭ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৮।১৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৩।২০ রবিবার নবমী রাত্রিশেষ ঘ ৫।৯।১ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪১।৮।

২ পৌষ ইং ১৮ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৯।২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৩।৩৬। সোমবার দশমী রাত্রিশেষ ঘ ৬।১০।২৫ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৩।৪১।

৩ পৌষ ইং ১৯ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৯।৪৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৩।৫২। মঙ্গলবার একাদশী দং ৬০।০।০ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫৬।৮।

৪ পৌষ ইং ২০ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪০।২৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৪।৮। বুধবার একাদশী ঘ ৭।৩৮।১৬ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।১১।৭। একাদশীর উপবাস।

৫ পৌষ ইং ২১ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪১।১২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৪।২৪। বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঘ ৯।২৯।২০ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৬।৪১।৪১।

৬ পৌষ ইং ২২ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪১।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৪।৩৯। শুক্রবার ত্রয়োদশী ঘ ১১।৩৪।৫৭ রোহিণীনক্ষত্র দং ৬০।০।০। মুং পর্ব ফতেহাদোয়াজদাহান্।

৭ পৌষ ইং ২৩ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪২।৩৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৪।৫৫। শনিবার চতুর্দশী ঘ ১।৪৫।৫৩ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ৯।১৯।৩২। পূর্ণিমার নিশিপালন।

৮ পৌষ ইং ২৪ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৩।২২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৫।১১। রবিবার পূর্ণিমা ঘ ৩।৫১।৩২ মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ১১।৫৩।৫। পূর্ণিমার উপবাস ও ব্রতাঙ্গ উপবাস ও ব্রত।

৯ পৌষ ইং ২৫ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৩।৩৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৫।৫৫। সোমবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৫।৪২।৮ আর্দ্রানক্ষত্র ঘ ২।১৪।২৪। খৃ পর্ব খৃষ্টমাস ডে।

১০ পৌষ ইং ২৬ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৩।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৬।৪১। মঙ্গলবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৭।০।২৭ পুনর্বসুনক্ষত্র ঘ ৪।১৪।৪৭।

১১ পৌষ ইং ২৭ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৪।৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৭।২৪। বুধবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৮।১০।৫৫ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৫।৪৫।৪০। রাত্রি ঘ ২।২৫।৪৫ গতে অকাল নিবৃত্তি।

১২ পৌষ ইং ২৮ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৪।২৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৮।৮। বৃহস্পতিবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ৮।৪০।৪১ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৫১।১৩।

১৩ পৌষ ইং ২৯ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৪।৪০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৮।৫২। শুক্রবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৮।৩৯।৪৭ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৬।৩৮।

১৪ পৌষ ইং ৩০ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৪।৪৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৯।৩৫। শনিবার ষষ্ঠ রাত্রি ঘ ৮।৮।৪৫ পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৩৩।১৩।

১৫ পৌষ ইং ৩১ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৫।৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২০।১৮। রবিবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৭।১০।২০ উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১১।৩৮।

১৬ পৌষ ইং ১ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৫।২৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২১।১। সোমবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ৫।৪৭।০ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।২৭।৭ পুপুষ্টকাশ্রাদ্ধ। ইং ১৯৫১ নববর্ষারম্ভ।

১৭ পৌষ ইং ২ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৪।৩৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২১।৪৪। মঙ্গলবার নবমী ঘ ৪।৩।৫ চিত্রানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।২১।৮।

১৮ পৌষ ইং ৩ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৫।৫৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২২।২৭। বুধবার দশমী ঘ ২।৩।৩০ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ৪।২।৩৫।

১৯ পৌষ ইং ৪ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৬।৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৩।৯। বৃহস্পতিবার একাদশী ঘ ১১।৫২।৮ বিশাখানক্ষত্র ঘ ২।৩১।৭। একাদশীর উপবাস।

২০ পৌষ ইং ৫ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৬।১৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৩।৫০। শুক্রবার দ্বাদশী ঘ ৯।৩৩।১২ অনুরাধানক্ষত্র ঘ ১২।৫৩।১৮।

২১ পৌষ ইং ৬ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৬।৩২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৪।৩২। শনিবার ত্রয়োদশী ঘ ৭।১২।৪৪ পরে চতুর্দশী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।৫৩।৪৯।

২২ পৌষ ইং ৭ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৬।৪৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৫।১০। রবিবার অমাবস্যা রাত্রি ঘ ২।৪৩।৩১। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন।

২৩ পৌষ ইং ৮ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৬।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৫।৫২। সোমবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১২।৪৫।১৯ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৮।১০।৪১।

২৪ পৌষ ইং ৯ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৬।৩৩। মঙ্গলবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১১।৩।১৭ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫৭।১১ পরে শ্রবণানক্ষত্র (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।৫৭।৫৬ পর্যন্ত।

২৫ পৌষ ইং ১০ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৭।১৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৮।১২। বুধবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৯।৪২।১১ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।২২।৩৭।

২৬ পৌষ ইং ১১ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৭।২৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৭।৫১। বৃহস্পতিবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ৮।৪৬।২ শতভিষানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।১১।৫।

২৭ পৌষ ইং ১২ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৩৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৮।২৮। শুক্রবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৮।১৭।৩৯ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।৩১।৪। ষট্‌পঞ্চমীব্রত।

২৮ পৌষ ইং ১৩ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৪৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৯।৬। শনিবার ষষ্ঠী রাত্রি ৮।১৯।৪৫ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৬।১৭।৩৭।

২৯ পৌষ ইং ১৪ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৯।৪৩। রবিবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৮।৫২।২৬ রেবতীনক্ষত্র দং ৬১।১।১। উত্তরায়ণসংক্রান্তি। পৌষপার্বণ। বখিসংক্রান্তিব্রত।

মাঘ মাস

১ মাঘ ইং ১৫ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩০।১১। সোমবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ৯।৫৩।৪৪ রেবতীনক্ষত্র ঘ ৭।৩৫।২৭।

২ মাঘ ইং ১৬ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।১০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩০।৫৫। মঙ্গলবার নবমী রাত্রি ঘ ১১।২৫।৪৬ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ৯।২০।৫৯।

৩ মাঘ ইং ১৭ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।১৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩১।৩১। বুধবার দশমী রাত্রি ঘ ১১।৮।৩২ ভরণীনক্ষত্র ঘ ১১।৩০।৫০।

৪ মাঘ ইং ১৮ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।২৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩২।৫। বৃহস্পতিবার একাদশী রাত্রি ঘ ৩।২৪।১১ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১।৫৮।৮। একাদশীর উপবাস।

৫ মাঘ ইং ১৯ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।২৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩২।৩৮। শুক্রবার দ্বাদশী রাত্রি শেষ ঘ ৫।৩৪।৪৮ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ৪।৩৪।২৩।

৬ মাঘ ইং ২০ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৩।১১। শনিবার ত্রয়োদশী দং ৬০।০।০ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৯।৫৪।

৭ মাঘ ইং ২১ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৩।৪৪। রবিবার ত্রয়োদশী ঘ ৭।৩৮।৪০ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৩৪।২৮।

৮ মাঘ ইং ২২ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৪।১৪। সোমবার চতুর্দ্দশী ঘ ৯।২৭।১৯ পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৪০।৩৮। পূর্ণিমার ব্রতাঙ্গ উপবাস, নিশি-পালন ও ব্রত।

৯ মাঘ ইং ২৩ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।২২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৫।৪। মঙ্গলবার পূর্ণিমা ঘ ১০।৫১।৪৬ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১১।৩৬। পূর্ণিমার উপবাস।

১০ মাঘ ইং ২৪ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৫।৪৩। বুধবার প্রতিপদ ঘ ১১।৫০।২৩ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩১।২২।

১১ মাঘ ইং ২৫ জানুয়ারী। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৪৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৬।৪১। বৃহস্পতি-বার দ্বিতীয়া ঘ ১২।১৭।৪ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।২৩।৪৫।

১২ মাঘ ইং ২৬ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৭।২৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৭।২৮। শুক্রবার তৃতীয়া ঘ ১২।১৩।১ পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।২৭।১১।

১৩ মাঘ ইং ২৭ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৮।১৪। শনিবার চতুর্থী ঘ ১১।৩৮।৫৪ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।১০।৪৯

১৪ মাঘ ইং ২৮ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৬।৪৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৮।৫৯। রবিবার পঞ্চমী ঘ ১০।৩৭।২৭ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩১।৩১।

১৫ মাঘ ইং ২৯ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৬।২৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৩৯।৪৩। সোমবার ষষ্ঠী ঘ ৯।১১।২৭ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।২৯।১৪।

১৬ মাঘ ইং ৩০ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৬।২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪০।২৭। মঙ্গলবার সপ্তমী ঘ ৭।২৫।৪২ পরে অষ্টমী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।২৪।৩৪ পর্যন্ত; স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১৩।৩৫।

১৭ মাঘ ইং ৩১ জানুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৫।৩৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪১।৯। বুধবার নবমী রাত্রি ঘ ৩।১১।৫৬ বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪৪।১৮।

১৮ মাঘ ইং ১ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৫।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪১।৫১। বৃহস্পতিবার দশমী রাত্রি ঘ ১২।৫১।৪১ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৭।১৮।

১৯ মাঘ ইং ২ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৪।৪৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪২।৩৩। শুক্রবার একাদশী রাত্রি ঘ ১০।৩০।১৩ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৭।৪৩। একাদশীর উপবাস।

২০ মাঘ ইং ৩ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৪।২৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৩।১৮। শনিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৮।১১।৯ মূলানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।৫০।৩৩।

২১ মাঘ ইং ৪ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৩।৫৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৩।৫৫। রবিবার ত্রয়োদশী সন্ধ্যা ঘ ৬।০।২৯ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৪।২০।৩৫। শ্রীশ্রীরটন্তীকালিকা পূজা।

২২ মাঘ ইং ৫ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৩।৩২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৪।৩৪। সোমবার চতুর্দশী ঘ ৪।২।২০ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৩।৩।৫২। অমাবস্যার নিশিপালন।

২৩ মাঘ ইং ৬ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৩।৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৫।১২। মঙ্গলবার অমাবস্যা ঘ ২।২০।১৬ শ্রবণানক্ষত্র ঘ ২।০।৪৮। অমাবস্যার উপবাস, অমাবস্যার ব্রত।

২৪ মাঘ ইং ৭ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪২।৩৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৫।৫০। বুধবার প্রতিপদ ঘ ১২।৫৯।৫৩ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ১।১৯।৫৬।

২৫ মাঘ ইং ৮ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪২।৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৬।২৬। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়া ঘ ১২।৪।৩০ শতভিষানক্ষত্র ঘ ১।২।২২।

২৬ মাঘ ইং ৯ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪১।৩৬ সূর্যাস্ত ৫।৪৭।২। শুক্রবার তৃতীয়া ঘ ১১।৩৭।৩৪ পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১।১৩।৪৬।

২৭ মাঘ ইং ১০ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪১।৪ সূর্যাস্ত ৫।৪৭।৩৭। শনিবার চতুর্থী ঘ ১১।৪০।৪৭ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ১।৫৬।৬। বরদাচতুর্থী; বিনায়কব্রত ও শ্রীশ্রীগণেশ পূজা।

২৮ মাঘ ইং ১১ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪০।৩১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৮।১০। রবিবার পঞ্চমী ঘ ১২।১৪।৩১ রেবতীনক্ষত্র ঘ ৩।৩।৪৪। ষট্‌পঞ্চমীব্রত। শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা (শ্রীশ্রীপঞ্চমী)।

২৯ মাঘ ইং ১২ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৯।৫৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৮।৪৩। সোমবার ষষ্ঠী ঘ ১।১১।৩৪ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ৪।৪০।৫৪। শীতলা ষষ্ঠী। রাত্রি শেষ ঘ ৫।৩।৫৮ গতে মাঘ সপ্তমী স্নান। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। দিবা ঘ ৩।২০।৪৬ গতে অকাল আরম্ভ।

ফাল্গুন মাস

১ ফাল্গুন ইং ১৩ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৯।২৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৯।১৬। মঙ্গলবার সপ্তমী ঘ ২।৪৯।৪৫ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৪৫।২৬ বিধানসপ্তমীব্রত, আরোগ্যসপ্তমীব্রত, রথাখ্যা সপ্তমী।

২ ফাল্গুন ইং ১৩ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৮।৫০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৯।৪৭। বুধবার অষ্টমী ঘ ৪।৪১।৫৯ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।১।৮।

৩ ফাল্গুন ইং ১৫ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৮।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫০।১৮। বৃহস্পতিবার নবমী রাত্রি ঘ ৬।৪৭।২৫ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৪৩।৩৯ মহানন্দানবমী।

৪ ফাল্গুন ইং ১৬ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৭।৩৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫০।৪৮। শুক্রবার দশমী রাত্রি ঘ ৮।৫৬।৫০ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।১১।৪৫।

৫ ফাল্গুন ইং ১৭ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৭।৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫১।১৯। শনিবার একাদশী রাত্রি ঘ ১০।৫৮।৩৯ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৭।২৬। ভৈমী একাদশীর উপবাস।

৬ ফাল্গুন ইং ১৮ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৬।২৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫১।৪৮। রবিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১২।৪৩।৫১ পুনর্বসুনক্ষত্র দং ৬০।০।০।

৭ ফাল্গুন ইং ১৯ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৫।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫২।১৬। সোমবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ২।৫।১০ পুনর্বসুনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫৭।১৪।

৮ ফাল্গুন ইং ২০ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৫।৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫২।৪৩। মঙ্গলবার চতুর্দশী রাত্রি ঘ ২।৫৯।৩৯ পুষ্যানক্ষত্র ঘ ৮।৩৪।৫১।

৯ ফাল্গুন ইং ২১ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৪।৩০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৩।১০। বুধবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ৩।২২।৩৬ অশ্লেষানক্ষত্র ঘ ১০।৩।৩৪। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস, ব্রতাঙ্গ উপবাস ও নিশিপালন।

১০ ফাল্গুন ইং ২২ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৩।৪১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৩।৪৪। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৩।১৪।২৯ মঘানক্ষত্র ঘ ১০।৫২।৩।

১১ ফাল্গুন ইং ২৩ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ৬।৩২।৫৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৪।১৮। শুক্রবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ২।৩৬।৪১ পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১১।১২।১৩।

১২ ফাল্গুন ইং ২৪ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩২।৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৪।৫২। শনিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১।৩১।৩৫ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১১।১।২৩।

১৩ ফাল্গুন ইং ২৫ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ০ ৬।৩১।১৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৫।২৪। রবিবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ১২।৩।৭ হস্তানক্ষত্র ঘ ১০।২৭।১১।

১৪ ফাল্গুন ইং ২৬ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩০।২৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৫।৫৬। সোমবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১০।১৪।১৫ চিত্রানক্ষত্র ঘ ৯।৩০।২।

১৫ ফাল্গুন ইং ২৭ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৯।৩২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৬।২৮। মঙ্গলবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৮।১০।১০ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ৮।১৫।৪৭।

১৬ ফাল্গুন ইং ২৮ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৮।৪০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৬।৫৯। বুধবার সপ্তমী সন্ধ্যা ঘ ৫।৫৫।২৯ বিশাখানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৪৮।১৯ পরে অনুরাধা-নক্ষত্র (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।১৩।১৮ পর্যন্ত।

১৭ ফাল্গুন ইং ১ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৭।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৭।২৯। বৃহস্পতিবার অষ্টমী ঘ ৩।৩৩।২০ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৩৩।৩৯।

১৮ ফাল্গুন ইং ২ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৬।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৭।৫৯। শুক্রবার নবমী ঘ ১।১০।৪৬ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫৪।২১।

১৯ ফাল্গুন ইং ৩ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৬।১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৮।২৮। শনিবার দশমী ঘ ১০।৫০।৫৬ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।২২।৫১।

২০ ফাল্গুন ইং ৪ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৫।৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৮।৫৭। রবিবার একাদশী ঘ ৮।৩৯।৩৮ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।২।৫৮। একাদশীর উপবাস।

২১ ফাল্গুন ইং ৫ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৪।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৯।২৬। সোমবার দ্বাদশী প্রাতঃ ঘ ৬।৪০।৪০ পরে ত্রয়োদশী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।৫৮।৪৩ পর্যন্ত; শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৫৫।৪০।

২২ ফাল্গুন ইং ৬ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।২৩।১৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৯।৫৪। মঙ্গলবার চতুর্দশী রাত্রি ঘ ৩।৩৭।৫৩ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।১১।৯। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি।

২৩ ফাল্গুন ইং ৭ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।২২।২৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।০।২১। বুধবার অমাবস্যা রাত্রি ঘ ২।৪১।৪৯ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৪৫।৫৪। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন।

২৪ ফাল্গুন ইং ৮ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।২১।২৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।[illegible]।৪৮। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ২।১৪।৪০ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫০।১৪।

২৫ ফাল্গুন ইং ৯ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।২০।৩২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১।১৫। শুক্রবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ২।১৭।৩৫ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।২৩।৩৮।

২৬ ফাল্গুন ইং ১০ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৯।৩৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১।৪১। শনিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ২।৫১।৯ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।২৭।২২।

২৭ ফাল্গুন ইং ১১ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৮।৩৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২।৭। রবিবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ৩।৫৫।৩৭ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৫৬।৯।

২৮ ফাল্গুন ইং ১২ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৭।৪১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২।৩২। সোমবার পঞ্চমী রাত্রিশেষ ঘ ৫।২৫।১৭ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫৪।৪৯ ষটপঞ্চমীব্রত।

২৯ ফাল্গুন ইং ১৩ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৬।৪৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২।৫৭। মঙ্গলবার ষষ্ঠী দং ৬০।০।০ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।১৪।৪১।

৩০ ফাল্গুন ইং ১৪ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৫।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩।২৪। বুধবার ষষ্ঠী ঘ ৭।১৪।৫০ রোহিণীনক্ষত্র দং ৬০।০।০। ষড়শীতি সংক্রান্তি। ঘণ্টাকর্ণপূজা।

চৈত্র মাস

১ চৈত্র ইং ১৫ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৪।৪৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩।৪৮। বৃহস্পতিবার সপ্তমী ঘ ৯।১৮।৪৩ রোহিণীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৪৫।৫৩। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা।

২ চৈত্র ইং ১৬ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৩।৫০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪।১১। শুক্রবার অষ্টমী ঘ ১১।২৫।৪১ মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ৯।২৩।১।

৩ চৈত্র ইং ১৭ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১২।২১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪।৫। শনিবার নবমী ঘ ১।২৪।২৮ আর্দ্রানক্ষত্র ঘ ১১।৫২।২১।

৪ চৈত্র ইং ১৮ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১১।৫৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৫।০। রবিবার দশমী ঘ ৩।৭।৫১ পুনর্বসুনক্ষত্র ঘ ২।৭।৫৮।

৫ চৈত্র ইং ১৯ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১০।৫৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৫।২৩। সোমবার একাদশী ঘ ৪।২৬।৩৭ পুষ্যানক্ষত্র ঘ ৪।০।৫৪। একাদশীর উপবাস।

৬ চৈত্র ইং ২০ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।৯।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৫।৪৭।
দ্বাদশী অপরাহ্ণ ঘ ৫।১৭।৩১ অশ্লেষানক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৫।২৩।৪১।

৭ চৈত্র ইং ২১ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।৮।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৬।১০। বুধবার
ত্রয়োদশী অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৬।৪৭ মঘানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।১৯।২৮।

৮ চৈত্র ইং ২২ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।৭।৫৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৬।৩৪। বৃহস্পতিবার
চতুর্দশী অপরাহ্ণ ঘ ৫।২৫।১৪ পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৪৬।৪৭। পূর্ণিমার নিশি-
পালন। সন্ধ্যায় বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

৯ চৈত্র ইং ২৩ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।৬।৫৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৬।৫৭। শুক্রবার
পূর্ণিমা ঘ ৪।৪৪।১৯ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৪৩।২৯। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস, ২৪ঘণ্টার
উপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। খৃঃ পর্ব গুড্‌ফ্রাইডে।

১০ চৈত্র ইং ২৪ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।৫।৫৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৭।১৯। শনিবার
প্রতিপদ ঘ ৩।৩৬।৩৯ হস্তানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।১৪।৫৯।

১১ চৈত্র ইং ২৫ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪।৫৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৭।৪৩। রবিবার
দ্বিতীয়া ঘ ২।৫।০ চিত্রানক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৫।২২।৫০।

১২ চৈত্র ইং ২৬ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩।৫৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৮।৭। সোমবার
তৃতীয়া ঘ ১২।১৩।৫১ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ৪।১১।৫। খৃঃ পর্ব ইষ্টার মণ্ডে।

১৩ চৈত্র ইং ২৭ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।২।৫৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৮।২৯। মঙ্গলবার
চতুর্থী ঘ ১০।৭।১৮ বিশাখানক্ষত্র ঘ ২।৪৭।৫৯।

১৪ চৈত্র ইং ২৮ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১।৫৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৮।৫২। বুধবার
পঞ্চমী ঘ ৭।৫০।৩১ পরে ষষ্ঠী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।২৭।৩২ পর্যন্ত
অনুরাধানক্ষত্র ঘ ১।১৪।১২। স্কন্দষষ্ঠী।

১৫ চৈত্র ইং ২৯ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১।১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৯।১৭। বৃহস্পতিবার
সপ্তমী রাত্রি ঘ ৩।৩।১১ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ১১।৩৩।৫২।

১৬ চৈত্র ইং ৩০ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৬।০।০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৯।৩৯। শুক্রবার অষ্টমী
রাত্রি ঘ ১২।৪১।৩৫ মূলানক্ষত্র ঘ ৯।৫৩।১০। শীতলাষ্টমী।

১৭ চৈত্র ইং ৩১ মার্চ। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৯।১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১০।২। শনিবার নবমী
রাত্রি ঘ ১০।২৯।৪ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৮।১৯।৪২।

১৮ চৈত্র ইং ১ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৮।২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১০।২৩। রবিবার
দশমী রাত্রি ঘ ৮।২৯।৬ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৬।৫৬।৫১ পরে শ্রবণানক্ষত্র (সূর্যোদয়ের
পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।৪৩।১৫ পর্যন্ত।

১৯ চৈত্র ইং ২ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৭।২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১০।৪৯।
একাদশী রাত্রি ঘ ৬।৪৬।১৩ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৫৪।৩৮। একাদশীর উপবাস।

বার

২০ চৈত্র ইং ৩ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৫।৪৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১০।৫২। মঙ্গল
দ্বাদশী অপরাহ্ণ ঘ ৫।২৩।৪১ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।২৬।৩।

২১ চৈত্র ইং ৪ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৫।৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১১।৩৬। বুধবার
ত্রয়োদশী ঘ ৪।২৬।৩০ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।২৩।২৯। মধুকৃষ্ণাত্রয়োদশী।

২২ চৈত্র ইং ৫ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৪।৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১১।৫৯। বৃহস্পতিবার
চতুর্দশী ঘ ৩।৫৮।১৮ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৫১।৩২। অমাবস্যার নিশিপালন।

২৩ চৈত্র ইং ৬ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫৩।৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১২।২৩। শুক্রবার
অমাবস্যা ঘ ৩।৫১।৫২ রেবতীনক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।৪৭।৩১। অমাবস্যার উপবাস, ব্রত।

২৪ চৈত্র ইং ৭ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫২।৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১২।৪৮। শনিবার
প্রতিপদ ঘ ৪।৩২।৩০ অশ্বিনীনক্ষত্র দং ৬০।০।০।

২৫ চৈত্র ইং ৮ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫১।৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৩।১২। রবিবার
দ্বিতীয়া অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৫।২২ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ৭।১।৩৪।

২৬ চৈত্র ইং ৯ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৫০।১১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৩।৩৬। সোমবার
তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৭।৩।১৯ ভরণীনক্ষত্র ঘ ৯।২।৫৫।

২৭ চৈত্র ইং ১০ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৯।১৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৪।১। মঙ্গলবার
চতুর্থী রাত্রি ঘ ৮।৫২।৫ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১১।১৮।৪৫।

২৮ চৈত্র ইং ১১ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৮।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৪।২৫। বুধবার
পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১০।৫৪।৯ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ১।৪৮।২৮। ষট্পঞ্চমীব্রত।

২৯ চৈত্র ইং ১২ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৭।১৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৪।৫০ বৃহস্পতিবার
ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১২।৫১।৩ মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ৪।২৫।৪৩। অশোকষষ্ঠী। পূর্বাহ্ণ ঘ ৯।৫৬।২৮
মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাদেবীর ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ। সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

৩০ চৈত্র ইং ১৩ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৬।২১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৫।১৭। শুক্রবার
সপ্তমী রাত্রি ঘ ২।৫৫।৫৯ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৫৭।৪৭। দিবা ঘ ৯।৫৬।০ পর্যন্ত
পূর্বাহ্ণ শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাদেবীর পত্রিকাপ্রবেশ স্থাপন ও সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত
পূজা। দেবীর দোলায় আগমন। ফল—মড়ক। নীলের পূজা ও উপবাস।

৩১ চৈত্র ইং ১৪ এপ্রিল। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৫।২৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৫।৪২। শনিবার
অষ্টমী রাত্রি ঘ ৪।৩৫।১৮ পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।১৭।২৪। অশোকাষ্টমী। পূর্বাহ্ণ
ঘ ৯।৫৫।২৯ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাদেবীর অষ্টমীবিহিত পূজা। রাত্রি ঘ ১১।৩৬।৩২
গতে রাত্রি ঘ ১২।২৪।৩২ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাদেবীর অর্ধরাত্রবিহিত পূজা। রাত্রি
ঘ ৪।১১।১৮ গতে রাত্রি ঘ ৪।৫৯।১৮ মধ্যে সন্ধিপূজা। রাত্রি ঘ ৪।৩৫।১৮ গতে
রাত্রি ঘ ৪।৫৯।১৮ মধ্যে বলিদান ও সন্ধিপূজা সমাপন। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা।
মহাবিষুব সংক্রান্তি। চড়কপূজা। ধর্মঘটব্রত। জল সংক্রান্তিব্রত।